مختارات من أدب العرب
নির্বাচিত আরবী সাহিত্য সংকলন

মূলঃ
আল্লামা আবুল হাসান আলী আলহাসানী আন্‌নাদভী রহ.

অনুবাদঃ
হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক
শিক্ষক, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

নির্বাচিত আরবী সাহিত্য সংকলন

মূল : আল্লামা আবুল হাসান আলী আলহাসানী আন্‌নাদভী রহ.

অনুবাদ : হাফেয মুহাম্মদ জাফর সাদেক
দাওরায়ে হাদীস, তাখাস্‌সুস ফিল আদবিল আরবী
কামিল ফিল হাদীস (ফার্স্ট ক্লাশ)
শিক্ষক, আল-জামিয়া আলই-সলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম

প্রকাশকাল : রমজান ১৪৩৩ হি.
: আগস্ট ২০১২ খ্রি.

সর্বস্বত্ব : অনুবাদক কর্তৃক সংরক্ষিত

কম্পোজ : মাওলানা আব্দুল জলিল কওকব

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ : ফেয়ারওয়েভ
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১ ২৮৬৭২২৮

প্রকাশনায় : মঈনুদ্দীন মুহাম্মদ আরিফ
আফিয়া পাবলিকেশন্স
১৩ জি. এ. ভবন, আন্দরকিল্লা
চট্টগ্রাম। ফোন: ০১৮১৬ ৭০৮ ৭০৮

হাদিয়া : ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

উৎসর্গ

পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা-আম্মা
যাঁরা স্বীয় সন্তানের জন্য শ্রেষ্ঠ উপহার হিসেবে
দ্বীনি শিক্ষাকে নির্বাচন করেছেন। তাঁদের মাগফিরাত ও
আত্মার প্রশান্তি কামনায় ॥

- অনুবাদক।

সূচীবিন্যাস

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
০১	ইসলামী সাহিত্য: পরিচয়, তাৎপর্য ও ভূমিকা	০৬
০২	লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত	১৩
০৩	নিবন্ধকারকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২০
০৪	অনুবাদকের কথা	৩১
০৫	একজন প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মুখতারাতকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন	৩৪
০৬	কিতাবের ভূমিকা	৩৬
০৭	আল্লাহর বান্দাগণ	৯৩
০৮	সাইয়্যিদুনা হযরত মূসা আ.	৯৬
০৯	সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ স. এর সারগর্ভ বাণীসমূহ	১০১
১০	হৃদয়স্পর্শী ভাষণ	১০৫
১১	বনু সা'দ গোত্রে	১০৮
১২	নবী স. কীভাবে হিজরত করেছেন	১১৬
১৩	কা'ব বিন মালেকের পরীক্ষা	১৩৩
১৪	হযরত ওমর বিন খাত্তাব র. এর নিহত হওয়ার ঘটনা	১৫০
১৫	মু'মিনের চরিত্র	১৬০
১৬	খাঁটি বন্ধু	১৬৪
১৭	দুনিয়াবিমুখের গুণাবলী	১৭১
১৮	মহীয়সী জুবাইদা ও খলীফা মা'মুনুর রশীদের মাঝে পত্র বিনিময়	১৭৬
১৯	একজন বড় গম্ভীর বিচারক ও দু:সাহসিক মাছি	১৭৮
২০	রক্তিম জামা	১৮৪
২১	আমীরে মুআবিয়া র. তাঁর দৈনন্দিন জীবন কিভাবে কাটাতেন	১৯৩
২২	ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. ও তাঁর অবিচলতা ও বদান্যতা	১৯৯
২৩	আশআব ও জনৈক কৃপণ ব্যক্তি	২০৪
২৪	ভর্ৎসনার চিঠি	২০৯
২৫	মানুষের আলোচনা	২১১
২৬	সৌভাগ্য ও ইয়াকীনের পথে	২২৬
২৭	সুলতান সালাহ উদ্দিন আইয়ূবীর মৃত্যু	২৩৫

প্রসিদ্ধ হাদীস বিশারদ, বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক, আঞ্জুমানে ইত্তিহাদুল মাদারিস (কওমী মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ড) বাংলাদেশ'র সেক্রেটারী জেনারেল, আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম এর মুহতামিম হযরত আল্লামা মুফতী আবদুল হালীম বোখারী সাহেব'র

অভিমত ও দোয়া

نحمده ونصلي على رسوله الكريم امّابعد/

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আরবী সাহিত্যিক, ইসলামী চিন্তাবিদ ও বহুগ্রন্থ প্রণেতা হযরত আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. কর্তৃক সংকলিত مختارات من أدب العرب কিতাবটি আরব দেশসমূহসহ বিশ্বের অনেক দেশে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেও কিতাবটি পড়ানো হয়। আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষক স্নেহের মাওলানা হাফেজ মুহাম্মদ জাফর সাদেক সাহেব কিতাবটির কঠিন শব্দাবলীর বিশ্লেষণ, সরল অনুবাদ ও টীকা সংযোজনপূর্বক যে শারহ লিখেছেন, তা থেকে আমি বিশেষ বিশেষ কিছু অংশ পাঠ করেছি। তার সহজ-সরল অনুবাদ ও চমৎকার শব্দ-বিশ্লেষণ সত্যিই প্রশংসনীয়। এ সহজপ্রিয়তার যুগে তার এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী। আশা করি কিতাবটি ছাত্রদের পাশাপাশি শিক্ষকমহোদয়গণের জন্যও উপকারী হবে।

আমি কিতাবটির বহুল প্রচারণা ও মাকবূলিয়্যাতের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে প্রার্থনা করছি এবং স্নেহের লেখকের দীর্ঘায়ু ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.

(মুহাম্মদ আবদুল হালীম বোখারী)
মুহতামিম,
আলজামিয়া আলইসলামিয়া পটিয়া, চট্টগ্রাম।

বিছমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম

ইসলামী সাহিত্যঃ পরিচয়, তাৎপর্য ও ভূমিকা

সাহিত্য শব্দটির আরবী প্রতিশব্দ, আদব। ইংরেজিতে বলা হয়- Literature অর্থ শিষ্টাচার। সাহিত্য হলো চিন্তার বাহন, সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মাধ্যমেই সূচিত হয় দেশ, সমাজ ও জাতির চিন্তাজগতের বিপ্লব ও পরিবর্তন। শুভ ও কল্যাণের প্রতি কিংবা অশুভ ও অকল্যাণের দিকে। অর্থাৎ 'সাহিত্য' শব্দটি ব্যাপক অর্থবিশিষ্ট। (Nagative) ও (Positive) উভয়কাজের প্রতি পাঠকসমাজকে উৎসাহিত করে, দেশ, সমাজ ও জাতির উভয়প্রকার বিপ্লব ও পরিবর্তনের মাধ্যম। মূলতঃ সাহিত্য তরবারির মতো। তরবারী মুজাহিদের হাতে থাকলে যেমন সমাজ হতে অন্যায়-অবিচার ও জুলুম-নির্যাতন মূলোৎপাঠনের প্রধান হাতিয়ার হয়। আর জালিম কিংবা সন্ত্রাসী ও ডাকাতের হাতে থাকলে ফিৎনা-ফ্যাসাদ সৃষ্টি ও অপরাধ-প্রবণতা বেড়ে যাওয়ার মূল কারণ হয়। তেমনিভাবে সাহিত্য যে ভাষারই হোক না কেন মুসলিম একনিষ্ঠ লেখক ও কলমসৈনিকদের গবেষণা ও লেখার ক্ষেত্র হলে মুজাহিদের তরবারির ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে। তখন এরূপ সাহিত্যকে বলা হয় ইসলামী সাহিত্য। আর সাহিত্য যদি অমুসলিম কিংবা ধর্মবিদ্বেষী বুদ্ধিজীবী ও পেশাদার লেখকদের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয় তখন একে নোংরা কিংবা পঁচা সাহিত্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

সাহিত্য এক জীবন্ত সত্ত্বা : বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. সাহিত্যের মৌলিক পরিচয় বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "আমি মনে করি সাহিত্য এক জীবন্ত সত্ত্বা, যার পাঁজরে অন্তর্নিহিত থাকে দরদ-ভরা মন, সচেতন বিবেক, জীবন্ত অনুভূতি ও পাকাপোক্ত আক্বীদা বিশ্বাস এবং যার থাকে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য। বিষাদ বেদনায় ব্যথিত এবং আনন্দ উল্লাসে পুলকিত হয় সাহিত্য নামের এই জীব। যদি এমন না হয় তাহলে সাহিত্য নিথর ও নির্জীব, যা বাজিকরের খেল-তামাশা বা সাপুড়ের সাপ নাচানোর সমতুল্য। অনুরূপ সাহিত্য মন-ভোলানো বিনোদন ও সময় কাটানোর উপকরণ নয়; বরং তা ভৈব্যতাপূর্ণ ও সুসমামণ্ডিত লক্ষ্যে পৌঁছার এবং মানব প্রকৃতিকে প্রভাবিত করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম।"

ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞা:

১. বিশিষ্ট লেখক মুহাম্মদ কুতুবের মতে, ''ইসলামী সাহিত্য সে সাহিত্যকে বলা হয় যাতে ইসলামের চিন্তা-দর্শন তথা মানুষ, জীবন ও জগত সম্পর্কিত ইসলামের সর্বাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির শিল্পজাত রূপায়ণ ঘটে।''

২. ড. সা'দ আবুর রেজা'র মতে, ''ইসলামের দৃষ্টি চেতনার ইতিবাচক অর্থবহতার বাস্তবতায় জীবনাভিজ্ঞতার শিল্পাশ্রিত রূপায়ণই ইসলামী সাহিত্য।''

৩. ড. মুহাম্মদ হাসান বুরাইগিশ এর মতে- ''ইসলামের সৌন্দর্য দর্শনের নিবিড় সংলগ্নতায় জীবনের বহুমাত্রিক আত্ম উন্মোচনে সকল রং-রূপ যে সাহিত্যে উপস্থাপিত হয় তাকে ইসলামী সাহিত্য বলা যেতে পারে।''

৪. ড. নাজীব কীলানী বলেন, ''ইসলামী সাহিত্য হচ্ছে, বিশ্বাস প্রণোদিত, বিস্তারপ্রবণ ও সৌন্দর্যবাহিত একটি শৈল্পিক আত্মপ্রকাশনা, যাতে মানুষের জীবন ও জগতের (সহাবস্থান ও পারস্পরিক ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া নিঃসৃত) সত্যনিষ্ঠ রূপচিত্র প্রতিকায়িত হয় এবং যার মধ্যে একজন মুসলিমের বিশ্বাসগত অক্ষুন্নতা, একাধারে রসবোধ ও কল্যাণ প্রেরণা, চিন্তা ও হৃদয়দেশে আলোড়ন এবং সর্বোপরি ইতিবাচক চিন্তা ও কর্মমুখরতার একটি অনন্যধারার প্রবাহ সৃষ্টি ইত্যাদি অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ হিসেবে ক্রিয়াশীল থাকে।'' নাজীব কীলানীর এ সংজ্ঞা অন্যান্য সংজ্ঞার তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।

ইসলামী সাহিত্যের তাৎপর্য: উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, ইসলামী সাহিত্য একটি উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাভিসারী সাহিত্য। এ কারণে নিছক শৈল্পিক উদ্দেশ্যহীন সাহিত্যচর্চার কোন স্থান ইসলামে নেই। কারণ, সত্যিকার আল্লাহর বান্দার কোন কাজ লক্ষ্যহীন হতে পারে না।

সাহিত্যের খাতিরে সাহিত্য চর্চা করা বা (Arts for arts sake) এই অর্থহীন কুটিল বাক্য একজন সত্যিকার আল্লাহর বান্দার জন্যে মোটেও শোভা পায় না। কেননা, বান্দার প্রতিটি কাজ মাওলার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যেই উৎসর্গিত হতে হবে। আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার মাধ্যমে মু'মিন ঘোষণা করে যে, আমার নামায, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু কেবল বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্যই উৎসর্গিত। (আলকুরআন, সূরা আলআনআম ; ১৬২)

বস্তুতঃ ইসলামী সাহিত্য 'ইসলাম' ও 'সাহিত্য' এ দু'টি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। তাই ইসলাম যে আদর্শ ও নৈতিক মূল্যবোধগুলো সমাজে প্রতিষ্ঠিত

করতে চায়, সাহিত্য সেগুলোকে যথাযোগ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। যে সাহিত্যের আঁকে-বাঁকে, শাখা-প্রশাখায়, পদ্য ও গদ্যে তথা সাহিত্যের বিভিন্ন কর্মে এ মূল্যবোধগুলো ছড়িয়ে পড়ে তাকে ইসলামী সাহিত্য বলা হয়। ইসলামী সাহিত্যের মূল উপাদান হচ্ছে, ঐশীগ্রন্থ আলকুরআন ও মহানবী স. এর হাদীস। মোট কথা, ইসলাম এমন সাহিত্যের পক্ষপাতি যা ঈমানীশক্তি ও সৎকর্মের প্রেরণায় পরিপূর্ণ এবং এর সাথে সাথে মানবতাকে জুলুম-অত্যাচার, অন্যায়-অবিচার থেকে মুক্তি দেয়ার জন্যে লড়াই করতে শেখায়। এ ধরণের সাহিত্য চর্চার জন্যে ইসলাম নির্দেশ দান করেছে এবং অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

ইসলামী সাহিত্যের চমৎকার প্রভাবঃ উল্লেখ্য, হযরত মুহাম্মদ স. পৃথিবীকে যে সমাজ উপহার দিয়েছিলেন তার চেয়ে সুন্দর, সুষ্ঠু ও সুখী সমাজ মানবতার ইতিহাসে দ্বিতীয় আরেকটি খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিশেষতঃ তিনি মদীনায় যে কল্যাণমূলক রাষ্ট্র (Welfare State) কায়েম করেছিলেন তা ছিল মানবসমাজের শ্রেষ্ঠ মডেল। সেই শ্রেষ্ঠ সমাজ কায়েমের ক্ষেত্রেও রাসূল স. এর সাহিত্য-চেতনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কারণ, ভাষা, সাহিত্য ও লেখনীর চুম্বকের ন্যায় আকর্ষণশক্তি থাকে। সেটা পদ্য-সাহিত্য হোক বা গদ্য-সাহিত্য; তা মানুষের মনে প্রভাব ফেলবেই। ভালো হলে ভালো আর মন্দ হলে মন্দ। তাই যুগ-যুগান্তরে আল্লাহর যতো নবী-রসূল আগমন করেছিলেন উন্নত ভাষা ও সাহিত্যে দক্ষ-জ্ঞানী ও পারদর্শী ছিলেন। ধর্মীয় গ্রন্থসমূহও অবতীর্ণ হয়েছে কাল ও সমাজের শ্রেষ্ঠ ভাষায় ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে। আলকুরআনে ইরশাদ হয়েছে, "আমি কিতাবকে আরবী ভাষায় কুরআনরূপে নাযিল করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পারো।" (সূরা ইউসুফ ; ২)। আরো ইরশাদ হয়েছে, "কোন রসূলকে আমি তার জাতির ভাষা ছাড়া প্রেরণ করিনি। যাতে তিনি তা তাদের জন্য স্পষ্ট তথা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন।" (সূরা ইব্রাহীম ; ৪)

বিশ্বখ্যাত লেখক, ইসলামী সাহিত্যিক আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, "চিন্তাশীলগণ বুঝতে পারেন যে, স্বজাতির ভাষা বলতে পারা, শুধু স্বজাতির ভাষা বুঝতে পারা এবং তা অন্যকে বুঝাতে পারার যোগ্যতা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে, আপন যুগের ভাষা ও সাহিত্যের উচ্চতর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ হওয়া এবং তাতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করা। আলকুরআনের এ আয়াতের শেষাংশ "ليبين لهم"

অর্থাৎ, যাতে তিনি তাদের জন্যে তা স্পষ্ট (হৃদয়গ্রাহী) ভাষায় বর্ণনা করতে পারেন। এ বিশ্লেষণ আমাদের এ কথার সত্যায়ণ করে। রসূল স. ইরশাদ করেছেন, "আমিই আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যের অধিকারী।"

আপনারা জানেন, ইসলামের ইতিহাসে যে সব ব্যক্তিবর্গ বড় কোন অবদান রেখেছেন এবং মুসলমানদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার উপর গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন তারা সাধারণত বাক ও লেখনী-শক্তির অধিকারী ছিলেন এবং তাদের রচনা ও বক্তৃতায় বিশুদ্ধ সাহিত্য ও অলংকার বিদ্যমান থাকত।" (সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ., মাওলানা খন্দকার মাসউদ আহমদ অনূদিত আলোকিত জীবনের পথ, মাকতাবাতুল আশরাফ, ঢাকা, ২০০২ ইং)

তিনি অন্যত্র আরো বলেন, "জেনে রাখা দরকার, লেখা ও লেখনীর রয়েছে অদ্ভুত প্রভাব ও শক্তি। এর মাধ্যমে লেখকের ভাব-অনুভূতি এমনকি তার হৃদয়ের স্পন্দনও পাঠকের মাঝে সংক্রমিত হয়। অনেকসময় পাঠক তা নিজেও অনুভব করতে পারে না। অচেতন মনে চলে তার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া। আপনি অমুসলিম লেখকের সাহিত্য পাঠ করবেন। তাদের রচিত গল্প-উপন্যাস এবং কাব্য উপভোগ করবেন অথচ আপনার হৃদয়ে তা রেখাপাত করবে না এটা কী করে হতে পারে! আগুন জ্বালাবে না এবং বিষ তার ক্রিয়া করবে না এটা কীভাবে বিশ্বাস করা চলে? চেতন মনে আপনি অস্বীকার করুন, কিন্তু আপনার অবচেতন মনে লেখা ও লেখনী তার নিজস্ব প্রভাব ফেলবেই।"

ইসলামী সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য : ইসলামী সাহিত্যের উপরোল্লিখিত সংজ্ঞা ও হাকীকত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ইসলামী সাহিত্য একটি বৈশিষ্ট্যসম্বলিত অনন্য-সাহিত্য যা অন্য সাহিত্যের চেয়ে সর্বক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট। নিম্নে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হল–

১. ইসলামী সাহিত্য নির্মাতার দু'ধরনের দায়বদ্ধতা রয়েছে।

ক. আদর্শিক দায়বদ্ধতা : একজন ইসলামী সাহিত্যিক তার সাহিত্যে ইসলামী আক্বীদার যথার্থ অনুসরণ-অনুকরণের দায়বদ্ধতা উপলব্ধিকরণে উৎসাহিত হবেন। এক্ষেত্রে ইসলামের সৌন্দর্যবোধ ও এর বিবেচনার প্রকৃতি, পরিধি সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। কেননা, এ বিষয়ে কোন সংকীর্ণ ও খণ্ডিত বিবেচনা তার সৃজনশীলতাকে নষ্ট করতে পারে।

খ. শৈল্পিক দায়বদ্ধতা : অন্যান্যধারার সাহিত্যিকদের ন্যায় একজন

ইসলামী সাহিত্যিকও শিল্প-সাহিত্যের প্রচলিত ও উৎকৃষ্ট রীতি-কৌশল (যথার্থ শব্দচয়ন, বিন্যাস ও ব্যঞ্জনাময় আবহ, অর্থগত প্রাচুর্য, বাক্য নির্মাণে ভিন্ন মাত্রিকতা ইত্যাদি।) তার সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় যুক্ত করবেন এটিই হচ্ছে তার শৈল্পিক বা পেশাগত দায়বদ্ধতা।

ইসলামী সাহিত্যিককে এই দুই প্রকার দায়বদ্ধতার প্রতি সদা তৎপর ও সচেতন থাকতে হবে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার উদাসীনতা সৃষ্টি না হওয়ার জন্যে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। তখনই সাহিত্যকর্ম সার্থকতা ও সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌছতে পারবে।

২. ইসলামী সাহিত্যের শৈল্পিকতা একটি স্থিরলক্ষ্যের অনুগামী।

ইসলামী সাহিত্যের অভীষ্ট লক্ষ্য হলো মানুষের ভেতর সুপ্ত কল্যাণ মন মানসিকতার জাগরণ সৃষ্টি, তার স্রষ্টা ও সৃষ্টিপ্রীতিকে প্রাণস্পন্দিত করা এবং তাকে ইতিবাচক চিন্তা ও কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে তার শৈল্পিক সকল প্রয়াস এ লক্ষ্যে সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। সুতরাং এ ধারার সাহিত্যকে লক্ষ্যপ্রবণ একটি শিল্পউদ্যোগ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

৩। ইসলামী সাহিত্য একটি স্বভাবজাত সাহিত্য। মহান আল্লাহ তায়ালা মানুষকে যে ফিতরাত বা স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তাকে বিকশিত করার জন্য ইসলামী সাহিত্যশিল্পকে নিয়োজিত করে। এই ক্ষেত্রে ইসলামী সাহিত্যের দায়বদ্ধতা হলো মানবীয় স্বভাব নিঃসৃত ভালোবাসা, স্নেহ-মমতা, আনন্দ-বেদনা, হিংসা-ক্রোধ, লোভ-লালসা ইত্যাদি ইতিবাচক ও নেতিবাচক সকল বিষয়ের প্রকৃত রূপচিত্র উপস্থাপন করে কল্যাণময় ইতিবাচক দিকটা বিজয়ী করা।

৪। ইসলামী সাহিত্য ঐতিহ্যগতভাবে জীবনবাদীতায় বিকশিত সাহিত্য। ইসলামী সাহিত্য অবিকৃত ও মৌলিক ইসলামী ঐতিহ্যের উৎকর্ষতায়, কালভেদে মানবজীবনের পরিশীলন ও পরিমার্জনে নিয়োজিত এক হৃদয়স্পর্শী নান্দনিক চেতনার শিল্পসঙ্গতরূপ।

ইসলামী সাহিত্যের ভূমিকা :

সমাজের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি, প্রেরণা ও উদ্দীপনা সবকিছু নির্ভর করে ইসলামী কবি-সাহিত্যিকদের কর্মতৎপরতা ও সাহিত্য চর্চার উপর। কারণ কবি-সাহিত্যিক বলতে তাদেরকেই বুঝায় যারা ইসলামী ভাবধারায় কাব্য চর্চা করেন এবং সাহিত্য চর্চা করেন। অর্থাৎ,

ইসলামী কবি-সাহিত্যিক তিনিই যিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করেন, মুসলিম উম্মাহর আনন্দ-বেদনা, আবেগ-অনুভূতি।

সু-সাহিত্যিক ড. লুৎফুর রহমান গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন, জ্ঞান মানুষের শক্তির অন্যতম মূল উৎস। বলা হয়, Knowledge is Power তিনি বলেন, মনুষ্যত্ব লাভের পথ জ্ঞানের সেবা। দেশকে বা জাতিকে উন্নত করতে ইচ্ছা করলে সাহিত্যের সাহায্যে তা করতে হবে। মানবকল্যাণের জন্যে যতো উপাদান আছে তার মধ্যে এটি প্রধান।

ইসলামী সাহিত্যই চারিত্রিক উন্নয়ণের অন্যতম উপায় :

সামাজিক জীবনে নৈতিকতা হলো বড় শক্তি। নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের প্রতি ইসলাম খুব বেশি উৎসাহিত করেছে। কোন মানুষের মধ্যে নৈতিকতা না থাকলে সে সমাজে যা ইচ্ছা তা করতে পারে। নীতিহীন মানুষ সুষ্ঠু সমাজের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। বর্তমান মুসলিম সমাজে মুসলমানদের পতনের আসল কারণ হলো– নৈতিক অধঃপতন। অথচ রসূল স. কে আল্লাহ তায়ালা এক্ষেত্রে প্রেরণার উৎস হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন, "আপনি অবশ্যই উন্নত চরিত্রে অধিষ্ঠিত।" ইসলামী সাহিত্য যেহেতু পবিত্র কোরআন-হাদীস নিঃসৃত, তাই এক্ষেত্রে ইসলামী কবি-সাহিত্যিকরা প্রভুত ভুমিকা রাখতে পারেন। সরাসরি কাউকে কটাক্ষ না করে প্রবন্ধ-নিবন্ধ, গল্প-উপন্যাস বা কবিতার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করা যায় অনায়াসে। এ জগতে কবি-সাহিত্যিকরা সমাজের পথপ্রদর্শকরূপে ভূমিকা রাখতে পারেন।

অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি প্রতিরোধ :

আজকের সমাজে যেসব অশ্লীলতা ও অপসংস্কৃতি ছড়াচ্ছে তার অধিকাংশই অরুচিকর সাহিত্যের মাধ্যমে ছড়ায়। তাই ইসলাম ধর্মে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরজ করে দেওয়া হয়েছে। কারণ, নামায এই ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখে। আল্লাহ বলেন, "নামায অবশ্যই বিরত রাখে অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে।"

এ প্রসঙ্গে লুথার কিং এর মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন, "The prosperity of a country does not consist in its fabulous welth or magnificent buildings. but in its men of education culture and character." অর্থ: "বিপুল সম্পদ ও

মনোরম প্রাসাদের মধ্যে কোনো দেশের উন্নতি নিহিত থাকে না; বরং তা নির্ভর করে শিক্ষা-দীক্ষা ও উন্নত চরিত্রবান অধিবাসীদের উপর।" কিন্তু মানুষ সু-সাহিত্যের অভাবে কু-সাহিত্য গ্রহণ করে নগ্নতা ও অশ্লীলতার অন্ধকারজগতে হারিয়ে যায়; কু-সংস্কার ও কু-কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়। আর এক শ্রেণীর বাজারী লেখকরা রাতারাতি আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার অশুভমানসে এ ধরনের নোংরা সাহিত্য রচনা করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধ্বংস করে দেয়। প্রবাদ আছে, লোহা দিয়ে লোহা কাটতে হয়। তাই অশ্লীল সাহিত্যের জোয়ার ঠেকাতে হলে ইসলামী সাহিত্যের বিকল্প নেই। ইসলামী কবি-সাহিত্যিকরা সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে সমাজদেহের এই পচন রোধ করতে পারেন। তাদেরকে বুঝাতে হবে, বিজাতীয় অপসংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে তাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে ইসলামী সাহিত্যের আলোকিত ভুবনে। এছাড়া সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণে ইসলামী সাহিত্যের আরো অনেক অবদান রয়েছে যা এ ক্ষুদ্র পরিসরে তুলে ধরা অসম্ভব।

সাহিত্যে তখনই শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির সৃষ্টি হয় যখন তার পেছনে কোনো প্রভাবশালী ও উঁচুমানের ব্যক্তিত্ব সক্রিয় থাকে, যিনি চিন্তার জগতে নিজের প্রভাব ও দাপট প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন এবং ভাষা ও সাহিত্যের জগতে এক নতুন চিন্তাধারার জন্মদানে সফল হন। যখন সাহিত্য মনের উচ্ছাস ও চেতনাশক্তি থেকে শূণ্য হয় তখন তা সাহিত্য থাকে না, অনুকরণসর্বস্ব গাল-গল্পে পরিণত হয় এবং বাস্তবতা বিবর্জিত অভিনয়ের রূপ ধারণ করে। এতে সন্দেহ নেই যে, মননশক্তিই সাহিত্যকে শক্তিশালী করে তুলে, তাতে অস্থিত্ব ও স্থায়ীত্বের যোগ্যতা সৃষ্টি করে এবং তাকে সর্বজনগ্রাহ্য করে হৃদয়জগতে ঝড় তুলে। সাহিত্যিকদের হৃদয়ে দরদ-উচ্ছাস না থাকলে তিনি কোন অভিনেতার সাদৃশ্য হয়ে যান। উপরোল্লিখিত সংজ্ঞায় সংজ্ঞায়িত ও চমৎকার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইসলামী সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নমুনা হলো مختارات من أدب العرب যা কোরআন, হাদীস, সীরাত ও অকৃত্রিম আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাদি হতে নির্বাচিত প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমন্বয়ে প্রণিত হয়েছে।

-অনুবাদক

লেখকের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

জন্ম :

আল্লামা নাদভী ১৩৩৩ হিজরীর মুহার্‌রম, মোতাবেক ১৯১৪ ঈসায়ী ৫ ডিসেম্বর জুমাবার ভারতের রায়বেরেলী জেলার তকিয়াকেলা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন ভারতীয় ইসলামী চিন্তাবিদদের অন্যতম ও যুগশ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ সাইয়িদ আবদুল হাই আলহাসান রহ. ছিলেন তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা। তাঁর মাতার নাম সাইয়িদাহ খায়রুন্নেসা। সংক্ষেপে তাঁকে আলী মিয়া বলা হয়।

পরিবার ও বংশপরিক্রমা :

হযরত আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী এমন এক পরিবারে জন্ম লাভ করেন যে পরিবার দীর্ঘকাল ধরে ইলমী ও দ্বীনি খিদমাতে নিয়োজিত। এভাবে বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে, এ পরিবারের ধারাবাহিক ইতিহাসে এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি যাতে কোন সংস্কারক, লেখক ও মোবাল্লিগ জন্মগ্রহণ করেননি। মাঝখানে এমন মুজাদ্দিদ ও মুবাল্লিগগণও জন্মলাভ করেছেন, যারা শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম জাতির বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং যাদের সংস্কারমূলক চিন্তা ও সংস্কারের আহবান থেকে যুগ-যুগান্তরে দাঈ ও মুজাহিদগণ দিক-নির্দেশনা ও উৎসাহ-উদ্দীপনা পেয়েছেন।

তাঁর বংশ তালিকা :

হযরত আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. এর পূর্বপুরুষ মহানবী স. এর প্রিয় দৌহিত্র হযরত হাসান র. পর্যন্ত পৌঁছে। ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম যিনি সাইয়িদ বংশের শুভ যোগসূত্র সূচনা করেন তিনি ছিলেন এই সোনালীধারার প্রথম ব্যক্তিত্ব শায়খুল ইসলাম আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী রহ.। তিনি ছিলেন শায়খ আবদুল কাদের জীলানী রহ. এর ভাগিনা। আবুল হাসান আলী নাদভীর পিতৃপরম্পরা নিম্নে প্রদত্ত হলো :

আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী ইবনে আল্লামা সাইয়িদ আবদুল হাই ইবনে ফখরুদ্দীন ইবনে আবদুল আলী ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আকবর শাহ ইবনে মুহাম্মদ শাহ ইবনে মুহাম্মদ তকী ইবনে আবদুর

রহীম ইবনে হেদায়াতুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইসহাক ইবনে মুহাম্মদ মুয়াজ্জাম ইবনে কাজী আহমদ ইবনে কাজী মাহমূদ ইবনে কাজী আলাউদ্দীন ইবনে আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ সানী ইবনে সদরুদ্দীন ইবনে যয়নুদ্দীন ইবনে আমীর নিযামুদ্দীন ইবনে শায়খুল ইসলাম আমীর কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ মাদানী ইবনে রশীদুদ্দীন আহমদ ইবনে ইউসুফ ইবনে ঈসা ইবনে হাসান ইবনে আবুল হাসান আলী ইবনে আবু জাফর ইবনে কাসেম ইবনে আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে হাসান আল আওয়ার আল জাওয়াদ নকীবুল কুফা ইবনে মুহাম্মদ ছানী ইবনে আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল্ আশ্‌তর ইবনে মুহাম্মদ সাহেবুন নাফসিস্ যাকিয়া ইবনে আবদুল্লাহ আল মাহম ইবনে হাসান মুছান্না ইবনে হাসান মুজতাবা রা. ইবনে আলী মুরতাজা রা.।

প্রাথমিক শিক্ষা :

নিজ বাড়ীতে তথা তাঁর মাতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। তাঁর নিকট প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অতঃপর মাওলানা সাইয়িদ আযীযুর রহমান হাসানী এবং মাওলানা মাহমুদ আলীর নিকট কুরআন মজীদ, উর্দু ও ফারসী পড়েন। তিনি আরবী শিক্ষা বারো বছর বয়সে আরম্ভ করেন। তিনি আল্লামা খলীল ইয়ামানী রহ. এর নিকট আরবী সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তার মতো আরবীর প্রতি অধিক আগ্রহী, অধ্যয়নপ্রিয় শিক্ষার্থী তৎকালীন ভারতে ছিল খুব ই বিরল। নাহজুল বালাগাহ, দালায়েলুল ইজমা, দীওয়ানে হামাছা ইত্যাদি কিতাব খুবই যত্ন সহকারে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগ হতে কৃতিত্বের সাথে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তারপর ড. তকী উদ্দীন হেলালীর তত্ত্বাবধানে আরবী সাহিত্যের উপর বিশেষভাবে গবেষণা করেন। ড. তকী উদ্দীন মারাকেশী নাদওয়াতুল উলামার তৎকালীন আরবী বিভাগের প্রধান ছিলেন। এ সব মহান উস্তাদগণের নিকট হতে তিনি আরবী সাহিত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে তাই তিনি আরবীতে গ্রন্থ রচনায় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হন।

ইলমে তাফসীর শিক্ষা :

তিনি শায়খ খলীল আরব আনসারীর নিকট কুরআনে করীমের নির্বাচিত সূরাসমূহের তাফসীর এবং শায়খুত তাফসীর আল্লামা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর কাছে ১৩৫১ হিজরীতে লাহোরে অবস্থান করে পূর্ণ কোরআনের তাফসীর পড়েন।

ইলমে হাদীস :

১৯২৯ সালে তিনি দারুল উলুম নাদওয়াতুল উলামার শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খানের দরসে হাজির হন এবং তার কাছে বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও সুনানে নাসায়ী পড়েন। অতঃপর ১৯৩২ সালে দারুল উলুম দেওবন্দে শায়খুল ইসলাম আল্লামা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ. এর কাছে হাদীসের শিক্ষা অর্জন করেন।

ইলমে ফিকহ :

দারুল উলুম দেওবন্দে আল্লামা এজায আলী সাহেব রহ. থেকে তিনি ইলমে ফিকহর দরস গ্রহণ করেন।

ইলমে তাজবীদ :

তিনি প্রসিদ্ধ ক্বারী আসগর আলী সাহেবের নিকট কেরাআতে হাফসের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

দর্শন :

আল্লামা সাইয়িদ সুলায়মান নাদভী রহ. এর কাছে দর্শন পড়েন। তিনি সাইয়িদ সুলায়মান নাদভীর একজন বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। তার ইলম ও কর্মপদ্ধতি দ্বারা তিনি বেশ উপকৃত হয়েছেন। তিনি আল্লামা শিবলী নোমানী রহ. এর বক্তৃতা পদ্ধতির যথেষ্ট মূল্যায়ন ও অনুসরণ করতেন।

আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জন :

তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. এর মুর্শিদ শায়খ মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ভাওয়ালপুরী রহ. এর কাছে ১৯৩১ সালে আধ্যাত্মিকতার সবক গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৪৬ সালে স্বীয় শায়খের নির্দেশক্রমে মাওলানা আবদুর রহীম রায়পুরী রহ. এর খলীফা মাওলানা আবদুল কাদের রায়পুরীর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

ইংরেজী শিক্ষা :

১৯২৭ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত তিনি ইংরেজী শিক্ষার প্রতি গভীর মনোযোগী হন। যাতে ইসলামী বিষয়সমূহ এবং আরবী সভ্যতা-সংস্কৃতি ইতিহাস ও অন্যান্য বিষয়ের ইংরেজীর গ্রন্থসম্ভার থেকে সরাসরি জ্ঞান আহরণ করা সহজ হয়।

বিবাহ :

১৯৩৪ সালে স্বীয় মামাতো বোন সাইয়িদ আহমদ সায়ীদ রহ. এর

কন্যা হযরত শাহ জিয়াউন নবী রহ. এর পৌত্রীর (পুত্রের কন্যা) সাথে তাঁর বিবাহ হয়। দারুল উলূম নাদওয়াতুল উলামার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীস মাওলানা হায়দার হাসান খান বিবাহের খোতবা পড়েন।

কর্মজীবন :

শিক্ষাজীবন শেষ করেই আল্লামা নাদভী সাহেব প্রথমে নাদওয়াতুল উলামায় শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তখন হতেই আরবী ও উর্দুভাষায় প্রবন্ধ রচনায় মনোনিবেশ করেন। মুসলিম রেনেসাঁর কবি আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবালের (১৮৭৩-১৯৩৮) সাথে ছাত্রজীবনেই তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। পরবর্তীসময়ে মুসলিম বড় বড় উলামা, সাহিত্যিক, লেখক, ইতিহাসবিদ ও চিন্তাবিদদের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ও মতবিনিময়ের সুযোগ হয়। যুগশ্রেষ্ঠ দাঈ মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. (১৮৮৪-১৯৪৪) মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী রহ. মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া রহ. (১৩১৫-১৪০২হি.) এর সাক্ষাৎ ও সান্নিধ্য আল্লামা নাদভীর রহ. জীবনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন এনেছিল। তিনি মাওলানা ইলিয়াসের কর্মজীবনের একটি অনবদ্য আলেখ্যও রচনা করেন। এটি বাংলা ভাষায়ও প্রকাশিত হয়েছে। এসব বুযুর্গের সান্নিধ্যে এসে তাঁর রচনাবলী আরো মধুময় ও সারগর্ভ রূপ গ্রহণ করে।

আল্লামা নাদভী সাহেবের 'মুযাককেরাতুচ্ছায়েহ ফিশ্‌শারকীল আওসাত' অর্থাৎ 'মধ্যপ্রাচ্যের ডায়রী' নামক ভ্রমণকাহিনী গ্রন্থে তিনি তাঁর মধ্যপ্রাচ্য সফরের অভিজ্ঞতা ও অর্জন সম্পর্কে লিখেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর এবং কর্মময় জীবন যাপন করেও আল্লামা অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে দ্বীনের খিদমত করেছেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়, সিরিয়ার আরবী একাডেমী, রাবেতায়ে আলমে ইসলামী, মক্কা মোকাররমা ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, জেনেভা ও দারুল উলুম দেওবন্দ (ভারত) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের তিনি সক্রিয় সদস্য ও উপদেষ্টা ছিলেন। এছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও সাহিত্য সংস্থার তিনি উপদেষ্টা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মাওলানা ক্বারী মুহাম্মদ তাইয়িব (১৮৯৭-১৯৮৩) এবং আমীরে শরীয়ত জিন্নাত উল্লাহ রাহমানীর মৃত্যুর পর ভারতীয় উলামা সমাজ সর্বসম্মতিক্রমে তাঁকে 'নিখিল ভারত মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ড' এর সভাপতি নিযুক্ত করেন। এর সভাপতি হিসেবে তিনি মুসলমানদের শরীয়তী আইন অটুট রাখার জন্য সরকারের সাথে আলোচনা করেন এবং ধর্মনিরপেক্ষ আইনের ছোবল হতে এটি রক্ষা করতে সচেষ্ট থাকেন।

এছাড়া তিনি দারুল উলুম লক্ষ্ণৌসহ কয়েকটি আর্ন্তজাতিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ছিলেন। মুসলিম বিশ্ব সফরের সময়ে তাঁর প্রদানকৃত বক্তব্য ও লিখিত রচনা রেডিও-টিভিতে প্রচারিত হয়েছে এবং বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর অসংখ্য সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে।

আজ আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী আমাদের মাঝে নেই। তবে তাঁর অসংখ্য গ্রন্থ ও প্রতিষ্ঠান তাঁকে মানবসমাজে অনাদিকাল জীবিত রাখবে। এসব কীর্তির মাঝেই তিনি অমর হয়ে থাকবেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে পরকালের স্থায়ী জগতে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

তাঁর দৈনন্দিন কর্মসূচী :

প্রতিদিন ভোর রাতে জেগে ওযু করে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করতেন। অতঃপর ফজরের নামায পর্যন্ত যিকর ও স্বীয় পীরের নির্দেশিত ওযায়িফ আদায়ে মগ্ন থাকতেন। বাদে ফজর সামান্য পদচারণা করা তাঁর অভ্যাস ছিল। অবশেষে জীবনের শেষদিনগুলোতে অসুস্থতা, দুর্বলতা ও অনিদ্রার কারণে হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন না। ফলে এ সময়ে সাধারণত বিশ্রাম নিতেন। সকাল ৭টা থেকে ৭.৩০ টা নাশতা ও লোকজনের সাথে সাক্ষাতের সময় ছিল। অতঃপর চাশতের নামায আদায়পূর্বক কোরআন মজীদ তিলাওয়াত শেষে দুই তিন জন সঙ্গী নিয়ে লেখাপড়ার জন্যে বসে যেতেন। সাড়ে বারটা পর্যন্ত বই-পত্র রচনা করতেন ও চিঠির উত্তর দিতেন। জোহরের নামাযের পর খানা খেয়েই বিশ্রাম নিতেন। আসরের পূর্বে কখনো চিঠিপত্র লেখা, কখনো সাক্ষাৎ দান, কখনো কোরআন মাজীদ তিলাওয়াতের অভ্যাস ছিল। আসরের পর মেহমানদের সাক্ষাৎ দিতেন। মাগরিবের নামাযের বিশ মিনিট আগে নামাযের প্রস্তুতি নিতেন। মাগরিবের নামাযের পর অন্দরমহলে প্রবেশ করতেন। সফরে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে কবরস্থানে গিয়ে সূরা ফাতেহা পড়তেন। ইশার নামাযের পর খানা খেয়ে কিছুক্ষণের জন্য লোকদের সাথে বসতেন। অতঃপর কিছু সময় নাদওয়ার ওস্তাদ ও ছাত্রদের সাথে কথাবার্তা বলতেন। সাধারণতঃ রাত দশটায় ঘুমাতেন।

রমযানের কর্মসূচী :

আযানের পরপর ফজরের নামায আদায় করতেন। ইশরাক নামাযের পর হযরত যেহেতু হাফেজ ছিলেন তাই কোরআন শরীফ অন্য কাউকে শুনাতেন। তারপর লিখতে বসতেন। বেলা ১১টা থেকে আ'ম মজলিসের

কার্যক্রম শুরু হতো। এ মজলিস হতো কয়েকটি বিষয়ের উপর। তার ভেতর প্রশ্নোত্তর পর্বটি সবচেয়ে আকর্ষণীয় ছিল। এ ছাড়া 'ইযা হাব্বাত রীহুল ঈমান' নামক আরবী কিতাবের দরস হত। যোহরের নামাযের পর শুরু হতো হযরতের বিখ্যাত সীরাত বিষয়ক গ্রন্থ আসসীরাতুন নাবাবিয়্যাহ গ্রন্থের আরবী দরস ও ব্যাখ্যা। এ দরস ৪৫ মিনিট স্থায়ী থাকত।

সকল মত ও পথের উর্ধ্বে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ছিল সর্বমহলেই সমভাবে গ্রহণযোগ্য। শতাব্দীর একজন শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানতাপস আল্লামা নাদভীর ক্ষুরধার লেখনী মুসলিম বিশ্বে যে নতুন প্রাণস্পন্দনের সৃষ্টি করেছে, তা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য নির্বিশেষে সর্বত্রই সমভাবে অনুভূত হয়। বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে মুসলিম বিশ্বের চিন্তাধারা ও চেতনার ক্ষেত্রে যে বৈপ্লবিক নবজাগরণ লক্ষ্যণীয় হচ্ছে, এর পেছনে আল্লামা নাদভীর সাড়া জাগানো গ্রন্থাবলীর অবদানের কথা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই অকপটে স্বীকার করেন। তাঁর রচিত কালজয়ী গ্রন্থাবলীর মধ্যে কতক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

উর্দু গ্রন্থাবলী :

تاریخ دعوت وعزیمت۔ پیام انسانیت۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج وزوال کا اثر۔ نبی رحمت۔ عصر حاضر میں دین کی تفہیم وتشریح۔ نقوش اقبال۔ جب ایمان کی بہار آئی۔ تعمیر انسانیت۔ دریائے یرموک سے دریائے کابل تک۔

আরবী গ্রন্থাবলী :

العقيدة والعبادة . المسلمون في الهند. الى الاسلام من جديد. الطريق الى المدينة . الاسلام أثره في الحضارة وفضله على الانسانية . النبي الخاتم . حاجة العالم الى مجتمع اسلامي مثالي . منهج علماء الهند في التربية الاسلامية . ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين . مختارات من أدب العرب.

ইংরেজী গ্রন্থাবলী :

১. A guide book for Muslims, ২. Islamic concept of Prophethood ৩. Islam and the world ৪. Islam and west ৫. Islam in a changingworld ৬. Life and mission of Moulana Mohd Elyas Rah.

৭. Mohammad the last Prophet ৮. Muslims in India ৯. Status of woman in Islam ১০. The life of Calipah Ali.

তাঁর ওফাত :

আওলাদে রাসূল স. হযরত আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী ২২ রমযান শুক্রবার (৩১ ডিসেম্বর ১৯৯৯ ইং) ইহলোক ত্যাগ করে মহান মাওলার সান্নিধ্যে চলে গেছেন। তাঁর ওফাতের ঘটনা ইতিহাসের এক আশ্চর্যজনক অধ্যায়।

সাবের নামক এক ব্যক্তি অনেকবছর ধরে তাঁর চুল ছাঁটতেন। ২২ রমযান জুমাবার এসে তিনি হযরতের চুল ছেঁটে দিলেন। অতঃপর গোসলের প্রস্তুতি নিলেন। হযরতের খাদেম যাকা উল্লাহ খান বলেন, গোসলখানায় যাওয়ার আগে তিনি প্রশ্ন করলেন, "আজ কি ২২ রমযান?" আবার বললেন, "জুমার নামায কি পনের মিনিট বিলম্ব করে পড়া যায়?" তার খাদেম আলহাজ্ব আবদুর রায্যাক বললেন, "হযরত বললে দেরী করা যাবে।" সাড়ে এগারটায় গোসলখানায় গেলেন। পনের মিনিটে গোসল সেরে কাপড় পরিধান করলেন। শেরওয়ানীর বোতাম লাগিয়ে দিলেন সাইয়িদ বেলাল হাসানী। অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও। নামায পনের মিনিট দেরী করাবে। আমি এখন সূরা কাহাফ তিলাওয়াত করবো।" এ সূরা তিলাওয়াতের অভ্যাস ছিল তাঁর আট বছর বয়স থেকে। এ কথা বলে তিনি বিছানায় বসলেন। কিন্তু সূরা কাহাফের পরিবর্তে সূরা ইয়াসিন পাঠ করতে লাগলেন। হয়ত দশ-বার আয়াত পড়েছেন। হঠাৎ করে বাকরুদ্ধ হয়ে গেলেন। আয়াতটি ছিল- فبشره بمغفرة واجر كريم । যেভাবে বসেছিলেন তা থেকে একটু পেছন দিকে হেলে পড়লেন। মাওলানা বেলাল হাসানী মাথা এবং খাঁস খাদেম হাজী আবদুর রায্যাক পা ধরে খাটে শুইয়ে দিলেন। ডাক্তার সাইয়িদ কমরুদ্দীন ও ডাক্তার আবদুল মা'বুদ খান নিকটেই ছিলেন। তারা অক্সিজেন লাগালেন। শিরায় ইনজেকশন দেয়া গেল না। তাই কোমরে দেয়া হল। ডাক্তার কমরুদ্দীন বুকে একটি ইনজেকশন দিলেন। হাত দিয়ে বুক মালিশ করলেন এবং মুখ দিয়ে বাতাস দেয়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু আল্লাহর পথের মুসাফির এ সকল মেডিকেল চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়াইন্না ইলাইহি রাজিউন)

নিবন্ধকারকদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

الجاحظ

আবু উসমান আমর বিন জাহেয। তিনি বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং সেখানে লালিত পালিত হন। তৎকালে প্রচলিত ইলমী বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ছিলেন একাধারে লেখক, সংকলক, সাহিত্য সংগ্রাহক, পত্র রচয়িতা ও প্রবন্ধকার। তিনি ছিলেন কুৎসিত চেহেরাবিশিষ্ট, হৃদয়বান, প্রতিভাবান, রসিকতাপ্রিয় এবং আক্বীদাগত মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের অনুসারী। আরবী ভাষায় লেখা ও রচনার জগতে তিনি আরব লেখকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষপর্যায়ের। তার লেখার মধ্যে দেখা যেতো ভাবপ্রকাশের সহজতা ও যথার্থতা, বাক্যের বিভিন্ন অংশের বিভক্তি, বাক্যের অন্তমিলযুক্ত ও অন্তমিলশূণ্য হওয়া, শব্দ ও বাক্য প্রয়োগের অতি দীর্ঘায়ন, প্রসঙ্গ পরিবর্তন, রস-পরিহাস ও গুরুগম্ভীরতার মিশ্রতা এবং ভাব-উপলব্ধির বিচার প্রার্থনা। বাক্যের চমৎকার প্রয়োগ হল তার লেখার অনন্য বৈশিষ্ট্য। এ ছাড়াও তিনি তার লেখায় সে সমাজের চিত্রায়ণ করেন যে সমাজে তিনি বাস করেন। তার সমসাময়িক লেখকদের স্বভাব ও রীতি-নীতি বর্ণনা করেছেন। তার রচিত কিতাবাদির মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো।

كتاب البيان والتبيين . كتاب البخلاء ، كتاب الحيوان وديوان الرسائل

তিনি ২৫৫ হিঃ সনে ইন্তিকাল করেন।

معاوية بن أبي سفيان

মু'আবিয়া বিন আবু সুফিয়ান বিন হারব বিন উমাইয়া কুরাইশী উমভী। তার মাতার নাম হিন্দা বিনতে উতবা। হযরত মুআবিয়া ও তার পিতা আবু সুফিয়ান মক্কা বিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হয়েছেন। তারা মুআল্লাফাতুল কুলূব তথা ইসলামের খাতিরে যে সকল কাফিরের সাথে মনোরঞ্জনমূলক আচরণ করা হয়েছে তাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি ছিলেন অহি লেখকদের অন্যতম। তিনি উমাইয়া রাজত্বের স্থপতি ছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর যাবৎ তিনি খেলাফতের দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ৮৪ বছর বয়সে ৬০ হিজরী সনের রজব মাসে দামেস্কে ইহকাল ত্যাগ করেন।

أبو الحسن المسعودي

প্রসিদ্ধ ইতিহাস বিশেষজ্ঞ আবুল হাসান আলি ইবনুল হোসাইন ইবনে আলী আল্‌মাসউদী। বাগদাদে লালিত-পালিত হন। তিনি চীন ও ভারতসহ অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন। ৩৪৫ মতান্তরে ৩৪৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

إمام غزالي

আবু হামেদ মুহাম্মদ গাযালী। ইমাম গাযালী নামে তিনি বিখ্যাত। গাযাল শব্দের অর্থ—সুতা কাটা। এটা তার বংশগত উপাধি। কারো মতে তাঁর পিতা মুহাম্মদ কিংবা পূর্ব পুরুষগণ সম্ভবত সুতার ব্যবসা করতেন। তাই তাঁর উপাধি হয়েছে গাযালী।

তিনি ১০৫৮ ইং ইরানের খোরাসান প্রদেশের অন্তর্গত তুস নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইসলামী শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল ইরানেই জন্মগ্রহণ করে ছিলেন সে দেশের বিশ্বখ্যাত কবি শায়খ সাদী রহ., কবি ফেরদৌসী, আল্লামা হাফিজ ও আল্লামা রূমী রহ. এর মতো বিশ্ববিখ্যাত মনীষীগণ। তার প্রণীত ইসলামী কিতাবাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

الأنوار، تحفة الفلاسفة، المنقذ من الضلال، كيمياے سعادت، مشكوٰة احياء علوم الدين ইত্যাদি।

১১১১ খৃষ্টাব্দ মোতাবেক ৫০৫ হি. সনে তিনি কাফনের কাপ পরিধানপূর্বক উভয় পা সোজা করে শুয়ে পড়েন এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যা করেন।

صلاح الدين ايوبي

আবুল মুজাফ্‌ফর ইউসুফ বিন আইয়ূব বিন শাদী। তার উপাধি ছিল বিজয়ী বাদশাহ। আল্লাহ তায়ালা তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের সাহায্য করেছিলেন। তিনি মুসলমানদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। ক্রুসেডারদের হামলা প্রতিহত করেছেন ও বাইতুল মাকদাস দীর্ঘ ৯০ বছর যাবত খ্রীষ্টানদের দখলে থাকার পর তা পুণরুদ্ধার করেছেন এবং মিসরকে নাস্তিক ও উবাইদীদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করেন। তাছাড়াও তার আরো অনেক গৌরবোজ্জল কর্ম ও কৃতিত্ব রয়েছে। যা খিলাফতে রাশেদার যুগ পরবর্তী

কারো কর্মজীবনে বিরল। তিনি ৫৩৭ হিঃ সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৮৯ হিঃ ২৭ সফর ইন্তিকাল করেন। ইবনে খল্লিকান কর্তৃক রচিত- وفيات الاعيان গ্রন্থে তার বিস্তারিত জীবনী বিদ্যমান আছে।

قاضي بهاء الدين شداد

আবুল মুহসিন ইউসুফ ইবনে রাফে। তিনি ৫৩৯ হিঃ সনে ইরাকের মুসেল শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর ও আরবী সাহিত্যে বেশ দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি সুলতান সালাহ উদ্দীনের একজন বিশেষ উপদেষ্টা ছিলেন। সুলতান তার থেকে হাদীস শুনতেন। এরপর তাকে সেনাবাহিনীতে কাজী হিসেবে নিয়োগ দেন এবং বায়তুল মাকদাসে তাকে হাকীম পদে অধিষ্ঠিত করেন। সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর ওফাতের পর তিনি বাদশাহ জাহেরের কাছে হাজির হন। তিনি তাকে মন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন। তার পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় হালব শহরে একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। তিনিই সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর জীবনী লিখেন। যার নাম النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية । ঐ জীবনী গ্রন্থে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর চারিত্রিক গুণাবলী ও জীবনের সার্বিক বৈশিষ্ট্যাবলি ফুটে উঠে। যা প্রাকৃতিক, স্বচ্ছ, নির্মল ও সুন্দর আরবী ভাষায় লিখিত। ৬৩৭ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।

الإمام أحمد بن حنبل (رحمه الله تعالى)

ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল ইবনে হেলাল। তিনি ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিক্‌হ, হাদীস ও যুহুদের ইমাম ছিলেন। তিনি ইলমে হাদীস মাশায়েখে বাগদাদ থেকে গ্রহণ করেন। অতঃপর কুফা, বসরা, মক্কা, মদীনা, ইয়ামান ও সিরিয়া ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করে হাদীস বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে হাদীসের অতিরিক্ত শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে তিনি ইলমে হাদীসে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমসহ অনেক আলেম তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ইমাম শাফেঈর বিশিষ্ট ছাত্র ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ৪র্থ ইমাম হিসেবে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি বিগত ২৪১ হিজরীতে ৭৭ বছর বয়সে পরপারে চলে যান। লক্ষ লক্ষ মানুষ তার নামাযে জানাযায় শরীক হয়। এ অদ্ভুত দৃশ্য দেখে ৩০ হাজার ইহুদী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন।

أبو الفرج الإصبهاني

আবুল ফরজ আলী ইবনে হোসাইন আল আমুবী আশ্‌শিয়ী। তিনি একজন অভিজ্ঞ আরবী সাহিত্যিক ছিলেন। কিতাবুল আগানী তার লিখিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে অন্যতম। এটা সাহিত্যিকদের মাঝে আরবী সাহিত্যের অনন্য ভান্ডার হিসেবে খ্যাত। ঐ কিতাবের আরবী সাহিত্য এমন সচরাচর যে অমিশ্রিত আরব জাতি তাদের অন্দরমহলে সাক্ষাৎসূচীর ক্ষেত্রে ও সভা সমাবেশে তা ব্যবহার করেন। যদি এই কিতাব লিপিবদ্ধ না হতো তবে আরবী সাহিত্যের প্রিয় ছাত্র-শিক্ষকগণ আরবী সাহিত্যের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে বঞ্চিত হতো। তিনি ৩৫৬ হিজরীতে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

أشعب

আবুল আ'লা আশআব ইবনে জুবাইর। ৯ম হিজরীতে মদীনায় জন্মলাভ করেন এবং সেখানেই লালিত পালিত হন। তিনি অত্যন্ত মধুর কণ্ঠে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ তিলাওয়াত করতেন। তথাপি তিনি একজন পেটুক ও ভোজন রসিকও ছিলেন।

العلامه الحريري

আবু মুহাম্মদ কাসেম ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ উসমান বসরী হারিরী। তিনি ছিলেন দক্ষ সাহিত্যিক, বড় বাকপটু ও তৎকালীন যুগের বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি ৪৪৬ হিঃ সনে জন্মলাভ করেন। আল্লামা হারীরী বহুমুখী গুণে গুণান্বিত হওয়া সত্ত্বেও কুৎসিত চেহারাবিশিষ্ট ছিলেন। আল্লামা হারীরী রেশমী কাপড়ের ব্যবসা করতেন বা তা তৈরি করতেন বিধায় তাকে হারীরী বলা হতো। তার প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে দু'টি গ্রন্থই বেশ সাড়া জাগায়। এক- رسالـه سينيه ২- رسالـه شينيه এ দু'টি গ্রন্থই আরবী সাহিত্যে তার বিরল অভিজ্ঞতা ও অনন্য প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি ৫১৫ হিঃ ৬ রজব খলীফা মুস্তারশিদ বিল্লাহর শাসনামলে বসরা নগরীতে ইন্তিকাল করেন।

العلامه الطبري

আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর তাবরী। মৃত্যু ৩১০ হিজরী। তাফসীরে তাবরীর লেখক।

العلامه الزمخشري

আবুল কাসেম মুহাম্মদ ইবনে ওমর জা'রুল্লাহ যেমখশারী রহ.। তাফসীরে কাশ্‌শাফের লেখক। মৃত্যু ৫৩৮ হিজরী।

ابن الجوزي

আবদুর রহমান ইবনে আলী জাওযী। তাফসীরে আয্‌যাদুল মছীরের লেখক। মৃত্যু ৫৯৭ হিজরী।

الحافظ ابن القيم الجوزية

মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে আইয়ূব ইবনে সা'দ ইবনে হাবীব আলজারয়ী আদ্‌দামেস্কী আবু আবদুল্লাহ শামসুদ্দীন। ইবনুল কাইয়ুম আল্‌ জাওযিয়্যাহ নামে তিনি সমধিক খ্যাত। ৬৯১ হিজরী সনের ৭ সফর সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের এক সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা আবু বকর স্থানীয় এক বৃহৎ দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ছিলেন। তিনি বড়ই পরহেজগার ও সহজ-সরল প্রকৃতির আলেম ছিলেন। ইসলামী শরীয়তের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখায় ছিল তার অসাধারণ পান্ডিত্য, ফরায়েজ শাস্ত্রে তার পারদর্শিতা ও দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়।

ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে বিশ্লেষণধর্মী, সারগর্ভ ও পান্ডিত্যপূর্ণ হাজারাধিক রচনাবলি তাঁর তীক্ষ্ণ প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তার উল্লেখযোগ্য রচনাবলির মধ্যে রয়েছে-

احكام أهل الذمة . تهذيب مدارج السالكين . زاد المعادفي هدى خير العباد. كتاب الروح. تفسير أسماء القرآن . تفضيل مكة على المدينة. اغاثة اللهفان فى حكم طلاق الغضبان . جلاء الافهام فى الصلاة على خير الأنام. الجواب الكافى لمن سأل عن الدواء الشافى.

হাফিয ইবনুল কাইয়ুম ৭৫১ হিজরীর ১৩ রজব ৬০ বছর বয়সে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। তার নামাযে জানাযায় শীর্ষস্থানীয় আলেম-ওলামা, বিচারক ও সরকারী-বেসরকারী সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করুন। আমীন!

الحسن البصري

হাসান বসরী ইবনে আবুল হাসান আবুসাঈদ (যায়েদ ইবনে সাবেতের আযাদকৃত গোলাম) ওমর ইবনে খাত্তাবের ওফাতের দু'বৎসর পূর্বে মদীনায় জন্মলাভ করেন। হযরত ওমর র. নিজ হাতে চিবিয়ে তাঁকে খেজুর আহার করিয়েছেন। তাঁর আম্মা উম্মুল মু'মিনীন উম্মে সালমার খাদেমা ছিলেন। অনেকসময় তাঁর আম্মা তাঁকে উম্মে সালমার ঘরে রেখে প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্যে দূরে চলে গেলে নবীপত্নী উম্মে সালমা র. তাঁকে স্বীয় দুধ পান করাতেন। তাই জনশ্রুতি হয়ে গেছে হাসান বসরী প্রজ্ঞাবান হওয়ার পেছনে উম্মে সালমার দুধের বরকতের বড় প্রভাব রয়েছে। তিনি ওফাত পেয়েছেন ১১০ হিজরীর রজব মাসে। তিনি দ্বীনের প্রত্যেক বিষয়ে তথা ইলম, দুনিয়াবিমুখতা, তাকওয়া, পরহেযগারী ও ইবাদতের বড় ইমাম ছিলেন।

العلامه ابن تيمية

পুরো নাম আহমদ বিন আবদুল হালীম বিন আবদুস্‌সালাম। কিন্তু ইবনে তাইমিয়া নামেই তিনি সমধিক প্রসিদ্ধ। তাঁর প্রপিতামহ মুহাম্মদ ইবনুল খিযিরির মাতার নাম ছিল তাইমিয়া। তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী। এই মহিয়সী নারীর খ্যাতি পরিবারটিকে তাইমিয়া পরিবার নামে সর্বত্র পরিচিত করে তুলেছিল। ইমাম ইবনে তাইমিয়া নামটি সেখান থেকেই এসেছে। তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৬৬১ হিজরী সনের (১২৬৪ ঈসায়ী) ১০ রবিউল আউয়াল উত্তর সিরিয়ার হার্‌রান শহরে। তিনি ৩৮ বছর বয়সে তাতারী সম্রাট কাজানের (কাজান ৬৯৪ সালে মুসলমান হলেও মুসলমানদের উপর জুলুম, নির্যাতন অব্যাহত রেখেছিলেন) সম্মুখে সরাসরি তার জুলুমের প্রতিবাদ করেছিলেন এবং আরো পরে যুদ্ধের ময়দানে তরবারী হাতে কাজানের সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের পরাজিত করেছিলেন। আল্লাহ প্রদত্ত ঈমানী শক্তি আর দ্বীনি ইলমের সাহায্যে ইমাম ইবনে তাইমিয়া তৎকালে মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) রূপে আর্বিভূত হলে অনিবার্যভাবে তাঁকে সম্মুখীন হতে হয় জালেমের পক্ষ থেকে অনেক বিরোধিতার। ইসলামের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। তাঁর রচিত অনেক গ্রন্থ ও পত্র বাজেয়াপ্ত করেছে তৎকালীন স্বৈরাচারী তাতারী বাদশাহ কাজান। অবশেষে তিনি ৭২৮ হিঃ ২২ জিলক্বদ ৬৭ বছর বয়সে কারাগারেই ইন্তিকাল করেছেন।

الإمام أحمد بن عبدالرحيم الدهلوي (الشاه ولي الله)

আবুল ফাইয়াজ আহমাদ ইবনে আবদুর রহীম দেহলভী, প্রকাশ অলি উল্লাহ। তাঁর পিতৃপরম্পরা হযরত ওমর রা. পর্যন্ত পৌঁছে এবং মাতৃপরম্পরা হযরত মূসা কাজেম রহ. পর্যন্ত পৌঁছে। উভয়ক্ষেত্রে তিনি খাঁটি আরব বংশজুত এবং ফারুকী বংশের যোগ্য উত্তরসূরী ছিলেন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফেছানী রহ. এর ইন্তিকালের ৮০ বছর পর এবং বাদশাহ আলমগীরের ইন্তিকালের চার বছর পূর্বে ৪ শাওয়াল ১১১৪ হিঃ মোতাবেক ১৭০২ ইং বুধবার সূর্য উদিত হওয়ার সময় মুজাফ্ফর নগর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন।

শিক্ষা-দীক্ষা : তিনি পাঁচ বছর বয়সে পদার্পণ করার সাথে সাথেই তাঁর পিতা তাকে ইসলামী শিক্ষা দানের সূচনা করেন। পর্যায়ক্রমে তিনি দশ বছর বয়সে প্রাথমিক শিক্ষাসহ নাহু-ছরফের নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির পূর্ণ অধ্যয়ন সমাপ্ত করেন। কোন কোন জীবনী বিশেষজ্ঞদের মতে তিনি দশ বছর বয়সে ইলমে নাহুর ঐতিহাসিক কিতাব كافيه এর শরহ তথা ব্যাখ্যাগ্রন্থ লেখা আরম্ভ করেন। তিনি দ্বীনি বিষয়ে ৪৫টি কালজয়ী গ্রন্থ প্রনয়ন করেন, যেগুলো দ্বারা যুগযুগান্তরে ইলম পিপাসু ছাত্র-শিক্ষকগণ উপকৃত হচ্ছেন। তন্মধ্যে - لمعات . قرة العينين في تفضيل الشيخين . حجة الله البالغة ইত্যাদি গ্রন্থাবলী শিক্ষিতমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

২৯ মুহার্‌রম ১১৭৬ হি. মোতাবেক ১৭৬৩ ইং ইলম ও মা'রিফাতের এই সূর্য স্থায়ীভাবে অস্ত যায়। আল্লাহ তাঁর পবিত্র কবরকে রহমতের বারি দ্বারা সজীব রাখুন।

العلامة ابن خلدون

অলি উদ্দীন আবু যায়েদ আবদুর রহমান ইবনে শায়খ আল্ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খলদুন আল্ হাজরমী আল্ মালেকী। তাঁর বংশধারা প্রসিদ্ধ সাহাবী ওয়ায়িল ইবনে হাজর রা. এর সাথে মিলে যায়। তিনি ১ রমজান ৭৩২ হিঃ মুতাবিক ২৭মে ১৩৪২ ইং সনে তিওনিসিয়া শহরের এক ঐতিহাসিক স্থানে জন্মলাভ করেন। যেখানে প্রসিদ্ধ একটি সড়কের নাম হলো- شارع تربة البائي (শারিয়ু তুরবাতুল বায়ী)। তাঁর পিতা যেহেতু সুদক্ষ আলেম ছিলেন, তাই প্রাথমিক শিক্ষা তাঁর কাছেই গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা উচ্চশিক্ষার জন্যে তাঁকে তিউনুস এর প্রসিদ্ধ আলেমদের সান্নিধ্যে প্রেরণ

করেন। তিনি স্বভাবজাত মেধাবী ও পটু ছিলেন বিধায় জ্ঞানার্জনের জন্যে সদা তৎপর ও সচেষ্ট থাকতেন। তিনি কোরআন মাজীদ হিফয সহ নাহু-ছরফ, ফিক্হ ও আদব এবং ক্বিরাতে আশারায় যথেষ্ট মেহনত করেছিলেন। তিনি আরবী সাহিত্যের অনেক কিতাব অধ্যয়ন করেছেন এবং আরবী পদ্য-সাহিত্যের কিতাবাদি হতে বহু কবিতা মুখস্ত করেছেন। পরিশেষে সিহাহ সিত্তাসহ মুআত্তায়ে ইমাম মালিক ও কিতাবুস সিয়ার ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থাবলী দীর্ঘ আট বছর যাবত অধ্যয়ন করেছেন এবং ইলমে হাদীসে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন।

তিনি ৪২ বছর বয়সে লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। তিনি সর্বপ্রথম ইসলামের ইতিহাসকে লেখালেখির বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর গ্রন্থাবলীর মধ্যে- مقدمة ابن خلدون (মুকাদ্দামা ইবনে খালদুন)ই সবচে বেশী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। ঐ গ্রন্থে যেসব বিরল বিষয় রয়েছে তা অন্য কোন লেখকের কিতাবে বিদ্যমান ছিল না। এমনকি অভিজ্ঞমহলের ধারণা, ইসলামের ইতিহাসে এমন চমৎকার ও সুন্দর কিতাব লিপিবদ্ধ হয়নি। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এই সূর্য ৭৪ বছর বয়সে ২৬ রমযান ৮০৮ হি. মুতাবিক ১৬ মার্চ ১৪০৬ ইং অস্তমিত হয়। আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরে নূরান্বিত করুন।

ابن قتيبة

আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে মুসলিম ইবনে কুতায়বাহ দীনূয়ারী। তিনি কুফায় জন্মগ্রহণ করেন, তাই তাকে কূফী বলা হয়। তিনি ইসহাক ইবনে রাহওয়াই, মুহাম্মদ ইবনে যিয়াদ আযযিয়াদী, আবু হাতেম সজিস্তানী এবং আবুল ফজল আল্আব্বাস ইবনে ফরজ রায়াশী প্রমুখের মত কালজয়ী ইলমে লুগাত ও ইসলামী সাহিত্যের ইমামদের কাছে আরবী সাহিত্য পড়েন। তাঁর সাহিত্যের শিষ্যদের মধ্যে রয়েছে কাজী আহমদ, আবুল কাসেম ইব্রাহিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আইয়ূব আছ ছায়েগ এবং আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ ইবনে জাফর ইবনে দরস্তবীয়া আল্ফারসীর মতো প্রথিতযশা সাহিত্যিক। ইলমে আদব ও ইলমে লুগাত ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। তৎমধ্যে-ادب الكاتب . مشكل القرآن . الشعروالشعراء . عيون الأخبار . تاويل مختلف الحديث ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

তিনি ২৭৫ হি. মুতাবিক ৮৮৯ ইং মু'তামিদ আলাল্লাহ এর শাসনামলে বাগদাদে ইন্তিকাল করেন।

بديع الزمان الهمداني

বদিউয্যামান আবুল ফযল আহমদ ইবনুল হোসাইন ইবনে ইয়াহইয়া আল্হামদানী। তিনি শিক্ষিতমহলে বদিউয্যামান হামদানী নামে খ্যাত।

বদিউয্যামান আনুমানিক ৩৫৮ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান হলো হামদান শহর।

তিনি হামদান শহরে লালিত-পালিত হন এবং তথায় প্রাথমিক বিদ্যার্জন করেন। তিনি ফারসী ও আরবী ভাষায় জ্ঞানার্জন করেন।

তিনি ইবনে আব্বাদের নিকট হাজির হয়ে বেশ উপকৃত হন। অতঃপর উচ্চশিক্ষার্থে জুরজানে গমন করেন এবং ইসমাইলিয়ার শহরতলীতে অবস্থান করে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন।

তিনি ৩৮২ হিজরীতে নিশাপুরে ফিরে এসে তথায় অবস্থান করেন এবং সেখানে বসে ৪০০ مقامه (মাকামা) রচনা করেন। এতে সাহিত্যিক হিসেবে মানুষের মাঝে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজা-বাদশাদের নিকট তাঁর মর্যাদা ও সম্মান বেড়ে যায়।

তিনি ৩৯৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। কারো মতে তিনি শত্রু কর্তৃক বিষ প্রয়োগে মৃত্যুবরণ করেন। আবার কেউ বলেন, তিনি হঠাৎ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে লোকেরা তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ধারণা করে তড়িঘড়ি দাফনকার্য সমাধা করে। পরে তিনি কবরে সংজ্ঞা ফিরে পান এবং রাতে তার শব্দ শোনা যায়। কিন্তু কবর খনন করে দেখা গেল যে, তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দু'হাত দ্বারা দাড়ি ধরে রেখেছেন।

ابن العميد

সাহিত্য সম্রাট মুহাম্মদ ইবনুল হাসান। তবে ইবনে আমীদ নামেই তিনি পরিচিত। তিনি রুকুনুদ্দৌলাহ ইবনে বুয়া এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তিনি পারস্য বংশোদ্ভূত ছিলেন। সাহিত্যের পরিবেশে প্রতিপালিত হয়েছেন এবং লেখনী চর্চা করে তাতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছেন। বিভিন্ন জ্ঞানে ও শাস্ত্রে দখল অর্জন করায় তাঁকে দ্বিতীয় জাহিয উপাধিতে ভূষিত করা হয়। তিনি ছিলেন কাব্য ও সাহিত্যের বসন্ত উদ্যান। কবি-সাহিত্যিকদের আশ্রয়স্থল। তাকে একটি সমৃদ্ধ জ্ঞানকোষ বলা যেতে পারে। রচনা ও সাহিত্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব ছিলো স্বীকৃত। লোকেরা তার লেখার যাদুতে বিমুগ্ধ ছিলো। এমনকি তাদের মন্তব্য ছিলো,

এরূপ লেখার সূচনা হয়েছে আবদুল হামীদকে দিয়ে আর শেষ হয়েছে ইবনুল আমীদকে দিয়ে। ৩২৮ হিজরীতে তিনি প্রধানমন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু একের পর এক বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তার জীবন সুখের ছিল না। ৩৬০ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

তাঁর যুগ ছিলো কৃত্রিমতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি বিলাস ও কাব্যিক কল্পনার যুগ। ইবনুল আমীদ তার যুগের চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে এমন এক রচনাশৈলী উদ্ভাবন করলেন যা কাব্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। শুধু পার্থক্য এই যে, তাতে কাব্যের ছন্দ নেই। তিনি ছন্দোবদ্ধ ছোট ছোট বাক্য লিখতেন। তাঁর বক্তব্যে প্রমাণ ও উদাহরণ পেশ করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সবার আগে- সবার সেরা। তার রচনাশৈলী মূলত কৃত্রিমতাপূর্ণ, যাতে প্রাণের স্পর্শ নেই। তবে তিনি তার জ্ঞানের প্রসারতা এবং সূক্ষ্ম অনুভূতির কারণে অর্থের দিকেও যথেষ্ট লক্ষ্য রেখেছিলেন, যা তার পরবর্তী অনুসারীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

الصاحب بن العباد

আবুল কাসিম ইসমাঈল ইবনে আব্বাদ। কাযবীন প্রদেশের তালিকান শহরে ৩২৬ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উসতাদ ইবনুল আমীদের সাহচর্য লাভ করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি মুআইয়িদুদ্দাওলাহ ইবনে বুয়া এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। অতঃপর তার ভাই ফখরুদ্দাওলাহ এর প্রধানমন্ত্রী হন। অর্থাৎ দুই বার মন্ত্রীত্বের অধিকারী হন। তিনি জ্ঞানরাজ্য ও সাম্রাজ্য এবং সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। অর্থাৎ সাহিত্য ও নেতৃত্ব, কবিতা ও সাহিত্যের তিনি ছিলেন কেন্দ্রস্থল। সকল কবি-সাহিত্যিক তাঁর কাছে আসতো। ফখরুদ্দাওলাহ তাঁর ভাইয়ের পর শাসনভার গ্রহণ করার পর তিনি মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিলেন। কিন্তু ফখরুদ্দাওলাহ বললেন, শাসন ক্ষমতায় আমাদের যেমন উত্তরাধিকার রয়েছে তেমনি তোমারও মন্ত্রীত্বে উত্তরাধিকার রয়েছে। তখন তিনি স্বীয় পদে ফিরে আসলেন এবং তার ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলো। তিনি গ্রন্থ প্রেমিক ছিলেন। তিনি হিজরী ৩৮৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন। ইস্পাহানে সমাধিস্থ হন।

শাব্দিক অলংকরণ ও অতিরিক্ত ছন্দপ্রিয়তার ক্ষেত্রে তিনি ইবনে আমীদের অনুসরণ করেছেন। তবে ছন্দপ্রিয়তা এবং শাব্দিক অলংকরণে ইবনে আমীদকেও তিনি ডিঙ্গিয়ে গেছেন। তার সম্পর্কে মন্তব্য হলো-তিনি শাব্দিক অলংকার ও ছন্দের জন্যে রাজ্য হারাতেও রাজি।

أبو العلاء المعرى

আহমদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সুলায়মান তানুখী। তার বংশ তালিকা তানুখ নামক বংশের সাথে সম্পৃক্ত। এই জন্যে তাকে তানুখী বলা হয়। আর তার উপনাম ছিল আবুল আলা। তিনি এই উপনামে সকলের কাছে বেশী পরিচিত ছিলেন। তিনি ৩৬৩ হিজরীতে মা'য়াররা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা-বাবা তৎকালীন আরব সমাজে প্রখ্যাত ও সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। আর বিশেষ করে তার বাবা ছিলেন সে কালের প্রখ্যাত আলেম, জ্ঞানী, ফকীহ ও সাহিত্যিকদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর দাদা ছিলেন মায়াররার প্রখ্যাত একজন কাজী।

যখন আবুল আলা আল্ মায়াররী বাগদাদে জ্ঞানার্জনে রত তখন তাঁর সম্মানিত মাতা ইন্তেকাল করেন। এর পূর্বে তার পিতাও ইন্তেকাল করেছিলেন। আর এ সময় রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ তার বিশ্বাস ও কর্মে সন্দেহ পোষণ করেন এবং তার কার্যকলাপ সম্পর্কে অভিযোগ করতে থাকেন। আর এতেই তার জীবনে বিষাদ ও অস্থিরতা নেমে আসে। এ সময়ে তিনি জাগতিক ঝামেলা থেকে নিরালায় গমনের সিদ্ধান্ত নেন। ৪০০ হিজরীতে স্বদেশ আল-মায়াররায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে এসে তিনি শিক্ষকতা ও গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন। এ সময় তিনি ভোগ-বিলাস হতে বিমুখ হয়ে কোন জীবমেদ আহার করতেন না এবং জীব-মেদ দ্বারা তৈরি এমন কিছুই ভক্ষণ করতেন না। সব ধরণের মিষ্টি খাদ্য, ডাল এবং ডুমুর ফল খেয়ে জীবন ধারনে তুষ্ট থাকতেন। তিনি মোটা সুতার তৈরি কাপড় ও বিছানা ব্যবহার করতেন।

তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো-رسائل الغفران . اللزوميات. سقط الزند

তিনি ৪৪৯ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন এবং পারিবারিক কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়।

অনুবাদকের কথা

আরবী ভাষা সেমিটিক ভাষাসমূহের অন্যতম এবং কুরআন ও হাদীসের ভাষা; এই আরবী ভাষাকে অবলম্বন করেই সংরক্ষিত হয়েছে দ্বীনের ইসতিলাহ (পরিভাষা)সমূহ এবং অসংখ্য শব্দভান্ডার। এ ভাষায় দক্ষতা ও পান্ডিত্য অর্জন ছাড়া ইসলামী জ্ঞান আহরণ অসম্ভব। বলাবাহুল্য, ইসলাম পূর্বযুগেও আরবী ভাষা প্রাণবন্ত ও উন্নত ছিল। ইসলামের সূর্য উদিত হওয়ার পর এর সাথে সংযোজিত হয়েছে নতুন পরিভাষাসমূহ। ফলে আরবী ভাষা আরো উন্নত হয়েছে। বর্তমানেও পৃথিবীতে জীবন্ত ভাষাসমূহের মধ্যে আরবী ভাষার স্থান শীর্ষে। অনুরূপ ভাষা-সাহিত্যের মধ্যে আরবী সাহিত্যই একমাত্র সাহিত্য যার রয়েছে চমৎকার প্রভাব ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান, রীতি-নীতি, আদর্শ মনীষীদের কৃষ্টি-কালচার ও তাদের আলোকিত জীবন বৃত্তান্ত উপস্থাপনে রয়েছে যার চুম্বক আকর্ষণ।

আরবী সাহিত্য দু'ভাগে বিভক্ত— জাহেলী সাহিত্য ও ইসলামী সাহিত্য। ইসলামপূর্ব যুগকে জাহেলী সাহিত্যের যুগ বলা হয় এবং ইসলাম পরবর্তী সোনালী যুগ থেকেই ইসলামী সাহিত্যের শুভ সূচনা হয়। তবে সাহিত্য সমাজে আরবী সাহিত্য বলতে ইসলামী সাহিত্যকেই বুঝায়। আরবী সাহিত্যাঙ্গনে পেশাদার ও কৃত্রিম সাহিত্যিক ও কবিদের অবাধ বিচরণ এবং সাহিত্যকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসেবে গ্রহণ করার কারণে ইসলামী সাহিত্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর তা হলো কৃত্রিম সাহিত্য ও স্বভাবজাত সাহিত্য। এমন কি সাহিত্যমহলে আরবী সাহিত্য বলতে ছন্দোবদ্ধ আরবী গদ্য ও রাজা বাদশাহদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে লিখিত ও পরিবেশিত আরবী কাব্যকেই মনে করা হয়। ফলে কুরআন-হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহে সংরক্ষিত অকৃত্রিম অমূল্য সাহিত্য নমুনা আড়ালে চলে যায় এবং সাহিত্য সমাজে একে আরবী সাহিত্য হিসেবে জ্ঞান করা হয় না। অথচ প্রকৃতপক্ষে ইসলামী সাহিত্যের সংজ্ঞায় অকৃত্রিম সাহিত্যকেই সংজ্ঞায়িত করা হয়। ইসলামের সূচনালগ্ন থেকে আসল ইসলামী সাহিত্যের যুগ শুরু হয়ে হিজরী

অষ্টম শতাব্দীর সমাপ্তি লগ্ন পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও নবম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত কৃত্রিম সাহিত্যের যুগ চলতে থাকে।

প্রকৃত ইসলামী সাহিত্য সম্পর্কে সাহিত্য সমাজের ভুল ধারণা নিরসন ও সাহিত্যাঙ্গনকে কৃত্রিম সাহিত্যিকদের খপ্পর ও বেপরোয়া বিচরণ থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মহৎ আরবী সাহিত্যের এক চমৎকার মূল্যবান কিতাব সংকলন করেছেন ভারত উপমহাদেশের অনন্য ইসলামী প্রতিভা, বিরল মনীষী, বিশ্ব ইসলামী সাহিত্য আন্দোলনের স্থপতি, বিংশশতাব্দীর অন্যতম সেরা ইসলামী চিন্তানায়ক আল্লামা সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নাদভী রহ.। আর কিতাবটি হল مختارات من أدب العرب যা ১৩৯১ হিজরী সনে প্রণীত হওয়ার পর থেকে সাহিত্যিকমহলে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে এবং আরব দেশসহ ভারত উপমহাদেশের মাদ্‌রাসা ও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সিলেবাসভুক্ত হয়ে মাদ্‌রাসা ছাত্রদের মাঝে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে।

অধম বিগত ১৯৯৪ সালে চট্টগ্রাম দারুল মা'আরিফ আল-ইসলামিয়ার শু'বাতুল লুগাতিল আরাবিয়ার (কুল্লিয়া রাবেয়ার প্রস্তুতিমূলক শ্রেণী)তে ভর্তি হই এবং مختارات কিতাবটি পাঠ্যপুস্তক হওয়ায় প্রবল আগ্রহ সহকারে আমার পড়ার সুযোগ হয়। তখন থেকেই আরবী সাহিত্যের মূলগ্রন্থ হিসেবে কিতাবটির প্রতি যথেষ্ট শওক ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। ২০০৬ সালে মাদরে ইলমী দেশের সর্বোৎকৃষ্ট ইসলামী বিদ্যাপীঠ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার শিক্ষক হিসেবে পিতৃতুল্য মুরব্বীদের অকৃত্রিম ভালবাসা ও স্নেহ-মমতার ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়। مختارات কিতাবটি শর্টকোর্স বিভাগের ৪র্থ বর্ষের সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ হিসেবে পাঠদান করার দায়িত্ব অধমের উপর ন্যস্ত হয়। ছাত্রাবস্থায় ও পাঠদানকালে কিতাবটির বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও শব্দ বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা বরাবরই অনুভব করে আসছি। উপরন্তু প্রতি বৎসর ৪র্থ বর্ষের ছাত্র এবং আরবী সাহিত্যের পাঠকদের পক্ষ থেকে কিতাবটির অনুবাদ তাহ্‌কীক লেখার প্রতি অনুরোধ ও উৎসাহ প্রদান আমার আগ্রহকে আরো বেগবান করে। অবশেষে আমি অযোগ্য হলেও সহজ-সরল বাংলা ভাষায় কিতাবটির তাহ্‌কীকসহ অনুবাদ লেখার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করি। অতঃপর শতব্যস্ততা ও মাদ্‌রাসার পক্ষ থেকে অর্পিত দায়িত্ব আদায়ের ফাঁকে ফাঁকে অনুবাদের কাজে অগ্রসর হতে থাকি এবং একবছরের মধ্যে পাণ্ডুলিপির কাজ সম্পন্ন করি-আল-হামদুলিল্লাহ।

অনুবাদের ক্ষেত্রে শব্দগত ও মর্মগত পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। যাতে ছাত্ররা শাব্দিক অর্থসমূহ অবগতিপূর্বক বাক্যের মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয়। যথাসম্ভব ভাবার্থ থেকে দূরে থাকার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কারণ এর দ্বারা ছাত্রদের মৌলিক কোন ফায়দা হয় না।

পান্ডুলিপিটা কিতাব আকারে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে যারা আমাকে নিষ্ঠার সাথে সহযোগিতা করেছেন আমি তাদের শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। বিশেষতঃ আমি মুহতারাম উস্তাদ, বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক আল্লামা মীর খলীলুর রহমান আল্-মাদানী—সিনিয়র উস্তাদ আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া— সাহেবের কাছে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ যিনি মূল কিতাবের ভূমিকার পান্ডুলিপি গুরুত্ব সহকারে সম্পাদনা করেছেন। অনুরূপ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক মাওলানা আবদুল জলিল কওকব সাহেব— পরিচালক, আরবী সাহিত্য বিভাগ, আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়া— ও বন্ধুবর মাওলানা এনামুল হক সিরাজ— তরুণ আরবী সাহিত্যিক ও সিনিয়র শিক্ষক, জামিয়া দারুল মা'আরিফ— এর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যারা শত ব্যস্ততার মাঝেও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে প্রুফ দেখেছেন এবং নিরীক্ষনের দায়িত্ব পালন করেছেন।

অনুবাদে ভুল থাকা স্বাভাবিক। ভুল-ত্রুটি কারো দৃষ্টিগোচর হলে অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

পরিশেষে সৃষ্টিকর্তা মহান রাব্বুল আলামীনের কাছে দোয়া করি তিনি যেন লেখক ও প্রকাশকসহ সকলের সহযোগিতা কবুল করেন এবং আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে পরকালে নাজাতের উসীলা করেন— আমীন।

বিনীত-
জাফর সাদেক

একজন প্রখ্যাত আরবী সাহিত্যিক মুখতারাতকে যেভাবে উপলব্ধি করেছেন

(তিনি হলেন শাইখ আলী তানতাবী। শাইখ তানতাবী এমন একজন প্রফেসর যাকে হাল যামানার আরবী সাহিত্যিকদের অগ্রদূত হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি আরবী সাহিত্যের অন্যতম শক্তিধর লেখক ও এক্ষেত্রে বিশেষ পদ্ধতি ও তরীকার উদ্ভাবক।) বাগদাদ ও দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষকতায় নিয়োজিত ছিলেন। কিছুকাল যাবত তিনি বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তার রয়েছে দশটির বেশী লিখিত গ্রন্থ। (যার অধিকাংশই আরবী সাহিত্য, সাহিত্য সমালোচনা ও ইতিহাস বিষয়ে রচিত।)

যখন সাহিত্যিকের রুচির উপর তার চয়নক্ষমতা নির্দেশক হয় তখন পাঠকদের এতটুকু অবগত হওয়া যথেষ্ট যে, আমরা নিকট অতীতে আরবী সাহিত্যের কতক গ্রন্থ পেশ করেছি এর মধ্যে একটিকে সিরিয়ার উচ্চমাধ্যমিক শরীয়া বিভাগের ছাত্রদের পাঠ্যের জন্যে বেছে নেয়। তখন এ পরিষদের সকল সাহিত্যিক এ ব্যাপারে গবেষণা ও অনুসন্ধান আরম্ভ করলেন। অতঃপর আমাদের সকলের দৃষ্টিতে আমরা আবুল হাসান আলী নাদভীর 'মুখতারাত'কেই দরসের জন্যে বেশী প্রযোজ্য ও বিভিন্ন প্রকারের উক্তি ও বর্ণনা-ভঙ্গির সর্বাধিক সমন্বয়ক পেয়েছি।

আমি বহুদিন ধরে আশা করছিলাম আমাদের ছাত্রদেরকে এই সংকীর্ণ অন্ধকার কারাগার (যেখানে তাদেরকে সমবেত করেছি) থেকে মুক্তাঙ্গনে এবং দিনের আলোর প্রতি বের করার। আমরা নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্য রুচিবোধকে আল্লামা জাহেয প্রণিত وصف الكتاب এর উপর সীমাবদ্ধ

রাখতে পারছিলাম না। আর ঐ কিতাব এমন সমার্থবোধক বাক্য সম্বলিত যাতে মৌলিক কোন চিন্তাচেতনা নেই, প্রাণসঞ্চার নেই এবং যেগুলোর সাথে জীবনের সামঞ্জস্যতা নেই। অনুরূপ ইবনুল আমীদ, সাহেব ইবনুল আব্বাদের কঠোরতা এবং কাজী ফাযেলের প্রকৌশল বিদ্যার উপর সীমাবদ্ধ রাখতে পারছিলাম না। কেননা, তাদের সাহিত্যকর্ম ছাত্রদের মধ্যে সাহিত্য-বিমুখতা সৃষ্টি করে এবং তাদের প্রতি সাহিত্যকে মন্দরূপে পেশ করে তখন আমরা তাদেরকে বলেছিলাম, নিশ্চয় আরবী সাহিত্যের সঠিক উপস্থাপন উপরোল্লিখিত এই সাহিত্যিকগণ ব্যতীত অন্য সাহিত্যিকদের কিতাবেই পাওয়া যায়। নিঃসন্দেহে আবু হাইয়ান আত্‌তাওহীদী জাহেযের চেয়ে বড় লেখক যদিও জাহেয ব্যাপকতর বর্ণনাকারী ও অধিক জ্ঞানী। আরবী সাহিত্যের কলাকৌশল ও অধ্যাপনার বিষয়ে অধিক প্রভাব বিস্তারকারী। কিন্তু হাসান বসরী রহ. উল্লেখিত সাহিত্যিকদ্বয় অপেক্ষা বেশী সাহিত্যপণ্ডিত। তবে ইবনে সাম্মাক হাসান বসরী রহ. এর চেয়েও বেশী সাহিত্যপণ্ডিত ছিলেন।

এবার ইহয়ায়ু উলুমিদ্দীনে ইমাম গাযালী আল্লামা ইবনে খলদুন তার مقدمة এ ইবনুল জাওযী صيد গ্রন্থে ইবনে হিশাম তার সীরাত কিতাবে বরং ইমাম শাফেয়ী الأم কিতাবে এবং আল্লামা সারাখছী مبسوط এ যা লিখেছেন তাতে গভীর দৃষ্টি দিলে প্রতীয়মান হয় যে, তা ছাত্রদের শিষ্টাচারিতার ক্ষেত্রে অধিক উপকারী সাহেব ইবনুল আব্বাদের مقامات আল্লামা হারীরী ও ইবনুল আছীরের নিরার্থক ও চিত্তাকর্ষক লেখাপড়ার তুলনায়।

এ সম্পর্কে আমি অনেকবার লিখেছি। কিন্তু কেউ এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেনি। অতএব, আমি তা হতে হতাশ হলাম। অবশেষে আমি পেয়েছি আবুল হাসান আলী নাদভীর কিতাব। তাতে লক্ষ্য করেছি যে, তিনি ইতিহাস ও সাহিত্যের কিতাবগুলো ঝেড়ে মুছে ফেলে এবং সেগুলো গুরুত্ব সহকারে অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তা থেকে মণিমুক্তাসাদৃশ্য আরবী সাহিত্য উদঘাটন করে তা স্বীয় কিতাবে অন্তর্ভুক্ত করেন।

* * *

مقدمة الكتاب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

অনুবাদ : সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য। সালাত ও সালাম আমাদের সর্দার ও অভিভাবক হযরত মুহাম্মদ স. ও তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীসহ কিয়ামত পর্যন্ত আগত তাঁর সব অনুসারীর উপর নাযিল হোক।

أما بعد! فإن الأدب العربي قد أصيب بمحنة أصيب بها أدب كل أمة، وهي محنة تكاد تكون طبيعية ومطردة للآداب واللغات إلا أن آجالها تختلف، فقد يطول أجل هذه المحنة في أدب قوم ويقصر في أدب قوم آخرين وذلك يرجع إلى الأحوال الاجتماعية والعوامل السياسية وحركات الإصلاح والتجديد، والبعث الجديد، فإذا توفرت في أمة قصر أجل هذه المحنة وإذا فقدت أو ضعفت طال أمد هذه المحنة وطال شقاء الأدب والأمة بها.

অনুবাদ : তাসমিয়া, হামদ ও সালাতের পর (লেখক আল্লামা আবুল হাসান আলী নাদভী রহ. বলেন,) প্রত্যেক জাতির সাহিত্য যেমনিভাবে ভাষাগত সংকটের সম্মুখীন হয়েছে, আরবী সাহিত্যও তেমনিভাবে সংকটের শিকার হয়েছে। আর এরূপ সংকট যে-কোন সাহিত্য ও ভাষার ক্ষেত্রে

স্বাভাবিক ও সচরাচর হয়ে থাকে। তবে সব সাহিত্যের সংকটের সময় এক সমান হয় না। অর্থাৎ কোনো কোনো সাহিত্যের এরূপ সংকট দীর্ঘমেয়াদী হয়। আবার কোনো কোনো জাতির সাহিত্যে তা স্বল্পমেয়াদী হয়। আর সংকটের এই ভিন্নতা নির্ভর করে সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সংস্কার ও নবআন্দোলন এবং নবজাগরণের উপর। যদি কোনো জাতির জন্য উপরোল্লিখিত পরিস্থিতিসমূহ যথাযথভাবে অনুকূলে থাকে, তবে সংকটকাল স্বল্পমেয়াদী হয়। আর যদি উল্লেখিত পরিস্থিতি যথাযথভাবে অনুকূলে না থাকে অথবা পর্যাপ্ত পরিমাণ না থাকে, তখন দীর্ঘকাল যাবৎ এই সংকটের ভোগান্তি পোহাতে হয় এবং সাহিত্য ও জাতি উভয়ের দুর্দশা দীর্ঘকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

শব্দ বিশ্লেষণ :

مِحْنَةٌ : একবচন। বহুবচনে مِـحَـنٌ পরীক্ষা, সংকট। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।
ব্যবহার : مـحـن فـلانـاً (ف) পার্থক্য করল। যাচাই করল।
امتحن الشيئ পরীক্ষা করল।
امتحن القول কথাটি যাচাই করল। ভাবনা করল।

قد اصيب : ماضى قريب مجهول এই সীগাহ (ب) দ্বারা ব্যবহার হয়। যেমন বলা হয়, أصـــاب بـــمـــصيبة বিপদের সম্মুখীন হলো। أصيب بـمـحنة অর্থাৎ, আরবী সাহিত্য সংকটে পতিত হয়েছে।

مطردة : اطّراد মাছদার থেকে নির্গত। اسم فاعل مؤنث
অর্থ : প্রচলিত ও সাধারণত। ব্যতিক্রমহীন।
যেমন বলা হয়, يوم مطرد দীর্ঘ দিন। حكم مطرد সার্বজনীন বিধান।

آجال : বহুবচন। একবচনে أجـل সময়। কাল। মৃত্যু। أجـل কারণ।
যেমন বলা হয়- من أجلك فعلت هذا তোমার কারণেই আমি এমন করলাম।
এখানে সময় বা কাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

إن هذه المحنة هي تسلط أصحاب الصناعة والتكلف على هذا الأدب الذين يتخذونه حرفة وصناعة ويحتكرونه احتكاراً ويتنافسون في تنميقه وتحبيره ليثبتوا به براعتهم وتفوقهم ويصلوا به إلى أغراضهم، ويستمر ذلك ويستفحل حتى يصبح الأدب مقصوراً عليهم مختصاً بهم ويأتي على الناس زمان لايفهم من كلمة (الأدب) إلا ما أثر عن هذه الطبقة من كلام مصنوع وأدب تقليدى لا قوة فيه ولاروح، ولاجدة فيه ولاطراقة، ولامتعة فيه ولالذة .

অনুবাদ : আরবী সাহিত্যের সংকট হলো- কৃত্রিম ও পেশাদার সাহিত্যিকগণের আরবী সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করা। যারা সাহিত্যকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে এবং সাহিত্যকে কুক্ষিগত করে রাখে। আর তা সুসজ্জিত ও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠকমহলে পেশ করার জন্যে পরস্পর প্রতিযোগিতায় তৎপর হয়ে উঠে। এর দ্বারা স্বীয় দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করাই তাদের উদ্দেশ্য, যাতে তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করতে পারে। কৃত্রিম সাহিত্যের এ প্রবণতা ক্রমশ বাড়তেই থাকে। এমনকি আরবী সাহিত্য তাদের পরিমণ্ডলে আবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে আরবী সাহিত্য বলতে নির্দিষ্ট এক শ্রেণীর সাহিত্যিকদের কলম হতে নির্গত কৃত্রিম সাহিত্যকেই বুঝায়। কালের আবর্তন ও বিবর্তনে মানুষের মাঝে এমন এক সময় আসে যে সময়ে আদব শব্দ বলতে ঐ শ্রেণীর লোক থেকে বর্ণিত কৃত্রিম কথামালা ও অপরের অনুসৃত সাহিত্যকেই বুঝায় যাতে নেই কোন স্পৃহা ও প্রাণ, না আছে নতুনত্ব ও উৎকর্ষতা এবং না আছে কোন রস-রুচি ও স্বাদ।

সারমর্ম: আরবী সাহিত্যে কৃত্রিম সাহিত্যিকদের স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রভাব বিস্তারই এর সংকট। যারা সাহিত্যকে জীবিকানির্বাহরূপে গ্রহণ করে এবং সাহিত্যকে কৃত্রিমভাবে সুসজ্জিত করার ফলে তার মৌলিক বৈশিষ্ট্য তথা প্রভাব, আকর্ষণ, স্পৃহা ও রুচি হারিয়ে ফেলে। যার ফলে ঐরূপ সাহিত্য দ্বারা জীবন ও আত্মার পরিবর্তন ঘটে না— যা সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য।

শব্দ বিশ্লেষণ :

يحتكرونه : الاحتكار হতে নির্গত। মজুদ করা।
যেমন বলা হয়- تحكّروا احتكر الشيئ অধিক মুনাফার আশায় মজুদ করল। অর্থাৎ- আরবী সাহিত্যকে তারা কুক্ষিগত করে রাখে।

في تنميقه : نمّق الكتاب সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখল। অর্থাৎ- সাহিত্যকে সুন্দর করতে। نمّق الجلد চামড়ায় কারুকার্য করল। নকশা করল। نمق(ن) চপোটাঘাত করল।

في تحبيره : সাহিত্যকে সাজাতে।
যেমন বলা হয়- حبّر الدواة দোয়াতে কালি ঢালল।
حبّر الكلام أو الخط أو الشعر কারুকার্যময় ও সুন্দর করল।

براعتهم : তাদের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। পূর্ণতা। গুণ। براعة (ف،س) অভিজ্ঞ হওয়া।

تفوقهم : তাদের শ্রেষ্ঠত্ব।
যেমন বলা হয়- تفوّق على قومه- সে লোকদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করল।
فاق أصحابه بالفضل أو العلم জ্ঞানে বা গুণে তার সঙ্গীদের ছাড়িয়ে গেল।

يستفحل : কঠিন হয়ে যাচ্ছে। বড় গুরুত্বপূর্ণ হওয়া। শক্ত হওয়া।
বলা হয়- استفحل الخلاف মতানৈক্য বেড়ে গেল।
استفحل النزاع ঝগড়া বেড়ে গেল।

كلام مصنوع : কৃত্রিম কথা।

أدب تقليدى : অনুকরণীয় সাহিত্য।

جدة : (ض) সজীবতা। নতুনত্ব। নতুন হওয়া। সজীব হওয়া।
طرافة (ك) উৎকৃষ্টতা। চমৎকার ও অভিন্ন হওয়া। উৎকৃষ্ট হওয়া।

ويطغى هذا الأدب الصناعي التقليدي على كل مايؤثر عن هذه الأمة وتحتوي عليه مكتبتها الغنية الزاخرة من أدب طبعي وكلام مرسل وتعبيربليغ يحرك النفوس ويثير الإعجاب ويوسع آفاق الفكر، ويغرى بالتقليد ويبعث في النفس الثقة ولاعيب فيه إلاأنه صدرعن رجال لم ينقطعوا إلى الأدب والإنشاء ولم يتخذوه حرفة ومكسبا ولم يشتهروا بالصناعة الأدبية، ولم يكن لهذا النتاج الأدبي الجميل الرائع عنوان أدبي، ولم يكن في سياق أدبي، وإنما جاء في بحث ديني أوكتاب علمي أوموضوع فلسفى أواجتماعي فبقي مغموراً مطموراً في الأدب الدينى أوالكتب العلمية ولم يشأ الأدب الصناعي - بكبريائه - أن يفسح له فى مجلسه ولم ينتبه له مؤرخوا الأدب بضيق تفكيرهم وقصورنظرهم . فينوهوابه ويعطوه مكانه اللائق به .

অনুবাদ : এ অনুকরণশীল কৃত্রিম সাহিত্য মুসলিম উম্মাহর ইতিহাস-ঐতিহ্যকে প্লাবিত করে দেয় যা মুসলিম উম্মাহর বিস্তৃত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। যে গ্রন্থাগার স্বভাবজাত সাহিত্য ও মুক্ত কথামালা দ্বারা পরিপূর্ণ। যে সাহিত্য হৃদয়কে নাড়া দেয় এবং মনে আনন্দ সৃষ্টি করে। চিন্তার জগতকে সম্প্রসারিত করে। অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করে। অন্তরে আস্থা-বিশ্বাস সৃষ্টি করে। এ স্বভাবজাত সাহিত্যের একমাত্র দোষ হলো, তা এমন ব্যক্তিবর্গ দ্বারা রচিত যারা নিজেদেরকে একমাত্র সাহিত্য ও রচনার কাজে নিয়োজিত করেননি এবং সাহিত্যকে নিজের পেশা ও উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেননি ও সাহিত্য-শিল্পে তারা প্রসিদ্ধ হননি এবং তাদের এই সহজ-সরল সাহিত্য 'গবেষণার শিরোনামে' ছিল না; বরং তাদের এই স্বভাবজাত সাহিত্য কেবল দ্বীনি প্রবন্ধে কিংবা ইলমী কিতাবে এবং দর্শন ও সামাজিক আলোচনায় সীমাবদ্ধ ছিল। ফলে ইলমী কিতাবের বা দ্বীনি সাহিত্যের বাঁকেবাঁকে এই স্বভাবজাত সাহিত্য আড়ালে পড়ে রইল। পেশাদার সাহিত্যিকগণ তাদের দম্ভের কারণে চায়নি যে, অকৃত্রিম সাহিত্য প্রচারিত ও সম্প্রসারিত হোক তাদের সাহিত্য আসরে। সাহিত্যের ইতিহাসবিদরা তাদের সংকীর্ণতা ও খাঁটো দৃষ্টির কারণে এই সাহিত্যের ক্রমবিকাশের (উন্নতি) জন্যে সচেতন হননি। যদি তারা সচেতন হতেন তখন এই অকৃত্রিম সাহিত্য সর্বমহলে প্রচার হতো এবং উপযুক্ত স্থান পেয়ে ধন্য হতো।

সারসংক্ষেপ: পেশাদার সাহিত্যিকগণের দম্ভ এবং আরবী সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণের সংকীর্ণতা ও অলসতার ফলে প্রকৃত ও মূল সাহিত্য, ধর্মীয় কিতাবাদী, সামাজিক ও দর্শন আলোচনায় সীমাবদ্ধ রয়ে যায়। ফলে অকৃত্রিম সাহিত্য সাহিত্য সমাজের অগোচরে থেকে যায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

يطغى : (ف،س) প্লাবিত করা। সীমা ছাড়িয়ে যাওয়া। প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য।

مكتبتها الغنية: মুসলিম উম্মাহর ধনী ও পরিপূর্ণ গ্রন্থাগার।

يثير : اثـارة হতে নির্গত। উৎসাহিত করা। উত্তেজিত করা। প্ররোচিত করা। যেমন বলা হয়, يثير الاعجاب মনোমুগ্ধ করে তুলে।

يغرى بالتقليد : অনুসরণের প্রতি উৎসাহিত করা। اغراءً به উৎসাহিত করা।

لم ينقطعوا الى الأدب والانشاء : তারা সাহিত্য ও রচনা পেশায় ব্যস্ত ছিলেন না। যেমন বলা হয়, انقطع الى الشيئ অর্থাৎ- কোন বস্তুর সাথে বিশেষ সম্পর্ক রাখা।

لم يشتهروا بالصناعة الأدبية : তারা সাহিত্য-শিল্পে প্রসিদ্ধ হয়নি।

بحث دينى : দ্বীনি প্রবন্ধ। بـحـث প্রবন্ধ। আলোচনা। গবেষণা। বহুবচনে بحوث .أبحاث.

موضوع فلسفى: দর্শন বিষয় ও আলোচনা। موضوع اجتماعى: সামাজিক আলোচনা। সামাজিক বিষয়।

مغموراً : اسم مفعول- অপরিচিত। অপ্রসিদ্ধ। غمره (ن) الماء غمراً - পানি তাকে ঢেকে ফেলেছে। যেমন বলা হয়- غمر فلان بفضله অনুগ্রহ ও অবদান দ্বারা অমুক ব্যক্তিকে ঢেকেছে।

مطموراً : নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। (ض) প্রোথিত করা। দাফন করা। বলা হয়- طمرى الآثار চিহ্ন মিটে গেল।

ان يفسح له : فسح له (ن) فسحاً জায়গা দেয়া। فسح المكان(ك) জায়গা প্রশস্থ হওয়া। প্রথম অর্থই উদ্দেশ্য।

لم ينتبه له : আদবে তাবয়ীকে সম্প্রসারিত করার জন্য সাহিত্য ইতিহাসবিদগণ সচেতন হননি।

إن هذا الأدب الطبيعي الجميل القوي كثير وقديم في المكتبة العربية بل هو أكبر سنا وأسبق زمنا من الأدب الصناعي فقد دون هذا الأدب في كتب الحديث والسيرة قبل أن يدون الأدب الصناعي في كتب الرسائل والمقامات.

ولكنه لم يحظ من دراسة الأدباء والباحثين وعنايتهم ماحظي به الأدب الصناعي ، مع أنه هو الأدب الذي تجلت فيه عبقرية اللغة العربية وأسرارها وبراعة أهل اللغة ولباقتهم وهو مدرسة الأدب الأصيلة الأولى.

অনুবাদ : এই সুদৃঢ় ও সুন্দর স্বভাবজাত সাহিত্য আরবী গ্রন্থাগারে প্রাচীনকাল হতে প্রচুরভাবে বিদ্যমান; বরং এটা (আদবে তাবয়ী) কৃত্রিম সাহিত্যের চেয়ে বয়সে বড় এবং আদবে তাবয়ীর যুগ কৃত্রিম সাহিত্যের যুগের পূর্বে। কৃত্রিম সাহিত্য বক্তৃতা ও প্রবন্ধের বই পুস্তকে সংকলিত হওয়ার পূর্বে অকৃত্রিম সাহিত্য হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহে সংকলিত হয়েছে।

কিন্তু সাহিত্যিক ও গবেষকগণ আদবে তাবয়ী নিয়ে গবেষণা করেননি এবং কৃত্রিম সাহিত্যের মতো অধিক গুরুত্ব দেননি। অথচ স্বভাবজাত সাহিত্যেই (আদবে তাবয়ী) প্রস্ফুটিত হয়েছে আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব, রহস্যাবলী ও ভাষাবিদদের দক্ষতা ও যোগ্যতা। বস্তুত: সীরাত ও হাদীসগ্রন্থগুলোই আরবী সাহিত্যের প্রথম ও মুল পাঠশালা।

সারনির্যাস: আরবী সাহিত্যের জগতে স্বভাবগত সাহিত্যই সর্বপ্রথম প্রচলিত হয়েছে। কৃত্রিম সাহিত্যের আত্মপ্রকাশের বহুকাল পূর্বে অকৃত্রিম সাহিত্য সীরাত ও হাদীস গ্রন্থসমূহে সর্বাধিক গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যিক ও গবেষকগণ কৃত্রিম সাহিত্যের ন্যায় এর গুরুত্ব দেননি। বিশেষভাবে গবেষণা করেননি। ফলে কৃত্রিম সাহিত্যের খ্যাতি ও পঠন-পাঠনের গুরুত্ব সাহিত্যাঙ্গনে ছড়িয়ে পড়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

كتب الرسائل : বক্তৃতা গ্রন্থসমূহ। رسائل বহুবচন। একবচনে رسالة ম্যাসেজ। হ্যান্ডবিল। পত্র। পয়গাম। মিশন। প্রবন্ধ। আল্লাহর ফরমান। নবুয়ত-রিসালত। বার্তা।

مقامات : বহুবচন। একবচনে مقامة আসর। বক্তৃতা। মাকামা আরবী সাহিত্যের একটি আঙ্গিক, সভা ও মজলিসে যে বর্ণনাগুলো পেশ করা হয় তাকে পরিভাষায় مقامة বলা হয়। যেমন- مقامات الحريرى, مقامات بديع الزمان الهمدانى।

عبقرية اللغة العربية :

আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব। عبقرية পরাকাষ্ঠা। নিপুণতা। যোগ্যতা। প্রতিভা। মেধা।

براعة : দক্ষতা। যোগ্যতা। উৎকর্ষ। শ্রেষ্ঠত্ব।

لباقة : বিচক্ষণতা। দক্ষতা। রসিকতা। চালাকী। মাসদার (ك)

ونأخذ كتب الحديث والسيرة - كمثال لهذا الأدب الطبعي - أولاً فنقول : إنها اشتملت على معجزات بيانية وقطع أدبية ساحرة تخلو منها مكتبة الأدب العربي - على سعتها وغناها - وهو دليل على صحة هذه اللغة ومرونتها واقتدارها على التعبير الدقيق عن خواطر ومشاعر ووجدانات وكيفيات نفسية عميقة دقيقة ووصف بليغ مصور للحوادث الصغيرة وهي الكتب التي حفظت لنا مناهج كلام العرب الأولين وأساليب بيانهم ولئن صح ماقاله الرقاشي: ((إن ماتكلمت به العرب من جيد المنثور أكثر مما تكلمت به من جيد المنظوم ، فلم يحفظ من المنثور عشره ، ولاضاع من الموزون عشره)) فكتب الحديث النبوي تسد هذا الفراغ الواقع في تاريخ الأدب العربي تنقل إلينا هذا الذخر الأدبي الذي أعتقد أنه قد ضاع ، وتمتاز أنها قد اتصل سندها وصحت روايتها فهي أوثق مصدر للغة العربية البليغة التي كانت سائدة في عهدها الذهبي الأول وللأدب العربي الذي كان منتشراً في جزيرة العرب.

অনুবাদ : প্রথমে আমরা হাদীস ও সীরাতের গ্রন্থসমূহকে আদবে তাবয়ীর নমুনা হিসেবে নিতে পারি। তখন আমরা বলবো যে, এই গ্রন্থগুলোর মধ্যে রয়েছে অনুপম বর্ণনারীতি ও যাদুময় সাহিত্যনমুনা। আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাগার সুবিশাল ও সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আরবী সাহিত্যের সে বৈশিষ্ট্য থেকে শূন্য। আর এটা আরবী ভাষার বিশুদ্ধতা ও কোমলতার প্রমাণ। এটা আরো প্রমাণ করে যে, মনের ভাব-ইচ্ছা ও অনুভব-অনুভূতি, সুক্ষাতিসুক্ষ্ম মানবিক অবস্থা এবং ক্ষুদ্র ঘটনাপ্রবাহ চিত্তাকর্ষক ভাষায় প্রকাশ করতে এ ভাষা পূর্ণ সক্ষমতা রাখে। আর এই গ্রন্থগুলোই আমাদের জন্য প্রাচীন আরবদের বাক্যরীতি ও বর্ণনাপদ্ধতি সংরক্ষণ করেছে। প্রসিদ্ধ আরবী সাহিত্যিক আল্লামা রোকাশি যা বলেছেন, "আরব অধিবাসীগণ পদ্য সাহিত্যের তুলনায় গদ্য সাহিত্যে বেশি কথা বলেছেন। তবে গদ্য সাহিত্যের এক দশমাংশও সংরক্ষিত হয়নি এবং পদ্য

সাহিত্যের এক দশমাংশও নষ্ট হয়নি।" আল্লামা রোকাশির এই উক্তি যদি বাস্তবসম্মত হয়, তবে হাদীসে নববীর গ্রন্থগুলোই আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে এই শূন্যতা পূর্ণ করেছে বলা যাবে। ঐ গ্রন্থগুলোই মুসলিম উম্মাহর নিকট যুগে যুগে এ সাহিত্য সম্ভার পেশ করেছে, যেগুলো নষ্ট হয়েছে বলে আমরা মনে করেছি, এই গ্রন্থগুলো বিশুদ্ধ বর্ণনা ও প্রত্যক্ষ সনদের (সনদে মুত্তাসিল) ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। অতএব, আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি, এ গ্রন্থগুলো প্রথম সোনালী যুগে প্রচলিত আরবী ভাষা ও আরব ভূখন্ডে প্রচলিত আরবী সাহিত্যের মূল উৎস ।

শব্দবিশ্লেষণ :

مرونتها : আরবী ভাষার কোমলতা। مـــــرونةٌ (ن) কোমল হওয়া। নমনীয় হওয়া।
مرن الجلد চামড়াকে নরম করল।
مرن على شيئ অভ্যস্ত হল।

خواطر : বহুবচন। একবচনে خـــاطـــر - ইচ্ছা। প্রতিজ্ঞা। ঝোঁক।
والخاطر - مايخطر ويقع فى القلب

مشاعر : বহুবচন। একবচনে مَشْعَرٌ চিহ্ন। অনুভূতি। প্রতীক ।
এখানে দ্বিতীয় অর্থই উদ্দেশ্য ।

وجدانات : বহুবচন। একবচনে وجـــدان আত্মার আভ্যন্তরীন শক্তিসমূহ। আনন্দ বেদনার যে কোন প্রাথমিক অনুভব বা অনুভূতি।

مناهج : বহুবচন। একবচনে منهج সুস্পষ্ট পথ। পদ্ধতি। নিয়ম।

جيد المنثور : ভাল গদ্য। উৎকৃষ্ট গদ্য।
جيد المنظوم উত্তম কবিতা ও পদ্য।

تسد : বলা হয়, سد الفراغ শূণ্যস্থান পূরণ করল।
سد مسده – স্থলাভিষিক্ত হল।

الذخر العربى : সাহিত্য সম্ভার। সাহিত্য সঞ্চয় । বহুবচন أذخار

جزيرة العرب : আরব উপদ্বীপ। আরব ভূখন্ড।

إن هذه الكتب تشتمل على روايات قصيرة وطويلة وكلها أمثلة جميلة للغة العرب العرباء التي كانوا يتكلمون بها ويعبرون فيها عن ضمائرهم وخواطرهم ، ويجد دارس الأدب العربي فيها من البلاغة العربية والقدرة البيانية ، والوصف الدقيق والتعبير الرقيق وعدم التكلف والصناعة مايقف أمامه خاشعا معترفا للرواة بالبلاغة والتحري في صحة النقل والرواية وللغة العربية بالسعة والجمال .

অনুবাদ : নিশ্চয় এই কিতাবগুলোতে লম্বা-বেটে বর্ণনাদী রয়েছে যা খাঁটি আরবী ভাষার সুন্দর নমুনা। যে ভাষায় আরবরা কথা বলে এবং মনের ভাব ও হৃদয়ের সংকল্প প্রকাশ করে । আরবী ভাষার পাঠকমহল ঐ বর্ণনাগুলোতে ভাষার বাগ্মিতা, বর্ণনাশক্তি, নিখুঁত উপস্থাপনা ও অকৃত্রিমতা প্রত্যক্ষ করেন। যদ্বারা তারা ঐ ভাষার সামনে বিনয়াবনত হয়ে তা গ্রহণ করেন এবং বর্ণনাকারীদের পাণ্ডিত্য ও বিশুদ্ধ বর্ণনার জন্য তাদের নিরলস ত্যাগ, ভাষার প্রশস্ততা ও সৌন্দর্য স্বীকার করেন।

সারকথা: হাদীস ও সীরাতের কিতাবসমূহ অকৃত্রিম সাহিত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যেগুলোর সনদ নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ। যাতে রয়েছে বাচনিক মুজিযা ও চৌম্বক সাহিত্যপূর্ণ ইবারত। যেগুলো আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাগারে দুর্লভ। আর এটা ভাষার বিশুদ্ধতা, কোমলতা এবং মনের ভাব-অনুভূতি ও সংকল্প প্রকাশে সক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। এ গ্রন্থগুলো প্রাচীন আরবী ভাষা ও বর্ণনারীতি সংরক্ষণ করেছে। আরব অধিবাসীগণ গদ্য সাহিত্যের গুরুত্ব বেশি দিলেও এর দশমাংশও সংরক্ষিত নেই। পক্ষান্তরে পদ্য সাহিত্য অনেক স্বল্প হলেও এর দশমাংশও বিনষ্ট হয়নি। মোট কথা- হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলো বিশুদ্ধ আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নির্ভরযোগ্য উৎস। লম্বা-বেঁটে বর্ণনাগুলো খাঁটি আরবী ভাষার চমৎকার নমুনা। আর তাতে কৃত্রিম সাহিত্যের চিহ্ন মোটেও নেই। পাঠকমহল ও শিক্ষিত সমাজ যেগুলো বিনয়ীচিত্তে গ্রহণ করেন এবং এ ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীর নিরলস ত্যাগ অকপটে স্বীকার করেন। যা আরবী সাহিত্যের গদ্যাংশের যে স্বল্পতা মনে করা হয় তার শূণ্যতা পূর্ণ করে।

أما الروايات الطويلة فهي ثروة أدبية ذات قيمة فنية عظيمة وهي التي تجلت فيها بلاغة الراوى العربى واقتداره على الوصف والتعبير والتصوير وهي التي يطول فيها نفسه فيحكي حكاية يعبر فيها عن معان كثيرة وأحاسيس دقيقة ومناظر متنوعة فلايخذله اللسان ولايخونه البيان ولايتخلف عنه مدد اللغة ، وكانها لوحة فنية منسجمة متناسقة قد أبدع فيها الفنان أوصورة متناسبة قد أحسن فيها المصور كل الإحسان .

অনুবাদ : তবে দীর্ঘ বর্ণনাগুলো মহাশৈল্পিক মানসম্পন্ন বড় সাহিত্য-সম্পদ। যে বর্ণনাসমূহে প্রকাশ পেয়েছে আরবী বর্ণনাকারীর পাণ্ডিত্য, মনের ভাব প্রকাশ ও নিখুঁত চিত্রায়ন ক্ষমতা। যাতে বর্ণনাকারীর আত্মমর্যাদা দীর্ঘায়িত হয়েছে। সে এমন একটি ঘটনার অবতারণা করেন, যে ঘটনায় তিনি অনেক অর্থ, সুক্ষ্ম অনুভুতিসমূহ ও বিভিন্ন প্রকারের চিত্র প্রদর্শন করেন। ভাষাগত দক্ষতা তার হাত ছাড়া হয় না এবং বর্ণনা ক্ষমতা তার বিরোধিতা করে না (অর্থাৎ– বর্ণনাকারী দক্ষ আরবী ভাষাবিদ ও বড় পণ্ডিত বিধায় তার বর্ণনা শৈল্পিকমানসম্পন্ন বড় সাহিত্য-সম্পদ) আর ঐ রিওয়ায়াতগুলো যেন সুবিন্যস্ত প্রাঞ্জল একটি শৈল্পিক কাঠ যা চিত্রকার নতুনভাবে আবিষ্কার করেছে। অথবা ঐ রিওয়ায়াতগুলো একটি সুষম নকশা যা চিত্রকার অত্যন্ত সুন্দররূপে অংকন করেছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

روايات : বহুবচন, একবচনে رواية বর্ণনা। উপন্যাস। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

تجلت : প্রকাশ পেয়েছে। বিকশিত হয়েছে। جــــلاء(ن) প্রস্ফুটিত হওয়া। عبقرية গুণ। যোগ্যতা। দক্ষতা।

معجزات بيانية : বর্ণনাগত অলৌকিকতা।

أحاسيس دقيقة : সুক্ষ্ম অনুভূতিসমূহ। احاسيس বহুবচন। একবচনে احساس।

لايخذله اللسان : ভাষা তাকে পরিত্যাগ করে না তথা তার অনুগত থাকে خذلا، خذلانا، خذلانا(ن) সাহায্য না করে পরিত্যাগ করা।

لايخونه البيان : বর্ণনা তার খেলাফ করে না অর্থাৎ ভাষাগত ও বর্ণনাগত যোগ্যতা ঐ আরবী বর্ণনাকারীর বরাবরই রয়েছে। خانه خونا خيانة مخانة (ن) অর্থাৎ, অমুক বিষয়ে তার সাথে বিশ্বাস ভঙ্গ করল।

كأنها لوحة فنية منسجمة متناسقة : আর উহা যেন সুষম, সামঞ্জস্যশীল শৈল্পিক একটি স্লেট যাতে অভিজ্ঞ শিল্পী কারুকার্য করেছে। منسجمة প্রাঞ্জল متناسقة সুবিন্যস্ত। الفنان চিত্রকর।

"اقرأ معي حديث كعب بن مالك عن تخلفه عن غزوة تبوك وهو موضوع دقيق محرج يطلب منه الصراحة والاعتراف بالتقصير والشهادة على النفس ويطلب منه تصوير ذلك الجو القاتم العابس الذي عاش فيه خمسين ليلة ويطلب منه تصوير الخواطر التي كانت تجيش في صدره وتساور نفسه وهو يعيش في جفاء وعتاب ممن يحبهم وتربطه بهم العقيدة والعاطفة لايجد لذة في فراقهم ولايرى في الدنيا عوضاً عنهم وتصوير تلك الصلة الروحية والحب العميق الذي يربطه بالنبي ﷺ ربطا وثيقا محكما، لايحله العتاب والعقاب ولايضعفه إقبال الملوك عليه وتوددهم إليه وتصوير ذلك السرور الذي غمره على أثر قبول توبته ، ما أصعب هذا الموضوع، وما أكثره، تعقدًا ودقة ولكنه ببلاغته العربية يتغلب على هذه المشاكل النفسية والأدبية ويترك لنا ثروة نعتز بها.

অনুবাদ : আমার সাথে কা'ব ইবনে মালেক র. এর ঘটনা পড়ে দেখুন, যেখানে তিনি তাবুক যুদ্ধ হতে পেছনে থেকে যাওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, আর কা'ব ইবনে মালেকের অত্র বিষয়টা সুক্ষ্ম ও কঠিন যা তার থেকে স্পষ্টভাবে স্বীয় অপরাধ স্বীকার করা ও নিজের নফসের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেয়াকে চায়। তিনি এতে তুলে ধরেছেন ঐ তিক্ত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ, যে পরিবেশে তিনি দীর্ঘ পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করেছেন। তিনি প্রকাশ করেছেন এমন মনোভাবসমূহ যা তার বুকে আলোড়িত হচ্ছিল এবং যেগুলো তার নফসকে প্রভাবিত করছিল। তিনি সে সব লোকের কঠোরতা ও ভর্ৎসনার শিকার হয়ে জীবন যাপন করেছেন। যাদেরকে তিনি ভালবাসেন এবং আস্থা-বিশ্বাস ও আবেগ যাদের সাথে তাকে যুক্ত করে রেখেছে। তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করার মধ্যে তিনি না কোন স্বাদ অনুভব করছেন, না পৃথিবীর মধ্যে তাদের পরিবর্তে তার জন্য কোন বিকল্প মিলছে। কা'ব ইবনে মালেক র. এমন চমৎকার রূহানী সম্পর্ক ও গভীর ভালবাসার চিত্রায়ন করেছেন যা তাকে

প্রিয়নবীর সাথে প্রগাঢ় ও মজবুতভাবে যুক্ত করে দেয়। কোনরূপ ভর্ৎসনা ও শাস্তি সে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারে না এবং তার প্রতি তৎকালীন কোন রাজা-বাদশাহর সাহায্য ও তাদের ভালবাসা তার এই গভীর সম্পর্ক দুর্বল করতে পারেনি। তার তওবা কবুল হওয়ার পরপরই তার হৃদয়-মনকে যে আনন্দ-উৎফুল্লতা আচ্ছাদিত করেছে তিনি তা বর্ণনা করেছেন। তাই প্রতীয়মান হয় যে, এই বিষয়টা কতই যে কঠিন ও জটিল! কতই যে অধিক দুর্বোধ্য ও সূক্ষ্ম! প্রকৃতপক্ষে কা'ব ইবনে মালেক আরবী ভাষায় দক্ষতা ও পাণ্ডিত্যের বলে এ মানসিক ও সাহিত্যিক সমস্যার মোকাবেলায় বিজয়ী হন। তিনি আমাদের জন্য এমন মূল্যবান সম্পদ রেখে যান যা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি।

শব্দবিশ্লেষণ :

مُحَرَّجٌ : সংকটময় । কোনঠাসা। সংকীর্ণ। افعال وتفعيل

الجو القاتم : অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশ।
قتم الغبار قتماً (ن) ধুলা উড়ানো।

عابس : ভ্রুকুটিপূর্ণ। يوم عبوس কঠিন দিন।

تجيش : جاش جيشا جياشا(ض) আলোড়ন করা। নড়া চড়া করা।
যেমন– ব্যবহৃত হয়, جاش الصدر ক্রোধে টগবগ করল।
جيشان – উত্তেজনা। আলোড়ন। চাঞ্চল্য। উদ্বেগ।

تُساور نفسَه : যে সংকল্পসমূহ তার নফসকে ঘিরে নেয়।
مساورة আক্রমন করা। জয়ী হওয়া।
سار الحائط সে দেয়াল পার হলো।

جفاء : কঠোরতা ও নির্দয়তা। দুর্ব্যবহার। অত্যাচার।
جفاءة وجفواً(ن) পাষাণ হৃদয় হওয়া। অমনোযোগী হওয়া। কঠোর হওয়া।

عتاب : অসন্তুষ্টি। বকাবকি। নিন্দা। ভর্ৎসনা। (ض،ن)

تَعَقُّدٌ : অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্যতা। জটিলতা। تعقداً কঠোর হওয়া

يتغلب على : বিজয়ী হওয়া। পরাভূত করা। আয়ত্তে আনা। নিয়ন্ত্রণে রাখা। সামলানো।

اقرأ معي هذه القطعة الصغيرة التي اقتبسها من حديثه الطويل، وهو يحكي ما أحاط بهذه الغزوة العظيمة من ظروف وأجواء ويصور تلك الحالة النفسية التي تخلف فيها عن هذه الغزوة وما انتابه من التردد ولم يكن التخلف عن الغزوات من سيرته وعادته وتمتع بما احتوت عليه هذه القطعة من القوة والجمال وصدق التصوير وبراعة التعبير.

وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد الجد فأصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا، ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت! فلم يقدرلي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ فطفت فيهم أحزنني اني لا أرى إلا رجلاً مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذره الله من الضعفاء.

অনুবাদ : আপনি পড়ে দেখুন এই ছোট অংশ যা আমি তার দীর্ঘ কথামালা থেকে চয়ন করি। আর তিনি সে সব পরিবেশ-পরিস্থিতি বর্ণনা করেন যাতে এই বিরাট যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। এ যুদ্ধে তিনি যে অনুপস্থিত রয়েছেন তার মানসিকাবস্থা চিত্রায়িত করেন। বারংবার তিনি যে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন তাও তিনি বর্ণনা করেন। অথচ যুদ্ধ থেকে পিছপা হওয়া তার নীতি নয়। তার কথার এই অংশে যে স্পৃহা সৌন্দর্য্য এবং সত্য বর্ণনা ও সুদক্ষ অভিব্যক্তিতে ভরপুর তা থেকে আপনি স্বাদ ভোগ করুন।

রাসূল স. ঐ অভিযানের (তাবুক যুদ্ধ) সংকল্প করলেন যখন বাগানের ফল পোক্ত ও সুস্বাদু হয়েছে। প্রচন্ড গরমের কারণে অল্প ছায়াও মানুষের জন্য বড়ো নিয়ামতে পরিণত হলো। তাবুক যুদ্ধের জন্য রাসূল স. এবং তার সাথে সাহাবায়ে কেরাম প্রস্তুতি নিলেন। আমিও তাদের সাথে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়ার জন্য খুব ভোরে উঠছিলাম। অতঃপর আমি প্রত্যাবর্তন করলাম কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি। তখন আমি মনে মনে বললাম যে, আমি প্রস্তুতি নিতে পারব। এভাবে দিন অতিবাহিত হতে লাগলো। অবশেষে প্রস্তুতি নেয়া আমার জন্য কঠিন হয়ে গেল। অতঃপর রাসূল স. ও তার সফরসঙ্গী মুসলমানগণ সকালে

তাবুক পানে রওয়ানা দিলেন। তখনো আমি কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি। আমি মনে মনে বললাম এক দিন বা দু'দিন পর প্রস্তুতি নিয়ে তাদের সাথে যুক্ত হবো। তারা মদিনা ত্যাগ করার পর আমি সকালে প্রস্তুতি নেয়ার জন্য উঠলাম। তখনো আমি কোন প্রস্তুতি নিতে পারিনি। এভাবে আমার সময় পার হতে লাগলো। অবশেষে তারা দ্রুত পৌঁছে গেলেন এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ বড় আকার ধারণ করলো। আর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম বের হওয়ার যাতে তাদের সাথে যুক্ত হতে পারি। হায়! যদি তাই করতাম! কিন্তু তাও আমার ভাগ্যে জুটল না। রসূল স. মদীনা থেকে (তাবুক যুদ্ধে) বের হওয়ার পর আমি যখন মানুষের বৈঠকে হাজির হই এবং তাদের আশেপাশে ঘুরি তখন আমাকে চিন্তিত করতো একটি বিষয়, তা হলো– এমন কতিপয় ব্যক্তিকে দেখি যাকে নেফাক ঘিরে রেখেছে। অথবা এমন লোক দেখি যাদের উপর যুদ্ধ ফরজ ছিল না। (দুর্বল লোক আল্লাহ যাদের কৈফিয়ত গ্রহণ করলেন)

শব্দবিশ্লেষণ :

صدق التصوير : সত্য বর্ণনা। বাস্তবতার চিত্রায়ন। ظــــــروف বহুবচন। এক বচনে ظرف অবস্থা। পরিবেশ।

براعة التعبير : পরিপূর্ণ ভাব প্রকাশ। সুন্দর বর্ণনা। ভাব প্রকাশের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা।

اجواء : বহুবচন। একবচনে جو। পরিবেশ।

غزوة : একবচন। বহুবচনে غـــــــزوات যুদ্ধাভিযান। আক্রমন। আগ্রাসন। পরিভাষায় এমন যুদ্ধকে غـــزوة বলা হয় যাতে রাসূল স. নিজেই উপস্থিত ছিলেন।
غزا غزوا غزواة غزوا القوم তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানে বের হল। এখানে অভিযানের সংকল্প করা উদ্দেশ্য।

طابت : طابت النفس بكذا طيبا.طابا.طيبة.تطيابا –সুস্বাদু হলো। মিষ্টি হলো। পোক্ত হলো। উৎকৃষ্ট হলো। মন তাতে তুষ্ট হলো।

الظلال : বহুবচন। একবচনে ظل - ছায়া।

طفقت أغدو : আমি সকালে প্রস্তুতি নিতে লাগলাম। طفق بمراده : উদ্দেশ্য সিদ্ধি হল। طفق يفعل করতে আরম্ভ করল।

التمادى فى الامر : কাজ দীর্ঘায়িত করা। শৈথিল্য প্রদর্শন করা। تمادى فى شيئ সীমাতিক্রম করল। تمادى بنا السفر আমাদের সফর দীর্ঘ হয়ে গেল। এখানে ১ম ও ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

ثم انظر كيف يصور حالته وقد هجره المسلمون ونهوا عن كلامه وكيف يعبر عن حالة المحب الذي هجره الحبيب - عقوبة وتأديبا - وهو يطمع فى وده ويتسلى بنظراته والذي لم يزده هذا العتاب إلارسوخاً في المحبة ولوعة وجوى. دعه يقصّ قصته بلسانه البليغ .

অনুবাদ : অতঃপর আপনি লক্ষ্য করুন তিনি কীভাবে নিজের অবস্থা চিত্রায়ন করেন। যখন তাকে মুসলমানরা বয়কট করেছেন এবং তার সাথে কথা বলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। তিনি কীভাবে এমন আশেকের অবস্থা তুলে ধরেছেন যাকে মাশুক শাস্তি প্রদান ও আদব শিক্ষার উদ্দেশ্যে এমন অবস্থায় বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন যখন মাশুকের প্রেমে আশেক লালায়িত এবং মাশুকের দিদারে আশেকের মন শান্ত হয়। এই কষ্ট ও তিক্ততা আশেকের হৃদয়ে প্রেম-ভালবাসার দৃঢ়তা আরো বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ইশক-প্রেমের জ্বালা-যন্ত্রণা ক্রমশ বাড়িয়ে দিয়েছে। তাকে ছেড়ে দিন সে চিত্তাকর্ষক ভাষায় তার কাহিনী বলার জন্যে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يطمع : সে লোভ করে।(س)طمع فيه طمعا লোভ করা।
طمع فى لقائه দর্শন লাভের জন্য ব্যাকুল হওয়া। সাক্ষাতের প্রত্যাশী হওয়া।

رسوخاً : (س.ف) জমা হওয়া। দৃঢ় হওয়া। স্থাপিত হওয়া। পারদর্শী হওয়া। দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

لوعة : জ্বলন। জ্বালা। দাহ। আসক্তি। যন্ত্রণা। تلويعا - শাস্তি দেয়া, কষ্ট দেয়া।
لاع يلوع لوعة (ن) চিন্তা অথবা প্রেমে অন্তর জ্বলে যাওয়া।

جوى : উত্তপ্ত প্রেম। প্রচণ্ড ভালবাসা। গভীর প্রণয়। তীব্র আবেগ। প্রচণ্ড উত্তেজনা।
(س)جوى প্রেম বা দুঃখের যন্ত্রণায় আক্রান্ত হলো।

دعه يقص قصته بلسانه البليغ :
আপনি কা'ব ইবনে মালিককে সুযোগ দিন বিশুদ্ধ ও অলংকার পূর্ণভাষায় তার আত্মকাহিনী বর্ণনা করার জন্য।

ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فماهي التي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة ، فأما صاحباي فاستكاناوقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج وأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الاسواق ولايكلمني أحد واتي رسول الله ﷺ فأسلم عليه وهو في مجلسه بعدالصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل الى وإذاالتفت نحوه أعرض عني حتى إذاطال على ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط ابي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس الى فسلمت عليه فوالله مارد عليَّ السلام فقلت ياأباقتادة ! أنشدك بالله هل تعلمني أحب الله ورسوله ؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار".

অনুবাদ : এবং রসূল স. মুসলমানদেরকে তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিতগণের মধ্য থেকে আমাদের এই তিন জনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করলেন। অতঃপর মুসলমানরা আমাদের থেকে সরে গেলেন। আমাদের জন্যে তারা বদলে গেলেন। এমনকি ভূ-মণ্ডল আমাদের অচেনা হয়ে গেল। ফলে এই ভূপৃষ্ঠ ঐ যমীন নয় যেটা আমরা চিনি। এ অবস্থায় আমরা দীর্ঘ পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আমার অপর সাথীদ্বয় একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। ঘরে বসে সারাদিন কেবল কাঁদছে। আর আমি এই দলের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী ও যুবক ছিলাম। তাই ঘর থেকে বের হতাম এবং মুসলমানদের সাথে নামাযে হাজির হতাম। বাজারে ঘোরাফেরা করতাম। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলতো না। রসূল স. নামাযের পরে মজলিসে বসলে আমি তার দরবারে যেতাম এবং তাকে সালাম করতাম। অতঃপর মনে মনে বলতাম, সালামের জবাব দেয়ার জন্য তিনি স্বীয় ঠোঁটদ্বয় নাড়া দিয়েছেন কি না। এরপর তার পাশেই নামায পড়ি। নামাযে তাঁর অজান্তে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করতাম। আমি নামাযে মনোযোগ দিলেই রসূল স. আমার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করতেন। আমি যখন

তার প্রতি তাকাতাম তখন তিনি মুখ ফিরিয়ে নিতেন। অবশেষে আমার প্রতি যখন মানুষের বয়কট ও কঠোরতা দীর্ঘ হয়ে গেল, তখন রাস্তায় পদচারণ করতে করতে আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল টপকিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলাম। তিনি হলেন আমার চাচাতো ভাই ও সবচেয়ে বেশি প্রিয় ব্যক্তি। তাকে সালাম করলাম। আল্লাহর কসম, তিনি সালামের উত্তর দেননি। তাই বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, তুমি কি জান? আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূল স. কে মহব্বত করি। তিনি কোন উত্তর না দিয়ে নীরব রইলেন। আমি আবারো তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে ঐ কথাটা বললাম। এবারো তিনি চুপ রইলেন। অতঃপর পুনরায় আল্লাহর কসম দিয়ে পূর্বের কথা পুনর্ব্যক্ত করলাম। তখন তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন। অতঃপর আমার নয়নদ্বয় অশ্রু সংবরণ করতে পারলো না এবং আমি আবু কাতাদার বাগান থেকে দেয়াল টপকিয়ে ফিরে এলাম।

শব্দবিশ্লেষণ :

تنكر : ছদ্মবেশ ধারণ করা।
যেমন বলা হয়- تنكر الرجل লোকটি ছদ্মবেশ ধারণ করলো।
লোকটির স্বভাব খারাপ হলো।
এখানে 'অপরিচিত হওয়া' উদ্দেশ্য।

فاستكانا : তারা ঘরে বসে রয়েছে। استكانا অপদস্থ হওয়া। অক্ষম হওয়া।
اسم تفضيل أشب (ض) شباب থেকে। যুবক হওয়া। জোয়ান হওয়া। শক্তিশালী যুবক। এটাই উদ্দেশ্য।
شباب যৌবন। যৌবনকাল। পূর্ণবয়স। তারুণ্য। তরুণসমাজ।

أجلدهم : তাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী।
جلادة (ك) দৃঢ় হওয়া। শক্তিশালী হওয়া। جلدا (ض) চাবুক কষা, চাবুক মারা।

تسورت : দেয়ালে চড়লাম। تسورا হাতের কংকন বা বালা পরিধান করা।
تسور الحائط দেয়ালে চড়া। দেয়াল টপকানো।
تسورت المدينة শহরের চতুর্দিকে প্রাচীর তৈরি করা।

واقرأ معي كذلك حديث الإفك الذي ظهرت فيه براعة السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الأدبية وقوتها البيانية ، وحسن تصويرها ووصفها للعواطف والمشاعر النسوية اللطيفة الدقيقة وقد تجلت في هذه القطعة رقة عاطفة المرأة المحبة لزوجها، مع إباء الحرة الواثقة بعفافها وطهارتها، المؤمنة بربها وقد أضفى هذاالمزيج الغريب من الرقة والشدة والعاطفة والعقل ، زد إلى ذلك بيان عائشة التي تقلبت في أعطاف البلاغة العربية وانتقلت فيها من بيت الى بيت قد اضفى كل ذلك على هذه الرواية من الجمال الفني مايجعلها من القطع الأدبية الخالدة في الأدب .

انظر كيف تصف ماتقوله الناس وتحدثوا به وماشعرت به من تغير في وجه الرسول ﷺ تذكر كل ذلك في حياء المرأة وأدبها من غيرإبهام أو عي .

অনুবাদ : আপনি অনুরুপ আমার সাথে পড়ে দেখুন মিথ্যা অপবাদের হাদীসটি। যাতে প্রকাশ পেয়েছে উম্মুল মু'মিনীন সাইয়িাদা আয়েশা র. এর সাহিত্য দক্ষতা তাঁর বর্ণনা শক্তি, সুন্দর চিত্তাকর্ষক বিবরণ এবং আবেগ ও সাহিত্য সুক্ষ্ম মেয়েলী অনুভূতিসমূহ। আর এই অংশে প্রকাশ পেয়েছে (ইফকের হাদীসে) প্রভুর উপর বিশ্বাসী এবং সতীত্ব ও পবিত্রতার উপর আস্থাশীল একজন স্বাধীন নারীর আত্মমর্যাদাবোধের পাশাপাশি একজন স্বামীভক্ত রমণীর আবেগের কোমলতা। এছাড়াও তাতে আরো যুক্ত হয়েছে নম্রতা, কঠোরতা এবং আবেগ-বিবেকের বিরল সংমিশ্রণ। এর সাথে আরো বৃদ্ধি করুন মা আয়েশার বর্ণনা, যিনি আরবী সাহিত্যের অলি-গলিতে বিচরণ করেছেন এবং আরবী ভাষার বালাগাতের উদ্যানে একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থানান্তরিত হয়েছেন। মা আয়েশার উপরোল্লিখিত ভাষাগত ও সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্যসমূহ এই রিওয়ায়াতে শৈল্পিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। যা হাদীসটিকে আরবী সাহিত্যের অমর দৃষ্টান্তের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়।

আপনি লক্ষ্য করুন হযরত আয়েশা র. সম্পর্কে মানুষের আলোচনা–সমালোচনা (তার বিরুদ্ধে মুনাফিকদের অপবাদ রটনা) এবং এর ফলে রাসূল স. এর মোবারক চেহারায় তিনি (আয়েশা) যে বেদনার চিহ্ন ও অস্বাভাবিক পরিবর্তন উপলব্ধি করেছিলেন, তা কীভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি নিঃসংকোচে, অকপটে নারীত্ববোধ ও শিষ্টাচারিতা বজায় রেখে এসব কিছু আলোচনা করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

الإفك : মিথ্যা। অসত্য। অপবাদ। রটনা। (ض) افكاً – মিথ্যা বলা। মিথ্যাবাদী হওয়া। ফিরে যাওয়া।

قوتها البيانية : তার বর্ণনা শক্তি।

العواطف : বহুবচন। একবচনে عاطفة আবেগ। অনুভূতি। সহানুভূতি। দয়া।

المشاعر النسوية : বহুবচন–মেয়েলি অনুভূতিসমূহ। একবচনে مشعر ইন্দ্রিয়সমূহ। অনুভূতিশক্তিসমূহ।

اباء : (ض،ف) অস্বীকার করা। অপছন্দ করা। اباء الى কাউকে কারো প্রতি ফিরানো। প্রত্যাবর্তন করানো।
এখানে আত্মমর্যাদাবোধ উদ্দেশ্য।

في اعطاف البلاغة العربية : আরবী সাহিত্যের অলি-গলিতে।
أعطاف বহুবচন। একবচনে عطف বগল। কাঁধ, স্কন্ধ।

عيٌّ : একবচন। বহুবচনে اعياء ক্লান্ত। অসাড় ও কথা বলতে অক্ষম।
عيّا في المنطق(س) কথা আটকে যাওয়া। বাক্য রুদ্ধ হওয়া।
افاض الدمع (افعال) يفيضون অশ্রু প্রবাহিত করল।
أفاض الماء পানি ঢাল্‌ল।
أفاض الاناء পাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করল।
أفاض القوم من المكان কওম চলে গেল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।
أفاض القوم في الحديث দ্রুত আলোচনায় মগ্ন হল। বিশদ ও বিস্তারিত আলোচনা করল। এখানে প্রথম অর্থটা উদ্দেশ্য।

قالت عائشة : ((فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله ﷺ اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل عليّ رسول الله ﷺ فيسلم ثم يقول كيف تيكم ؟ ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشرّ.

وتذكر توجعها من الخبر المشاع فتقول : ((فبكيت يومي ذلك كله ، لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ، قالت : ((وأصبح ابواي عندي وقد بكيت ليلتين ويوماً ، لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع حتى إنّي لأظن أن البكاء فالق كبدي)).

অনুবাদ : আয়েশা বলেন, (বনু মুছতালিক যুদ্ধ হতে) আমরা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলাম। এরপর দীর্ঘ একমাস যাবৎ অসুস্থতায় ভুগলাম। এই অবস্থায় লোকেরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রচারকারীদের সাথে আলোচনা-সমালোচনায় মগ্ন হয়েছিল। এই ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না। কিন্তু অসুস্থাবস্থায় তিনি আমাকে সন্দেহে ফেলে দেন। এর আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে রসূল স. এর কাছ থেকে যে মায়া-মমতা আমি উপলব্ধি করতাম, এবার তা দেখছি না। রসূল স. কেবল আমার নিকট আসেন এবং সালাম করেন। আর বলেন, তুমি কেমন আছো? অতঃপর ফিরে চলে যান। এ আচরণ আমাকে সন্দেহে ফেলে। তবে তাঁর মধ্যে খারাপ কোন মনোভাব অনুভব করছি না।

তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত মিথ্যা সংবাদে মনে সৃষ্টি হওয়া বিষাদ-বেদনা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, আমি সারাদিন কাঁদলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও আমার অশ্রু বন্ধ হয়নি এবং নিদ্রা দ্বারা চোখের সুরমা লাগাতে পারছি না। (নিদ্রাও আসেনি।) তিনি আরো বলেন, আমার পিতা-মাতা আমার কাছেই ছিলেন, যখন আমি পুরো দু'রাত ও একদিন কেঁদেছি। আমার নিদ্রা আসছে না

এবং আমার চোখের অশ্রুধারা বন্ধ হচ্ছে না। এমনকি আমি আশংকা করলাম যে, ক্রন্দন আমার কলিজা বিদীর্ণ করে দিবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

اشتكيت : আমি অসুস্থ হলাম।

اشتكى اليه তার কাছে অভিযোগ, অনুযোগ করল।

اشتكى من جرح ক্ষতের যন্ত্রণা ভোগ করল।

এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

يريبني : আমাকে সন্দেহে ফেলে।

(ض) ريباً সন্দিহান করা, সন্দেহে ফেলা।

توجع : বিপদাপন্ন হওয়া। মৃতের জন্যে শোকগাঁথা গাওয়া।

وجع দুঃখ। কষ্ট। বেদনা। বহুবচনে أوجاع ।

مشاع : প্রকাশিত।

أشاع الخبر بالخبر (افعال) খবর ছড়াল।

أشاع الله السلام وبالسلام আল্লাহ শান্তি ও নিরাপত্তাকে তোমাদের সঙ্গী করুন।

এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। তবে مشاع ব্যাপক, সাধারণ ও সম্মিলিত অর্থেও ব্যবহার হয়।

* * *

وتتقدم في الحكاية وتذكر كيف يسألها رسول الله ـ ﷺ ـ عما قيل عنها ويعزم عليها الصدق فلا تلبث أن تعتريها حمية المرأة العفيفة الفاضلة ويقلص دمعها حتى لاتحس منها بقطرة وترجو أباها وأمها أن يجيبا عنها رسول الله ـ ﷺ ـ فيمتنعان ويفضلان السكوت حياءً من رسول الله ـ ﷺ ـ واستحياءً من الدفاع عن قضية بنتهما وهو الدفاع عن النفس فتنبري للكلام القوي الصريح المبين وهي البليغة الأديبة ـ وتتمثل بقول سيدنا يعقوبٌ وتفوض أمرها الى الله وتنزل براءتها من السماء فتطلب منها أمها أن تشكر رسول الله ـ ﷺ ـ وتقوم إليه فتأبى في دلال العفائف وأنفة المؤمن ـ أن تحمد إلا الله الذي أنزل براءتها من فوق سبع سماوات وخلد طهارتها إلى آخر يوم يقرأ فيه القرآن ويؤمن به.

অনুবাদ : তিনি ইফ্কের ঘটনা বর্ণনা করার জন্যে অগ্রসর হলেন এবং তুলে ধরেন রাসূল স. তাঁর ব্যাপারে কথিত বা রটানো অপবাদ সম্পর্কে কীভাবে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন এবং তার সততায় তিনি কীভাবে দৃঢ়সংকল্প করেন। অতঃপর একজন জ্ঞানী সতী নারীর আত্মমর্যাদাবোধ তাকে স্পর্শ করে এবং তার অশ্রুধারা সাথে সাথেই বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি তিনি তার চোখে এক ফোটা অশ্রুও অনুভব করছেন না। তার পিতা-মাতার কাছে তিনি আশা করেন, তারা তার পক্ষ থেকে রসূলের এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার। কিন্তু তারা তা থেকে বিরত থাকেন (এবং এই ব্যাপারে নীরবতাকে প্রাধান্য দেন রসূলকে লজ্জা করে।) নিজের মেয়ের দোষমুক্তি বর্ণনা করার ব্যাপারে তারা রসূল স. কে সংকোচ করছিলেন। কেননা তা আত্মরক্ষার শামিল। অবশেষে হযরত আয়েশা র. নিজেই অগ্রসর হয়ে অত্যন্ত পরিস্কার ও জোরালো ভাষায় কথা বলতে উদ্যোগী হলেন। তিনি পন্ডিত ও সুসাহিত্যিক ছিলেন। আর তিনি সইয়িদিনা ইয়াকুব আ. এর কথার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এবং তার ব্যাপারটা আল্লাহর কাছে সোপর্দ করেন। অতঃপর যখন তাঁর পবিত্রতা আসমান থেকে নাযিল হয়, তখন তার আম্মা তাকে রসূল স. এর নিকট গিয়ে এর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা বললে তিনি কারো প্রশংসা করতে অস্বীকার করলেন। সতী

নারীদের অভিমান ও ঈমানদারের আত্মমর্যাদাবোধের কারণে। একমাত্র আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা ব্যতীত- যিনি সপ্তাকাশের উর্ধ্ব থেকে তাঁর নিষ্কলুষতা নাযিল করলেন। আর তার সতীত্ব স্থায়ী করলেন যতদিন পর্যন্ত কোরআন তিলাওয়াত করা হবে এবং এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা হবে ।

শব্দবিশ্লেষণ :

قلصا : (ض) কুঞ্চিত হওয়া। تقليصاً জড়িত করা। ভাঁজ করা। يقلص دمعها নির্গত তার অশ্রু কুঞ্চিত হচ্ছে। অশ্রু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

أن تعتريها : اعتراءً থেকে, সম্মুখীন হওয়া। আপতিত হওয়া।

حمية المرأة العفيفة الفاضلة :
জ্ঞানী সতী নারীর আত্মমর্যাদা বোধ।।

انبراء : কর্তিত হওয়া। সম্মুখে আগমন করা। প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হওয়া। চ্যালেঞ্জ করা। মুখোমুখি হওয়া। আত্মনিয়োগ করা। এখানে দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

تتمثل : تمثل الحديث بالحديث কথা বর্ণনা করল।
تمثل الشيئ তার দৃষ্টান্ত অনুমান করল।
تمثل الشيئ بالشيئ বস্তুটিকে দৃষ্টান্তরূপে পেশ করল।
আর এই অর্থই এখানে প্রযোজ্য।

دلال : নারীর কৃত্রিম রোষ বা ক্ষোভ, অভিমান। دلال ক্রয়-বিক্রয়ের দালাল। নিলামদার। নিলাম বিক্রেতা।

أنفة : অহংকার। গর্ব। দর্প। বড়াই। দাম্ভিকতা। ঘৃণা। অহমিকা। আত্মসম্মান।
أنفاً (س) অবজ্ঞা করা। হেয় জ্ঞান করা। নাক ছিটকানো। গর্বভরে প্রত্যাখান করা।
في دلال العفائف وأنفة المؤمن অর্থাৎ, সতী নারীদের অভিমান ও মুমিনের আত্মসম্মানের বশবর্তী হয়ে রাসূলের প্রশংসা করতে অস্বীকৃতি জানা-

واقرأ كذلك حكايتها للهجرة النبوية وذكرها لتفاصيلها وماوقع لرسول الله - ﷺ - وصاحبه رضي الله عنه في الطريق ووصولهما إلى المدينة وكيف تلقاهما الأنصار وفرحوا بقدوم رسول الله - ﷺ - وكل ذلك مثال رائع للوصف الدقيق البليغ والبيان القادر الوصاف .

وهنالك روايات أخرى طويلة النفس ضافية البيان ، تشتمل على غرر الكلام وبدائعه الحسان ومناهج العرب الأولين في كلامهم ، كحديث صلح الحديبية وحديث الإيلاء وغير ذلك كانت تستحق أن تكون في المكانة الأولى في دراساتنا الأدبية ولكنها أفلتت من نظر المؤلفين والناقدين لأنها لم تدخل في دواوين الأدب ولأن تصورهم للأدب كان تصورا محدودا جامدا لايعدو الصناعة.

ويلي الحديث كتب السيرة فقد حفظت لناجزءً كبيراً من كلام العرب الأقحاح ومثلت تلك اللغة البليغة التي كانت في عصور العربية الأولى وهذبها الإسلام ورققها واشتملت على قطع أدبية لايوجد لها نظير في المكتبة العربية المتأخرة .

অনুবাদ : অনুরূপ পড়ে দেখুন হযরত আয়েশা কর্তৃক মহানবী স. এর হিজরত কাহিনীর বর্ণনা ও বিস্তারিত আলোচনা এবং রসূল স. ও তার সঙ্গী (হযরত আবু বকর ছিদ্দীক র. পথিমধ্যে ও মদীনায় পৌঁছার সময় যে পরিস্থিতি ও অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন তার বিবরণ এবং তাদেরকে আনসারীগণ কীভাবে অভ্যর্থনা জানালেন ও রসূলের আগমনে তারা কী পরিমাণ আনন্দিত হয়েছেন আর ঐগুলো যাদুময়ী সুক্ষ্ম ও শক্তিশালী সুন্দর বর্ণনার চমৎকার নমুনা।

আর তাতে (হাদীস ও সীরাতের কিতাবগুলোতে) পরিপূর্ণ বর্ণনা সম্বলিত আরো অনেক দীর্ঘ রিওয়ায়াত রয়েছে যা অন্তর্ভুক্ত করেছে উজ্জ্বল কথামালা সুন্দর সুন্দর বাক্য এবং প্রাচীন আরবদের পরস্পর ভাববিনিময়ের পদ্ধতিসমূহ। যেমন হুদায়বিয়ার সন্ধির হাদীস, ঈলার হাদীস ইত্যাদি। আমাদের সাহিত্যগবেষণায় ঐ হাদীসগুলো প্রথমস্থানে থাকার উপযুক্ত ছিল। কিন্তু তা

লেখক ও সমালোচকদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। যেহেতু সাহিত্যগ্রন্থসমূহে সেগুলো অন্তর্ভুক্ত নেই। আর সাহিত্য নিয়ে তাদের (লেখক সমালোচক) ধ্যান-ধারণা সীমাবদ্ধ ও জমাট যা কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করে না।

হাদীসগ্রন্থের পরে আসছে সীরাত গ্রন্থসমূহ। এ গ্রন্থগুলো আমাদের জন্য সংরক্ষণ করেছে খাঁটি আরবীদের ভাষার বিরাট অংশ এবং আমাদের সামনে পেশ করেছে ঐ অলংকারপূর্ণ ভাষার নমুনা- যা আরবী ভাষার প্রাথমিক যুগে প্রচলিত ছিল। ইসলাম এই ভাষাকে পরিমার্জিত করেছে এবং কোমলতা ও সাবলীলতা দান করেছে। আর এই গ্রন্থগুলোতে এমন কিছু সাহিত্য পূর্ণ অংশ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, পরবর্তী যুগের আরবী ভাষার গ্রন্থাগারে যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

ضافية البيان : দীর্ঘ বর্ণনা।

ضفاالرأس(ن) মাথায় চুল বেশী হওয়া।

ضفاالحوض ঝরনা পরিপূর্ণ হয়ে প্রবাহিত হওয়া।

غرر الكلام : উজ্জ্বল কথামালা। একবচনে غرة।

الغرة من كل شيئ প্রত্যেক বস্তুর প্রাথমিক অংশ ও সম্মানী অংশ।

غرة القوم ভদ্র লোক। غرة الرجل চেহারার উজ্জলতা।

أفلتت : ছুটে যাওয়া। মুক্তি পাওয়া।

مناهج العرب الاولين : প্রাচীন আরবদের বাকরীতি।

العرب الأقحاح : খাঁটি আরবী লোক। الاقحاح বহুবচন। একবচনে القح যেমন বলা হয়। فلان كريم قح অমুক খাঁটি দানশীল।

اعرابى قح : নির্ভেজাল বেদুঈন।

قح قحوحة وقحاحة(ن) : নির্ভেজাল হলো।

رققها : পাতলা করল। চিকন করল। সরু করল।

رقق اللفظ والكلام কোমল ভাবে উচ্চারণ করল। সুন্দর ও কোমলভাবে বলল।

اقرأ في سيرة ابن هشام حديث حليمة ابنة أبي ذويب السعدية عن رضاعة رسول الله ﷺ. واقرأ فيها قصص الاضطهاد والتعذيب واقرأ فيها مغازي رسول الله ﷺ وحروبه واقرأ في كتب الحديث والشمائل وفي كتب التاريخ والسير أحاديث الوصف والحلية تجد من القدرة الفائقة على الوصف والتعبير والبيان الساحر لدقائق الحياة وخوالج النفس وترمن اللغة النقية الصافية واللفظ الخفيف والتعبير الدقيق الرقيق مايطربك ويملؤك سروراً ولذة وثقة وإيمانا بعبقرية هذه اللغة ورغبة في دراستها والتوسع فيها.

অনুবাদ : আপনি সীরাতে ইবনে হিশামে রসূল স. এর দুধ পান সংক্রান্ত হালিমা বিনতে আবি জুআইবের হাদীস পড়ে দেখুন। এতে আরো পড়ে দেখুন নির্যাতন ও উৎপীড়ন, নিপীড়নের কাহিনীসমূহ এবং রসূল স. কর্তৃক পরিচালিত যুদ্ধ ও ইসলামী জিহাদ সম্পর্কিত হাদীসসমূহ। হাদীস ও শামায়েল কিতাবসমূহে এবং ইতিহাস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে গুণকীর্তন ও চরিত্র বর্ণনার হাদীসগুলো পড়ুন। তাতে আপনি সত্যিই লক্ষ্য করবেন, মনোভাব প্রকাশ ও গুণকীর্তনের উপর সর্বোচ্চ পাণ্ডিত্য, সক্ষমতা এবং জীবনের সুক্ষ্ম বিষয়াদি ও মানবিক অবস্থার যাদুময়ী বর্ণনা। আর সেখানে আপনি দেখতে পাবেন স্বচ্ছ ভাষা, সহজ শব্দ এবং সুক্ষ্ম ভাব প্রকাশ যা আপনাকে আনন্দ দান করবে। এই আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আস্থা, দৃঢ়বিশ্বাস এবং আরবী ভাষা শেখার প্রতি আগ্রহ ও দক্ষতা অর্জনের উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

শব্দবিশ্লেষণ :

الاضطهاد : জুলুম। অত্যাচার। স্বেচ্ছাচারিতা।
الاضطهاد المذهبي সাম্প্রদায়িক স্বেচ্ছাচারিতা।
اضطهده তার উপর প্রবল হল এবং জুলুম করল। ধর্মমত ইত্যাদির কারণে তাকে নির্যাতন করল।

الشمائل : বহুবচন। একবচনে الشمال স্বভাব। অভ্যাস।

الحلية : একবচন। বহুবচনে حِلىً ভূষণ। অলংকার। গয়না। حليت المرأة সজ্জিত হল। অলংকার পরিধান করল। *(৬৫ পৃ. দ্র.)*

وهكذا صان الله هذه اللغة الكريمة الأمينة للقرآن من الضياع وانتقلت ثروتها من جيل إلى جيل ومن كتاب إلى كتاب حتى جاء دور التاليف والتاريخ في القرن الثالث والرابع وحفظ لنا المؤرخون أمثال الطبري والمسعودي والأدباء أمثال الجاحظ وابن قتيبة وابي الفرج الأصبهاني ثروة زاخرة من الأدب في كتبهم وحفظوا لنا تلك اللغة العذبة البليغة التي كان العرب الصرحاء يتكلمون بها في بيوتهم وعلى موائدهم وفي مجالس انبساطهم وجاء منها الشيئ الكثير في كتاب البخلاء للجاحظ وكتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة وكتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (على ضالة قيمة الكتابين الأخيرين التاريخية) وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء وكتاب الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي وهذه كتب التاريخ والأدب التي تمثل لنا العربية في جمالها الأول ونقائها الأصيل وسعتها النادرة .

অনুবাদ : এইভাবে আল্লাহ তায়ালা কোরআনের এ বিশ্বস্থ ও সম্মানিত ভাষাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করেছেন। আর এই ভাষার সম্পদ এক প্রজন্ম হতে আর এক প্রজন্ম এবং এক গ্রন্থ হতে আর এক গ্রন্থে স্থানান্তরিত হয়েছে। অবশেষে হিজরী তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে রচনা ও ইতিহাস লেখার যুগ শুরু হয়েছে। ইমাম তাবরী ও মাসউদীর মতো প্রসিদ্ধ ইতিহাসবীদগণ এবং আল্লামা জাহেয ও ইবনে কুতাইবা এবং আবুল ফরজ ইস্পাহানীর মতো প্রখ্যাত সাহিত্যিকগণ তাদের স্ব-স্ব কিতাবে আমাদের জন্য আরবী সাহিত্যের বিরাট ভাণ্ডার সংরক্ষণ করে গেছেন। আর তারা আমাদের জন্য এমন চিত্তাকর্ষক মিষ্টি ভাষা সংরক্ষণ করেছেন, যদ্বারা খাঁটি আরবী ভাষাবিদগণ তাদের ঘরে ও খাবারের টেবিলে এবং আনন্দ ফূর্তির মজলিসে পরস্পর কথা বলতেন। জাহেযের "কিতাবুল বুখালা" ইবনে কুতাইবার "কিতাবুল ইমামত ওয়াসসিয়াসত" এবং আবুল ফরজ আল ইস্পাহানীর 'কিতাবুল আগানির' মধ্যে তার (মিষ্টি ভাষার) অনেক নমুনা

স্থান পেয়েছে। (শেষের দুটি কিতাবের ঐতিহাসিকভাবে মূল্য কম হলেও) অনুরূপ নমুনা বিদ্যমান 'রওজাতুল উকালা', 'নুজহাতুল ফুজালা' এবং আবুল হাইয়্যান আত্তাওহীদির 'কিতাবুল আমতা ওয়ালমুয়ানাসাহ' এর মধ্যে। আর এইগুলো ইতিহাস ও সাহিত্যের এমন গ্রন্থাদি যা আমাদের সামনে আরবী ভাষাকে তুলে ধরে তার প্রাচীন সৌন্দর্য, মৌলিক স্বচ্ছতা ও বিরল প্রশস্থতায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

الضياع : ضيعاً ضياعاً(ض) নষ্ট হওয়া। হারিয়ে যাওয়া। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

جيل : প্রজন্ম। একবচন। বহুবচনে اجيال ،جيل শতাব্দী। মানুষের দল।

موائد : বহুবচন। একবচনে مائدة দস্তরখান। খাবার টেবিল।

مجالس انبساطهم : তাদের আনন্দ-উল্লাসের আসরসমূহ।

انبساط : বিস্তার লাভ করা। বিস্তৃতি। প্রফুল্লতা।

الضالة : একবচন। বহুবচনে ضوال। হারানো বা খোয়ানো বস্তু তুমি যার সন্ধান করছ।

(৬৩ পৃষ্ঠার বাকী অংশ)

الوصف : গুণ। বর্ণনা । বহুবচন أوصاف وصفا(ض) গুণকীর্তন করা। অবস্থা বর্ণনা করা।
যেমন বলা হয়, وصف البضاعة মালের অবস্থা। وصف مجمل সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

مايطربك : যা তোমাকে আনন্দিত করে।
تطريبا، اطرابا، تطرُّبا আনন্দে মতোয়ারা করা।
طربا(س) খুশিতে আত্মহারা হওয়া।

خوالج : বহুবচন। একবচনে خلاج চিন্তা। ধারণা। কল্পনা। খেয়াল।
خلجا(ن،ض) টানা। ছিনতাই করা। চোখ দ্বারা ইশারা করা। অন্তরে কোন কথার উদ্রেক হওয়া।

ثم جاء دور المتكلفين المقلدين للعجم ونبغ في العواصم العربية أمثال أبي إسحاق الصابي وأبي الفضل بن العميد والصاحب بن عباد وأبي بكر الخوارزمي وبديع الزمان الهمداني وأبي العلاء المعري واخترعوا أسلوبا للكتابة والإنشاء هو بالصناعة اليدوية والوشي والتطريز أشبه منه بالبيان العربي السلسال وكلام العرب الأولين المرسل الجاري مع الطبع وغلب عليهم السجع والبديع وغلوا في ذلك غلوّا أذهب بهاء اللغة ورواءها وقيد الأدب بسلاسل وأغلال أفقدت حريته وانطلاقه وخفة روحه وجماله .

وتزعم هؤلاء الأدب العربي واحتكروه وخضع لهم العالم العربي الإسلامي لنفوذهم وعلو مكانتهم تارة وللانحطاط الفكري والاجتماعي الذي كان يسود على العالم الإسلامي أخرى وأصبح أسلوبهم للكتابة هو الأسلوب الوحيد الذي يحتذى ويقلد في العالم الإسلامي .

অনুবাদ : এরপর অনারবদের অনুসারী কৃত্রিমদের যুগ এল। রাজধানীসমূহে (আরবী ভাষার ভূবনে) আত্মপ্রকাশ করেছেন আবু ইসহাক আস্‌সাবী, আবুল ফজল ইবনুল আমীদ, সাহেব ইবনুল আব্বাদ, আবু বকর আল-খাওয়ারযেমী, বদিউয্‌যমান আল্‌-হামদানী এবং আবুল আলা আল-মাআর্‌রা প্রমুখ কৃত্রিম সাহিত্যিকগণ। তারা প্রবন্ধ ও রচনা লেখার এমন পদ্ধতি উদ্ভাবন করলেন যা হস্তশিল্প, নকশা অংকন ও চিত্রায়নের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ সরল আরবী বর্ণনা এবং প্রাচীন আরবী ভাষাবিদদের অকৃত্রিম উন্মুক্ত স্বাভাবিক বাক্যের। তাদের নিকট ছন্দ মিলানো, ও অলংকারশাস্ত্র প্রাধান্য পেত এবং এই ব্যাপারে ছন্দোবদ্ধ ও অলংকারযুক্ত ভাষা প্রয়োগে এমন অতি রঞ্জিত করল যা আরবী ভাষার সৌন্দর্য ও উজ্জ্বলতা হ্রাস করে দিয়েছে। সাহিত্যকে এমন শিকল ও বেড়ি পরিয়েছে যা সাহিত্যের স্বাধীনতা, স্বকীয়তা, উজ্জ্বলতা এবং তার সৌন্দর্য ও গতি সঞ্চার নষ্ট করে ফেলেছে।

আর এই কৃত্রিম সাহিত্যিকগণ আরবী সাহিত্যের নেতৃত্বের দাবিদার হয়ে গেছেন এবং একে তারা কুক্ষিগত করে রেখেছেন। আরব ও মুসলিম বিশ্ব তাদের অনুগত হয়ে গেছে। কখনো তাদের কর্তৃত্ব ও উচ্চমর্যাদার কারণে,

আবার কখনো মুসলিম বিশ্বে চিন্তা-চেতনায় ও সামাজিক অবক্ষয় বিরাজ করার ফলে। তাদের রচনা লেখার পদ্ধতিই একক পদ্ধতিরূপে পরিগণিত হয়ে গেছে মুসলিম বিশ্বে যার অনুসরণ ও অনুকরণ করা হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

الصناعة اليدوية : হস্তশিল্প, صناعة একবচন। বহুবচন صناعات অর্থ- পেশা। শিল্প। নৈপুণ্য।

الوشي : وشيـــــا মন্দ উদ্দেশ্যে একের কথা অন্যকে বলা। পরোক্ষ নিন্দাকার্য। চোগলখোরী।
যেমন বলা হয় وشى به الى أحد অভিযোগ করা। توشّى নকশা করা। এখানে নকশা করা উদ্দেশ্য।

البيان العربى السلسال :
সুস্বাদু আরবী বর্ণনা। سلسال - সুস্বাদু, السلسل- السلاسل সুমিষ্ট পানি। কোমল শরাব।

أغلال : বহুবচন। একবচন غـــل শিকল। বেড়ি। অপরাধীর পায়ের লৌহ বন্ধনা। হাতকড়া।
غِلّ -بكسر العين ঈর্ষা। হিংসা। غلا(ض) ঈর্ষান্বিত হওয়া।

انطلاق : চালু হওয়া। প্রস্থান করা। রওয়ানা হওয়া। প্রফুল্লতা। উজ্জ্বলতা। এটাই এখানে মর্ম।

تزعم : দাবি করল। যেমন বলা হয়, تـزعّم الأحـزاب পার্টির লিডার হল। সংগঠনের নেতা হল। কোন মতাদর্শের দাবিদার হল।

خضع : خضوعا(ف) - অনুগত হওয়া। বাধ্য হওয়া।

لنفوذهم : তাদের কর্তৃত্বের কারণে। نـفـوذ কর্তৃত্ব। প্রভাব। প্রতিপত্তি।
النفوذ الاعلى উচ্চক্ষমতা।
نفذ الامر اوالقول(ن) কার্যকর হওয়া। পূর্ণ হওয়া।
نفذ الرجل فى الامر বিষয়টি কার্যকর করল। বিষয়টিতে দক্ষ হলো।

يحتذى : احتذاء জুতা পরিধান করা।
احتذى مثـال فـلان وعلى مثـالـه অর্থাৎ, অমুকের অনুসরণ করল। এই অর্থই উদ্দেশ্য।

وجاء أبو القاسم الحريري فألف المقامات - وهو أسلوب الكتابة المسجعة المختصر - و تهيأت لقبولها النفوس فعكف عليها العالم الإسلامي دراسة وشرحا وتقليدا وحفظا وتغلغلت في مدارس الفكر والأدب وبقيت مسيطرة على العقول والأقلام أطول مدة تمتع بها كتاب أدبي وماذاك لفضل الكتاب بل لأنه قد وافق هوى النفوس وصادف عصر الجمود والعقم الأدبي في العالم الإسلامي.

ثم جاء القاضي الفاضل - مجدد أسلوب الحريري وبالأصح مقلده - وهو وزير أعظم دولة إسلامية في عصرها وكاتب سر أحب سلطان في عهده صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين ومعيد مجد المسلمين - فانتشر أسلوبه في العالم الإسلامي وحرص على تقليده الكتاب والمنشئون في أنحاء المملكة الإسلامية .

অনুবাদ : আবুল কাসেম আল-হারিরীর আবির্ভাব হলো এবং মাকামাত (আরবী সাহিত্যের লালিত আঙ্গিক) রচনা করলেন। (যা-ছন্দোবদ্ধ রচনা লেখার লালিত পদ্ধতি) তার রচিত মাকামাত গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত হয়ে গেলেন হৃদয়-মন। অতঃপর এই মাকামাতের পঠন-পাঠন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অনুসরণ ও মুখস্তকরণের ক্ষেত্রে বিশ্ব এর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল। অবশেষে তা ইসলামী গবেষণা ও সাহিত্যের প্রতিষ্ঠানসমূহের সিলেবাসভুক্ত হয়ে গেল। যে কোন সাহিত্যগ্রন্থের তুলনায় দীর্ঘসময় পর্যন্ত ঐ মাকামাত মানুষের বিবেক ও কলমকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়। আর এ কর্তৃত্ব ও কিতাবের গ্রহণযোগ্যতা মৌলিক কোন বৈশিষ্টের কারণে নয়; বরং মুসলিম বিশ্বে সাহিত্যিক বন্ধ্যাত্ব ও অবক্ষয়ের যুগের মোতাবেক হওয়ার ফলে এবং পাঠকবর্গের প্রবৃত্তি ও মন-মানসিকতার সাথে সাদৃশ্য হওয়ার কারণে। যেহেতু এই বইটি মুসলিম জাহানের আরবী সাহিত্যের চরম সংকট ও বন্ধ্যাত্ব যুগ অতিক্রমকালে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

অতঃপর কাজী ফাজেলের আগমন হলো। (তিনি আল্লামা হারিরির রচনা পদ্ধতির সংস্কারক হলেও প্রকৃতপক্ষে তার অনুসারী) যিনি ছিলেন তৎকালীন বৃহৎ ইসলামী প্রজাতন্ত্রের মন্ত্রী এবং সর্বজন প্রিয় বাদশাহ

ক্রুসেডারদের পরাভূতকারী সেনাপতি ও মুসলমানদের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারকারী সম্রাট সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর প্রাইভেট সেক্রেটারী। ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র হারীরির রচনা শৈলীর প্রসার লাভ করে। ইসলামী রাজ্যসমূহের আনাচে কানাচে লেখক ও গবেষকগণ হারীরির রচনাপদ্ধতির অনুসরণের প্রতি লালায়িত হন তথা আকৃষ্ট হন।

শব্দবিশ্লেষণ :

المختمر : পাকাপোক্ত। اختمار খামির তৈরী হওয়া। ওড়না পরিধান করা। হিজাব পরা। পেকে যাওয়া। পোক্ত হওয়া। মনের ধারণা পাকা হওয়া। এই অর্থ উদ্দেশ্য।
যেমন বলা হয়- اختمار الفكرة في الذهن মনে চিন্তার লালন করা। وهو أسلوب الكتابة المسجعة المختمر আর উহা ছন্দোবদ্ধ রচনার পাকাপোক্ত পদ্ধতি।

فعكف : عكف على(ن،ض)عكوفا عكفاً অভ্যস্ত হওয়া। মনোযোগী হওয়া। عكف عنه বাঁধা দেওয়া। বিরত রাখা।

تغلغلت : প্রবেশ করা। সংযুক্ত হওয়া।
যেমন বলা হয়- التغلغل داخل البلاد কোন এলাকায় প্রভাব বিস্তার করা।
التغلغل في البلاد দেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি করা।

مسيطرة : প্রভাব বিস্তারকারী। নিয়ন্ত্রণকারী।
سيطرة على কর্তৃত্ব অর্জন করা। প্রভুত্ব করা। আয়ত্ব করা।

الجمود : (ن،ك) জমে যাওয়া। শুকিয়ে যাওয়া। শুষ্ক হওয়া।

العقم : বন্ধ্যাত্ব। অর্থহীনতা। عقما(ن،ك) বন্ধ্যা হওয়া।

مجدد : সংস্কারক تجديد নবায়ন করা। معيد পুনরুদ্ধারকারী। সহকারী অধ্যাপক।

صليبيين : বহুবচন। একবচনে صليبيّ ক্রুসেডার। সাম্প্রদায়িক খৃষ্টান। صليب এর বহুবচন। صلبان ক্রুশ। الصليب الاحمر লাল ক্রুশচিহ্ন। REDCROSS।

قاهر : বিজয়ী (ف) قهرا পরাজিত করা। পরাভূত করা। বাধ্য করা। قهر سياسى রাজনৈতিক চাপ। قهر عسكرى সামরিক চাপ।

وهكذا بقي أسلوب وحيد يتحكم في العالم الإسلامي ويسيطر على الأوساط الأدبية وأصبح ماخلفه هؤلاء الكتاب المتصنعون من تراث أدبي هو المعنى بالأدب العربي وجاء المؤرخون للأدب فاعتبروهم أئمة البلاغة وأمراء البيان وأصحاب الأساليب وقدموا ماكتبوه وعرضوه للدارسين والباحثين وقلد بعضهم بعضا وتناقلوه .وأصبحت كتب التاريخ والأدب نسخة واحدة وأصبحت الكتابة صورة واحدة من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر، لايستثنى منها الا عبقريان اثنان ، أولهما ابن خلدون وثانيهما الإمام أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي (م ١١٦٧هـ).

অনুবাদ : আর এভাবে হারীরির পদ্ধতিই একক পদ্ধতি হিসেবে প্রচলিত হয়ে যায়। যা মুসলিম বিশ্বে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে বসে এবং সাহিত্যসমাজে প্রভাব বিস্তার করে। অবস্থা এমন হয়ে গেল যে, এই কৃত্রিম লেখকগণ যে সাহিত্য ঐতিহ্য রেখে যান আরবীসাহিত্য বলতে তাই বুঝায়। এরপর আরবী সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ আগমন করেন। তারা ওদেরকে (হারীরীসহ ঐ কৃত্রিম সাহিত্যিকগণকে) বালাগাতের ইমাম, বয়ানের আমীর এবং রচনা পদ্ধতির উদ্ভাবক হিসেবে গণ্য করেন। আর ইতিহাসবিদগণ ওদের রচিত সাহিত্যসম্ভারকে পরবর্তি সাহিত্যের পাঠক ও গবেষকদের সামনে পেশ করেন। এ ব্যাপারে একে অপরকে অনুসরণ এবং তা একে অপরের কাছ থেকে নকল করতে লাগল, ফলে ইতিহাস ও সাহিত্যের গ্রন্থগুলো একই কপির মতো হয়ে গেল এবং হিজরী নবম শতাব্দী হতে ১৩ শতাব্দী পর্যন্ত সব লেখা একই রকমের হয়ে গেল। কেবল দুই মনীষীর রচনাপদ্ধতি তা থেকে ভিন্ন। তারা হলেন, আল্লামা ইবনে খালদুন এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ ইমাম আহমদ বিন আব্দুর রহিম মুহাদ্দিসে দেহলভী। (মৃত-১১৬৭ হিঃ)

শব্দবিশ্লেষণ :

يتحكم : নিয়ন্ত্রণ করে। কর্তৃত্ব চালায়। تحكم فى الامور স্বৈরশাসন করা। স্বৈরাচারী হওয়া। تحكّم স্বেচ্ছাচারিতা। নির্দেশ প্রদান। উৎপীড়ন করা। ডিক্টেটরশিপ– DICTATORSHIP

نسخة : একবচন। বহুবচনে نسخ প্রতিলিপি। নকল বা প্রতিপত্র। نسخة أصلية আসল কপি। نسخة ثانية ফটোস্ট্যাট কপি। নকল কপি। প্রতিপত্র।

و تناسى هؤلاء ما كتب غيرهم وانصرف الناس - حتى الباحثين منهم - عن ذخائر الأدب العربي الثمينة ولم يفكر أحد في أن يبحث التاريخ والسير والتراجم وفي مؤلفات العلماء عن قطع أدبية رائعة تفوق - في قوتها وحيوتها وسلاستها وسلامتها وفي بلاغتها وجمال لغتها - على دواوين أدبية ومجاميع ورسائل أكب عليها الناس وافتتنوا بها.

অনুবাদ : এরা (কৃত্রিম সাহিত্যিকগণ) তারা ব্যতীত অন্য মনীষীরা যা লিখেছেন তা কৃত্রিমভাবে ভুলে গেছেন। পাঠকমহল এমনকি গবেষকগণ পর্যন্ত আরবী সাহিত্যের মূল্যবান ভাণ্ডার হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাদের কেউই ইতিহাস, সীরাত ও মনীষীদের জীবনবৃত্তান্ত অনুসন্ধান করার চিন্তা করেননি। ওলামায়ে কেরামের রচিত গ্রন্থে উৎকৃষ্ট সাহিত্য-টুকরা সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার চিন্তা-ভাবনা করেননি। যে সাহিত্য তার আসল স্পিরিট, কোমলতা, স্বচ্ছতা, বালাগাত এবং ভাষাগত সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সাহিত্যবিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থাদি, কবিতাগুচ্ছ এবং বিভিন্ন বিষয়ে রচিত বইগুলোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। যার প্রতি মানুষ ঝুঁকে পড়ে এবং আকৃষ্ট হয়।

শব্দবিশ্লেষণ :

تناسى : বিস্মৃত হলো। ভুলে গেলো। অপরিচিত সাজলো। তৃতীয় অর্থই উদ্দেশ্য।

حيوتها : তার জীবনীশক্তি। প্রাণশক্তি। জৈবিকতা। حياة(س) বেঁচে থাকা।

مجاميع বহুবচন। একবচনে مجموع যে বইয়ে একাধিক বিষয় একত্রিত করা হয়। যেমন কবিতা, গল্প ইত্যাদি।

أكب عليها : ব্যস্ত হলো। ঝুঁকে পড়লো। হাঁটু গেড়ে বসলো। উপুড় হলো। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

افتتنوا بها : তাতে তারা আসক্ত হলেন। পাগলপারা হলেন। যেমন বলা হয়- افتتن بشيئ আসক্ত হলো। পাগলপারা হলো।

التراجم : বহুবচন। একবচনে ترجمة। অনুবাদ। ব্যাখ্যা। জীবনচরিত। এখানে এই অর্থই উদ্দেশ্য।
যেমন বলা হয়- ترجم الرجل তার জীবনচরিত্র বর্ণনা করল। তুলে ধরল। ترجم الكلام অনুবাদ করল। ভাষান্তর করল।

دواوين : বহুবচন। একবচনে ديوان বই। কাব্যগ্রন্থসমূহ। রেকর্ডবুক। নথিগ্রন্থ। রেজিস্টার খাতা। সভা। কাউন্সিল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

هذا وقد بقيت طائفة من العلماء — حتى في عصور الانحطاط الأدبي - غير خاضعين لأسلوب تقليدي في عصرهم ، متحررين من السجع والبديع والصنائع والمحسنات اللفظية يكتبون ويؤلفون في لغة عربية نقية وفي أسلوب مطبوع يتدفق بالحياة ، إذا قرأه الإنسان ملكه الإعجاب وآمن بفكرتهم وخضع لعقيدتهم ولما يقررونه ، وهذه القطع التي طويت في أثناء كتب علمية أودينية فجهلها الأدباء وزهد فيها تلاميذ الأدب هي من بقـ الأدب العربي الأصيل ، وهي التي عاشت بها العربية هذه السنين الطوال وهي التي يفزع إليها المتأدب المتذوق وهي رياض خضراء في صحراء العربية القاحلة التي تمتد من عصر ابن العميد إلى عصر القاضي الفاضل إلى أن جاء ابن خلدون .

অনুবাদ : আবার এদিকে আরবী সাহিত্যের অধঃপতনের যুগে একদল আলেম অবশিষ্ট রয়ে গেল, যারা তাদের যুগে বিরাজমান গতানুগতিক রচনা পদ্ধতির অনুসরণ না করে, ছন্দযুক্ত অলংকার শাস্ত্র, কৃত্রিমভাবে অলংকৃতকরণ এবং শাব্দিক সৌন্দর্য্যপূর্ণ রচনা-ধারা হতে মুক্ত হয়ে স্বচ্ছ আরবী ভাষায় ও জীবন উৎক্ষেপনকারী স্বভাবজাত ধারায় রচনা লিখেন এবং পুস্তকাদি প্রণয়ন করেন। মানুষ যখন তাদের লেখা পড়ে তখন আনন্দ তার মালিক হয়ে যায়। (আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়।) তাদের চিন্তাধারার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে। তাদের আক্বীদা-বিশ্বাস, মনোভাব ও ধ্যান-ধারণার প্রতি মাথা নত করতে বাধ্য হয়ে যায়। আর এসব আরবী সাহিত্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলো, যা ইলমী কিংবা দ্বীনি কিতাবের আঁকেবাঁকে ধামাচাপা পড়ে রয়েছে। সাহিত্যিকগণ তা থেকে সম্পূর্ণ বে-খবর এবং সাহিত্যের শিক্ষার্থীরা বিমুখ। সেটিই আসল আরবী সাহিত্যের নমুনা এবং এর দ্বারা দীর্ঘসময় পর্যন্ত আরবী ভাষা জীবিত রয়েছে। আর ঐগুলোই আরবী সাহিত্যের রুচিশীল শিক্ষার্থীর আশ্রয়স্থল ও

চারণভূমি এবং আরবী ভাষার শুষ্ক মরুভূমিতে সবুজ উদ্যান যা ইবনুল আমীদের যুগ হতে কাজী ফাজেলের যুগ অতঃপর আল্লামা ইবনু খালদুনের যুগ পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

متحريرين : মুক্ত হয়ে। স্বাধীন হয়ে। تحرر স্বাধীন হওয়া। মুক্তি পাওয়া। যেমন বলা হয়- تحرر العبد দাস স্বাধীন হলো।

الصنائع : বহুবচন। একবচনে صناعة পেশা। কাজের মাধ্যমে যে জ্ঞান অর্জিত হয়। শিল্প। নৈপূন্য ।

يتدفق : تدفق و استدفق الماء পানি সবেগে প্রবাহিত হলো। دفق(ن،ض) সবেগে নির্গত হল।
يتدفق بالحياة জীবন উৎক্ষেপণ করে। নাড়া দেয়।

طوى : طوى على طويت(س) অর্ন্তমুখি হওয়া। গুটিয়ে থাকা। طوى واطوى ক্ষুধার্ত হওয়া।

زهد : زهد فى الشيئ وعنه (س،ف) নিরাসক্ত হয়ে তা ত্যাগ করল।
زهد فى الدنيا দুনিয়া বিমুখ হলো। মোহমুক্ত হয়ে আল্লাহমুখি হলো।

يفزع : فزع اليه (س) আশ্রয় গ্রহণ করল। তার সাহায্য প্রার্থনা করল। فزعاً ভীত সন্ত্রস্থ হওয়া। ঘাবড়ে যাওয়া। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

القاحلة : قحلا (س) শুষ্ক হওয়া। قحلٌ শুষ্কতা।
قحل الشيئ قحولاً (ف) বস্তুটি শুকিয়ে গেল।

إن ما كتب هؤلاء العلماء غير معتقدين أنهم يكتبون للأدب ولازاعمين أنهم في مكانة عالية من الإنشاء هو الذي يسعد العربية ويشرفها أكثر مما يسعدها ويشرفها كتابات الأدباء ورسائلهم وموضوعاتهم الأدبية وأخاف لو أنهم قصدوا الأدب وتكلفوا الإنشاء لفسدت كتابتهم وفقدت ذلك الرونق وتلك العذوبة التي تمتاز بها كتابتهم وخسرنا هذه القطع الجميلة المليئة بالحياة. قد التصقت بالأدب شروط وصفات وتقاليد هي المفسدة له، الطامسة لنوره، فلابد فيه من السجع والصناعة ولابد فيه من البديع والمحسنات اللفظية ولابد من تقليد من يعد في الطبقة الأولى من الأدباء، أما الكتابات العلمية التاريخية أو الدينية فليست فيها هذه الالتزامات وهذه الشروط القاسية فتأتي أبلغ وأجمل.

ونرى الكاتب الواحد إذا تناول موضوعا أدبيا وتكلف الإنشاء تدلى وأسف وتعسف وتكلف ولم يأت بخير وإذا استرسل في الكلام وكتب في موضوع علمي أو ديني أحسن وأجاد.

অনুবাদ : নিশ্চয় এই আলেমগণ নিজেদেরকে সাহিত্যিক মনে না করে এবং নিজেদেরকে রচনা জগতের বড় পারদর্শী না ভেবে যা লিখেছেন তাই আরবী ভাষাকে বেশী ধন্য এবং মর্যাদাবান করে। কৃত্রিম সাহিত্যিকদের লেখা গ্রন্থাদী ও তাদের সাহিত্য বিষয়াদির তুলনায় আমি আকাঙ্খা করছি যদি তারা (অকৃত্রিম লেখকগণ) সাহিত্য সৃষ্টির ইচ্ছা করত এবং কৃত্রিম রচনাশৈলীর পেছনে পড়ত তখন তাদের রচনাগুলো নষ্ট হয়ে যেত। হারিয়ে ফেলত সেই উজ্জ্বল্য ও মাধুর্য যদ্বারা তাদের রচনাবলী প্রাধান্য পেয়েছে এবং পাঠকসমাজের নিকট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছে। তখন আমরাও বঞ্চিত হতাম সেই সাহিত্য হতে যা প্রাণশক্তিতে ভরপুর। সাহিত্যের সাথে এমন কিছু শর্তাবলী ও বাধ্যবাধকতা সংযুক্ত হয়েছে যা সাহিত্যকে নষ্ট করে দেয় ও সাহিত্যের আলো নির্বাপিত করে। ফলে ঐ কৃত্রিম সাহিত্যে ছন্দোবদ্ধতা ও কৃত্রিমতা আবশ্যক হয়েছে। আর তাতে বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে অতিরিক্ত নতুনত্ব ও শাব্দিক সৌন্দর্যের নীতিমালা অনুসরণ করা এবং প্রথম কাতারে অন্তর্ভুক্ত সাহিত্যিকদের অনুসরণ করতেই হবে। কিন্তু ইলমী বা দ্বীনি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলোর মধ্যে এরূপ বাধ্যবাধকতা ও এ কঠিন শর্তসমূহ নেই, ফলে সেই সব লেখা আকর্ষণীয় ও চমৎকার হয়।

আমরা দেখি একজন লেখক যখন কোন সাহিত্য বিষয়ে কৃত্রিমতার আশ্রয় গ্রহণ করে রচনা লিখে তখন তার লেখাটা ঝুলন্ত এবং নিম্নমানের হয়ে যায়। মমার্থ অস্পষ্ট হয়, কৃত্রিমতার আশ্রয় নেয় এবং লেখাটা ভালোভাবে পেশ করতে পারে না। আর যদি তিনি উন্মুক্তভাবে লিখতে চায় কোন ইলমী বা ধর্মীয় বিষয়ে- তখন সুন্দর ও ভালো লিখে।

শব্দবিশ্লেষণ :

يشرفها : شرفه – তাকে মর্যাদা দিল। সম্মান করল। شرف المكان আরোহণ করল। চড়ল। شرف شرفاً(س) – উচুঁ হলো।

الرونق : দীপ্তি। উজ্জ্বলতা। বসন্তকাল। رونق السيف তরবারির চাকচিক্য।

العذوبة : সুমিষ্ট হওয়া। عذب الماء عذبا (س) পানি শ্যাওলাযুক্ত হলো। عذب عنه : তা থেকে বিরত থাকল। তা ত্যাগ বা পরিহার করল।

التصقت : التصق بالشيء ، لصق لصقا لصوقا(س) বস্তুটির সাথে সেটে গেল। التصاق সংযুক্ততা।

الطامسة : طمس طمسا (ض) মুছে ফেলা। طموسا (ن) নিশ্চিহ্ন হওয়া। মূলোৎপাঠিত হওয়া।

تكلف الانشاء: কৃত্রিমভাবে রচনা লিখল। যেমন বলা হয়- تكلف الامر কষ্টদায়ক বা অভ্যাসের পরিপন্থী হওয়া সত্ত্বেও বিষয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করল।

تدلّى : নিকটবর্তী হল। অবতরণ করল। বিনয় প্রকাশ করল। নিবার্সিত হল। গর্বভরে চলল। ঝুলে থাকল।

أسفّ : কৃত্রিমভাবে রচনা লিখল। أسف الرجل নিকৃষ্ট বিষয়ের পিছু নিল। تعسف في القول কথার অস্পষ্ট অর্থ গ্রহণ করল। تعسف عن الطريق পথ থেকে সরে গেল। تعسف الامر বিষয়টা না বুঝে শুনে করল। تعسف فلانا তার প্রতি অবিচার করল। তার থেকে খেদমত নিল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

استرسل في الكلام :
কথা বিস্তৃত করল। বাধাহীন কথা বলল অর্থাৎ, উন্মুক্ত কথা বলল।

هكذا نرى الزمخشري متكلفا مقلدا في ((اطواق الذهب)) وكاتبا موفقا بليغا في مقدمة ((المفصل)) وفي مواضع من تفسيره ((الكشاف)) ونجد ابن الجوزي غيرموفق في كتابه ((المدهش)) وكاتبا مترسلا بليغا في كتابه ((صيدالخاطر)) وظني أنهما كانا يعتبران أثريهما الأدبيين ((أطواق الذهب)) و((المدهش)) من أفضل كتاباتهما الأدبية التي يعتمدان عليها ويفتخران بها ولعل عصرهما صفق لهذين الكتابين الأطواق والمدهش أكثرمما صفق لكتاباتهم العلمية و٢لأدبية والدينية ولكن قاضي الزمان وحاكم الذوق قد حكما بالعدل وليس اليوم للكتابين الأولين قيمة كبيرة ، أما صيد الخاطر و تلبيس إبليس و المفصل و الكشاف فهي جديرة بالبقاء جديرة بكل اعتناء .

অনুবাদ : এভাবে اطواق الذهب কিতাবে আল্লামা যামাখশরী র. কে কৃত্রিম ও অপরের অনুসারী ও المفصل কিতাবের ভূমিকায় এবং তাফসীরে كشاف এর কয়েকটি জায়গায় তাকে একজন সফল ও সুলেখক হিসেবে দেখি। আল্লামা ইবনুল জাওযীকে তার مدهش গ্রন্থে ব্যর্থ লেখক এবং তার صيد الخاطر গ্রন্থে অকৃত্রিম ও উৎকৃষ্টমানের লেখক হিসেবে দেখতে পাই। আমার ধারণা, তারা ওই কিতাবদ্বয় اطواق الذهب ও المدهش কে তাদের নির্ভরযোগ্য ও শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নমুনা হিসেবে গণ্য করত। যার উপর তারা নির্ভর করে এবং যা নিয়ে গর্ব করে। হয়তো তাদের সমসাময়িক যুগটা এ কিতাবদ্বয়ের এত বেশী মোতাবেক হয়েছে যা তাদের ইলমী, সাহিত্যিক ও ধর্মীয় গ্রন্থাদির ক্ষেত্রে হয়নি। কিন্তু যুগ ও মানুষের রূচি কিতাবদ্বয়ের প্রতি ন্যায় আচরণ করেছে। বর্তমানে কিতাব দুটির তেমন বেশী মূল্য নেই। অথচ الكشاف এবং المفصل ، تلبيس ابليس و صيد الخواطر গ্রন্থসমূহ অমর হয়ে থাকার এবং যথেষ্ট গুরুত্ব পাওয়ার উপযুক্ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

صفق : صفق الباب صفقا দরজা সজোরে বন্ধ করল। صفق بجناحيه বগল বাজাল। (ض.ن) صفق له بالبيع বিক্রয়চুক্তি অপরিহার্য করার জন্য হাতের উপর হাত রাখল। এখানে মোতাবেক হওয়া অর্থ উদ্দেশ্য। صفق الريح الأشجار বাতাস বৃক্ষগুলোকে আন্দোলিত করল।

ليس السر في فضل هذه الكتابات العلمية والدينية وتأثيرها وقوتها وجمالها هو التحرر من السجع والبديع وترسلها فحسب بل السبب الأكبر هو أن هذه الكتابات قد كتبت عن عقيدة وعاطفة وعن فكرة واقتناع وعن حماسة وعزم، أما الكتابات الأدبية فقد كان غالبها يكتب بالاقتراح من ملك أووزير أوصديق أولإرضاء شهوة الأدب أو تحقيق رغبة المجتمع أوحُبًّا للظهوروالتفوق، وهذه كلها دوافع سطحية لا تمنح الكتابة القوة و الروح ولا تسبغ عليها لباس البقاء و الخلود ولا تعطيها التأثير في النفوس والقلوب والفرق بينها وبين الكتابات المنبعثة من القلب والعقيدة كالفرق بين الصورة والإنسان وكالفرق بين النائحة والثكلىٰ .

ويذكرني هذا قصة روينا في الصبا وهو أن كلبا قال لغزال : مالي لا ألحقك وأنا من تعرف في العدو والقوة ؟ قال : لأنك تعدو لسيدك وأنا أعدو لنفسي .

অনুবাদ : ইলমী ও ধর্মীয় বিষয়ে লিপিবদ্ধ এ কিতাবগুলোর শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর প্রভাব প্রতিপত্তি ও সৌন্দর্যের পেছনে আসল রহস্য কেবল ছন্দোবদ্ধ ও নতুনত্বমুক্ত ভাষা এবং ঐ ভাষা সহজ-সরল ও সাবলীল হওয়া নয়; বরং এর বড় কারণ হলো, এগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে আক্বীদা-বিশ্বাস, আবেগ, চিন্তা-চেতনা, আস্থাশীলতা, সাহসিকতা ও দৃঢ়সংকল্প নিয়ে। পক্ষান্তরে অধিকাংশ সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় কোন রাজা-বাদশা ও মন্ত্রীর আদেশক্রমে অথবা কোন বন্ধুর অনুরোধে অথবা সাহিত্যের মানসিকতা কিংবা সমাজের চাহিদা পুরণের জন্যে বা নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের নিমিত্তে। আর এগুলো সব মা'মুলি কারণ, যার কোন মৌলিকত্ব নেই। লেখার মধ্যে যা শক্তি ও প্রাণ সঞ্চার করে না। স্থায়িত্ব ও অমৃত্বের পোষাক পরিধান করাই না। হৃদয়-মনে প্রভাব সৃষ্টি করে না। আন্তরিকতা ও আক্বীদা-বিশ্বাস থেকে লেখাগুলোর এবং কৃত্রিম সাহিত্যের কিতাবগুলোর মধ্যে পার্থক্য হলো, প্রকৃত

মানুষ এবং ছবির পার্থক্যের ন্যায় ও পুত্রহারা মা এবং ভাড়াটে বিলাপ চিৎকার কারিনীর মধ্যে যে রূপ পার্থক্য।

এই প্রসঙ্গে আমার স্মরণ পড়ছে একটি গল্প যা শৈশবে আমরা শুনেছি। গল্পটি হলো–নিশ্চয় একটি কুকুর জনৈক হরিণকে বলল, আমার কি হলো আমি তোমাকে ধরতে পারি না। অথচ দৌড় এবং শক্তির ক্ষেত্রে তুমি আমাকে জান। হরিণটি বলল: কেননা তুমি তোমার মালিকের জন্যে দৌড়ে থাক। আর আমি নিজেকে রক্ষার জন্যে দৌড়ি। তাই তুমি আমাকে ধরতে পারনা।

শব্দবিশ্লেষণ :

اقتناع : اقتنع بالامر কোন বিষয়ে সন্তুষ্ট হলো। সম্মত হলো। স্বীকার করল। মেনে নিল। আস্থাশীল হলো। এটাই এখানে উদ্দেশ্য।

حماس : حماسة و বীরত্ব। বাহাদুরী। সাহসিকতা।
حمسه حمساً - (ن،ض) তাকে ক্রুদ্ধ করল।
حمس فى الدين والقتال কঠিন হলো। দৃঢ় হলো। সাহসী হলো। (ك) حمس حماسة একই অর্থ।

اقتراح : প্রস্তাব। প্রস্তাবনা। বহুবচন اقتراحات সুপারিশ। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।
اقتراح تعديل সংস্কার প্রস্তাব।
الاقتراح المقدم من فلان কারো পক্ষ থেকে পেশকৃত প্রস্তাব।
اقتراح مضاد বিরোধী প্রস্তাব।
اقتراح موافق عليه পাশকৃত প্রস্তাব। রেজুলেশন।

المنبعثة : انبعاث জাগরণ। উত্থান। আবির্ভাব। পুনরুত্থান।
انبعاث الرائحة الكريهة দুর্গন্ধ ছড়ানো।
انبعاث فى السير দ্রুত গতিতে চলা।

وقد كان هؤلاء الكتاب المؤمنون الذين ملكتهم فكرة أوعقيدة أو يكتبون لأنفسهم يكتبون إجابة لنداء ضميرهم وعقيدتهم مندفعين منبعثين فتشتعل مواهبهم ويفيض خاطرهم ويتحرق قلبهم فتنثال عليهم المعاني وتطاوعتهم الألفاظ وتؤثر كتابتهم في نفوس قرّاءها لأنها خرجت من قلب فلا تستقر الا في قلب .

অনুবাদ : আর ঈমানদার লেখকগণ যাদের মালিক হয়েছে (আয়ত্বে রয়েছে) আক্বীদা-বিশ্বাস। তারা নিজেদের জন্যে লিখে হৃদয় ও আক্বীদা-বিশ্বাসের টানে উদ্দীপ্ত ও তাড়িত হয়ে। ফলে তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটে, তাদের হৃদয় প্রবাহিত হয় এবং অন্তর জ্বলে। অতএব, তাদের মুখে এসে যায় সব অর্থ। শব্দসমূহ তাদের অনুগত হয়। পাঠকমহলের হৃদয়-মনে তাদের লেখা প্রভাব বিস্তার করে। কেননা তাদের লখাসমূহ অন্তর থেকে বের (উৎসারিত) হয়েছে। ফলে তা অন্তর ছাড়া কোথাও স্থির থাকে না।

শব্দবিশ্লেষণ :

مندفعين : দ্রুত দৌড়নেওয়ালা। যেমন ব্যবহার আছে, اندفع السيل সবেগে প্রবাহিত হলো।
اندفع الفرس فى سيره ঘোড়া দ্রুত দৌড়াল।
اندفع الرجل فى الحديث কথায় বা আলোচনায় প্রবৃত্ত হলো।
اندفع يقول সে বলতে লাগল।

فتشتعل : যেমন কোরআনে করীমে উল্লেখ আছে, اشتعل الرأس شيبا মাথার চুলে শুভ্রতা ছেয়ে গেল।
اشتعل فلان অমুক ক্রোধে জ্বলে উঠল।
فتشتعل مواهبهم ফলে তাদের মেধার বিকাশ ঘটে।

تنثال : যেমন ব্যবহার আছে- انثال عليه التراب তার উপর মাটি গড়িয়ে পড়ল। ঢলে পড়ল।
انثال عليه الناس من كل جانب সবদিক থেকে লোকজন তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।
انثال عليه القول স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুখে এসে গেল। এই অর্থই উদ্দেশ্য।

أما هؤلاء المتصنعون فانهم في كتاباتهم الأدبية أشبه بالممثلين قد يمثلون الملوك فيتصنعون أبهة الملك ومظاهره، وقد يمثلون الصعلوك فيتظاهرون بالفقروقد يمثلون السعيد وقد يمثلون الشقي من غير أن يذوقوا لذة السعادة أو يكتووا بنار الشقاء، وقد يعزون من غيرأن يشاركوا المفجوع في أحزانه وقد يهنئون من غيرأن يشاركوا السعيد في أفراحه.

অনুবাদ : পক্ষান্তরে এ কৃত্রিম সাহিত্যিকগণকে তাদের সাহিত্যবিষয়ক লেখায় অভিনেতাদের সাথে সাদৃশ্য মনে হয়। কখনো তারা রাজা-বাদশাহদের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে কৃত্রিমভাবে বাদশাদের শান-শওকত ও আড়ম্বর প্রকাশ করে। আবার কখনো দরিদ্রদের চরিত্রে অভিনয় করতে গিয়ে কৃত্রিমরূপে তাদের অভাব-অনটন প্রকাশ করে। কখনো ভাগ্যবান ও হতভাগা লোকদের চরিত্র অভিনয় করে সুখের স্বাদ আস্বাদন বা দুঃখের আগুনে বিদগ্ধ হওয়া ব্যতীত। কোনোসময় বিপদগ্রস্ত মানুষকে সান্তনা দেয় তার ব্যথায় অংশগ্রহণ করা ছাড়া। কোন সময় সুখী ব্যক্তিদের অভ্যর্থনা জানায় তাদের আনন্দে অংশীদারিত্ব ছাড়া।

শব্দবিশ্লেষণ :

ممثلون : বহুবচন। একবচন ممثل প্রতিনিধি। এজেন্ট। কমিশনার। অভিনেতা। যেমন বলা হয়, الممثل الدائم لدى المنظمة অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী প্রতিনিধি। এখানে চতুর্থ অর্থ উদ্দেশ্য।

أبهة : শ্রেষ্ঠত্ব। বড়ত্ব। মহত্ব। মর্যাদা। আড়ম্বর। জাকজমক। ঔজ্জ্বল্য। ابه ابها له(ف) তা উপলব্ধি করল। ব্যবহার لايؤبه له তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। أبهه তাকে বুঝিয়ে দিল। সতর্ক করল।

الصعلوك : একবচন। বহুবচনে صعاليك صعالك অনুদার। নীচ। রিক্তহস্ত। দরিদ্র। দরবেশ। এখানে দরিদ্র্য উদ্দেশ্য। صعاليك العرب আরবের অভাবীরা। صعلكه صعلكة তাকে অভাবী করল।

أن يكتووا : اكتوى স্যাঁক দিল। স্যাঁক নিল। দগ্ধ হলো। কাপড় ইস্ত্রি করল।

المفجوع : আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি। فجعه فجعا(ف) তাকে বিপদে পতিত করল। তাকে কষ্ট দিল। أفجعته المصيبة، فجع في ماله وبماله অর্থের কারণে সে বিপদে পড়েছে। তাকে বিপদগ্রস্ত করল। تفجع ব্যথাগ্রস্ত হলো।

بالعكس من ذلك اقرأ كتابات الغزالي في ((الإحياء)) وفي ((المنقذ من الضلال)) واقرأ خطب عبدالقادر الجيلي (رضي الله عنه) ماصح منها، واقرأ ماكتبه القاضي ابن شداد عن صلاح الدين ، واقرأ ماكتبه شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه الحافظ ابن قيم الجوزية في كتبهما تر مثالا رائعا للكتابة الأدبية العالية يتدفق قوة وحياة وتاثيراً و ذلك هو الأدب الحيّ الخليق بالبقاء ولا سبب لذلك إلا أنه كتب عن عقيدة وعاطفة .

وهنالك شيئ آخر وهوأن الإيمان وصفاء النفس والاشتغال بالله والعزوف عن الشهوات يمنح صاحبه صفاء حس ولطافة نفس وعذوبة روح ونفوذا إلى المعاني الدقيقة واقتداراً على التعبير البليغ فتأتي كتابته كأنها قطعة من نفس صاحبها وصورة لروحه خفيفة على النفس مشرقة الديباجة لطيفة السبك بارعة في التصوير لذلك كان من الأدب الصوفي وفي كلام الصالحين العارفين قطع أدبية خالدة لم تفقد جمالها وقوتها على مر العصور والأجيال وترى من ذلك نماذج في كلام السادة الحسن البصري ، وابن السماك والفضيل بن عياض وابن عربي الطائي تعد من محاسن العربية ، واقرأ على سبيل المثال ـ الحوار الذي داربين ابن عربي ونفسه وسجله في كتابه ((رسالة روح القدس)).

অনুবাদ : এর বিপরীতে আপনি পড়ে দেখুন প্রকৃত সাহিত্যের এক সুন্দর দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ احياء علوم الدين ও المنقذ من الضلال গ্রন্থদ্বয়ে ইমাম গাজ্জালীর লেখাসমূহ। অনুরূপ আপনি পড়ে দেখুন বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত আব্দুল কাদের জিলানীর আরবী খুৎবাসমূহ। আপনি পড়ে দেখুন, সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী সম্পর্কে কাজী ইবনে সাদ্দাদের লিখিত রচনাবলী। আপনি পড়ে দেখুন, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও তার শিষ্য হাফেজ ইবনে কাইয়ুম আল জাওযীর গ্রন্থগুলোতে তাদের লেখাগুলো। আপনি তাদের লেখাসমূহে দেখবেন উন্নত সাহিত্যের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা জীবনীশক্তি ও প্রভাব ক্ষমতায় ভরপুর। সেটাই জীবিত সাহিত্য যা অমর হয়ে থাকার উপযুক্ত। তার একমাত্র কারণ হলো এগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে একটি নিশ্বাস ও আবেগ নিয়ে।

এখানে অপর একটি বিষয় লক্ষনীয়, তা হলো আল্লাহর প্রতি দৃঢ়বিশ্বাস, হৃদয়ের স্বচ্ছতা, আল্লাহর ধ্যানে নিমগ্ন থাকা এবং প্রবৃত্তি থেকে বিরত থাকা ইত্যাদি এমন গুণ যা–সে সকল গুণে গুণান্বিত ব্যক্তিকে দান করে অনুভূতির স্বচ্ছতা, হৃদয়ের কোমলতা, আত্মার সুমিষ্টতা, সুতীক্ষ্ম অর্থসমূহ উৎঘাটন ক্ষমতা এবং আকর্ষণীয় ভাষায় মনোভাব প্রকাশের শক্তি। ফলে তার লেখা পড়লে মনে হয় যেন সেটি তার অন্তরের টুকরা ও আত্মার প্রতিচ্ছবি এবং নফসের উপর হালকা (সহজবোধ্য) উজ্জ্বল, কোমলবিন্যাস ও সুদক্ষ চিত্রায়ন। তাইতো সূফী সাহিত্য ও মারফতপন্থী সৎ লোকদের কথাসমূহে এমন কতক চিরন্তন সাহিত্য টুকরা রয়েছে যা যুগ যুগান্তরে তার সৌন্দর্য ও শক্তি হারায়নি। আপনি তা থেকে কিছু নমুনা দেখতে পাবেন হযরত হাসান বসরী, ইবনু সাম্মাক, ফুজাইল ইবনে আয়াজ এবং ইবনে আরবী আততায়ীর কালামে যা আরবী ভাষার শ্রেষ্ঠত্ব ও উৎকর্ষ হিসেবে গণ্য করা হয়। আপনি দৃষ্টান্তস্বরূপ পড়ে দেখুন ইবনে আরবীর কথোপোকথন (সংলাপ) যা তার এবং স্বীয় আত্মার মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। 'মার তিনি তা লিপিবদ্ধ করেছেন তার রচিত গ্রন্থ "رسالة روح القدس" এ।

শব্দবিশ্লেষণ :

العزوف : عـزف عـزفا عزوفا نفسه(ن.ض) বস্তুটির প্রতি নিরাসক্ত ও বিরক্ত হলো। عـزفا نـفسه عن كذا নিজেকে তা থেকে বিরত রাখল। عزوف সংকীর্ণ মনা।

الديباجة : মুখমণ্ডল। ভূমিকা। মুখবন্ধ। ব্যবহার ديبـاجة الـكتـاب - বইয়ের ভূমিকা। অবতরণিকা। ديبـاجة الـوجـه চেহারার কান্তি-ময়তা। বহুবচন دبابيج، دبابج ।

السبك : গলিয়ে ছাঁচে ঢালা । سبك الـمعـادن ধাতু গলানো। سبك الـفـضة سبكـا (ن.ض) গলিয়ে ছাঁচে ঢালাই করল । سبك الكلام : কথাকে পরিমার্জিত করল। سبكته التجارب অভিজ্ঞতা তাকে পরিপক্ক করল।

عذوبة : সুমিষ্ট হওয়া عـذب الـمـاء (ك)واعذوذب الشراب পানি সুপেয় ও সুমিষ্ট হলো। عـذبـا عـذب الـمـاء(ض) ভীষণ পিপাসার কারণে খাওয়া ছেড়ে দিল।

التعبير البليغ : আকর্ষণীয় বা বিশুদ্ধ ভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করা।

إن هذه القطع الأدبية الدافقة بالحياة والقوة والجمال كثيرة غير قليلة في المكتبة العربية إذا جمعت تكونت منها مكتبة لكنها منثورة مبعثرة في هذه المكتبة مطوية مغمورة في أوراق كتب ومؤلفات لا تجدها في ركن الأدب والإنشاء في مكتباتنا العربية ولا يذكرها المؤرخون للأدب في كتبهم، هذه القطع أصدق تمثيلاً للغة العربية وأدبها الرفيع ومحاسنه من كثير من الكتب المختصة بالأدب ومن كثير من المجاميع والرسائل والمقامات والمقالات الأدبية التي تعتبر أساس الأدب وزهو العربية ومحصول العقول.

অনুবাদ : এই সাহিত্য অংশগুলো যা সৌন্দর্য ও জীবনীশক্তিতে উত্তাল আরবী গ্রন্থাগারে প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। যদি এই সাহিত্য অংশগুলো একত্রিত করা হয় তবে এর দ্বারা একটি লাইব্রেরী গড়ে উঠবে। কিন্তু এই গ্রন্থাগারে (আরবী গ্রন্থাগার) তা বিক্ষিপ্ত ও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন কতক গ্রন্থ ও পুস্তকের পাতায় ও ভাজে পড়ে রয়েছে যেগুলা আমাদের আরবী গ্রন্থাগারে সাহিত্য ও রচনার মৌলিক কিতাবগুলোতে আপনি পাবেন না। সাহিত্যের ইতিহাসবিদগণ তাদের কিতাবসমূহে এগুলোর উল্লেখ করেননি। এ সাহিত্যাংশগুলো আরবী ভাষার প্রকৃত নমুনা। আরবী ভাষার উন্নত সাহিত্য এবং এর সৌন্দর্য সাহিত্য বিষয়ক অনেক গ্রন্থ ও অনেক সাহিত্য সমষ্টি, ছোট গল্প, প্রবন্ধ ও মাকামার চেয়ে অনেক বেশী, যে গুলো আরবী সাহিত্যের মূলভিত্তি, গৌরব ও বিবেকের ফসল বা অর্জন হিসেবে গণ্য করা হয়।

শব্দ বিশ্লেষণ :

الدافقة : বেগে নির্গত বস্তু। (ن.ض) دفقا বেগে নির্গত হওয়া। সজোরে প্রবাহিত হওয়া। এখানে ভরপুর ও প্রবাহিত অর্থ উদ্দেশ্য। تكونت গঠিত হলো। মিশ্রিত হলো। যুক্ত হলো। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। مبعثرة ছড়ানো। ছিটানো। বিক্ষিপ্ত। بعثر الشيئ بعثرة বিক্ষিপ্ত করল। بعثر المتاع ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিল। তছনছ করল।

مطوى : ভাঁজ طوى الحديث কথা গোপন করল। এখানে ভাঁজ অর্থ উদ্দেশ্য। زهو অহংকার। এই অর্থ উদ্দেশ্য। অত্যাচার। মিথ্যা। শ্যামল। তৃণলতা। محصول আমদানি। আয় উৎপন্ন দ্রব্য। বহুবচন محاصيل।

وهذه القطع هي التي تخدم اللغة والأدب أكثر مما تخدمها كتب اللغة والأدب ، وهي التي تفتق القريحة وتنشط الذهن وتقوي الذوق السليم وتعلم الكتابة الحقيقية إن هذه القطع والنصوص منثورة كماقلت في كتب الحديث والسيرة والتاريخ وكتب الطبقات والتراجم والرحلات وفي الكتب التي الفت في الإصلاح والدين والأخلاق والاجتماع وفي بحوث علمية ودينية ، وفي كتب الوعظ والتصوف وفي الكتب التي سجل فيها المؤلفون خواطرهم وتجارب حياتهم وملاحظاتهم وانطباعاتهم ورووا فيها قصة حياتهم .

অনুবাদ : এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাহিত্যাংশ ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থাদীর তুলনায় অনেক বেশি সেবা করে ভাষা ও সাহিত্যের। আর এগুলোই বদ্ধ প্রতিভাকে বিকশিত করে। ব্রেইনকে তৎপর বানায়, সুস্থ রুচিকে শক্তিশালী করে এবং প্রকৃত সাহিত্য লেখার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়। নিশ্চয় এই সাহিত্যাংশ ও রচনাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন আমি পূর্বে বলেছি, হাদীস, সীরাত ও ইতিহাসের গ্রন্থাদি এবং তার তাবকাত, জীবনীগ্রন্থ ও ভ্রমণ-কাহিনীতে। অনুরূপভাবে আরো রয়েছে ধর্ম, সংস্কার, চরিত্র ও সামাজিক বিষয়ে রচিত কিতাবসমূহে। আরো রয়েছে দ্বীনি, ইলমী, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, ওয়াজ ও সূফীবাদ বিষয়ক গ্রন্থগুলোতে। আর ঐসব গ্রন্থে রয়েছে যেখানে লেখকগণ মনের ভাব, অনুভূতি, কল্পনা-জল্পনা প্রকাশসহ জীবনের অভিজ্ঞতা, অভিমত লিপিবদ্ধ করেছেন এবং তাতে স্বীয় জীবনকাহিনী বর্ণনা করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

تفتق : فتق الثوب فتقا(ن) কাপড় সেলাই করল। ছিদ্র করল। ছিড়ল। দুই টুকরা করল। শেষের অর্থদ্বয় উদ্দেশ্য।

القريحة : ধী। বোধ। মেধা। স্বভাব। প্রকৃতি । বহুবচন قرائح

تنشط : نشّط দ্রুত করল। তীব্র করল। বৃদ্ধি করল। উন্নীত করল, তৎপর বানাল। শেষের অর্থ উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়- نشط الحملة অভিযান তীব্র করা। نشيط তৎপর। প্রফুল্ল। চতুর।

الطبقات : বহুবচন। একবচনে طبقة স্তর। শ্রেণী। সোপান। ক্রম। পরম্পরা। তলা। এখানে স্তর উদ্দেশ্য।

الرحلات : বহুবচন। একবচনে رحلة ভ্রমণ। সফর। যাত্রা। ফ্লাইট।

ملاحظاتهم : বহুবচন। একবচনে ملاحظة চিন্তা-ভাবনা। কল্পনা। প্রভাব-প্রতিপত্তি। এখানে কল্পনাই উদ্দেশ্য।

هذه ثروة أدبية زاخرة تكاد تكون ضائعة ، وقد جنى هذا الإهمال على اللغة والأدب وعلى الكتابة والإنشاء وعلى التأليف والتصنيف وعلى التفكير، فقد حرمه مادة غزيرة من التعبير وباعثا قويا للتفكير.

مخطئ من يظن أن المكتبة العربية قد استنفدت وعصرت إلى آخر قطراتها ، إنها لاتزال مجهولة تحتاج إلى اكتشافات ومغامرات، إنها لاتزال بكرا جديدة تعطي الجديد وتفجأ بالغريب المجهول ، إنها لاتزال فيها ثروة دفينة تنتظر من يحفرها ويثيرها.

إن مكتبة الأدب العربي في حاجة شديدة إلى استعراض جديد وإلى دراسة جديدة وإلى عرض جديد.

অনুবাদ : এটা এমন ভরপুর সাহিত্য-সম্পদ যা আজ নষ্ট হওয়ার (বিলুপ্তির) উপক্রম হয়েছে। এই অবহেলা ভাষা, সাহিত্য লেখনি, রচনা, চিন্তা ও বই পুস্তকে লেখা ও গবেষণার ক্ষেত্রে এক অপুরণীয় ক্ষতি সাধন করেছে। ভাব প্রকাশের এক প্রচুর উপাদান থেকে বঞ্চিত করেছে। আরো বঞ্চিত করেছে চিন্তা ও গবেষণার এক শক্তিশালী হাতিয়ার থেকে।

সে ব্যক্তি ভুলকারী যে মনে করে আরবী গ্রন্থাগার নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং তার শেষ ফোঁটা নিংড়ানো হয়েছে, (এর কিছুই অবশিষ্ট নেই) বরং তা সদা অজানা ও অনাবিস্কৃত, যা উদ্ভাবন ও দুঃসাহসিক অভিযানের প্রতি মুখাপেক্ষী। নিশ্চয় আরবী সাহিত্য নতুন কুমারীর মতো, যা এখনো নতুন কিছু দিতে পারে। অজানা অপরিচিত ব্যক্তিকে হতচকিত করতে পারে। আরবী সাহিত্যের মধ্যে সর্বদা গুপ্ত সম্পদ বিদ্যমান, যা সে ব্যক্তির অপেক্ষায় রয়েছে যে ঐ সম্পদের স্থান খনন করে তা উদঘাটন করবে।

নিশ্চয় আরবী সাহিত্যের গ্রন্থাগারকে নতুনভাবে প্রদর্শন করা এবং নতুনভাবে গবেষণা ও নতুনভাবে পেশ করার বড়ই প্রয়োজন রয়েছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

حرمه : حرمه الشيئ - حرما، حريما - حرما، حرمانا(ض،س) তাকে বস্তুটি থেকে বঞ্চিত করল। محروم সিফাতের সীগাহ এই মাছদার থেকে।

مادة غزيرة من التعبير : ভাব প্রকাশের এক প্রচুর উপাদান।
غزر، غزارة (ك) প্রচুর হওয়া।
যেমন বলা হয়- غزرت الناقة অর্থাৎ, উটনী প্রচুর দুধওয়ালা হলো।

استنفدت : নিঃশেষ হয়ে গেল।
যেমন বলা হয়- استنفد وسعه তার পূর্ণ সামর্থ ব্যয় করল।

عصرت : নিংড়ানো হলো।
عصر الثوب او العنب(ن) আঙ্গুর বা কাপড় নিংড়ানো হলো।

تفجأ : فجأ، فجأ فجاءةً (س.ف) হতচকিত করল।
فجأ الرجل লোকটির উপর অতর্কিত আক্রমণ করল। লোকটিকে তাড়িয়ে দিল।

استعراض : পর্যবেক্ষণ। পর্যালোচনা। প্রদর্শনী। প্রতিবেদন। তৃতীয় অর্থ উদ্দেশ্য।

ولكن هذه الدراسة وهذا الاستعراض يحتاجان إلى شيئ كبير من الشجاعة وإلى شيئ كبير من الصبر والاحتمال وإلى شيئ كبير من رحابة الصدر وسعة النظر فالذي يخوض فيها ليخرج على العالم بتحف أدبية جديدة وذخائر عربية جديدة ينبغي ألا يكون ضيق التفكير جامدا متعصبا في فهمه للأدب ، متعصبا لبلد أو لطبقة أولعصر، تهوله ضخامة العمل ، واتساع المكتبة العربية ، أو يوحشه عنوان ديني أويمنعه من الاختياروالدراسة اسم قديم لاصلة له بالأدب والأدباء يجب أن يكون حرالتفكيرواسع الأفق بعيد النظرمتطلعا إلى الدراسة والتجربة واسع الاطلاع على الكنوز القديمة يفهم الأدب في أوسع معانيه ويعتقد أنه تعبيرعن الحياة وعن الشعوروالوجدان في أسلوب مفهم مؤثر لاغير.

إنني لا أزدري كتب الأدب القديمة ـ من رسائل ومقامات وغيرها ـ ولا أقلل قيمتها اللغوية والفنية وأعتقد أنها مرحلة طبعية في حياة اللغات والآداب ، ولكنني أعتقد أنها ليست الأدب كله وأنها لاتحسن تمثيل أدبنا العالي الذي هو من أجمل آداب العالم وأوسعها، وإنها جنت على القرائح والملكات الكتابية ، والمواهب والطاقات وعلى صلاحية اللغة العربية ومنعت من التوسع والانطلاق في آفاق الفكروالتعبيروالتحليق في أجواء الحقيقة والخيال وتخلفت بهذه الأمة العظيمة ذات اللغة العبقرية والأدب الغني فترة غير قصيرة.

অনুবাদ : কিন্তু এই গবেষণা ও প্রদর্শনী সাহসিকতা, প্রচুর ধৈর্য-সহনশীলতা এবং উদার মন ও উদার দৃষ্টির প্রতি বড়ই মুখাপেক্ষী। যে ব্যক্তি এই গবেষণায় নিমগ্ন হবে পৃথিবীকে নতুন সাহিত্য সওগাত ও

নতুন আরবী ভাষার সমভার উপহার দেয়ার জন্যে তার উচিত সে যেন সংকীর্ণমনা, নিষ্প্রাণ ও সাহিত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বকারী না হয়। কোন দেশ কিংবা কোন বিশেষ শ্রেণী বা যামানার পক্ষপাতিত্বকারী না হয়। কাজের মহত্ব এবং আরবী গ্রন্থাগারের প্রশস্ততা যেন তাকে ভীত সন্ত্রস্ত না করে অথবা তাকে কোন দ্বীনি শিরোনাম বিষন্ন করে না তুলে অথবা সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সাথে সম্পর্কহীন কোন প্রাচীন নাম (সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের) নির্বাচন ও অধ্যায়ন থেকে বাধাগ্রস্ড় না করে বরং উদার মনা হওয়া, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া, গবেষণা ও অভিজ্ঞতার প্রতি আগ্রহী হওয়া এবং প্রাচীন সম্পদের উপর পূর্ণ অবগত হওয়া তার জন্য বড়ই প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন সে যেন সাহিত্যকে তার ব্যাপক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করে সাহিত্যকে অনুধাবন করে এবং বিশ্বাস করে যে, সাহিত্য হল কেবল চিত্তাকর্ষক ও বোধগম্য পদ্ধতিতে জীবন ও হৃদয়ের অনুভব-অনুভুতির অভিব্যক্তি বা বহিঃপ্রকাশ।

নিশ্চয় আমি ঘৃণা করছি না আরবী সাহিত্যের প্রাচীন পুস্তকাদির তথা প্রবন্ধ ও মাকামা ইত্যাদির। আমি ঐ পুস্তকাদির আভিধানিক ও শৈল্পিকমান খাটো করছি না; বরং আমি বিশ্বাস করি ঐগুলো ভাষা ও সাহিত্যের জগতে স্বাভাবিক স্তর। তবে আমার বিশ্বাস, ঐগুলো পূর্ণ সাহিত্য নয়। কেননা তাতে আমাদের উচুঁমানের সাহিত্য সুন্দরভাবে প্রস্ফুটিত হয়নি, যে সাহিত্য পৃথিবীর সবচে বেশি সুন্দর ও সম্প্রসারিত; বরং ঐগুলো মেধা, লেখনী শক্তি, প্রতিভা ও আরবী ভাষার উপযুক্ততার ক্ষতি করেছে। চিন্তা ও ভাব প্রকাশের দিগন্তে সম্প্রসারণ ও বিচরণ করতে এবং বাস্তবতা ও কল্পলোকে চক্কর লাগাতে আরবী ভাষাকে বাধাগ্রস্থ করা হয়েছে। আর এর ফলে শ্রেষ্ঠ ভাষা ও উন্নত সাহিত্য বিশিষ্ট এই মহৎ উম্মত দীর্ঘসময় যাবৎ পেছনে রয়ে গেছে তথা অনুন্নত থেকে গেছে।

শব্দবিশ্লেষণ :

تحف : বহুবচন। একবচনে تحفة উপহার। উপঢৌকন। সওগাত। শিল্পকর্ম।

تهوله : বড় কাজ তাকে ভীত সন্ত্রস্ত করে।

تهويل ভয় দেখানো। ভীত করা। সন্ত্রস্ত করা। ভয়াবহ করা।
هول ভয়-ভীতি। আতংক। বহুবচনে أهوال।
যেমন বলা হয়- يالله هول কী ভয়াবহ!

متطلعا : উৎসাহী। আগ্রহী। কৌতুহলী।
تطلعه তাকে জানালো। চেহারার দিকে দেখল।
تطلع الرجل লোকটিকে পেয়ে বসল। তাকে কাবু করল।
تطلع المكيال মাপপাত্র পূর্ণ করল।
تطلع الماء من الاناء পানি পাত্র থেকে উপচে পড়ল।

يوحشه : তাকে নিঃসঙ্গ বোধ করায়। নির্জনতা ও ভীতিতে নিক্ষিপ্ত করে।

ازدرى : ازدراء ঘৃণা করা। অপদস্থ করা। দোষ। ত্রুটি।

جنت : جناية থেকে উদগত।
الجناية على أحد(ض) কারো ক্ষতি সাধন করা।
جناية পাপ করা। অন্যায় করা। অপরাধ করা। جناية كبرى জঘন্য অপরাধ।
قانون الجنايات ফৌজদারি আইন।
محكمة الجنايات ফৌজদারি আদালত।

القرائح : বহুবচন। একবচনে قريحة। মেধা। বোধ। স্বভাব। প্রকৃতি।

الملكات الكتابية : লেখনী শক্তি বা যোগ্যতা। বহুবচন। একবচনে ملكة যোগ্যতা। স্বভাব। অভ্যাস।

التحليق : উড্ডয়ন, চক্কর। আরোহণ।
যেমন, ব্যবহার আছে- تحليق الطائرة অর্থাৎ, উড়োজাহাজ চক্কর লাগানো (এয়ার পোর্টের উপর)।

فخير لنا أن نعطيها حظها من العناية والدراسة و نضعها في مكانها الطبعي في تاريخ الأدب وطبقات الأدباء ، وأن ننقب في المكتبة العربية من جديد ونعرض على ناشئتنا وعلى الجيل الجديد نماذج جديدة من الكتب القديمة للأدب العربي حتى يتذوق جمال هذه اللغة وينشأ على الإبانة والتعبير البليغ ، ويتعرف بهذه المكتبة الواسعة ويستطيع أن يفيد منها.

على هذا الأساس وعلى هذه الفكرة ألفنا كتابنا ، مختارات من أدب العرب وهاهو الجزء الأول من هذاالكتاب يجمع بين الطبعي والفني - ولكل قيمة أدبية - ويجمع بين القديم والجديد ، نرجو أن يقع من الأدباء والمعلمين موقع الاستحسان والقبول ..

অনুবাদ : সুতরাং আমাদের উচিত, আরবী ভাষাকে যথাযথ গুরুত্ব ও গবেষণার মাধ্যমে তার প্রাপ্য দান করা। সাহিত্যের ইতিহাস ও সাহিত্যিকদের স্তরে তার স্বভাবজাত স্থানে তাকে সমুন্নত রাখা। আরবী গ্রন্থাগারে নতুনভাবে গবেষণা করা। আমাদের তরুণ ও নতুন প্রজন্মের কাছে আরবী সাহিত্যের প্রাচীন কিতাবগুলোর নতুন নমুনা পেশ করা যাতে এই ভাষার সৌন্দর্য্যের স্বাদ তারা গ্রহণ করে এবং বর্ণনা ও চিত্তাকর্ষক অভিব্যক্তির উপর সক্ষম হয়। এই প্রশস্থ গ্রন্থাগার সম্পর্কে পরিচয় লাভ করে এবং তা থেকে উপকৃত হতে পারে।

এই মূল উদ্দেশ্য ও চিন্তা-চেতনার উপর ভিত্তি করে আমি 'মুখতারাত মিন আদাবিল আরব' প্রণয়ন করেছি। আর এটা এর প্রথম খন্ড যেখানে আদবে তাবয়ী (স্বভাবজাত সাহিত্য) ও শৈল্পিক আদবের সমন্বয় ঘটেছে। প্রত্যেকের সাহিত্য মূল্য রয়েছে। এতে প্রাচীন ও নতুন সাহিত্যের সমন্বয় ঘটেছে। আশা করি, সাহিত্যিক ও শিক্ষকগণ এই কিতাবকে গ্রহণ ও পছন্দ করবেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

ننقّب : আমরা অনুসন্ধান করবো। تنقيبا অনুসন্ধান করা। ناشئة যুবক। সূচনাকারী।

قد عنيت بترجمة أصحاب النصوص ، وأشرت إلى مكانتهم الأدبية وماتمتاز به القطعة التي اقتبست من كتاباتهم الكثيرة وأدبهم الجم ليستعين به المعلمون في تربية الذوق الأدبي ومعرفة الفضل لأصحابه .

وشكري واعترافي لأستاذنا العلامة السيد سليمان الندوي معتمد دارالعلوم ندوة العلماء والدكتور السيد عبدالعلي الحسني مدير ندوة العلماء والأستاذ محمد عمران خان الندوي الأزهري عميد دارالعلوم سابقا الذين كان لتشجيعهم وإتاحتهم للفرص فضل كبير في تأليف هذاالكتاب عام ١٣٥٩هـ، وتقريره للدراسة في دارالعلوم ندوة العلماء ، كماكان لحضرات الأساتذة الشيخ محمدحليم عطا مدرس الحديث الشريف في دارالعلوم ، والأستاذ الكبير السيد طلحة الحسني معلم الكلية الشرقية في لاهور سابقا، والأستاذ محمد ناظم الندوي أستاذآداب اللغة العربية في دارالعلوم سابقا والأستاذ عبدالسلام القدوائي الندوي أستاذ التاريخ والسياسة في دارالعلوم سابقا، توجيهات وآراء سديدة ، ومساعدات غالية ، وشكري وتقديري للأستاذ عبدالحفيظ البلياوي ، الذي ساعد المؤلف وتناول الكتاب بشرح الغريب وإيضاح الغامض ، توفي إلى رحمة الله في ١٧ من جمادى الآخرة سنة ١٣٩١هـ المصادف ١٠ أغسطس ١٩٧١م.

والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه .

أبوالحسن علي الحسني الندوي

لعشر خلون من ربيع الأول ١٣٩١هـ ٦ مايو ١٩٧١م

ندوة العلماء لكهنؤ (الهند)

অনুবাদ : আমি মূল লেখকদের জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করার গুরুত্ব দিয়েছি। আর তাদের সাহিত্য অবস্থান ও সে বৈশিষ্ট্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছি, যা দ্বারা তাদের অনেক লেখা ও সাহিত্য নমুনা হতে চয়নকৃত সাহিত্য টুকরা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। যেন তাদ্বারা শিক্ষকগণ সাহিত্য রুচি লালন করার এবং মূল রচনা লেখকের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয়ের ক্ষেত্রে সহায়তা নিতে পারে। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই, আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় উস্তাদ সৈয়দ সোলায়মান নাদভীর (শিক্ষা পরিচালক দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা) ড. সৈয়দ আব্দুল আলী আল্-হাসানী (পরিচালক নদওয়াতুল উলামা) এবং অধ্যাপক ইমরান খাঁ নাদভী আযহারী (সাবেক শিক্ষা পরিচালক নদওয়াতুল উলামা) প্রমুখের ১৩৫৯ হিঃ

সনে এই কিতাব প্রণয়নে ও দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামায় একে সিলেবাসভুক্ত করণে যাদের সাহস ও সুযোগ দানের বড় অবদান রয়েছে। যেমনিভাবে রয়েছে দিক্‌নির্দেশনা এবং সঠিক মতামত ও মূল্যবান সহযোগিতা শায়খ মোহাম্মদ হালীম আতা (উস্তাদুল হাদীস দারুল উলুম) সিনিয়র অধ্যাপক সৈয়দ তালহা হাসানী, (সাবেক শিক্ষক কুল্লিয়্যা শরকীয়া লাহুর) অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজেম নাদভী (সাবেক উস্তাদ, আরবী ভাষা ও সাহিত্য দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা) অধ্যাপক আব্দুস সালাম কাদওয়ায়ী নাদভী (সাবেক অধ্যাপক ইতিহাস ও রাজনীতি বিভাগ, দারুল উলুম নদওয়াতুল উলামা) প্রমুখের। আমি শুকরিয়া জ্ঞাপন ও সম্মান প্রদর্শন করছি অধ্যাপক আবদুল হাফিজ বলয়াবীর যিনি লেখককে সহযোগিতা করেছেন এবং কিতাবটির বিরল ও কঠিন শব্দের বিশ্লেষণমূলক টীকা লিখেছেন ও কঠিন শব্দের বিশ্লেষণ করেছেন। (তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন ১৭ জুমাদাল উলা ১৩৯১ হি. মোতাবেক ১০ আগস্ট ১৯৭১ ইং।)

শুরু-শেষে সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য এবং আল্লাহ তা'য়ালা রহমত নাযিল করুক তাঁর শ্রেষ্ঠ মাখলুক, শেষ রসূল আমাদের সরদার ও অভিভাবক মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর।

আবুল হাসান আলী আল্ হাসানী আন্‌নাদভী
নদওয়াতুল উলামা লক্ষ্ণৌ, ভারত।
১০।৩।১৩৯১ হি. মোতাবেক - ৬।৫।১৯৭১ ইং

শব্দবিশ্লেষণ :

قد عنيت : আমি গুরুত্ব দিয়েছি। (ض) عنى به সংরক্ষণ করা। মনোযোগ দেওয়া। عنى بالامر عناية মনোযোগ দেওয়া। গুরুত্ব দেওয়া। (ض) عنى عنيا সংকল্প করা। ইচ্ছা করা। (س) عنى عناء ক্লান্ত হওয়া। কষ্ট সহ্য করা। এখানে باب ضرب এর ২য় অর্থ তথা গুরুত্ব দেওয়া উদ্দেশ্য।

أصحاب النصوص : মূল লেখকগণ।

اتاحتهم : তাদের সুযোগ দান। اتاحة বন্দোবস্ত করা। সরবরাহ করা। দান করা। যেমন বলা হয়- اتاحة الفرصة সুযোগ দেওয়া।

ايضاح الغامض : দুর্বোধ্য বস্তুর বিশ্লেষণ। غمض الكلام غموضا (ن،ك) বাক্য সুক্ষ্ম হওয়া ও দুর্বোধ্য হওয়া।

عبادالرحمٰن

بسم الله الرحمن الرحيم

تبارک الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سرٰجا وقمرا منيرا . وهوالذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكرأو أراد شكورا. وعباد الرحمٰن الذين يمشون على الأرض هونا وإذاخاطبهم الجٰهلون قالوا سلٰما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقيٰما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. إنها ساء ت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذٰلک قواما. والذين لايدعون مع الله الٰها آخر ولايقتلون النفس التي حرم الله إلابالحق ولايزنون ومن يفعل ذٰلک يلق أثاما. يضٰعف له العذاب يوم القيٰمة ويخلد فيه مهانا. إلامن تاب وآمن وعمل عملا صٰلحا فأولئک يبدل الله سيئاتهم حسنٰت وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صٰلحا فانه يتوب إلى الله متابا . والذين لايشهدون الزوروإذامروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروابآيات ربهم لم يخروا عليها صماوعميانا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أولئک يجزون الغرفة بماصبرواويلقون فيها تحية وسلٰما. خٰلدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل مايعبؤا بكم ربى لولادعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. (صدق الله العظيم) (سورة الفرقان)

আল্লাহর বান্দাগণ

অনুবাদ : সে সত্তা মহিমান্বিত যিনি আসমানে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে রেখেছেন দীপ্তিময় সূর্য ও চন্দ্র। যারা বুঝতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে ইচ্ছা করে তাদের জন্য তিনি রাত-দিন সৃষ্টি করেছেন একে অপরের পশ্চাতে গমনকারী হিসেবে। রহমান তথা পরম দয়ালুর বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে বিচরণ করে এবং তাদের সাথে যখন মুর্খরা কথা বলতে থাকে, তখন তারা বলে সালাম এবং যারা রাত যাপন করে তাদের প্রতিপালকের জন্য সিজদা ও দন্ডায়মান অবস্থায়। আর যারা বলে, হে আমাদের প্রভু! জাহান্নামের আযাব আমাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিন। নিশ্চয় জাহান্নামের আযাব সর্বনাশকারী। নিশ্চয় তা কত নিকৃষ্ট জায়গা বসবাস ও অবস্থানস্থল হিসেবে। আর তারা যখন খরচ করে অপব্যয় করে না এবং কৃপণতাও করে না। আর তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মাঝামাঝি। আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য কারো ইবাদত করে না। আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে না এবং যেনা-ব্যভিচার করে না। আর যারা অন্যায়ভাবে হত্যাযজ্ঞ চালায় তারা শাস্তির সম্মুখীন হবে। কেয়ামত দিবসে তাকে দ্বিগুন শাস্তি দান করা হবে এবং তাতে লাঞ্ছিত অবস্থায় হামেশা থাকবে। কিন্তু যারা তাওবা করে এবং বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ তাদের পাপসমূহ নেককর্ম দ্বারা পরিবর্তন করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। যে তাওবা করে এবং সৎ কর্ম করে সে আল্লাহর দিকে ফিরে আসার মতো ফিরে আসবে এবং যারা মিথ্যা কাজে উপস্থিত হয় না ও যখন অযথা কাজের সম্মুখীন হয় তখন সম্মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়। আর যাদেরকে তাদের প্রভুর আয়াত দ্বারা উপদেশ দান করলে তারা তাতে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না। আর যারা বলে হে আমাদের পালন কর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য চক্ষুশীতল কর এবং আমাদেরকে মুত্তাকীনদের অন্তর্ভুক্ত কর। তাদেরকে তাদের সবরের প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতে কক্ষ দেয়া হবে এবং তথায় দোয়া ও সালাম সহকারে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানানো হবে, তথায় চিরস্থায়ী বাস করবে। জান্নাত বসবাস ও আবাস স্থল হিসেবে কত সুন্দর। বলুন আমার প্রভু! তোমাদের তোয়াক্কা করে না, যদি তোমরা তাকে না ডাক। তোমরা মিথ্যা বলেছ। অতএব অচিরেই নেমে আসবে অনিবার্য শাস্তি।

শব্দবিশ্লেষণ :

منيرا : উজ্জ্বল। আলোকময়। আলোদানকারী। أنار، انارة الشيئ আলোকোদ্ভাসিত হল। সুন্দর হল। প্রত্যাশিত হল। أنار البيت ঘর আলোকিত করল। أنار المسئلة - সুস্পষ্ট করল। বিশদভাবে বর্ণনা করল। أنار الله برهانه - আল্লাহ তাকে যুক্তি/প্রমাণ শিখিয়ে দিলেন। أنار الشجر-বৃক্ষে কলি (ফুল) দেখা দিল।

خِلْفَةً : আসা যাওয়া। বিরোধ। যেমন বলা হয়, هن يمشين خِلفةً তারা এক জন আসছে এক জন যাচ্ছে। جعل الليل والنهار خلفة তিনি (আল্লাহ) দিন-রাতকে একে অন্যের অনুগামী করেছেন।

هونا : সহজ হওয়া। কোমল হওয়া। هان الامر على فلان বিষয়টি অমুকের কাছে কোমল ও সহজ হল। যেমন বলা হয় هن عندى اليوم আজ আমার কাছে আরাম কর।

غراما : প্রেম। আসক্তি। ধ্বংস। শাস্তি। শেষ অর্থ উদ্দেশ্য। غرم، غرامة، مغرما الدين وغيره ঋণ ইত্যাদি আদায় করল।

لم يقتروا : তারা কৃপণতা করেনি। قتر قترا، قتورا، على عياله(ن) পোষ্য-পরিজনের ব্যয় নির্বাহে/ভরণ-পোষণে কার্পণ্য করল।

قواما : ন্যায়পরায়ণতা। ভারসাম্য। قوام الانسان মানুষের দেহ কাঠামো। القِوَام সরল-সঠিক। মানুষের প্রয়োজন পরিমাণ খোরাক। قوام الامر وقيامه বিষয়টির ভিত্তি/অবলম্বন। القُوام পশুর পায়ের বিশেষ রোগ।

أثاماً : اثم اثما أثاماً الله فلانا فى كذا(ن،ض) - আল্লাহ অমুককে কোন বিষয়ে গুনাহগার সাব্যস্ত করে সাজা দিলেন।

مهانا : অপমানিত। লাঞ্ছিত। ঘৃণিত।

الزور : আকল বুদ্ধি। মিথ্যা। বাতিল। আল্লাহর সাথে শরীক করা। এখানে শেষের অর্থদ্বয় উদ্দেশ্য।

اماما : (নামাযের) ইমাম। নেতা। প্রধান। একবচন। বহুবচন أئمة।

يصبؤا : (ف) عبأ খেয়াল করা। মনোযোগ দেওয়া। পরোয়া করা। ভ্রুক্ষেপ করা। গুরুত্ব দেয়া। عبأ المتاع- প্রস্তুত করল। عبأ الى فلان وله - তাকে ইচ্ছা করল। তার অভিমুখী হল।

لزاما : আবশ্যকীয় হওয়া। اللزام (س) ফয়সালাকারী।

سيدنا موسىٰ على نبينا وعليه الصلاة والسلام

بسم الله الرحمن الرحيم

طسم . تلك آيات الكتاب المبين . نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون . إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبّح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين . ونريد أن نمُنّ على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين . ونمكن لهم في الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون . وأوحينا إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولاتخافي ولاتحزني أنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا .إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين . وقالت امرأة فرعون قرت عيني لي ولك لاتقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وهم لايشعرون . وأصبح فؤادأم موسىٰ فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لايشعرون . وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون . فرددناه إلى أمّه كي تقرعينها ولاتحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لايعلمون . ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكماوعلما . وكذلك نجزي المحسنين . ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه

موسىٰ فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين . قال رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى فغفرله انه هو الغفورالرحيم . قال رب بما أنعمت علىى فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح فى المدينة خائفا يترقب فإذاالذى استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسىٰ إنك لغوىّ مبين . فلما أن أراد أن يبطش بالذى هو عدولهما قال ياموسىٰ أتريد أن تقتلنى كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا فى الأرض وماتريد أن تكون من المصلحين . وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال ياموسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لك من الناصحينْ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجنى من القوم الظالمين ولماتوجه تلقاء مدين قال عسى ربى أن يهدينى سواء السبيل ولماورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ماخطبكما ؟ قالتا لانسقى حتى يصدرالرعاء وأبوناشيخ كبيرفسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إنى لما أنزلت إلىّ من خير فقير، فجاء ته إحداهما تمشى على استحياء قالت إن أبى يدعوك ليجزيك أجرماسقيت لنا، فلما جاء ه وقص عليه القصص قال لاتخف نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما ياأبت استأجره إن خيرمن استأجرت القوى الأمين قال إنى أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين على أن تأجرنى ثمانى حجج . فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدنى إن شاء الله من الصالحين . قال ذٰلك بينى وبينك أيما الأجلين قضيت فلاعدوان على والله على مانقول وكيل . (صدق الله العظيم . سورة القصص)

সাইয়্যিদুনা হযরত মূসা আ.

অনুবাদ : ত্বা-সীন-মীম। এগুলো সুস্পষ্ট কিতাবের আয়াত। আমি আপনার কাছে মূসা ও ফেরআউনের বৃত্তান্ত সত্যসহকারে বর্ণনা করছি ঈমানদার সম্প্রদায়ের জন্যে। ফেরআউন তার দেশে উদ্ধত হয়েছিল এবং সে দেশবাসীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের একটি দলকে দুর্বল করে দিয়েছিল। সে তাদের পুত্র সন্তানদেরকে হত্যা করত এবং নারীদেরকে জীবিত রাখত। নিশ্চয় সে ছিল অনর্থ সৃষ্টিকারী। দেশে যাদেরকে দুর্বল করা হয়েছিল। আমার ইচ্ছা হলো তাদের প্রতি অনুগ্রহ করার। তাদেরকে নেতা করার এবং তাদেরকে দেশের উত্তরাধিকারী করার এবং তাদেরকে দেশের ক্ষমতায় আসীন করার এবং ফেরআউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে তা দেখিয়ে দেয়ার, যা তারা সেই দুর্বল দলের তরফ থেকে আশংকা করত। আমি মূসা জননীকে আদেশ পাঠালাম যে, তাকে স্তন্য দান করতে থাক। অতঃপর যখন তুমি তার সম্পর্কে বিপদের আশংকা কর, তখন তাকে দরিয়ায় নিক্ষেপ কর এবং ভয় করো না, দুঃখও করো না। আমি অবশ্যই তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে পয়গাম্বরগণের একজন করব। অতঃপর ফেরআউন পরিবার মূসাকে কুড়িয়ে নিল, যাতে তিনি তাদের শত্রু ও দুঃখের কারণ হয়ে যান। নিশ্চয় ফেরআউন, হামান ও তাদের সৈন্যবাহিনী অপরাধী ছিল। ফেরআউনের স্ত্রী বলল, এ শিশু আমার ও তোমার নয়নমণি, তাকে হত্যা করো না। এ আমাদের উপকারে আসতে পারে অথবা আমরা তাকে পুত্র করে নিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে পরিণাম সম্পর্কে তাদের কোন খবর ছিল না। সকালে মূসা জননীর অন্তর অস্থির হয়ে পড়ল। যদি আমি তাঁর হৃদয়কে দৃঢ় করে না দিতাম, তবে তিনি মূসাজনিত অস্থিরতা প্রকাশ করেই দিতেন। দৃঢ় করলাম, যাতে তিনি থাকেন বিশ্বাসীগণের মধ্যে। তিনি মূসার ভগিনীকে বললেন, তার পেছন পেছন যাও। সে তাদের অজ্ঞাতসারে অপরিচিতা হয়ে তাকে দেখে যেতে লাগল। পূর্ব থেকেই আমি ধাত্রীদেরকে মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। মূসার ভগিনী বলল, আমি তোমাদেরকে এমন এক পরিবারের কথা বলব কি? যারা তোমাদের জন্য একে লালন-পালন করবে এবং তারা হবে তার হিতাকাঙ্খী? অতঃপর আমি তাকে জননীর কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু জুড়ায় এবং তিনি দুঃখ না করেন এবং যাতে তিনি জানেন যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কিন্তু অনেক মানুষ তা জানে না। যখন মূসা যৌবনে পদার্পণ করলেন এবং

পরিণত বয়স্ক হয়ে গেলেন তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। এমনিভাবে আমি সৎকর্মীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকি। তিনি শহরে প্রবেশ করলেন, যখন তার অধিবাসীরা ছিল বে-খবর। তথায় তিনি দুই ব্যক্তিকে লড়াইরত দেখলেন। এদের একজন ছিল তাঁর নিজ দলের এবং অন্যজন ছিল তাঁর শত্রু দলের। অতঃপর যে তার নিজ দলের সে তাঁর শত্রু দলের লোকটির বিরুদ্ধে তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন মূসা তাকে ঘুষি মারলেন এবং এতেই তার মৃত্যু হয়ে গেল। মূসা বললেন, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে প্রকাশ্য শত্রু, বিভ্রান্তকারী। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমি তো নিজের উপর জুলুম করে ফেলেছি। অতএব, আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, দয়ালু। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন, এরপর আমি কখনো অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না। অতঃপর তিনি প্রভাতে উঠলেন সে শহরে ভীত শংকিত অবস্থায়। হঠাৎ তিনি দেখলেন, গতকাল যে ব্যক্তি তার সাহায্য চেয়েছিল, সে চিৎকার করে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করছে। মূসা তাকে বললেন, তুমি তো একজন প্রকাশ্য পথভ্রষ্ট ব্যক্তি। অতঃপর মূসা যখন উভয়ের শত্রুকে শায়েস্তা করতে চাইলেন তখন সে সাহায্য প্রার্থনাকারী বলল, গতকাল তুমি যেমন এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছিলে, সে রকম আমাকেও কি হত্যা করতে চাও? তুমি তো পৃথিবীতে স্বৈরাচারী হতে চাচ্ছ এবং সন্ধি স্থাপণকারী হতে চাও না। এ সময় শহরের প্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি ছুটে আসল এবং বলল, হে মূসা, রাজ্যের পরিষদবর্গ তোমাকে হত্যা করার পরামর্শ করছে। অতএব তুমি বের হয়ে যাও। আমি তোমার হিতাকাঙ্খী। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত অবস্থায় বের হয়ে পড়লেন, পথ দেখতে দেখতে। তিনি বললেন, হে আমার পালনকর্তা! আমাকে জালেম সম্প্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা কর। যখন তিনি মাদ্‌য়ান অভিমুখে রওয়ানা হলেন তখন বললেন, আশা করা যায় আমার পালনকর্তা আমাকে সরল পথ দেখাবেন। যখন তিনি মাদ্‌য়ানের কূপের ধারে পৌঁছলেন তখন কূপের কাছে একদল লোককে পেলেন, তারা জন্তুদেরকে পানি পান করানোর কাজে রত এবং তাদের পাশে দু'জন মহিলা লোককে দেখলেন তারা তাদের জন্তুদেরকে আগলিয়ে রাখছে। তিনি বললেন, তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, আমরা আমাদের জন্তুদেরকে পানি পান করাতে পারি না যে পর্যন্ত রাখালরা তাদের জন্তুদেরকে নিয়ে সরে না যায়। আমাদের পিতা খুবই বৃদ্ধ। অতঃপর মূসা তাদের জন্তুদেরকে পানি পান

করালেন। অতঃপর তিনি ছায়ার দিকে সরে গেলেন এবং বললেন, হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ নাযিল করবে, আমি তার মুখাপেক্ষী। অতঃপর বালিকাদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পদক্ষেপে তাঁর কাছে আগমন করল। বলল, আমার পিতা আপনাকে ডাকছেন। যাতে আপনি যে আমাদেরকে পানি পান করিয়েছেন তার বিনিময়ে পুরস্কার প্রদান করেন। অতঃপর মূসা যখন তাঁর কাছে গেলেন এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন, তখন তিনি বললেন, ভয় করো না, তুমি জালেম সমপ্রদায়ের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ। মহিলাদ্বয়ের একজন বলল, হে আমার পিতা! তাকে চাকর নিযুক্ত করুন। কেননা, আপনার চাকর হিসেবে সেই উত্তম হবে, যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা মূসাকে বললেন, আমি আমার এই কন্যাদ্বয়ের একজনকে তোমার বিবাহে দিতে চাই এই শর্তে যে, তুমি আট বছর আমার চাকরী করবে। যদি তুমি দশ বছর পূর্ণ কর, তা তোমার ইচ্ছা। আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহ্ যদি চান তবে তুমি আমাকে সৎকর্মপরায়ন পাবে। মূসা বললেন, আমার ও আপনার মধ্যে এই চুক্তি স্থির হল। দু'টি মেয়াদের মধ্য থেকে যে কোন একটি পূর্ণ করলে আমার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবে না। আমরা যা বলছি, তা আল্লাহর উপর ভরসা।

جوامع الكلم لسيدنا محمد رسول الله ﷺ

أما بعد فان أصدق الحديث كتاب الله وأوثق العرى كلمة التقوى وخير الملل ملة إبراهيم وخير السنن سنة محمد ﷺ وأشرف الحديث ذكر الله وأحسن القصص هذا القرآن وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وأحسن الهدي هدي الأنبياء وأشرف الموت قتل الشهداء وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى وخير العلم مانفع وخير الهدى ماتبع وشر العمى عمى القلب واليد العلياخير من اليد السفلى وماقلّ وكفى خير مما كثر والهى وشر المعذرة حين يحضر الموت وشر الندامة يوم القيامة ومن الناس من لايأتي الصلاة إلادبرا ومنهم من لايذكر الله إلاهجرا وأعظم الخطاياااللسان الكذوب وخير الغنى غنى النفس وخير الزاد التقوى ورأس الحكمة مخافة الله وخير ما وقر في القلوب اليقين والارتياب من الكفر والنياحة من عمل الجاهلية والغلول من جثاء جهنم والكنز كي من النار والشعر من مزامير إبليس والخمر جماع الإثم والنساء حبالة الشيطان والشباب شعبة من الجنون وشر المكاسب كسب الرباوشر المآكل مال اليتيم والسعيد من وعظ بغيره والشقي من شقي في بطن أمه وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع والأمر بآخرته ، وملاك العمل خواتمه وشر الرواياروايا الكذب وكل ماهو آت قريب وسباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه من معصية الله وحرمة ماله كحرمة دمه ومن يتأل على الله يكذبه ، ومن يغفر يغفر الله له ومن يعف يعف الله عنه ومن يكظم الغيظ يأجره الله، ومن يصبر على الرزيّة يعوضه الله ، ومن يتبع السمعة يسمع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله ، اللهم اغفرلي ولأمتي اللهم اغفرلي ولأمتي اللهم اغفرلي ولأمتي أستغفر الله لي ولكم.

সাইয়্যিদুনা মুহাম্মদ স. এর সারগর্ভ বাণীসমূহ

অনুবাদ : নিশ্চয় সবচেয়ে সত্য কথা হলো, আল্লাহর কালাম। সবচেয়ে বেশী সুদৃঢ় বাণী হলো তাকওয়ার বাণী। সর্বোত্তম শরীয়ত ইব্রাহীম আ. এর শরীয়ত। সর্বোত্তম তরীকা রসূল স. এর তরীকা। উৎকৃষ্ট আলোচনা হলো আল্লাহর যিকির এবং সবচেয়ে সুন্দর কাহিনী এই কোরআন। সর্বোত্তম কাজ হলো দৃঢ়সংকল্পকৃত কাজ। সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাজ হল-নবআবিস্কৃত কাজ তথা বিদ্আত। সবচেয়ে সুন্দর সীরাত হল নবীদের সীরাত। সবচেয়ে সম্মানিত মৃত্যু হল শহীদগণের মৃত্যু। সবচেয়ে বড় অন্ধত্ব হল হিদায়ত লাভের পর গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) হওয়া। সর্বোত্তম ইল্ম হল যা মানুষের উপকার করে। সর্বোত্তম হিদায়ত হল যার অনুসরণ করা হয়। সবচেয়ে মন্দ অন্ধত্ব হল হৃদয়ের অন্ধত্ব। উঁচু হাত (দাতার হাত) নিচু হাতের (গ্রহীতার হাত) চেয়ে উত্তম। আর যে জিনিস অল্প ও যথেষ্ট তা ঐ জিনিসের চেয়ে উত্তম যা বেশী ও উদাসীন করে। সবচেয়ে খারাপ ওযর হল যা মৃত্যুর সময় করা হয় এবং সবচেয়ে মন্দ লজ্জা হল যা কেয়ামতের দিন প্রকাশ পায়। বহু লোক এমন আছে যারা সবার পিছনে মসজিদে যায়। আর অনেক লোক এমন আছে যারা নিয়মিত আল্লাহকে স্মরণ করে না। আর সবচেয়ে বড় পাপ হলো মিথ্যা কথা বলা। আর সর্বোত্তম ধনাঢ্যতা হল মনের ধনাঢ্যতা। সর্বোত্তম পাথেয় হলো তাকওয়া। আসল হেকমত হলো আল্লাহর ভয়-ভীতি। অন্তরে যা স্থির হয় তার মধ্যে উত্তম হলো এয়াকীন। সন্দেহ কুফরির অন্তর্ভুক্ত এবং মৃতব্যক্তির জন্য ক্রন্দন জাহেলী যুগের আচরণ। যুদ্ধলব্ধ সম্পদচুরি জাহান্নামের স্তূপ। সম্পদ জমা করার পরিণতি হলো আগুনের সেঁক। খারাপ বিষয়যুক্ত কবিতা ইবলিস শয়তানের বাঁশি। মদ সকল পাপের উৎস। নারী শয়তানের জাল। তারুণ্য এক প্রকারের উন্মাদনা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হলো সুদের উপার্জন। সবচেয়ে মন্দ খাবার এতিমের সম্পদ। ভাগ্যবান সে ব্যক্তি যে অপরকে দেখে উপদেশ গ্রহণ করে। হতভাগা সে ব্যক্তি যে স্বীয় মায়ের গর্ভে হতভাগা হয়েছে। আর তোমাদের প্রত্যেকের গন্তব্যস্থল হলো কেবল চার হাত বিশিষ্ট জায়গা। আর চূড়ান্ত ফায়সালা আখেরাতেই হবে। আমলের ভিত্তি হলো শেষ পরিণামই। সবচেয়ে মন্দ বর্ণনা মিথ্যা বর্ণনা। আর প্রত্যেক আগত বস্তু নিকটবর্তী। মুমিনকে গালি দেয়া অশ্লীলতা এবং মুমিনকে হত্যা করা কুফ্রী। আর মুমিনের গোশত আহার করা আল্লাহর না-ফরমানীর শামিল। মুমিনের সম্পদের সম্মান তার জানের সম্মানের ন্যায়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরুদ্ধে শপথ করে সে আল্লাহকে মিথ্যারোপ করে। আর যে ক্ষমা করে আল্লাহ পাক

তাকেও ক্ষমা করেন। আর যে কারো শাস্তি মওকুফ করে আল্লাহও তার শাস্তি মওকুফ করেন। আর যে ব্যক্তি ক্রোধ সংবরণ করে আল্লাহ্ তাকে প্রতিদান দেন। আর যে বিপদে ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ পাক তাকে বদলা দেন। যে সুনামের পেছনে পড়ে আল্লাহ্ তাআলাও তাকে প্রসিদ্ধ করেন। আর যে সবর করে আল্লাহ্ পাক তাকে দ্বিগুণ বদলা দান করেন। আর যে আল্লাহর না-ফরমানী করে আল্লাহ্ পাক তাকে শাস্তি দেন। হে আল্লাহ আমাকে এবং আমার উম্মতকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর কাছে আমার এবং তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

শব্দবিশ্লেষণ :

الأوثق : অধিকতর দৃঢ় ও মজবুত। যেমন বলা হয়, استمسك بالعروة الوثقى সে দৃঢ়তম হাতল ধারণ করেছে। ثقة وثوقا موثقا بفلان (ض) অমুকের প্রতি আস্থা পোষণ করল। ভরসা করল। وثاقة الشيئ সুস্থির শক্তিশালী ও সুদৃঢ় হওয়া।

العرى : বহুবচন। একবচনে العروة হাতল। যেমন বলা হয়, العروة من الابريق ونحوه অর্থাৎ, জগ ইত্যাদির হাতল। ছিদ্র। যেমন বলা হয়, العروة من الثوب বোতামের ঘর বা ছিদ্র। عُرية، عُريا، من ثيابه (س) বিবস্ত্র হওয়া।

السنن : বহুবচন। একবচনে سنة তরীকা। স্বভাব। পন্থা। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

عوازمها : বহুবচন। একবচনে عازمة দৃঢ় সংকল্প সমূহ। যেমন বলা হয়, عزم الأمر وعليه বিষয়টিতে দৃঢ় সংকল্প করল। أمر عازم দৃঢ় সংকল্পকৃত বিষয়।

محدثاتها : বহুবচন। একবচনে محدث- যে কাজ কোরআন-হাদীস ও এজমায়ে উম্মতে বিদ্যমান নেই। حدث حدوثا الأمر (ن) সংঘটিত হলো। حداثة وحدوثا নতুন হওয়া। আধুনিক হওয়া।(افعال) أحدثه তাকে অস্তিত্বে আনল। উদ্ভাবন করল।

هجرا : সংরক্ষণের দায়িত্ব ত্যাগ। بضم الهاء কুৎসিৎ কথা। অশ্লীল উচ্চারণ।

الهدى : সীরাত। তরীকা। পদ্ধতি। চরিত্র। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। هَديًا، هُدًى، هَدية، هِداية (ض) পথ প্রদর্শন করা। যেমন বলা হয়, هداه الله الى الايمان أو للايمان আল্লাহ তাকে ঈমানের

পথ দেখালেন। হেদায়ত করলেন। ألهى : উদাসীন করল। গাফেল করল। ألهاه الهاء اللعب عن كذا খেলা ধুলা তাকে তা থেকে উদাসীন করল। গাফেল করল। (س) لها بكذا ভালবাসা। আসক্ত হওয়া। لها عنه তার ব্যাপারে সান্তনা লাভ করল এবং উদাসীন হয়ে তা উপেক্ষা করল।

الكذوب : অধিক মিথ্যাবাদী। এখানে শুধু মিথ্যাবাদী উদ্দেশ্য (ض) كذبا মিথ্যা বলা।

وقر : (ض) وقارة ، وقارا، الرجل -গুরুগম্ভীর হল। স্থির ও অবিচল হল। الارتياب সন্দেহ করা। ارتاب من الشيئ কোন জিনিসে সন্দেহ পোষণ করা।

الغلول : (ن) غل غلولا আত্মসাৎ করা। غل فى الشيئ করল। غله غلا فى الشيئ তাকে বস্তুটিতে প্রবেশ করাল।

جثاء : বহুবচন। একবচনে -جثوة - মাটির বা পাথরের স্তূপ। এখানে স্তূপ উদ্দেশ্য।

كى : (ض) كيا তপ্ত লোহা ইত্যাদি দ্বারা দাগ দেওয়া। كوت العقرب فلانا দংশন করল। كوانى بعينه সে আমাকে তীক্ষ্ম দৃষ্টি দ্বারা বিদ্ধ করল।

مزامير : বহুবচন। একবচনে مزمار বাঁশি। গান। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। (ض،ن) زمر زمرا، زميرا বাঁশি বাজাল। زمر بالحديث ছড়াল। প্রচার করল।

جماع : মূল। যেমন বলা হয়, جماع الشيئ বস্তুর মূল। হাদীসে আছে, الخمر جماع الاثم মদ সকল পাপের উৎস।

ملاك : ভিত্তি। ملاك الامر বিষয়ের ভিত্তি। ملاك সামর্থ্য। শক্তি। ভিত্তি। ব্যবহার, القلب ملاك الجسد হৃদয় শরীরের ভিত্তি।

خواتمه : বহুবচন। একবচনে خاتمة পরিণাম। পরিণতি। ফলাফল। (ض) ختم العمل ختما ، ختاما কাজ শেষ করল। ختم الشيئ وعليه বস্তুটিতে মোহর লাগাল। সিলযুক্ত করল।

الروايا : বহুবচন। একবচনে رَوِيّة চিন্তা। ধ্যান-ধারণা। অথবা رواية বর্ণনা বা মিথ্যা বর্ণনাকারী।

يتأل : শপথ করে। (ن) ائتلا فى الأمر ألا ألواء ألوا -অবহেলা ও বিলম্ব করল।

الخطابة المعجزة

عن ابي سعيد الخدري قال لما أعطى رسول الله ﷺ ماأعطى من تلك العطايا الكبار في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيئ وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله ﷺ قومه ، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يارسول الله إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيئ الذي أصبت قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيئ قال فأين أنت من ذلك ياسعد؟ قال يارسول الله ما أنا إلا من قومي! قال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة قال فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردّهم فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه بماهو أهله ثم قال:

يامعشر الأنصار ماقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم؟ ألم آتكم ضلالاً فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي ، وأعداء فألف الله بين قلوبكم ؟ قالوا الله ورسوله أمنّ وأفضل ! ثم قال ألا تجيبوني يامعشر الأنصار؟! قالوا بماذا نجيبك يارسول الله ، لله ولرسوله المن والفضل ! قال أما والله لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتكم أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك ، وعائلا فواسيناك أوجدتم عليّ يامعشر الأنصار في أنفسكم في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم ألا ترضون يامعشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا ووديا وسلكت الأنصار شعبا ووديا لسلكت شعب الأنصار ووديها.

الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله ﷺ قسما وحظا.

হৃদয়স্পর্শী ভাষণ

অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী র. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল স. যখন কোরাইশ এবং আরবের বিভিন্ন গোত্রে গনীমতের ঐ বড় দানসমূহ বন্টন করে দিলেন এবং কোন আনছারীর ভাগে তা থেকে কিছু মিলেনি। তখন আনছারীর এই গোত্র মনে মনে ক্রুদ্ধ হলেন। এমনকি এ ব্যাপারে তাদের মধ্যে মন্দ কথা-বার্তা প্রচুর হয়ে গেল। অবশেষে তাদের এক ব্যক্তি বলে ফেললেন যে,আল্লাহর শপথ, রসূল স. গনীমতের মাল বন্টনে স্বীয় কওমের পক্ষপাতিত্ব করেছেন। তখন সা'দ ইবনে উবাইদা র. রাসূল স. এর দরবারে প্রবেশ করে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই গোত্রের লোকেরা আপনার উপর ক্ষুব্ধ হয়েছে। কেননা আপনি গনীমতের যা মাল পেয়েছেন তা সবই আপনার কওমের মাঝে বন্টন করেছেন। আর তা থেকে মোটা অংকের মাল আরবের কতিপয় গোত্রকে দান করেছেন। অথচ তা থেকে এই গোত্রের জন্য কিছুই বন্টন হয়নি। তখন রসূল স. বললেন, হে সা'দ! এ প্রসঙ্গে তোমার অবস্থান কোথায়? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি আমার গোত্রেরই এক সদস্য। রসূল স. বললেন, তোমার গোত্রকে এই খোঁয়াড়ে আমার সামনে একত্রিত কর। সা'দ বললেন, একদল মুহাজির এলেন। তাদেরকে তিনি অনুমতি দিলেন। অতঃপর তারা ঐ ঘরে প্রবেশ করলেন। অপর একদল লোক এলেন, রসূল স. তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন। অতঃপর সা'দের গোত্রের সবাই যখন একত্রিত হয়েছেন, তখন সা'দ রাসূলের নিকট এলেন এবং বললেন আনসারী এই গোত্র আপনার উদ্দেশ্যে সমবেত হয়েছেন। রসূল স. তাদের নিকট আগমন করলেন। অতঃপর তিনি আল্লাহ তা'য়ালার প্রশংসা করলেন এমন বাক্য দ্বারা যা আল্লাহর শানের উপযুক্ত। এরপর রসূল স. বললেন:-

হে আনসারী জামাত! তোমাদের পক্ষ থেকে আমার কাছে কী পৌঁছেছে। এমন কী ক্ষোভ ও দুঃখ যা তোমরা পেয়েছো? আমি কি তোমাদেরকে গুমরাহ পাইনি? অতঃপর আল্লাহ পাক আমার মাধ্যমে তোমাদেরকে হেদায়ত দান করেছেন। তোমাদেরকে দরিদ্র পাইনি? অতঃপর আল্লাহ আমার দ্বারা তোমাদেরকে সচ্ছল করেছেন। আর তোমাদেরকে শত্রুবেশে পাইনি? অতঃপর আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের অন্তরে মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন। তারা উত্তর দিলেন আল্লাহ ও তাঁর রসূলই অধিক ইহসানকারী ও সর্বোত্তম। এরপর রসূল

স. বললেন, হে আনসারী জামাত! তোমরা কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছ না? তারা বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমরা আপনার সওয়ালের কী জবাব দিবো? সকল অবদান ও শ্রেষ্ঠত্ব আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যে। আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, তোমরা যদি বলতে ইচ্ছা কর বলতে পারবে এবং সত্য বলবে। আর আমি অবশ্যই তোমাদের কথা সত্যয়ন করবো। তোমরা আমার ব্যাপারে এইভাবে বলতে পারবে যে, আপনি মিথ্যারোপকৃত অবস্থায় আমাদের নিকট আগমন করেছেন। অতঃপর আপনাকে আমরা সত্যবাদী মনে করেছি। আপনাকে অসহায় অবস্থায় পেয়েছি, অতঃপর আমরা আপনাকে সাহায্য করেছি। আপনি বিতাড়িত অবস্থায় এসেছেন, অতঃপর আপনাকে আশ্রয় দিয়েছি আপনি নিঃস্ব অবস্থায় আগমন করেছেন,অতঃপর আপনার দুঃখ লাঘব করেছি। হে আনসারী জামাত! তোমরা কি আমার উপর দুনিয়ার এমন তুচ্ছ বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছো যাদ্বারা আমি কোন সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জন করেছি, যেন তারা ইসলাম ধর্ম কবুল করে। আর তোমাদেরকে তোমাদের ইসলামের প্রতি সোপর্দ করেছি। (তোমরা যেহেতু পাক্কা মুসলমান গনীমতের মাল না পেলেও মনোক্ষুন্ন করবে না) হে আনসারী জামাত! তোমরা কি সন্তুষ্ট হবে না যে লোকেরা মেষপাল এবং উট নিয়ে ঘরে ফিরবে, আর তোমরা আল্লাহর রসূল স. কে নিয়ে তোমাদের ঘরে প্রত্যাবর্তন করবে? অতএব, ঐ সত্তার কসম! যার হাতে মুহাম্মদের স. প্রাণ। নিশ্চয় যে জিনিস নিয়ে ঘরে ফিরছ তা ঐ (উট ও ছাগল) জিনিসের চেয়ে উত্তম যা নিয়ে তারা ফিরছে। যদি হিজরতের বিধান না থাকত আমিও আনসারদের মধ্যে গণ্য হতাম। যদি মানুষ পাহাড়ী কোন একপথ ও উপত্যাকায় চলে এবং আনসারী লোকেরা অন্য পথ ও উপত্যকায় চলে তখন আমি আনসারীদের পথ ও উপত্যকায় পদচারণ করবো।

আনসারীগণ প্রয়োজনীয় কাপড়ের ন্যায় এবং সাধারণ লোকেরা বাহ্যিক কাপড়ের ন্যায়। পরিশেষে রাসূল স. আনসারীদের জন্য দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! আনসারী এবং তাদের ছেলে সন্তান ও নাতিদেরকে রহম করুন।

বর্ণনাকারী বললেন, হুযূরের হৃদয়বিদারক বক্তব্য শুনে এমনভাবে কাঁদলেন যার কারণে তাদের দাঁড়ি সমূহ সিক্ত হয়ে গেল আর তারা বললেন, বণ্টন ও অংশ হিসেবে আমরা রসূল স. এর উপর সন্তুষ্ট হয়েছি।

في بني سعد

كانت حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية أم رسول الله ﷺ التي أرضعته تحدّث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء قالت و ذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا، قالت فخرجت على أتان لي قمراء معنا شارف لناو الله ماتبضّ بقطرة ومانام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا، من بكائه من الجوع ، مافي ثديي مايغنيه ومافي شارفنا مايغذيه (قال ابن هشام) ويقال يغذيه ولكنا كنا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أدمت بالركب حتى شق ذلك عليهم ضعفا وعجفا حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء ، فما منّا امرآة إلاوقد عرض عليها رسول الله ﷺ فتأباه إذا قيل لها إنه يتيم ، وذلك أنا إنما كنا نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم وماعسى أن تصنع أمه وجده ، فكنا نكرهه لذلك، فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري ، فلما أجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي : والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم آخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه ، قال لاعليك أن تفعلي عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة ، قالت فذهبت إليه فأخذته وماحملني على أخذه إلاأني لم أجدغيره ، قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بماشاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم ناما وماكنا ننام معه قبل ذلك ، وقام زوجي إلى شارفنا تلك فإذا إنها لحافل فحلب منها ما ماشرب وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا فبتنا بخير ليلة

قالت يقول صاحبي حين أصبحنا تعلمي والله ياحليمة ؟ لقد أخذت نسمة مباركة ، قالت فقلت والله إني لأرجو ذلك ، قالت ثم خرجنا ولركبت أتاني وحملته عليها معي فوالله لقطعت بالركب مايقدرعليها شيئ من حمرهم حتى إن صواحبي ليقلن لي يابنة أبي ذؤيب ! ويحك اربعي علينا أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها ؟ فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي، فيقلن والله إن لها لشأنا ، قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها فكانت غنمي تروح عليّ، حين قدمنا به معناشباعا لبّنا، فنحلب ونشرب ، ومايحلب إنسان قطرة لبن ولايجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي بنت أبي ذؤيب فتروح أغنامهم جياعا ماتبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبّنا، فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته وكان يشب شبابا لايشبه الغلمان ، فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفراً قالت فقدمنا به على أمه ونحن أحرص شيئ على مكثه فينا، لما كنا نرى من بركته فكلمنا أمه وقلت لها لوتركت بُنَيّ عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة، قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا، قالت فرجعنابه فوالله إنه بعد مقدمنا به بأشهرمع أخيه لفي بهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشتد فقال لي ولأبيه ، ذاك أخي القرشي قدأخذه رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاه فشقا بطنه فهما يسوطانه .

قالت فخرجت أنا وأبوه نحوه فوجدناه قائما منتقعا وجهه قالت فالتزمته والتزمه أبوه ، فقلنا له مالك يابني ؟ ! قال جاء ني رجلان عليهما ثياب بيض فأضجعاني وشقا بطني فالتمسا فيه شيئا لاأدري ماهو ، قالت فرجعنابه إلى خبائنا ، قالت وقال لي أبوه ياحليمة لقد خشيت أن يكون هذاالغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به، قالت فاحتملناه فقدمنابه على أمه فقالت

ماأقدمک به یاظئر؟ وقد کنت حریصة علیه وعلی مکثه عندک ، قالت فقلت قد بلغ الله بابني وقضیت الذي علی وتخوفت الأحداث علیه فأدیته علیک کما تحبین ، قالت ماهذاشأنک فاصدقیني خبرک ، قالت فلم تدعني حتی أخبرتها قالت أفتخوفت علیه الشیطان ، قالت قلت نعم قالت کلا والله ماللشیطان علیه من سبیل وإن لبنيّ لشأنا أفلا أخبرک خبره قالت قلت بلی ، قالت رأیت حین حملت به أنه خرج مني نورأضاء لي قصوربصری من أرض الشام ثم حملت به فوالله مارأیت من حمل قط کان أخف علیّ ولاأیسرمنه ووقع حین ولدته وإنه لواضع یدیه بالأرض رافع رأسه إلی السماء دعیه عنک وانطلقی راشدة.

বনুসা'দ গোত্রে

অনুবাদ : হালীমা বিনতে আবু যোআইব সাদিয়া রসূল স. এর দুধমা ছিলেন। যিনি তাকে দুধ পান করিয়েছেন। তিনি (হালীমা সাদিয়া) বর্ণনা করেন যে, তিনি তার স্বামী ও এক দুধপানকারী শিশুসহ তার এলাকা থেকে বের হলেন সা'দ বিন বকর বংশের কতিপয় মহিলার সাথে দুধপানকারী শিশুর সন্ধানে। তিনি বলেন ঐটা (আমাদের সফর) দুর্ভিক্ষের বছরে ছিল। যে দুর্ভিক্ষ আমাদের কিছুই বাকি রাখল না। তিনি বলেন, সবুজ-সাদা রং মিশ্রিত আমার একটি গাধায় আরোহণ করে বের হলাম। আমাদের সাথে ছিল আমাদের একটি বৃদ্ধা উটনি। আল্লাহর কসম! সে উটনি এক ফোঁটা দুধও প্রবাহিত করেনি। আর সারারাত আমাদের কেউ ঘুমায়নি ঐ শিশুর কারণে যে শিশুটি সারা রাত কেঁদেছে ক্ষুধার তাড়নায়। আর আমার স্তনে সে পরিমাণ দুধ ছিল না যা তার জন্যে যথেষ্ট হবে। আমাদের উটের ওলানে এতটুকু দুধ ছিল না যা সে খেতে পারে ও তার জন্যে যথেষ্ট হবে। সীরাত বিশেষজ্ঞ ইবনে হিশাম বলেন, এখানে يغذيه এর স্থানে يغديه (دال) এর সাথে বর্ণিত আছে। তবে আমরা বৃষ্টি ও স্বচ্ছলতার আকাঙখা করছিলাম। অতঃপর আমি আমার সে গাধাটি নিয়ে মক্কাভিমুখে রওয়ানা দিলাম। আমি কাফেলার জন্য দূরত্ব লম্বা করে দিলাম। (গাধাটি দুর্বল হওয়ার কারণে ধীরগতিতে চলছে। আমি

কাফেলার পেছনে পড়ে গেলাম। আমার কারণে তাদের সফর দীর্ঘায়িত হয়ে গেল।) ফলে তা তাদের জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াল গাধার দুর্বলতার দরুন। অবশেষে আমরা মক্কায় আগমন করলাম। দুগ্ধপোষ্য শিশুর অনুসন্ধানে আমাদের সাথে আগত এমন কোন মহিলা ছিল না যার কাছে রসূল স. কে পেশ করা হয়নি এবং ইয়াতিম বলার কারণে তারা তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। আর এটার কারণ হলো, কেবল আমরা শিশুর পিতার পক্ষ থেকে হাদিয়া উপঢৌকনের আশা করতাম। তাই আমরা বলতাম, এটা তো ইয়াতীম, হয়তো তার আম্মা ও দাদা দুধমাকে উপঢৌকন দিবে না। ফলে আমরা তাকে (ইয়াতিম) গ্রহণ করতে অপছন্দ করতাম। আমার সাথে আগত কোন মহিলা বাকি নেই যিনি দুধ পানকারী শিশু গ্রহণ করেনি। কেবল আমি পাইনি। (অর্থাৎ আমি ছাড়া সকল মহিলা দুধপানকারী শিশু পেয়েছে) আমরা যখন বাড়ীতে ফিরে যাওয়ার জন্য সবাই একত্রিত হলাম, তখন আমি আমার স্বামীকে বললাম, আল্লাহর কসম! কোন দুগ্ধপোষ্য শিশু ছাড়া আমার ঘরে ফিরে যাওয়া সত্যিই খারাপ লাগছে। আল্লাহর কসম অবশ্যই ঐ ইয়াতিম শিশুর নিকট যাবো এবং আমি তাকে গ্রহণ করবো। তার স্বামী বললেন, কোন অসুবিধা নেই। তুমি তাকে গ্রহণ করতে পার। হয়তো আল্লাহ তা'য়ালা তার মধ্যে আমাদের জন্য ঐশী বরকত দান করবেন। হালীমা সাদিয়া বললেন, আমি শিশুটির নিকট গেলাম, অতঃপর তাকে গ্রহণ করলাম। অবশেষে তাকে গ্রহণ করার কারণ হলো তিনি ছাড়া অন্য কোন দুগ্ধপোষ্য পাইনি। হালীমা সাদিয়া বললেন, আমি যখন তাকে নিয়ে আমার সাওয়ারীর কাছে ফিরে গেলাম তখন আমার স্তনদ্বয় তার মুখে দিলাম যাতে সে ইচ্ছামত দুধ পান করতে পারে। সে দুধ পান করল এবং তৃপ্তি বোধ করল। তার সাথে তার দুধভাইও তৃপ্তি সহকারে পান করল। এরপর তারা ঘুমাল। ইতোপূর্বে ঐ শিশুটির কারণে আমরা ঘুমাতে পারিনি। (স্তনে দুধ না পাওয়ার কারণে সারারাত কেঁদেছে। ফলে আমাদের নিদ্রা আসেনি।) আমার স্বামী আমাদের উটনির নিকট গিয়ে দেখলেন হঠাৎ তার স্তন দুধে ভরপুর। তিনি তা থেকে এ পরিমাণ দুধ দোহন করলেন যা তিনিও পান করলেন এবং আমিও তার সাথে পান করলাম। আমরা উভয়ে যথেষ্ট পরিতৃপ্ত হলাম। অতঃপর আরামে রাত যাপন করলাম। তিনি বর্ণনা করেন, আমার স্বামী পরদিন সকালে আমাকে সম্বোধন করে বলেছেন, হে হালীমা! আল্লাহর কসম! জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে তুমি একটি

মোবারক সন্তান গ্রহণ করেছ। তিনি বললেন যে, আল্লাহর কসম! আমি নিশ্চয় তা প্রত্যাশা করি। অতঃপর আমরা বের হলাম এবং গাধার উপর আরোহণ করলাম। সাথে ঐ শিশুটিকে বহন করলাম। আল্লাহর কসম আমি কাফেলাকে অতিক্রম করে এতদূর পথ চললাম যাতে তাদের কোন গাধা সক্ষম হবে না। এমনকি আমার সঙ্গীরা একপর্যায়ে আমাকে বলল, ওহে বিনতে আবু যুয়াইব! আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর। (অর্থাৎ, আমাদের জন্য অপেক্ষা কর) এটা তোমার ঐ গাধা নয় কি- যেটার উপর আরোহণ করে ঘর থেকে বের হয়েছিলে? উত্তরে আমি বললাম, হ্যাঁ। আল্লাহর কসম এটা সেটাই। তখন তারা বলল, আল্লাহর কসম, নিশ্চয় এর বিশেষ অবস্থা হয়েছে। হালীমা সা'দিয়া বললেন, এরপর আমরা বনি সা'দের এলাকায় অবস্থিত আমাদের ঘরে আগমন করলাম। আমি জানি না ঐ এলাকার চেয়ে অনুর্বর আল্লাহর কোন যমীন আছে কিনা? আমাদের সাথে শিশুটিকে আনার পর থেকে আমার ছাগল সন্ধ্যায় ঘরে ফিরত ভরা পেটে ও দুধপুর্ণ হয়ে। আমরা দুধ দোহন করতাম এবং পান করতাম। কিন্তু তখন কেউ একফোঁটা দুধও দোহন করত না এবং ওলানে দুধ পেতো না। একপর্যায়ে আমাদের কওমের লোকেরা তাদের রাখালদের বললেন, তোমাদের দুর্ভোগ! বিনতে আবু যোয়াইবের রাখাল যেখানে ছাগল চরায় সেখানে চরাও। তবুও তাদের মেষপাল ক্ষুধার্ত অবস্থায় ফিরে আসত, এক ফোঁটা দুধও প্রবাহিত করত না। আমার ছাগল ভরা পেটে ঘরে ফিরত। এভাবে আমরা সদা আল্লাহ তা'য়ালার বরকত ও কল্যাণ উপলব্ধি করছি। অবশেষে তার দু বছর পূর্ণ হলো এবং তাকে দুধ ছাড়ালাম। সাধারণ বাচ্চাদের সাথে তার মিল নেই। দ্রুত বেড়ে উঠতে লাগলেন। তার দু'বছর শেষ না হতেই তিনি হৃষ্ট-পুষ্ট বালকে পরিণত হলেন। তিনি (হালীমা) বলেন, আমরা তাকে তার আম্মার নিকট নিয়ে গেলাম। অথচ আমরা বড়ই আগ্রহী যে, সে আমাদের কাছে অবস্থান করুক। আমরা তার প্রচুর পরিমাণ বরকত উপলব্ধি করে আসছি। অতঃপর আমরা তার আম্মার সাথে কথা বললাম। আমি তাকে বললাম, আর একটু বড় হওয়া পর্যন্ত যদি আপনার ছেলেকে আমার কাছে রেখে দিতেন। কেননা সে মক্কার মহামারীতে আক্রান্তের আশঙ্কা করছি। হালীমা বললেন, আমি বরাবরই এই অনুরোধ করে আসছি। অবশেষে আমাদের সাথে তাকে ফেরৎ আনলাম। তিনি আরো বললেন, তাকে ফিরিয়ে আনার কয়েক মাস পর তার দুধভাইয়ের সাথে ঘরের

পেছনে ছাগল চরাতে গেলেন। হঠাৎ তার দুধ ভাই দৌড়ে এসে আমাদেরকে বলতে লাগল ঐ আমার কোরাইশী ভাইকে সাদা পোশাক পরিহিত দু'জন লোক ধরে শয়ন করালেন এবং তার পেট চিরেছেন। অতঃপর তাকে উলট পালট করেছেন।

তিনি বললেন, আমি ও তার পিতা উভয়ে তার নিকট ছুটে গেলাম। দেখলাম সে আতঙ্কে বিবর্ণ চেহারায় দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বললেন, অতঃপর আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম এবং তার আব্বাও (দুধ পিতা) তাকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর বললাম, তোমার কি হলো? হে বৎস! সে বলল, আমার কাছে সাদা পোশাক পরিহিত দুজন লোক এলেন, অতঃপর আমাকে শোয়ালেন এবং আমার পেট বিদীর্ণ করলেন। তাতে কোন এক জিনিস তালাশ করলেন যা কী জিনিস আমি জানি না। হালীমা সা'দিয়া বললেন, আমরা তাকে আমাদের ঘরে নিয়ে এলাম। তার পিতা আমাকে বললেন, হে হালীমা! আমার আশঙ্কা এই ছেলে বিপদগ্রস্থ হয়েছে । বিপদ দেখা দেয়ার আগে তাকে তার পরিবারের কাছে সোপর্দ করে দাও। তিনি বললেন, আমরা তাকে তার আম্মার নিকট নিয়ে গেলাম। আমরা তাকে নিয়ে যাওয়ার পর তার আম্মা বললেন, হে দুধমা! তাকে কেন নিয়ে আসলে? অথচ তুমিই নিজের কাছে রাখার জন্য বেশ আগ্রহী ছিলে। হালীমা বললেন, আল্লাহ আপনার ছেলেকে হেফাজত করেছেন এবং আমি আমার উপর অর্পিত দায়িত্ব আদায় করেছি। তার উপর সমূহ আপদ বিপদ নেমে আসার আশঙ্কা করছি। তাকে আমি আপনার নিকট নিয়ে এলাম। যেমনি আপনি পছন্দ করেন। তার আম্মা (আমেনা) বললেন, এটা কী তোমার আসল রূপ? বাস্তব ব্যাপারটা আমাকে সত্যভাবে বল। তিনি বললেন, তিনি আমাকে ছাড়লেন না। অবশেষে আমি প্রকৃত বিষয়টা তার কাছে বলেছি। আমেনা বললেন, তুমি কি তার উপর জ্বীন-ভূতের আছরের আশঙ্কা করছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমেনা বললেন, এটা কখনো হতে পারে না। শয়তান তার উপর কোন রকম প্রভাব ফেলতে পারবে না। নিশ্চয় আমার ছেলের অবস্থা ব্যতিক্রম (অন্য ছেলের তুলনায় তার অবস্থা ভিন্ন) আমি কি তোমার কাছে তার আসল সংবাদ বলবো না? তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমেনা বললেন, আমি যখন তাকে গর্ভে ধারণ করেছি তখন আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার ভেতর থেকে একটা নূর বেরিয়ে আসল। যার আলোতে আমি সিরিয়ার বসরা নগরীর প্রাসাদসমূহ দেখেছি। এরপর আমি তাকে গর্ভে ধারণ করলাম। এর চেয়ে অধিক হালকা এবং অধিক সহজ গর্ভ আমি আর দেখিনি। আর

আমি যখন তাকে প্রসব করলাম, তখন সে পেট থেকে এমন অবস্থায় পতিত হলো যে, তার হাত ছিল মাটিতে, আর মাথা ছিল আকাশের দিকে। যখন তুমি কষ্ট মনে করছো তাহলে তুমি রেখে যাও এবং সোজা চলে যাও।

শব্দবিশ্লেষণ :

تلتمس : অনুসন্ধান করছেন। তালাশ করছেন। التماس দরখাস্ত। আবেদন। প্রার্থনা। ফরমায়েশ। আপিল করা। التماس شيئ من آخر দরখাস্ত করা। আবেদন করা। التماس عن شيئ অনুসন্ধান করা। তালাশ করা।

الرضعاء : বহুবচন। একবচনে- رضيع দুগ্ধপোষ্য শিশু। رضعا (س) স্তন থেকে দুধ পান করা।

شهباء : অনাবৃষ্টি ও অনাবাদের বৎসর। বলা হয়- أشهب العام القوم লোকদের পশু সম্পদ ধ্বংস ও উজাড় করে দিল।

أتان : গাধী। একবচন। বহুবচনে- أُتُنٌ ، أُتُنٌ ، أُتُنٌ

قمراء : সবুজাভ রং। সাদা বিশিষ্ট। পূর্ণ চাঁদের আলো। ১ম অর্থ উদ্দেশ্য।

قمرا (س) : উজ্জ্বল হওয়া। শুভ্র হওয়া। قمرا (ض) - জুয়া খেলা।

شارف : একবচন। বৃদ্ধা উটনী। পুরাতন তীর। পুরাতন মদের মটকা। ১ম অর্থ উদ্দেশ্য। বহুবচন-شُرُوفٌ، شُرُفٌ، شُرَّفٌ ।

ماتبض : অল্প অল্পও প্রবাহিত করে না। بض بضا، بضوضاء، بضيضا(س،ض) সামান্য সামান্য প্রবাহিত হওয়া। بض الحجر পাথর থেকে পানি চুয়ে পড়ল। بض بالماء : প্রবাহিত করা।

فلقد ادمت : আমি ধীরে চললাম। ادامة- ধীরে চলা। এটা الشيئ الدائم থেকে নির্গত।

عجفا : দুর্বল হওয়া (ن،ض، س) عجف نفسه عن - বিরত রাখা। عجفاء - অত্যন্ত শীর্ণ।

ركب : কাফেলা। যাত্রী দল।একবচন। বহুবচনে ركاب সাওয়ারী

উট। حجر একবচন। বহুবচনে حجور কোল। ক্রোড়। সংরক্ষণবোধ। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

روى : روى(س): পিপাসা নিবৃত হওয়া। ريا (ض) সেচ দেওয়া। পরিতৃপ্ত হওয়া। روى عنه অন্যের কথা বর্ণনা করা।

حافل : পরিপূর্ণ। ভরপুর। পর্যাপ্ত। (ض) حَفْلاً، حفولا، حفيلا প্রচুর পরিমাণে জমা হওয়া।

اربعى : (ف) ربعا থেমে অপেক্ষা করা। ربع بالمكان অবস্থান করল। স্থির করল। ربع عنه -তা থেকে বিরত থাকল। ربع عليه তার প্রতি অনুগ্রহ করল। এই অর্থই উদ্দেশ্য।

أجدب : اسم تفضيل অধিক অনুর্বর। (ك) تجدب المكان، جدب أجدب المكان। جدبة، جدب (ض.ن) جدبا শুষ্ক হলো। অনাবৃষ্টির কারণে শুষ্ক হলো।

تروح : (ن) رواحا সন্ধাকালে আসল। গেল বা কোন কাজ করল। ১ম অর্থ উদ্দেশ্য।

لرعيانهم : তাদের মেষচারকদের বলেন। বহুবচন। একবচনে راع মেষচারক।

جفرا : جفر الشيئ جفرا (ن) تجفر، واستجفر প্রশস্ত হলো। جفر من المرض সুস্থ হল। এখানে মোটা ও সুস্থ অর্থে ব্যবহৃত।

بهم : বহুবচন। একবচনে بهمة গরু-ছাগল বা ভেড়ার শাবক। এখানে ছাগল উদ্দেশ্য। البهيمة বাক-শক্তিহীন যে কোনো প্রাণী।

يسوطان : ساط الشيئ। ساطه يسوط سوطا তাকে চাবুক মারল। মিশাল। ساط الامر উলট পালট করল। এই অর্থ উদ্দেশ্য।

منتقعا : انتقع النقيعة অতিথির জন্য পশু জবাই করল। انتقع القوم نقيعة যুদ্ধলব্ধ কোন পশু বন্টনের পূর্বেই জবাই করল। انتقع لونه দুঃখে বা আতঙ্কে বিবর্ণ হলো। ৩য় অর্থ উদ্দেশ্য।

الظِّئْرُ : দুধমা। দাইমা। ধাত্রীমাতা। বহুবচনে ظُئُورٌ، أَظْئُرٌ

كيف هاجر النبي ﷺ

إن عائشة زوج النبي ﷺ قالت لم أعقل أبوي قط إلاوهما يدينان الدين ، ولم يمرعلينايوم إلايأتينا فيه رسول الله ﷺ طرفي النهار بكرة وعشية ، فلما ابتلي المسلمون خرج أبوبكرمهاجرا نحوأرض الحبشة حتى إذابلغ برك الغماد لقيه ابن الدغنة وهوسيدالقارة ـ فقال أين تريد ياأبابكر؟ فقال أبوبكرأخرجني قومي فأريد أن أسيح في الأرض وأعبد ربي، قال ابن الدغنة : فإن مثلك ياأبابكرلايخرج ولايخرج إنك تكسب المعدم وتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ، فأنا لك جار ارجع واعبدربك ببلدك ، فرجع وارتحل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية في أشراف قريش فقال لهم إن أبابكر لايخرج مثله ولايخرج ، أتخرجون رجلا يكسب المعدم ويصل الرحم ويحمل الكل ويقري الضيف ويعين على نوائب الحق؟ فلم تكذب قريش بجوارابن الدغنة وقالوا لابن الدغنة مرأبابكرفليعبدربه في داره فليصل فيها وليقرأ ماشاء ، ولايؤذينابذلك ولايستعلن به فإنا نخشى أن يفتن نساء نا وأبناء نا فقال ذلك ابن الدغنة لأبي بكرفلبث أبوبكربذلك يعبدربه في داره ولايستعلن بصلاته ولايقرأ في غيرداره.

ثم بدا لأبي بكرفابتنى مسجدا بفناء داره وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن فيتقذف عليه نساء المشركين وأبناء هم وهم يعجبون منه وينظرون إليه ، وكان أبوبكررجلا بكّاء لايملك عينيه إذاقرأ القرآن وأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إناكنا أجرناأبابكربجوارك على أن يعبدربه في داره فقد جاوزذلك فابتني مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساء نا وأبناء نا فانهه ، فإن أحب أن يقتصرعلى أن

يعبد ربه في داره فعل وإن أبى إلاأن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن نخفرك ولسنا مقرين لأبي بكر الاستعلان .

قالت عائشة فأتى ابن الدغنة إلى أبي بكر فقال: قد علمت الذي عاقدت لك عليه فإما أن تقتصر على ذلك وإما أن ترجع إلى ذمتي ، فإني لاأحب أن تسمع العرب أني أخفرت في رجل عقدت له ، فقال ابو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله .

والنبى ﷺ يومئذ بمكة فقال النبي ﷺ للمسلمين إني أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين وهما الحرّتان فهاجر من هاجر قبل المدينة ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهّز أبو بكر قبل المدينة .

فقال له رسول الله ﷺ على رسلك فإني أرجو أن يؤذن لي فقال أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت ؟ قال نعم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله ﷺ ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو الخبط أربعة أشهر.

قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله ﷺ متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها، فقال أبو بكر : فداء له أبي وأمي والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر ، قالت فجاء رسول الله ﷺ فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبى ﷺ لأبي بكر أخرج من عندك ، فقال أبو بكر إنما هم أهلك بأبي أنت يارسول الله قال فإني قد أذن لي في الخروج ، فقال أبو بكر الصحابة بأبي أنت يارسول الله ! قال رسول الله ﷺ نعم ! قال أبو بكر فخذ بأبي أنت يارسول الله إحدى راحلتي هاتين قال رسول الله ﷺ بالثمن .

قالت عائشة فجهزنا أحث الجهاز وصنعنالهما سفرة في جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب فبذلك سميت ذات النطاق، قالت ثم لحق رسول الله ﷺ وأبو بكر بغار في جبل ثور فكمنا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبدالله بن

أبي بكر وهو غلام شاب ثقف لقن فيدلج من عندهما بسحر فيصبح مع قريش بمكة كبائت فلايسمع أمرا يكتادان به إلاوعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام فيرعى عليهماعامربن فهيرة مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهماحتى ينعق بها عامربن فهيرة بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث.

واستأجر رسول الله ﷺ وأبوبكر رجلا من بني الدئل وهومن بني عبدبن عدي- هادياخريتا- والخريت الماهر بالهداية- قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي وهوعلى دين كفارقريش فأمناه فدفعاإليه راحلتيهما ووا عداه غارثوربعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل فأخذبهم على طريق السواحل.

قال ابن شهاب وأخبرني عبدالرحمٰن بن مالك المدلجي وهوابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول جاء نا رسل كفارقريش يجعلون في رسول الله ﷺ وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أوأسره، فبينما أناجالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس فقال ياسراقة إني قدرأيت آنفا أسودة بالساحل أراها محمدا وأصحابه قال سراقة فعرفت أنهم هم فقلت له أنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ثم لبثت في المجلس ساعة ثم قمت فدخلت فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها على وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخفضت عاليه حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم فعثرت بي فرسي فخررت عنها فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بهاأضرهم أم لا؟ فخرج الذي أكره فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى اذاسمعت قراءة رسول الله ﷺ وهو لايلتفت وأبوبكريكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين فخررت عنها ثم زجرتها فنهضت فلم

تكد تخرج يديها فلما استوت قائمة إذا لأثريديها غبارساطع في السماء مثل الدخان ، فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم ووقع في نفسي - حين لقيت مالقيت من الحبس عنهم - أن سيظهرأمررسول الله ﷺ فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية وأخبرتهم أخبارمايريد الناس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزأني ولم يسألاني إلا أن قال أخف عنا فسألته أن يكتب لي كتاب امن فأمر عامر بن فهيرة فكتب لي في رقعة من أدم ثم مضى رسول الله ﷺ .

قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبيرأن رسول الله ﷺ لقي الزبيرفي ركب من المسلمين كانوا تجّارا قافلين من الشام ، فكسا الزبيررسول الله ﷺ وأبابكرثياب بياض وسمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول الله ﷺ من مكة فكانوايغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حرالظهيرة فانقلبوايوما بعد ما أطالوا انتظارهم فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من آطامهم لأمرينظرإليه فبصربرسول الله ﷺ وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته يامعاشر العرب! هذا جدكم الذي تنتظرون ، فثارالمسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله ﷺ بظهرالحرة فعدل بهم ذات اليمين حتى نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الإثنين من شهرربيع الأول فقام أبوبكرللناس وجلس رسول الله ﷺ صامتا فطفق من جاء من الأنصارممن لم يررسول الله ﷺ يجيئ أبابكرحتى أصابت الشمس رسول الله ﷺ فأقبل أبوبكرحتى ظلل عليه بردائه فعرف الناس رسول الله ﷺ عندذلك فلبث رسول الله ﷺ في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه رسول الله ﷺ ثم ركب راحلته فساريمشي معه الناس حتى بركت عند مسجد الرسول ﷺ بالمدينة وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمين وكان مربدا للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين في حجر أسعد بن زرارة فقال رسول الله

ﷺ حين بركت به راحلته هذا - إن شاء الله - المنزل.

ثم دعا رسول الله ﷺ الغلامين فساومهما بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا بل نهبه لك يارسول الله فأبى رسول الله ﷺ أن يقبله منهما هبة حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجدا وطفق رسول الله ﷺ ينقل معهم اللبن في بنيانه ويقول - وهو ينقل اللبن -

هذاالحمال لاحمال خيبر ☆ هذا أبر ربنا وأطهر

ويقول

اللهم إن الأجر أجر الآخرة ☆ فارحم الأنصاروالمهاجرة

فتمثل بشعر رجل من المسلمين لم يسم لي .

قال ابن شهاب ولم يبلغنا في الأحاديث أن رسول الله ﷺ تمثل ببيت شعر تام غير هذه الأبيات.

নবী স. কীভাবে হিজরত করেছেন?

অনুবাদ : নবীপত্নী হযরত আয়েশা র. বলেন, আমি আমার মাতা-পিতাকে কখনো বুঝতে পারিনি কিন্তু তারা দ্বীন অনুসরণ করা অবস্থায় আমি বুঝতে পেরেছি। (আমি বুদ্ধিমান হওয়ার সূচনালগ্ন থেকেই দেখে আসছি যে, আমার মাতা-পিতা দ্বীন অনুসরণ করছেন।) এমন কোনো দিন অতিবাহিত হয়নি যেদিন সকাল-সন্ধ্যায় রসূল স. আমাদের কাছে তাশরিফ আনেননি। মক্কায় মুসলমানরা যখন বিপদের শিকার হলেন, তখন হযরত আবু বকর র. আবিসীনিয়ার দিকে হিজরতের উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি যখন "বরকুল গামাদ" নামক স্থানে পৌঁছেন। তখন কাররা গোত্রের নেতা ইবনুদ্দুগুন্নাহ তার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি আবু বকরকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? তিনি উত্তর দিলেন, আমার কওম আমাকে দেশ থেকে বিতাড়িত করেছেন তাই আমি বিদেশ সফর করবো এবং আমার প্রতিপালকের ইবাদত করবো। অতঃপর তিনি (ইবনুদ্দুগুন্নাহ) বললেন, হে আবু বকর ! আপনার মতো সৎ লোক দেশ ত্যাগ করে না এবং দেশান্তরিত করা হয় না। কেননা আপনি অসহায়ের জন্য আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করেন। আত্মীয়তার সম্পর্ক

রক্ষা করেন, মানুষের বোঝা বহন করেন, মেহমানের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। আমি আপনাকে আশ্রয় দেব। আপনি ঘরে ফিরে যান এবং আপনার দেশেই স্বীয় প্রতিপালকের ইবাদত করুন। অতঃপর তিনি ঘরে ফিরে গেলেন এবং ইবনুদ্দুগুন্নাহও তার সাথে চলে আসলেন। এরপর বিকালে ইবনুদ্দুগুন্নাহ কোরাইশের সম্মানিত লোকদের নিকট গমন করলেন এবং তাদেরকে বললেন, আবু বকরের মত লোক দেশত্যাগ করতে পারে না এবং দেশত্যাগে বাধ্য করার উপযোগীও নয়। আপনারা কি এমন ব্যক্তিকে বিতাড়িত করতে চান যে অসহায়ের উপার্জনের ব্যবস্থা করেন, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করেন, দুর্বলদের বোঝা বহন করেন, মেহমানদের আপ্যায়ন করেন এবং বিপদগ্রস্তদের সাহায্য করেন। তখন কোরাইশরা ইবনুদ্দুগুন্নাহর আশ্রয়ের বিষয়টা অস্বীকার করলেন না। তারা তাকে বললেন, আপনি আবু বকরকে হুকুম করুন যেন সে তার ঘরেই তার স্বীয় রবের ইবাদত করে, তাতে নামায পড়ে এবং ইচ্ছা মোতাবেক কোরআন তেলাওয়াত করে। আমাদেরকে তা দ্বারা যেন কষ্ট না দেয়। প্রকাশ্যে যেন ইবাদত না করে। কেননা সে আমাদের ছেলে-সন্তান ও মহিলাদের ফিতনায় পতিত করার আশঙ্কা করছি। তাদের এই অভিযোগ ইবনুদ্দুগুন্নাহ আবু বকরের কাছে পৌঁছালেন। অতঃপর আবু বকর নিজ দেশে অবস্থান করলেন। স্বীয় গৃহে প্রতিপালকের ইবাদত করছেন, প্রকাশ্যে নামাযও পড়েন না এবং নিজের ঘর ছাড়া অন্য কোথাও কুরআন পড়েন না। এরপর হযরত আবু বকর র. প্রতিজ্ঞা করলেন, ইবাদতখানায় নামাজ পড়ার। তাই তার ঘরের সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। সেখানে তিনি নামায পড়তেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর মুশরিক মহিলা ও বালকগণ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন কুরআন শোনার জন্য। তাতে তারা আশ্চর্যবোধ করতেন এবং তার প্রতি তাকিয়ে থাকতেন। আর আবু বকর র. অধিক ক্রন্দনকারী ব্যক্তি ছিলেন। তাই যখনই তিনি কুরআন তেলাওয়াত করতেন স্বীয় নয়নদ্বয় নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন না। আবু বকরের এই অবস্থা কুরাইশ এর সম্ভ্রান্ত মুশরিকদের ভীত-সন্ত্রস্থ করে তুলল। তাই তারা ইবনুদ্দুগুন্নাহকে ডেকে পাঠালেন। তিনি (ইবনুদ্দুগুন্নাহ) তাদের নিকট আসলে তারা বললেন, আমরা আবু বকরকে আশ্রয় দিয়েছি

আপনি আশ্রয় দেয়ার কারণে। এই শর্তে যে, তিনি তার ঘরেই স্বীয় প্রভুর ইবাদত করবে। কিন্তু সে এই শর্ত ছাড়িয়ে গেছে। (শর্ত পালন করেনি) ঘরের সামনে একটি মসজিদ নির্মাণ করেছে। প্রকাশ্যে ও উচ্চস্বরে নামায আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করছে। আমাদের আশঙ্কা যে, তিনি আমাদের নারী-পুরুষদের সমস্যায় ফেলবে। তাই আপনি তাকে এরূপ ইবাদত হতে বাধা প্রধান করুন। যদি সে স্বীয় গৃহে ইবাদত করতে চায় তবে তা করুক। আর যদি সে অস্বীকার করে এবং প্রকাশ্যে ইবাদত করতে চায় তবে তাকে আপনি আপনার দায়িত্ব ফিরিয়ে দেন। কেননা আমরা পছন্দ করি না যে আমরা আপনার সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করি। আমরা আবু বকরের জন্য কখনো প্রকাশ্যে ইবাদতের অনুমতি দিতে পারি না।

আয়েশা র. বলেন ইবনুদ্দুগুন্নাহ আবু বকরের কাছে এসে বললেন, আপনি অবশ্যই জানেন, যে ব্যাপারে আপনার জন্য ওয়াদা করেছি। আপনি ওয়াদা মোতাবেক ইবাদত করুন। নতুবা আমার দায়িত্ব আমাকে ফেরৎ দেন, কারণ আমি পছন্দ করি না যে, যার জন্য আমি জামিন হয়েছি তার ব্যাপারে আমার সাথে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের আচরণ করা হবে। আর তা আরব দেশে প্রচার হবে। অতঃপর আবু বকর র. বললেন, আমি আপনার আশ্রয় (প্রতিবেশিত্ব) আপনাকে ফেরত দিচ্ছি। আল্লাহর আশ্রয়ে (প্রতিবেশিত্বে) আমি সন্তুষ্ট। এদিকে নবী স. মক্কায় ছিলেন। তিনি মক্কায় অবস্থানরত মুসলমানদেরকে বললেন, আমাকে স্বপ্নে দেখানো হয়েছে তোমাদের হিজরতের স্থান তথা খেজুর গাছবিশিষ্ট ভূমি যা কালো পাথরের দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত। আর ওটাকে হাররাতান বলা হয়। এরপর হিজরত করা যাদের ইচ্ছা ছিল তারা মদীনায় হিজরত করলেন। আবিসিনিয়ায় যারা হিজরত করেছিলেন তারা সকলেই মদীনায় ফিরে আসলেন। এদিকে আবু বকর র. মদীনায় হিজরত করার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। রসূল স. আবু বকরকে বললেন, থামুন একটু অপেক্ষা করুন। আশা করি আমাকে হিজরতের অনুমতি দান করা হবে। এর পর আবু বকর র. বললেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক, আপনিও কি হিজরতের প্রতিজ্ঞা করেছেন! রসূল স. বললেন, হ্যাঁ! তখন আবু বকর নিজেকে রসূল স. এর উপর আবদ্ধ রাখলেন তার সাথে হিজরত করার

জন্যে। (তথা অপেক্ষা করলেন তার জন্য যেন তার সাথে মদীনায় হিজরত করতে পারেন) এবং তার দুই সওয়ারীকে বাবলা গাছের পাতা পেড়ে পেড়ে খাওয়ালেন চার মাস যাবৎ। ইবনে শেহাব যুহুরী উরওয়া সূত্রে হযরত আয়েশা র. থেকে বর্ণনা করেন আয়েশা র. বলেন, আমরা একদিন দুপুরে আবু বকরের ঘরে বসে আলাপ-আলোচনা করছি। ইত্যবসরে এক ব্যক্তি আবু বকরকে বললেন, ঐতো রসূল স. চাঁদর আবৃত অবস্থায় আগমন করলেন এমন এক সময়ে যাতে আমাদের কাছে কখনো আসেননি। আবু বকর র. বললেন, আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গ হোক। আল্লাহর কসম, এমন গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিস যা আপনাকে এ সময়ে নিয়ে আসল? আয়েশা র. বললেন, রসূল স. ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেয়া গেল, অতঃপর ঘরে প্রবেশ করলেন। এরপর রসূল স. আবু বকরকে বললেন, আপনার সাথে যারা আছে তাদেরকে বাইরে যেতে বলুন। আবু বকর বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! তারা আপনার পরিবারের সদস্য। রসূল স. বললেন, আমাকে বের হওয়ার (হিজরতের) অনুমতি দেয়া হয়েছে। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক। আমি আপনার সফরসঙ্গী হতে চাই। রসূল স. বললেন, হ্যাঁ! অনুমতি আছে। আবু বকর র. বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার এই দুই বাহন হতে একটা আপনি গ্রহণ করুন। রসূল স. বললেন, মূল্য দিয়ে গ্রহণ করবো, মূল্য ছাড়া নয়। আয়েশা র. বর্ণনা করেন, আমরা দ্রুত সফরের সামান গুছিয়ে দিলাম। তাদের জন্য সফরের খাবার তৈরি করে একটি চামড়ার ব্যাগে রেখে দিলাম। আসমা বিনতে আবি বকর তার কোমর বন্ধনীর এক টুকরা কেটে তা দিয়ে থলের মুখ বেঁধে দিলেন। এ কারণে তাকে "জাতুন্নেতাক" তথা কোমর বন্ধনীওয়ালা বলা হয়। আয়েশা র. বলেন এরপর রসূল স. ও আবু বকর ছউর পর্বতের গুহায় পৌঁছেন এবং তাতে তারা তিন রাত যাবৎ আত্মগোপন করেছেন। তাদের সাথে রাত যাপন করতেন আব্দুল্লাহ বিন আবু বকর (বুদ্ধিমান ও মেধাবী একজন তরুণ) ভোর রাতেই সে তাদের কাছ থেকে মক্কায় রওয়ানা দিতেন এবং সকালে কুরাইশ লোকদের সাথে মিলিত হতেন তাদের সাথে রাতযাপনকারী ব্যক্তির মতো। ষড়যন্ত্রমূলক যে কোন বিষয়

শুন্‌লে তা সংরক্ষণ করতেন। অন্ধকার ছেয়ে গেলেই তিনি ওই সংবাদ নিয়ে তাদের কাছে আসতেন। আবু বকরের আযাদকৃত গোলাম আমের বিন ফুহাইরা তাদের নিকটবর্তী স্থানে দুধের ছাগল চরাতেন। রাতের একাংশ অতিবাহিত হলেই তার ছাগল তাদের কাছে নিয়ে যেতেন। তারা ওই ছাগলের দোহনকৃত দুধ পাথরে গরম করে পান করতেন। তাতেই রাত যাপন করতেন। অতঃপর অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার পূর্বেই আমের বিন ফুহাইরা তার ছাগল নিয়ে মক্কায় ফিরতেন। এভাবে তিন রাত যাবৎ রাত যাপন করেছেন। রসূল স. ও আবু বকর র. বনু দুআল গোত্রের (তথা বনু আবদ বিন আদী) জনৈক ব্যক্তিকে পারিশ্রমিক দিয়ে দক্ষ পথ প্রদর্শক হিসেবে নিয়োগ দিলেন। (خـــريـــت) অর্থ দক্ষ পথ প্রদর্শক) যে আস ইবনে ওয়াইল সাহমী গোত্রের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আর সে ছিল কুরাইশী কাফিরদের ধর্মানুসারী। তারা তাকে বিশ্বাস করলেন। অতঃপর তাকে তাদের উটদ্বয় দিয়ে দিলেন এবং তিন রাত পর তৃতীয় দিন সকালে ছউর গুহায় উটদ্বয় তাদেরকে ফেরত দেয়ার প্রতিশ্রুতি নিলেন। আমের বিন ফুহাইরা রাহবরসহ তাদের সাথে পদচারণ করলেন। তিনি (রাহবার) তাদেরকে উপকূলীয় রাস্তা দিয়ে নিয়ে গেলেন।

ইবনে শেহাব যুহরী আব্দুর রহমান বিন মালিক মুদলিজীর সূত্রে বর্ণনা করেন, (যিনি সুরাকা বিন মালিক বিন জুশুমের ভাতিজা) আব্দুর রহমানকে তার পিতা মালিক সংবাদ দিলেন যে, তিনি সুরাকা বিন জুশুমকে বলতে শুনেছেন, আমাদের কাছে কুরাইশী কাফিরদের প্রতিনিধিগণ এসে রসূল স. ও আবু বকর উভয়ের ব্যাপারে তাদের হত্যাকারী বা গ্রেফতারকারীর জন্য পুরস্কার স্বরূপ দিয়্যাত তথা ১০০ টি উট ঘোষণা করেছেন। যখন আমি (মালিক মুদলিজী) আমার গোত্র বনী মুদলিজীর এক বৈঠকে বসা, তখন তাদের জনৈক ব্যক্তি অগ্রসর হয়ে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন এবং বললেন, হে সুরাকা! আমি কিছুক্ষণ পূর্বে উপকূলীয় রাস্তায় কয়েক জন লোকের ছবি দেখেছি। আমার মনে হয় তারাই মুহাম্মদ ও তার সফরসঙ্গী। সুরাকা বললেন, তখন আমি জ্ঞাত হলাম, ঠিকই তারা তারাই (মুহাম্মদ ও তার সফর সঙ্গীগণ)। তবে আমি বিষয়টা আড়ালে থেকে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তাকে (বনুমুদলিজির জনৈক ব্যক্তি) বললাম, তারা তারা নয়। এরপর মজলিসে অল্পক্ষণ বসে চলে আসলাম আমার দাসীকে টিলার পেছন থেকে আমার ঘোড়াটা নিয়ে আসার

হুকুম করলাম। সে আমার নিকট ঘোড়াটি বেঁধেছিল। আর আমি বর্শা হাতে নিয়ে ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বের হলাম। আমি বর্শার নিচের অংশ দ্বারা মাটিতে রেখা টানলাম এবং এর উপরের অংশ নিচু করে আমার ঘোড়ার কাছে আসলাম। অতঃপর তাতে আরোহণ করলাম। তাকে দ্রুত চলার জন্য আওয়াজ করলাম যেন আমাকে তাদের নিকটে পৌঁছিয়ে দেয়। ঠিকই আমি নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। অতঃপর ঘোড়া আমাকে নিয়ে হোঁচট খেলে আমি তা থেকে পড়ে গেলাম। মাটি থেকে দণ্ডায়মান হয়ে তীরের ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে কয়েকটি তীর বের করলাম। এর দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। আমি তাদের ক্ষতি করতে পারব কি না? অতঃপর দেখা গেল যে তীরটা আমি ভালোবাসি না সেটাই আমার হাতে উঠল। তা সত্ত্বেও আমি এই ইঙ্গিত অমান্য করে পুনরায় ঘোড়ায় আরোহণ করলাম, যাতে আমাকে তাদের নিকটবর্তী করে দেয়। যখন রসূল স এর কোরআন তেলাওয়াত শুনলাম। তিনি কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ করছেন না আর আবু বকর এদিক সেদিক বেশি তাকাচ্ছেন। তখন আমার ঘোড়ার সামনের পা দু'টি হাঁটু পর্যন্ড় কাদায় আটকে গেল। ফলে আমি ঘোড়া থেকে নেমে যায়। আবার ঘোড়াকে খোঁচা দিলে সে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু সামনের পাদুটি কাদা হতে বের করতে পারেনি। যখন সোজা হয়ে দাঁড়াল তখন দেখতে পেলাম, তার সামনের দু'পায়ের আঘাতে ধুলা ধোঁয়ার মত আকাশ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। আবার তীর দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করলাম। এবারও অপছন্দের তীরটাই বের হলো। তাই তাদের কাছে নিরাপত্তা চেয়ে তাদেরকে ডাক দিলাম তারা থামলেন। অতঃপর আমি ঘোড়ায় আরোহণ করে তাদের নিকট আসলাম। আমি যখন কাদায় আটকে গেলাম, তখন আমার হৃদয়-মনে পয়দা হলো যে, রসূল স. এর মিশন অচিরেই জয়যুক্ত হবে। আমি তাকে বললাম, আপনার কওম আপনাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্য দিয়্যাত ঘোষণা করেছেন। তাদের ব্যাপারে মক্কা বাসীদের প্রতিজ্ঞা ও সংকল্পের সংবাদ জানিয়ে দিলাম। তাদেরকে আমার পাথেয় ও সামান সব দিয়ে দিলাম। তারা তা গ্রহণ করলেন না এবং কিছু চাইলেন না। আমাকে শুধু এতটুকু বললেন, তুমি খবর গোপন রেখো। আমি তাকে অনুরোধ করলাম আমার নিরাপত্তার জন্য একটি পত্র লিখার। অতঃপর আমের বিন ফুহাইরাকে তা লেখার হুকুম করলেন। তিনি চামড়ার একটি টুকরায় আমার নিরাপত্তার চিঠি লিখলেন। এরপর রসূল স. আগে বাড়লেন। ইবনে শেহাব যুহরী র. উরওয়া বিন যুবাইরের সূত্রে

বলেন, মুসলমানদের এক কাফেলায় যুবাইরের সাথে রসূল স. এর সাক্ষাৎ হলো। যারা সিরিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ব্যবসায়ী ছিলেন। যুবাইর রসূল স. এবং আবু বকরকে সাদা কাপড় পরালেন। মদীনার মুসলমানগণ মক্কা থেকে রসূল স. এর আগমনের সংবাদ শুনলেন। তারা সকালে "হাররা"(পাথুরে জায়গা) নামক স্থানে যেতেন এবং রসূলের স. জন্য অপেক্ষা করতেন। দ্বিপ্রহরে প্রচণ্ড গরমের কারণে তারা ফিরে আসতেন। এভাবে কয়েকদিন করেছে। একদিন দীর্ঘসময় অপেক্ষার পর ফিরে আসলেন এবং ঘরে যখন পৌঁছলেন তখন জনৈক ইয়াহুদী তাদের এক প্রাসাদের ছাদে উঠলেন কোন কিছু দেখার জন্য। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন রসূল স. ও তার সাহাবীদের সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায় মরিচিকা যেন তাদের নিয়ে ছুটছে। ইয়াহুদী নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না। অবশেষে উচ্চস্বরে বলল, হে আরব জামাত! তোমাদের সৌভাগ্য তথা তোমাদের প্রতিক্ষিত ব্যক্তি এইতো। অতঃপর মুসলমানগণ হাতিয়ারের প্রতি ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং পাথুরে ভূমির মাঝে রসূলের সাথে সাক্ষাৎ করল। তিনি তাদেরকে ডান দিকে করলেন। (তাদের মাঝে অবস্থান করলেন) অবশেষে তাদেরকে নিয়ে বনু আমর বিন আউফের মাঝে অবস্থান করলেন। আর সেদিন হলো রবিউল আওয়াল মাসের সোমবার। আবু বকর সমবেত মানুষের সামনে দাঁড়ালেন এবং রসূল স. নীরবে বসে রইলেন। যে সকল আনসারী রসূল স. কে দেখেনি তারা আবু বকরকে রসূল স. মনে করে তার কাছে আসতে লাগল। সূর্যের কিরণ রসূল স. এর উপর পড়লে আবু বকর আগে বেড়ে স্বীয় চাদর দ্বারা তাকে ছায়া দিলেন, তখন লোকেরা রসূল স. কে চিনতে পারলেন। রসূল স. বনু আমর বিন আউফের মাঝে দশ রাতের অধিক অবস্থান করলেন এবং খোদাভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি নির্মাণ করেন। তাতে রসূল স. নামায পড়েন। এরপর তার বাহনে আরোহণ করেন। লোকেরা তার সাথে চলতে লাগল। অবশেষে রসূলের উট মদীনায় অবস্থিত মসজিদে নববীর পাশে বসে গেল। আর সেদিন ঐ মসজিদে কতক মুসলমান নামায পড়ছেন। ঐ জায়গাটি ছিল আসআদ বিন যারারাহর তত্ত্বাবধানে লালিত দুই ইয়াতীমের মালিকানাধীন খেজুর শুকানোর খোলান। রসূল স. এর বাহন যখন ঐ স্থানে বসে গেল তখন তিনি বললেন, এটাই আমার স্থান ইনশাআল্লাহ। অতঃপর ইয়াতীমদ্বয়কে রসূল স. ডাকলেন এবং তাদের কাছে খোলানের দাম জিজ্ঞেস করলেন যাতে ঐ

জায়গায় মসজিদ নির্মাণ করতে পারেন। তারা বললেন, না বরং ঐ জায়গাটা আমরা আপনাকে মূল্য ছাড়া দান করব ইয়া রসূলাল্লাহ! তবে রসূল স. দান হিসেবে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানালেন। অবশেষে তাদের কাছ থেকে তা ক্রয় করলেন। অতঃপর তাতে একটি মসজিদ নির্মাণ করলেন। রসূল স. তাদের সাথে নির্মাণ কাজে ইট বহন করতে লাগলেন। তিনি ইট বহনকালে বলেছিলেন, এই বহন (ইট বহন) খায়বারের খেজুর ও ফলফলাদি বহনের মত নয়। হে প্রতিপালক! এই বহন কাজ অতিপুণ্যময় ও পবিত্র। তিনি আরো বলেছিলেন হে আল্লাহ! নিশ্চয় আসল প্রতিদান আখেরাতের প্রতিদানই। অতঃপর আপনি মোহাজের ও আনসারদের রহম করুন। অতঃপর জনৈক মুসলিম কবির কবিতা পাঠ করলেন। যার নাম আমার সামনে উল্লেখ করা হয়নি। ইবনে শেহাব যুহরী বলেন, রসূল স. এই কয়েকটি কবিতা ছাড়া পূর্ণ কোন শের পড়েছেন এমন তথ্য আমরা হাদীসগ্রন্থে পাইনি।

শব্দবিশ্লেষণ :

تكسب : (ض.افعال، تفعيل) কাউকে উপার্জন করানো। দান করা। উভয়টা মর্ম হতে পারে।

المعدم : দরিদ্র। নিঃস্ব। اعدم الرجل اعداما অভাবী হলো। দরিদ্র হলো। عُدْمًا، عَدَمًا المال (س) অর্থ-সম্পদ খোয়ানো বা হারানো।

الكل : ভারিত্ব। ছুরি বা তরবারির পিঠ। বিপদ। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। كل كلا، كلة، كلالا، كلولا(ض) : ক্লান্ত ও অবসন্ন হলো।

تقرى : قرى، تقرى، قراء، (ض) আপ্যায়ন করা استقرى البلاد ঘুরে ঘুরে দেশের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করল। ১ম অর্থ উদ্দেশ্য।

نوائب : বহুবচন। এক বচন- نائبة বিপদ। দুর্যোগ। ভালো বা মন্দ ঘটনাসমূহ। প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

جار : প্রতিবেশী। আশ্রয়দাতা। আশ্রয়প্রার্থী। একবচন। جيران، جوار বহুবচন। ২য় অর্থ উদ্দেশ্য। جار، جورا (ن) বিনীতভাবে প্রার্থনা করা। جار الى দোয়ার জন্য হাত উত্তোলন

করা।

بدا : (ن) بدا بدوءً بَداءً بُدُوًّا بداءةً - প্রকাশ পেল। بدا له فى أمر - কোন বিষয়ে তার মনে হলো। এখানে এ অর্থই উদ্দেশ্য।

أن نفتن : বিপদে ফেলার আকাঙ্খা করি। (ض) فتنا পথভ্রষ্ট করা। আসক্ত করা। বিপদে ফেলা। পরীক্ষায় ফেলা। প্রথম অর্থ ও ৩য় অর্থ উদ্দেশ্য হতে পারে। فُتِنَ به আসক্ত হওয়া।

ابتنى : নির্মাণ করলেন। ابتناء গৃহ নির্মাণ করা। ঘর সংসার করা। ابتناء على اهله وبها বাসর রাতে স্ত্রীর সান্নিধ্যে যাওয়া। ابتناء الرجل পুত্র বিশিষ্ট হওয়া।

بفناء داره : তার ঘরের উঠানে। فناء بالكسر উঠান। চত্বর। আঙ্গিনা।. একবচন। বহুবচনে أفنية: فناء بالفتح ধ্বংস। মৃত্যু। বিনাশ।

فيتقذف : অতঃপর তার কাছে ভিড় জমায় মুশরিক মহিলা ও বালকেরা।

ان نخفرك : আপনার সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে। الاخفار ওয়াদা ভঙ্গ করা। (ن، ض) خفر، خفرا، خفورا প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করল। أخفره وتخفربه ওয়াদা ভঙ্গ করল।

لابتين : কালো পাথরবিশিষ্ট দুই ভূমি।

تجهز : সফরের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করল। تجهز للسفر সফরের প্রয়োজনীয় সামান প্রস্তুত করল। تجهزوا جهازً للأمر বিষয়টির জন্য প্রস্তুত হলো।

رسلك : রসূল স. তাকে বললেন, একটু ধীরে হিজরত করুন। رسل : কোমলতা ও ধীরতা। বহুবচন- رِسَالٌ. (بفتح الراء) رسال : ঝুলন্ত চুল। ঝাঁকড়া চুল। এখানে بكسر الراء উদ্দেশ্য।

علف الدابة : (ض) সওয়ারীদ্বয়কে ঘাস খাওয়ালেন।

الخبط : জন্তুকে ঘাস খাওয়াল।

علف البهائم والدواب : গবাদী পশুর খাদ্য।

الخبط : বৃক্ষের পাতা যা লাঠি দ্বারা ঝরানো হয়। (ض) خبطه خبطا তাকে বেদম প্রহার করল। خبط الشجر بالعصا - লাঠি দ্বারা

গাছের পাতা ঝরালো।

الظهيرة : দ্বি-প্রহর। মধ্যাহ্ন। একবচন। বহুবচনে- ظهـائر . الظُّهرة، والظُّهرة সাহায্যকারী।

متقنعاً : মাথা ঢেকে। تقنع بالقناع ঘোমটা দেয়া। স্কার্ফ পরা। تقنع بكذا ওড়না পরা।

الصحابة : আপনার সাথে সফর করার প্রতিজ্ঞা করলাম। صحب صحابة (س) হৃদ্যতা স্থাপন করা। বন্ধুত্ব করা। صحب معه কারো সাথে বন্ধুত্ব করল। সাথী বানাল।

أحثّ الجهاز : খুব দ্রুত প্রস্তুত করলাম। (ن) حث حثا উদ্বুদ্ধকরণ। উৎসাহ প্রদান। ব্যবহার- حث الخطيب على روح المثابرة অর্থাৎ বক্তা অটলতা ও দৃঢ়তার প্রতি অনুপ্রাণিত করেছে।

سفرة : মুসাফিরের খাদ্য। দস্তরখানা। ডাইনিং টেবিল। একবচন। বহুবচনে- سُفَرٌ

جِرَاب : চামড়ার ব্যাগ। একবচন। বহুবচনে جُرُبٌ ، أجربة তরবারির খাপ। অন্ডকোষের থলে। প্রথমটা উদ্দেশ্য।

من نطاقها : অর্থাৎ তার কোমর বন্ধনীর এক অংশ কেটেছেন। বহুবচনে- نُطُقٌ -বেল্ট। এলাকা। ক্ষেত্র।

فكمنا فيه : অতঃপর তারা সেই গর্তে গোপন রইলেন। كمن كمونا(ن،س) লুকায়িত হওয়া। আত্মগোপন করা।

ثَقِفٌ : চালাক। বুদ্ধিমান। (س)ثقف ثقفا বুদ্ধিমান হওয়া। সুদক্ষ হওয়া। (ن) ثقف ثقافة সুসভ্য হওয়া। সুদক্ষ হওয়া। বুদ্ধিমান হওয়া।

لقن : দ্রুত সমঝদার। (ك) لقانة তীক্ষ্ম ধী ও মেধাবী হওয়া। لقن (من (س ،ف) মুখে মুখে কোন জিনিস অর্জন করা।

فيدّلج : অতঃপর রাত্রে ভ্রমণ করে। أدلج وادلج القوم রাতভর অথবা রাত্রের শেষাংশে পথ চলল। (ض)دلج دلوجا কূপ থেকে পানি তুলে হাউজে ঢালা।

يكتادان به : যে কাজ দ্বারা তাদের সাথে ষড়যন্ত্র করা হয়। اكتيادا : ষড়যন্ত্র

করা। الـــكيـــد কৌশল ও সাধনা। চক্রান্তে ধূর্ততা। যুদ্ধ। একবচন। বহুবচনে كيـــاد (ض) كـــاد كيدا কারো বিরুদ্ধে চক্রান্ত করা। কাউকে ধোঁকা দেওয়া। কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

وعاه : সে বুদ্ধিমান বালক কাফেরদের যে কোন কথা সংরক্ষণ করত। وعيا

الحديث : কথা হেফাজত করা। একত্রে ধারণ করা। চিন্তা-ভাবনা করা। মুখস্থ করা। وعت الأذن শ্রবণ করা।

منحة : যে ছাগল থেকে সকাল বিকাল দুধ দোহন করা হয়। একবচন। বহুবচনে- مَنائح ، مِنَحٌ এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। منحه (ف،ض) منحا তাকে বস্তুটি দান করল।

رضيفهما : তাদের গরম দুধ। الـرضيف উত্তপ্ত পাথর। উত্তপ্ত পাথরে ভুনা গোশত। উত্তপ্ত পাথর ফেলে গরম করা দুধ। এই অর্থই উদ্দেশ্য। (ض) رضف الـلبن رضـفـا গরম পাথরে দুধ গরম করল। الـرَّضفة উত্তপ্ত পাথর। একবচন। বহুবচনে-رَضَفٌ ، رَضَفاتٌ-

ينعق : (ف) نعق الـراعـى بـغنمه نَعاقاً نَعَقا، نعيقا نُعاقاً মেষপালক তার মেষপালকে চিৎকার করে হাঁকিয়ে নিয়ে গেল। এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য। তবে الـنـعـاق অধিক কা-কা কারী কাককে বলা হয়।

بغلس : শেষরাত্রের অন্ধকার। ব্যবহার, غـلـس فـى العمل শেষরাত্রের অন্ধকারে কাজ করল। غـلّس وأغلس শেষ রাতের অন্ধকারে চলল। বহুবচন - أغلاس

خِرِّيتا : অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক হিসেবে। বহুবচনে خـرارات ، خـراريـت خـرت الأرض ভূখণ্ডটির পথ-ঘাট চিনল। خـرت خِـرَتـا (ن)অভিজ্ঞ পথ প্রদর্শক হলো।

قد غمس : সে মিত্র হয়েছে। (ض) غـمسا দাখিল করা। অর্থাৎ, সে আ'স ইবনে ওয়ায়েলের মিত্র হয়েছে। আরবে প্রচলন আছে যে, তারা

যখন পরস্পর মিত্র হয় তখন তাদের ডান হাতসমূহ রক্ত অথবা মিশ্র সুগন্ধি বা অনুরূপ কোন রঙ্গীন বস্তুতে ডুকায়। এটা তারা মিত্রতার তাগিদস্বরূপ করত। غمس الشيئ فى الماء পানিতে ডুবাল। নিমজ্জিত করল।

انفا : নিকটবর্তী সময় হতে। এটা ظـــــــرف হওয়ার কারণে সদা منصوب হয়। ব্যবহার, ذكرته انفا এখনই আমি তাকে স্মরণ করলাম। انف كل شيئ সবকিছুর সূচনা।

أسودة : বহুবচন। একবচনে سواد - ব্যক্তি।

أكمة : একবচন। বহুবচনে - أكمات ، أكم টিলা। ছোট পাহাড়।

بزُجّه : তার তীরের ফলাদ্বারা। বহুবচনে - زجـــاج : زَجّ (ن) زجـــا নিক্ষেপ করা। ফেলে দেয়া। زُجّ الـعـصـا লাঠির নিম্নভাগের লোহা। زُجّ الشـــريـط ফিতার অগ্রভাগের সুক্ষ্ম লোহা যা দ্বারা কাগজ নথি করা হয়।

تقرب : বিচরণ করে। التقريب এক প্রকার দৌড়।

فأهويت : অতঃপর আমার হাত টেনেছি। أهـوى اليه بيده ليأخذه অর্থাৎ তাকে ধরার জন্য তার দিকে হাত বাড়াল।

كنانتى : আমার তীর। একবচন। বহুবচনে كنانات، كنائن

الأزلام : বহুবচন। একবচনে زَلَمٌ খুর বা খুরের পিছনের অংশ। ফলাহীন তীর। এই অর্থ এখানে উদ্দেশ্য।

أَدَم : বহুবচন। একবচনে أديـــــم দাবাগতকৃত চামড়া অর্থাৎ, পাকা চামড়া।

ساخت : কাদার ভেতরে আটকে গেল। ســاخ فـى الطين বলা হয়, যখন কাদায় আটকা পড়ে। ساخ فى الماء পানিতে নিমজ্জিত হলো। তলিয়ে গেল। ساخت بهم الأرض তাদেরকে নিয়ে ভূমি ধ্বসে গেল। বসে গেল।

فلم يرزأنى : অতঃপর তারা আমার সম্পদের হ্রাস করল না। رَزْءً ، رُزْءً (ف) হ্রাস করা। ব্যবহার, رزء الـرجـل مـالـه লোকটি তার সম্পদ হ্রাস করল।

قافلين : সিরিয়া হতে প্রত্যাবর্তন অবস্থায়। (ض،ن) قفولا ، قفلا প্রত্যাবর্তন

করা। القافلة মুসাফিরের জামাত। বহুবচনে القوافل

فكسا : অতঃপর জুবাইর কাপড় পরিধান করিয়েছে। كساه شعرا : কাব্য রচনা করে তার প্রশংসা করল।

أوفى : উঁকি মেরে দেখেছে। أوفى بالوعد প্রতিশ্রুতিপূর্ণ করল। اوفى النذر মানস পূর্ণ করল। اوفى على المكان উপর থেকে উঁকি দিল। এটা উদ্দেশ্য।

أطم : প্রাসাদ। কেল্লা। বহুবচনে آطام।

مبيضين : সাদা কাপড় পরিহিত অবস্থায়।

سراب : মরীচিকা। মিথ্যা। ধোঁকা। যেমন বলা হয়, أخدع من السراب। অর্থাৎ, সে মরীচিকার চেয়ে বেশি প্রতারণাময়। يزول بهم السراب অর্থাৎ, মরীচিকার মধ্যে তাদের স্পষ্ট দেখাচ্ছে।

هذا جدكم : এটা তোমাদের হিস্সা। ইনি তোমাদের সম্পদের মালিক। جد ভাগ্য। মর্যাদা। জীবিকা। নদীর পাড়। প্রথম ও ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

بضع : তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বলা হয়। যেমন بضع و عشرون امرأة ، بضع عشرة من النساء ، بضعة وعشرون رجلا، পুরুষ হলে بضع سنين তবে بضع কে عدد এর পূর্বে উল্লেখ করা ওয়াজিব। সুতরাং عشرون وبضع বলা শুদ্ধ হবে না।

حتى بركت : অবশেষে রসূল স. এর উটনী বসে গেল। بركت البعير بركا، تبراكا উট বসে গেল।

فساومهما : অতঃপর রসূল স. তাদের সাথে দরাদরি করলেন।

اللبن : ইট। একবচনে لبنة ।

هذاالحمال : এ ফল খায়বরের খেজুর ইত্যাদির মত নয়। حمال ফল । বোঝা। বহুবচনে حُمُل

فتمثل : অতঃপর নিম্নের শে'রটা পড়লেন। تمثل بـ কাহিনী বলা। সাদৃশ্য হওয়া।

ابتلاء كعب بن مالك رضي الله عنه

قال كعب لم أتخلف عن رسول الله ﷺ في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك غير أني كنت تخلفت في غزوة بدر ولم يعاتب أحد تخلف عنها إنما خرج رسول الله ﷺ يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ولقد شهدت مع رسول الله ﷺ ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها.

كان من خبري أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط حتى جمعتهما في تلك الغزاة ولم يكن رسول الله ﷺ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة غزاها رسول الله ﷺ في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله ﷺ كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ يريد الديوان قال كعب فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله وغزا رسول الله ﷺ تلك الغزوة حين طابت الثمار و الظلال وتجهز رسول الله ﷺ والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئا فأقول في نفسي وأنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتدّ بالناس الجد فأصبح رسول الله ﷺ والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت أتجهز بعده بيوم أو يومين ثم ألحقهم ، فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقض شيئا ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا فلم

يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت فلم يقدرلي ذلك فكنت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله ﷺ فطفت فيهم أحزنني أني لاأرى إلارجلا مغموصا عليه النفاق أورجلا ممن عذرالله من الضعفاء.

ولم يذكرني رسول الله ﷺ حتى بلغ تبوكا فقال وهو جالس في القوم بتبوك ـ مافعل كعب؟ فقال رجل من بني سلمة يارسول الله! حبسه برداه ونظره في عطفيه فقال معاذ بن جبل بئس ماقلت والله ـ يارسول الله ـ ماعلمناعليه إلاخيرا فسكت رسول الله ﷺ.

قال كعب بن مالك فلما بلغني أنه توجه قافلا حضرني همي وطفقت أتذكرالكذب وأقول بماذا أخرج من سخطه غداً؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي.

فلما قيل إن رسول الله ﷺ قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيئ فيه كذب فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله ﷺ قادما وكان إذا قدم من سفربدأ بالمسجد فيركع فيه ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوايعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله ﷺ علانيتهم وبايعهم واستغفرلهم ووكّل سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلّمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعال فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي ماخلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ فقلت بلى أني ـ والله ـ لوجلست عندغيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر ولقد أعطيتُ جدلاولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك على ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه أني لأرجو فيه عفوالله.

لا والله ماكان لي من عذروالله ماكنت قط أقوى ولا أيسرمني

حين تخلفت عنك ، فقال رسول الله ﷺ أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك فقمت وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي والله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا ولقد عجزت أن لاتكون اعتذرت إلى رسول الله ﷺ بما اعتذر إليه المخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله ﷺ لك فوالله مازالوا يؤنبونى حتى أردت أن أرجع فأكذّب نفسي ثم قلت لهم هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم رجلان قالا مثل ماقلت فقيل لهما مثل ماقيل لك فقلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيع العمروي وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة ، فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله ﷺ المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي التي أعرف ، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولايكلمني أحد وآتي رسول الله ﷺ فأسلّم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرّك شفتيه برد السلام عليّ أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل اليّ وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال عليّ ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحبّ الناس اليّ فسلمت عليه فوالله مارد علي السلام فقلت يا أبا قتادة ! أنشدك بالله هل تعلمني أحبّ الله ورسوله ؟ فسكت فعدت له فنشدته فسكت فعدت له فنشدته فقال الله ورسوله أعلم، ففاضت عيناي وتولّيت حتى تسورت الجدار، قال فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نبطيّ من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول - من يدل على كعب بن مالك ؟ فطفق الناس يشيرون له

حتى إذاجاء ني دفع اليّ كتابا من ملك غسان فإذا فيه :

أمابعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولامضيعة فالحق بنا نواسك .

فقلت لما قرأتها وهذا أيضا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين إذا رسول رسول الله ﷺ يأتيني فقال إن رسول الله يأمرك أن تعتزل امرأتك ، فقلت أطلقها أم ماذا أفعل ؟ قال لا بل اعتزلها ولاتقربها وأرسل إلى صاحبي مثل ذلك فقلت لإمراتي الحقي بأهلك فتكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال كعب فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ﷺ فقالت يارسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه ـ والله ـ مابه حركة إلى شيئ والله مازال يبكي منذ كان من أمره ماكان إلى يومه هذا، فقال لي بعض أهلي لواستاذنت رسول الله ﷺ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه فقلت والله لا أستاذن فيها رسول الله ﷺ ومايدريني مايقول رسول الله ﷺ إذا استأذنته فيها وأنارجل شابّ .

فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله ﷺ عن كلامنا فلما صليت صلاة الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهربيت من بيوتنا فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت على الأرض بمارحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع باعلى صوته :

ياكعب بن مالك ! أبشر، قال فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج وآذن رسول الله ﷺ بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فذهب الناس يبشرونا وذهب قبل صاحبي مبشرون وركض إلى رجل فرسا وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من

الفرس فلماجاء ني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ واستعرت ثوبين فلبستهما.

وا نطلقت إلى رسول الله ﷺ فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة يقولون لتهنئك توبة الله عليك ، قال كعب حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله ﷺ جالس حوله الناس فقام إليّ طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ماقام إلى رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها لطلحة.

قال كعب فلما سلمت على رسول الله ﷺ قال رسول الله ﷺ وهو يبرق وجهه من السرور أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك قال قلت أمن عندك يارسول الله أم من عندالله قال بل من عندالله.

وكان رسول الله ﷺ إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنانعرف ذلك منه، فلماجلست بين يديه قلت: يارسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله، قال رسول الله ﷺ أمسك عليك بعض مالك فهو خيرلك، قلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر فقلت يارسول الله ! إن الله إنما نجّاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلاصدقا مابقيت فوالله ماأعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذا أحسن مما أبلاني وماتعمدت منذذكرت ذلك لرسول الله ﷺ إلى يومي هذاكذبا وأني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقيت .

وأنزل الله على رسول الله ﷺ ﴿ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين ....﴾ إلى قوله: ﴿ وكونوامع الصادقين﴾. فوالله ماأنعم الله عليّ من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول

اللـه ﷺ أن لا أكـون كذبته فأهلك كماهلك الذين كذبوا فإن الله قال للـذيـن كذبوا حين أنزل الوحي شرما قال لأحد فقال الله تبارك وتعالى – :﴿سيـحـلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم﴾ إلى قوله ﴿فإن الله لايرضىٰ عن القوم الفاسقين﴾

কা'ব ইবনে মালেকের পরীক্ষা

অনুবাদ : হযরত কা'ব র. বলেন, তাবুক যুদ্ধ ব্যতীত কোন যুদ্ধে আমি রসূল স. থেকে পেছনে থেকে যাইনি। হ্যাঁ বদর যুদ্ধে পেছনে ছিলাম। আর বদর যুদ্ধে অনুপস্থিত কাউকে তিরস্কার করা হয়নি। বদর যুদ্ধ সংগঠিত হওয়ার কারণ হলো রসূল স. মদীনা থেকে কেবল বের হলেন। কুরাইশ এর এক কাফেলার উদ্দেশ্যে অবশেষে আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে এবং শত্রুকে সমবেত করেছেন পূর্বপ্রতিশ্রুতি ছাড়া। আমরা যখন ইসলাম ধর্ম কবুল করে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি, তখন লাইলাতুল আকাবা তথা আকাবার রাতে রসূলের স. এর সাথে আমি উপস্থিত হয়েছি। যে রাত্রে আমরা ইসলামের উপর অবিচল থাকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছি। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ আমার কাছে তেমন প্রিয় নয়। যদিও আকাবার রাতের চেয়ে বদর যুদ্ধের আলোচনা মানুষের মাঝে খুব প্রবল। হযরত কা'ব বিন মালিক র. বলেন, ঐ যুদ্ধে আমার অংশগ্রহণ সংক্রান্ত খবর হল, আমি সে সময়ের চেয়ে কখনো অধিক শক্তিশালি ও ধনী ছিলাম না যখন আমি ঐ যুদ্ধে রসূল স. থেকে পেছনে রয়ে গেলাম। তাবুক যুদ্ধের পূর্বে কখনো আমার কাছে দুটি বাহন একত্রে ছিল না। তবে আমি ঐ যুদ্ধে দুটি বাহন সংগ্রহ করেছি। রসূল স. যে কোন যুদ্ধের প্রতিজ্ঞা করলে হুবহু তা প্রকাশ করতেন না; বরং অন্য একটার ইচ্ছা ব্যক্ত করতেন। কিন্তু রসূল স. এই যুদ্ধ (তাবুক যুদ্ধ) পরিচালনা করেছেন প্রচণ্ড গরমে এক দীর্ঘসফর, মরুভূমি, পানিশূন্য এলাকা ও অনেক শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাই মুসলমানদের সামনে তাদের যুদ্ধে যাওয়ার বিষয়টা ব্যক্ত করেছেন, যাতে তারা যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে। তিনি তাদের সে পথের কথাও ব্যক্ত করেছেন যে পথে তিনি যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন। রসূল স. এর সাথে মুসলমান সংখ্যাই এত বেশী ছিল যে, রেজিস্টারী খাতায় তাদের লিপিবদ্ধ

করাও দুষ্কর ছিল। কা'ব র. বলেন, এ যুদ্ধে কেউ অদৃশ্য বা অনুপস্থিত হতে চাইলে তা সম্ভব হত, যতক্ষণ না সে ব্যাপারে রসূল স. এর উপর ওহী নাযিল হত। আর রসূল স. এমন সময় ঐ যুদ্ধ পরিচালনা করেন যে সময় ফল পেকেছে এবং তীব্র গরমের কারণে ছায়া সুস্বাদু হয়েছে। রসূল স. মুসলমানসহ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছেন। অতঃপর আমি ঊষাকালে বের হই তাদের সাথে প্রস্তুতি নেয়ার জন্যে। অতঃপর আমি ফিরে আসি যে অবস্থায় কিছুই সম্পাদন করতে পারিনি। অতএব, মনে মনে আমি বলছি, আমি প্রস্তুতি নিতে সক্ষম হবো। এভাবে আমার অবস্থা চলতে থাকে। অবশেষে প্রস্তুতি দ্রুত সম্পন্ন হলো। এরপর মুসলমানগণসহ রসূল স. সকালে রওয়ানা হলেন। অথচ আমি কোনই প্রস্তুতি নিতে পারিনি। মনে মনে ভাবলাম আমি এদের এক দিন বা দু'দিন পর প্রস্তুতি শেষ করবো, এরপরে তাদের সাথে যুক্ত হব। তারা মদীনা ত্যাগ করার পর আমি প্রস্তুতি নেয়ার জন্য বের হলাম। এবারো কোন প্রস্তুতি ছাড়া ঘরে ফিরে আসলাম। পরদিন প্রস্তুতি নিতে পারলাম না। অবশেষে তারা দ্রুত চলে গেল। এদিকে যুদ্ধ নির্ধারিত সময় হতে বিলম্ব হয়ে গেল। আমি রওয়ানা হয়ে তাদের সাথে মিলিত হওয়ার প্রতিজ্ঞা করলাম। যদি আমি তখনই রওয়ানা দিতাম! কিন্তু আমার জন্য তা হলো না (আমি বের হতে পারিনি)। রসূল স. তাবুক যুদ্ধে গমন করার পর আমি যখন মানুষের মাঝে বের হতাম এবং ঘুরতাম তখন আমাকে একটা জিনিস চিন্তিত করত, তাহলো আমি কেবল মদীনায় দেখতাম কতক মুনাফিক কিংবা দুর্বল লোক যাদেরকে আল্লাহ তাআলা মাযূর (অক্ষম) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। রসূল স. তাবুক পৌঁছা পর্যন্ত পথে আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবুক প্রান্তরে সাহাবাদের সাথে বসা অবস্থায় তিনি বললেন, কা'ব কি করল? বনু সালমার এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসুলাল্লাহ! তার চাদরের দু'পার্শ্ব এবং দুস্কন্ধে তার দৃষ্টি তাকে আটকে রাখল (এ কারণে সে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি)। মাআয বিন জবল র. বললেন, তোমার মন্তব্য কতো যে মন্দ। (মন্তব্য ঠিক হয়নি) আল্লাহর কসম ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমরা তার সম্পর্কে ভালো ধারণাই পোষণ করি। রসূল স. তাতে নীরব রইলেন।

কা'ব বিন মালিক র. বলেন, আমার কাছে যখন রসূল স. তাবুক রণাঙ্গন থেকে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করার সংবাদ পৌঁছল তখন চিন্তা আমাকে স্পর্শ করল। মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণের সংকল্প করলাম, আর ভাবতে লাগলাম,

আগামীকাল কী ওযর বলে তার ক্ষোভ থেকে পরিত্রাণ পাবো। এ ব্যাপারে আমার পরিবারের বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে সাহায্য নিলাম। যখন বলা হলো, রসূল স. আগমন করেছেন, তখন আমার কাছ থেকে সকল মিথ্যা সংকল্প বিলুপ্ত হয়ে গেল। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি কখনো মিথ্যামিশ্রিত কোনো কথা তার সামনে বলে তার ক্ষোভ থেকে মুক্তি পাবো না। তাই আমি তার সাথে সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করলাম। এদিকে রসূল স. এসে পৌঁছলেন এবং রীতি অনুযায়ী সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি মসজিদে গমন করে প্রথমে দু রাকাত নামায পড়লেন। এরপর উপস্থিত সাহাবাদের নিয়ে বসলেন। তিনি যখন বসলেন, যুদ্ধে অনুপস্থিত মুসলমানগণ তার সামনে এসে ওযর পেশ করতে লাগল এবং এ প্রসঙ্গে শপথ করতে লাগল। আর তাদের সংখ্যা ছিল আশির অধিক। রাসূল স. তাদের প্রকাশ্য ওযর কবুল করলেন। তাদেরকে বাইয়াত করালেন এবং তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চাইলেন। তাদের দিলের গোপন কথাগুলো আল্লাহর দরবারে সোপর্দ করলেন। অতঃপর আমি তার দরবারে আসলাম এবং তাকে সালাম করলাম। তখন তিনি ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় মুসকী হাসলেন। এরপর বললেন, এখানে আস। আমি এসে তার সামনে বসে গেলাম। তিনি আমার থেকে জিজ্ঞাসা করলেন কি কারণে তুমি যুদ্ধ হতে পেছনে রয়ে গেছ? তুমি বাহন ক্রয় করেছ না? আমি বললাম, হ্যাঁ! আল্লাহর শপথ আমি যদি আপনি ছাড়া দুনিয়াবাজ লোকের কাছে বসতাম তখন আপনি লক্ষ্য করতেন, কোন ওযর পেশ করে তার ক্ষোভ থেকে বেরিয়ে আসছি। আল্লাহ তাআলা আমাকে বাকপটুতা দান করেছেন। কিন্তু আমি জানি, আজ যদি আপনার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যে আমি কোন মিথ্যা বলি, তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আমার উপর আপনাকে ক্ষুব্ধ করে দিবেন। আর যদি আমি সত্য কথা বলি তাহলে আপনি আমার উপর রাগান্বিত হবেন, তবে আমি তাতে আল্লাহ তাআলার ক্ষমার আশা করতে পারি।

আল্লাহর কসম, আমার কোন ওযর ছিল না। যে দিন আমি তাবুক যুদ্ধে আপনার সাথে যাওয়া থেকে পেছনে থেকেছিলাম সেদিনের তুলনায় আমি কখনো শক্তিশালী ও সামর্থবান ছিলাম না। রসূলুল্লাহ স. বললেন, যদি এটা হয় তাহলে সে সত্য বলেছে। অতএব, তুমি এখান থেকে উঠে যাও, (তোমার সাথে কোন সম্পর্ক নেই) তোমার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলার কোন ফায়সালা আসা পর্যন্ত। এরপর আমি মজলিস থেকে উঠে গেলাম। বনু সালমা গোত্রের

লোকেরা মজলিস ত্যাগ করে আমার পিছু নিলেন এবং আমাকে বললেন, আল্লাহর কসম আমরা জানি না যে, আপনি ইতিপূর্বে কোন অপরাধ করেছেন। আর আপনি রসূল স. এর কাছে ওযর পেশ করতে অবশ্যই অক্ষম হয়ে গেছেন যেভাবে অন্যান্য পেছনে থাকা লোকেরা রসূল স. এর কাছে ওযর পেশ করেছিলেন। অথচ রসূল স. এর ইসতিগফারই আপনার অপরাধের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেতো। তারা বরাবরই এই ব্যাপারে আমাকে ভর্ৎসনা করছেন। অবশেষে আমি প্রতিজ্ঞা করলাম রসূল স. এর কাছে প্রত্যাবর্তন করে ওযর পেশ করবো। তবে আমি নিজেকে মিথ্যারূপ করলাম। এরপর তাদেরকে বললাম, আমার মতো কেউ রসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেছে? তারা বললেন, হ্যাঁ আপনার মত দু'জন লোক রসূলের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। আপনার মতই ওযর পেশ করেছেন। রসূল স. আপনার মতো তাদেরকে বলেছেন। আমি বললাম, তারা কারা? তারা বললেন, মারারা বিন রাবী আল্ আমরবী ও হেলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী। তারা আমার কাছে এমন দুই সৎ ব্যক্তির আলোচনা করলেন যারা বদর যুদ্ধে শরিক ছিলেন এবং যাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ আছে। তাদের নাম শোনার পর এভাবে রইলাম। রসূল স. মুসলমানদেরকে পেছনে থাকা লোকদের মধ্যে আমরা তিন জনের সাথে কথা বলতে নিষেধ করেছেন। অতঃপর লোকেরা আমাদের কাছ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তারা সকলে আমাদের ব্যাপারে পরিবর্তন হয়ে গেল। এমনকি ভূ-পৃষ্ঠ আমার অপরিচিত মনে হলো। যে ভূ-পৃষ্ঠ আমি চিনি সেটা নয়। আমি এভাবে পঞ্চাশ রাত অতিবাহিত করলাম। আর আমার দুই সাথী তারা ঘরে বসে কাঁদছে। আমি যেহেতু সবচেয়ে বড় যুবক ও বিচক্ষণ, ঘর হতে বের হই এবং মুসলমানদের সাথে মসজিদে নামায পড়ি, বাজারে ঘোরাফেরা করি। কিন্তু আমার সাথে কেউ কথা বলে না। নামায শেষে রসূল স. সাহাবাদের নিয়ে বসলে আমি তাকে সালাম করি এবং মনে মনে ভাবি সালামের উত্তর দেয়ার জন্য তিনি ঠোঁট নাড়া দেন কি না? এরপর তার নিকটে নামায পড়ি, নামাযে চোখের কোণা দিয়ে দেখি, তিনি আমার দিকে তাকান কি না? আমি যখন নামাযে ব্যস্ত হয়ে যায় তখন তিনি আমার দিকে তাকান, আর আমি যখন তার দিকে তাকাই তখন বিমুখ হয়ে যান। এভাবে যখন আমার উপর মানুষের কঠোরতা ও সম্পর্কহীনতা দীর্ঘ হয়ে গেল তখন আমি হাঁটতে হাঁটতে আবু কাতাদার বাগানের দেয়াল পার হলাম। তিনি আমার চাচাতো ভাই এবং

আমার সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি। তাকে সালাম করলাম। আল্লাহর কসম! সে আমার সালামের জবাব দেননি। আমি বললাম, হে আবু কাতাদা! আমি আল্লাহর দোহাই দিয়ে বলছি তুমি কি জান- আমি আল্লাহ ও তার রসূলকে ভালোবাসি? তিনি নীরব রইল। কোন উত্তর দিলো না। পুনরায় তার কাছে পূর্বের কথা বললাম। এবারো সে নীরব রইল। আবারও তাকে ঐ কথা বললাম। তখন সে বলল, আল্লাহ ও তার রসূলই ভাল জানেন।

অতঃপর আমার দু'নয়ন অশ্রুসজল হয়ে গেল। অবশেষে দেয়াল টপকে ফিরে আসলাম। কা'ব ইবনে মালিক র. বললেন, একদা আমি মদীনার বাজারে হাঁটছি, হঠাৎ মদীনায় খাদ্যপণ্য বিক্রি করার জন্য আগত কৃষকদের একজন বলে বেড়াচ্ছে, কা'ব ইবনে মালিককে চিন? লোকেরা তাকে আমার প্রতি ইশারা করতে লাগল। অবশেষে সে আমার কাছে আসল এবং গাস্সানী বাদশার একটি চিঠি আমাকে দিল। সেখানে নিম্নলিখিত বিষয় বিদ্যমান। পর সমাচার এই যে, আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, আপনার সঙ্গী নাকি আপনার সাথে দুর্ব্যবহার করেছে। অথচ আল্লাহ তায়ালা আপনাকে ধ্বংস ও লাঞ্ছনাকর স্থানে রাখেননি। আমাদের কাছে আপনি চলে আসুন, আমরা আপনাকে সাহায্য করবো। আমি যখন তা পড়লাম তখন বললাম, এটাও আরেকটা পরীক্ষা। আমি ঐ পত্র চুলায় নিক্ষেপ করার প্রতিজ্ঞা করলাম। অতঃপর তাতে তা জ্বালিয়ে ফেললাম। এ অবস্থায় পঞ্চাশ দিনের মধ্যে যখন চল্লিশ রাত অতিবাহিত হয়ে গেল তখন হঠাৎ রসূল স. এর প্রেরিত দূত আমার নিকট এসে বললেন, রসূল স. আপনাকে আদেশ করলেন যে, আপনি স্বীয় স্ত্রী হতে যেন আলাদা থাকেন। তখন আমি বললাম, আমি কি তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করবো, না অন্য কিছু করব? তিনি বললেন, বিচ্ছেদ নয়; বরং তার থেকে আলাদা থাকবেন তথা তার কাছে যাবেন না। আমার অপর দুইটি সঙ্গীর নিকট অনুরূপ ফরমান পাঠালেন। এরপর স্বীয় স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার পিতার বাড়ীতে চলে যাও। এ ব্যাপারে আল্লাহর কোনো ফায়সালা না আসা পর্যন্ত তুমি সেখানে থাকো। কা'ব বললেন হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রসূল স. এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় হেলাল ইবনে উমাইয়া অতিবৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তার কোন খায়েস নেই, আমি তার খেদমত করলে আপনি কি তা অপছন্দ করবেন?

হুযুর বললেন, না। তবে সে যেন তোমার নিকট না আসে। তিনি

বললেন, আল্লাহর কসম! তার তেমন এ ধরনের বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ নেই। তার সম্পর্কে যে দিন আদেশ জারি হয়েছে সেদিন হতে আজ পর্যন্ত তিনি সর্বদা কাঁদছেন। আমাকেও আমার পরিবারের কেউ কেউ বলল, তোমার স্ত্রীর ব্যাপারে তুমি অনুমতির আবেদন কর, যেমনিভাবে হেলালের স্ত্রীর জন্য তার সেবা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি স্ত্রীর ব্যাপারে হুযূরের কাছে অনুমতি চাইবো না। জানি না, অনুমতি চাইলে হুযূর আমার ব্যাপারে কী বলে ফেলেন। আমার খেদমতের প্রয়োজন নেই, যেহেতু আমি যুবক।

এভাবে আরও দশটি রাত পার হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ স. আমাদের কথাবার্তা বন্ধ করে দেয়ার পর পঞ্চাশতম রাত্রটিও পার করে সকালে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামাযের পর আমাদের গৃহের সম্মুখে বসেছিলাম। আমার মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত নাজুক। মনে হচ্ছিলো আমার এখন জীবন ধারণ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। জগৎটি যেন বিশাল প্রশস্ততা স্বত্ত্বেও আমার নিকট অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। এমন সময় হঠাৎ আমি একটি আওয়ায শুনলাম। সালআ পাহাড়ের উপর হতে কে যেন সজোরে চিৎকার করে বললেন, হে কা'ব ইবনে মালেক! খোশখবর গ্রহণ করো। কা'ব বললেন, আমি আল্লাহর দরবারে সিজদায় পতিত হলাম। আমি বুঝতে পারলাম এবার আমার সংকট কেটে গেছে। রসূল স. ফজরের নামাযের পর জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, আল্লাহ আমাদের তাওবা কবুল করে নিয়েছেন। সুতরাং লোকেরা আমার নিকট সুসংবাদ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের জন্য আসতে লাগলো। এক ব্যক্তি তো ঘোড়ায় চড়ে এক দৌঁড়ে আমার নিকট আগমন করলো এবং আসলাম গোত্রের এক ব্যক্তি ছুটে গিয়ে পাহাড়ে উঠলো। তার কথা অশ্বারোহী অপেক্ষা দ্রুততর হলো। তার সুসংবাদ শুনে আমি তখন এমন খুশি হয়েছিলাম যে, আমার পোশাক জোড়া দুটি খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহর শপথ তখন আমার নিকট এই পোশাক ছাড়া অন্য কোন কাপড় ছিলো না। তারপর আমি একজোড়া পোশাক ধার করে নিলাম এবং তাই পরিধান করে রসূল স. এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বের হলাম। পথে দলে দলে লোক আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করছিলো এবং তাওবা কবুল হওয়ার জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলো। তারা বলছিলো, তোমার তওবা কবুল করে আল্লাহ তোমাকে যে পুরস্কৃত করেছেন তজ্জন্য ধন্যবাদ।

কা'ব বলেন, এই অবস্থায় আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। যেখানে রসূল স. উপবিষ্ট ছিলেন। তার চারপাশে লোকেরা তাকে ঘিরে বসেছিলো। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ আমাকে দেখে দৌড়ে এসে মোসাফাহা করলেন এবং ধন্যবাদ জানালেন। মোহাজিরদের মধ্যে আর কেউ এভাবে এসে আমাকে ধন্যবাদ জানাননি। আল্লাহ সাক্ষী, আমি কোনোদিন তার ইহসান বিস্মৃত হবো না। কা'ব বলেন, তার পর আমি রসূল স. কে সালাম করলাম। তখন খুশিতে তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রসূল স. বললেন, হে কা'ব আজকের দিনটি তোমার জন্য কল্যাণময় হোক। যা তোমার জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত অতীত দিনগুলোর মধ্যে সর্বাধিক উত্তম। কা'ব বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! (এই ক্ষমা) আপনার পক্ষ হতে না আল্লাহর পক্ষ হতে? তিনি বললেন, এটা তো আল্লাহর পক্ষ হতে। আর রসূল স. যখন খুশী হতেন তখন তাঁর চেহারা মোবারক চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে যেতো। আমরা চেহারা দেখে তাঁর খুশি উপলব্ধি করতে পারতাম। তারপর আমি তার সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার তওবা কবুলের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি আমার যাবতীয় ধন-সম্পদ আল্লাহ ও তার রসূলের পথে দান করে দিতে চাই। রসূল স. বলেন, তোমার সম্পদের কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দাও। তাতে তোমার কল্যাণ হবে, আমি বললাম তবে আমি শুধু খাইবারের অংশটুকু আমার জন্য রাখলাম। বাকি সমস্ত কিছু আল্লাহ ও তার রসূলের পথে ছদকা করলাম। তারপর আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ এবার সত্য কথা বলার কারণে নাজাত দিয়েছেন। কাজেই আমার এই তওবা কবুল হওয়ার কারণে জীবনে বাকী দিনগুলোতে সত্য কথাই বলে যাবো। আল্লাহর শপথ! আমি জানি না। রসূল স. এর নিকট সত্য কথা বলার কারণে সেদিন হতে আজ পর্যন্ত আল্লাহ তা'য়ালা আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন তেমনটি আর কোনো মুসলমানের উপর করেছেন কিনা। আর রসূলুলাহ স. এর নিকট বলার পর হতে আমি আর কখনো মিথ্যা বলিনি। জীবনের বাকী দিনগুলোতে আল্লাহ আমাকে মিথ্যা হতে বাঁচাবেন বলে আমি আশা করি। আর আল্লাহ তা'য়ালা রসূল স. এর উপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করেছেন "আল্লাহ নবী, মোহাজীর ও আনছারদেরকে মাফ করে দিয়েছেন" হতে "তোমরা সত্যবাদীদের সহযোগী হয়ে যাও" পর্যন্ত। আল্লাহর কসম! ইসলাম গ্রহণ করার পর এর তুলনায় বড় আর কোন অনুগ্রহ আমার উপর হতে দেখিনি যে, রসূল স. এর

সামনে সত্য বলার তাওফিক এনায়েত করে আমাকে বিনাশপ্রাপ্তি হতে রক্ষা করা হয়েছে। অন্যথায় অন্য মিথ্যাবাদীদের মতো আমিও ধ্বংস হয়ে যেতাম। কারণ ওহী যখন নাযিল হচ্ছিল তখন যারা মিথ্যা বলেছিলো তাদের সম্পর্কে আল্লাহ যে ভয়ানক কথা বলেছিলেন তা আর কারো ব্যাপারে বলেননি। মহান আল্লাহ বলেছিলেন, "এরা মিথ্যা শপথ করবে যাতে তুমি তাদেরকে মাফ করে দাও, কিন্তু তাদের স্থান হল জাহান্নাম" হতে "কেননা আল্লাহ ফাসেকদের প্রতি কখনো খুশি হতে পারেন না" পর্যন্ত।

শব্দবিশ্লেষণ :

لم أتخلف : আমি পেছনে থাকিনি।
تخلف القوم তাদের থেকে পিছিয়ে পড়ল। تخلف عنهم লোকদের পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। خلف عن أصحابه সঙ্গীদের থেকে পিছিয়ে পড়ল। خلف فلانا অমুককে পেছন থেকে ধরল বা তার স্থলবর্তী হলো।

تواثقنا : ইসলাম গ্রহণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলাম।
تواثق القوم একমত হয়ে পরস্পর অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। وثق بفلان ثقة অমুকের প্রতি আস্থা পোষণ করল। ভরসা করল। (ح،ض) وثق الرجل সুস্থির হলো। শক্তিশালী হলো। সুদৃঢ় হলো। وثق الامر দৃঢ় ও মজবুত করল। وثق الرجل লোকটিকে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাভাজন বলল।

أيسر : ধনী أيسر، ايسارا সচ্ছল হলো। ধনী হলো। বিত্তশালী হলো। يسر يسرا (ك) -يسر الأمر يسرا- সহজ হলো। কোমল হলো। অনুগত হলো। (ض) সীফাতের সীগাহ يسير সহজ। কম। مُوْسِرٌ ধনী ব্যক্তি। বহুবচন مياسير।

ورى : (تفعيل) গোপন করল। ورى عن كذا মনে মনে অমুক বিষয়ের ইচ্ছাপোষণ করে অন্য কিছু প্রকাশ করল। ورى الرجل وريا(ض) লোকটির ফুসফুস আক্রান্ত করল। ফুসফুসে আঘাত করল। ورى القيح جوفه পুঁজ তার উদর নষ্ট করল।

مفاز : পানিশূণ্য প্রান্তর। ব্যবহার فوز الراعى بابله مفاوز। উট

পালিয়ে মরুপ্রান্তর অতিক্রম করল। الـفـازة দুই স্তম্ভের তাঁবু। ছাতা। الـمفازة সফলতা বা নিস্কৃতির কারণ। ধ্বংস। পানিশূন্য প্রান্তর। বহুবচন مفاوز، مفازات

فجلّى : অতঃপর প্রকাশ করলেন। جلى عن ضميره মনের কথা প্রকাশ করল। جلى بنظره দৃষ্টি নিক্ষেপ করল। جلى فلانا وعن فلان الأمر(ن) অমুক থেকে বিষয়টি দূর করল। جلا عن بلده ومنه جلا جلاء (ن) প্রকাশ পেল। সুস্পষ্ট হলো। দেশান্তর হলো। স্বদেশ ত্যাগ করল। جلى جلاء جلوا الامر সুস্পষ্ট করল। প্রকাশ করল।

أهبة : উপকরণ। সরঞ্জাম। ব্যবহার أخذ للسفر أهبته সে সফরের সামান নিল। أهّب، تأهّب لأمر কোন বিষয়ের প্রস্তুতি নিল। الاهاب একবচন। বহুবচনে أَهَبٌ، أُهُبٌ، اهِبَةٌ চামড়া। কাঁচা চামড়া।

يتمادى : আমার এই অবস্থা অব্যাহত থাকে। تمادى في غيه একগুঁয়েমি করে ভ্রষ্টতায় আঁকড়ে থাকল। تمادى في الأمر চূড়ান্ত সীমানায় উপনীত হলো। تمادى بنا السفر আমাদের সফর দীর্ঘ হলো। مادى فلانا অমুককে অবকাশ দিল। فلان لايماديه أحد অমুকের সাথে কেউ পাল্লা দিতে পারে না।

تفارط : যুদ্ধ নির্ধারিত সময় হতে বিলম্ব হয়ে গেল। تفارط দ্রুত অগ্রসর হলো। تفارط القوم প্রতিযোগিতা করে ছুটল। অগ্রসর হলো। تفارط الشيئ বস্তুটির সময় বিলম্বিত হল। تفارط الصلوٰة عن وقتها নামাযের ওয়াক্ত নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বিত হল। تفارطه الهموم দুশ্চিন্তাসমূহ তাকে ঘিরে ধরল।

هممت : প্রতিজ্ঞা করলাম। هم الامر فلانا هَمًّا، مُهَمَّة (ن) উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত করল। هم اللبن দুধ দোহন করল। هم هما بالشيئ : বস্তুটির ইচ্ছা করল বা চাইল। তার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প করল। هم الرجل همامة، هُمُوْمَةً অতিবৃদ্ধ হল। هم

একবচন। বহুবচনে هموم ইচ্ছা। সংকল্প। চিন্তা। দুঃখ। همة একবচন। বহুবচনে هِمّات সাহস। ইচ্ছা। সংকল্প। আশা।

مغموصا عليه النفاق :

মোনাফেকীর অভিযোগে অভিযুক্ত। غمصه غمصا(ض،س) তাকে তুচ্ছ করল। হেয় করল। غمص النعمة নেয়ামতের না-শোকরী করল। غمص عليه তার নামে/ বিরুদ্ধে মিথ্যা বলল। غمص عليه كلامه তার বিরুদ্ধে তার কথার সমালোচনা করল।

عَذَرَ : অপরাধ ক্ষমা করেছেন। عذره عُذْراً، مَعْذَرَةً (ض) তার অজুহাত গ্রহণ করল। ক্ষমা করল। عذر عَذْراً عُذْراً(ض) তার অপরাধ ও দোষত্রুটি অধিক হল।

فى عِطْفَيْهِ : তার দুই পার্শ্বে তার দৃষ্টি। ব্যবহার عطفاالرجل তার দুই পার্শ্ব। বহুবচনে اعطاف، عِطَاف، عُطُوف যেমন বলা হয়, هو ينظرفى عطفيه সে অহংকারী।

ثنى عنى عطفه: সে আমার থেকে পার্শ্ব ফিরাল। আমাকে উপেক্ষা করল। مرّثانى عطفه অহঙ্কারের সাথে ঘাড় বাঁকিয়ে চলল।

من سخطه : তার ক্ষোভ থেকে। অসন্তোষ। ক্রোধ। سخط عليه واليه(س) তার উপর অসন্তুষ্ট হলো।

زاح : দূরীভূত হলো। زاح زوحا، زواحا، عن المكان (ن) দূরে সরে বা চলে গেল। زاحت العلة রোগ সরে গেল। زاح زوحا الابل উটপালকে বিক্ষিপ্ত করল। একত্রিত করল।

فاجمعتُ : অতএব, আমি তার সাথে সত্য বলার প্রতিজ্ঞা করলাম। أجمع القوم على كذا - একমত হল। اجمع ماكان متفرقا একত্রিত করল। أجمع الامروعلى الامر বিষয়টিতে দৃঢ়সংকল্প হল।

سرائرهم : তাদের গোপন কথাসমূহ বা মনের ইচ্ছাসমূহ। سريرة একবচন। গোপন কথা। রহস্য। নিয়ত। মনের ইচ্ছা। বলা হয়, هوطيب السريرة সে সরল ও নিষ্কলুষ মনের অধিকারী।

تجد على : আপনি আমার উপর রাগান্বিত হবেন। وجد وَجْداً جِدَةً পুনরায় লাভ করল। পেল। وجداناً ، وجد عليه وجداً موجدة তার প্রতি ক্রুদ্ধ হল। অভিমান করল। (ض)

يؤنبوننى : তারা আমাকে কঠোর ভর্ৎসনা করতে লাগল। أنّبه তাকে কঠোর ভর্ৎসনা করল। الأنّب বেগুন। الأنـاب মিশক। মৃগনাভী। একপ্রকার সুগন্ধি।

الأسوة : সান্তনা লাভের বিষয়। আদর্শ। অনুসরণ। নমুনা। ২য় অর্থ উদ্দেশ্য। বহুবচনে أُسًى ، إِسًى - اسوة حسنة - উত্তম আদর্শ। মহৎ চরিত্র।

فاستكا : অতঃপর তারা নম্র হয়ে গেল। استكان استكانة لفلان - তার অনুগত হয়ে গেল। তার প্রতি বিনয় নম্রতা প্রকাশ করল।

أجلدهم : আমি তাদের চেয়ে বেশি শক্তিশালী ছিলাম। جلد جلادة ، جُلودة، مجلودة (ك) শক্তিশালী হলো। ধৈর্য্যশীল হল। جلده على الامر(ض) তাকে বিষয়টিতে বাধ্য করল।

فأسارقه : অতঃপর আমি তার দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকাই। سارقه النظر: একে অন্যের দিকে চোরা দৃষ্টিতে তাকাল। سارق النظر اليه তার দিকে তাকানোর জন্য তার অসতর্কতার অপেক্ষা করল। تسرق একটু একটু চুরি করল। سرّقه الشيئ তার থেকে বস্তুটি চুরি করল।

تسوّرتُ : অবশেষে দেয়াল টপকালাম। تسور الحائط দেয়ালে চড়ল। দেয়াল টপকাল। تسور হাতের কঙ্কণ/ বালা পরিধান করল।

أنشدك : হে আবু কাতাদা! তুমি আল্লাহর নামে শপথ কর। نشد نشداً نشدانا نشدة - সন্ধান করল। نشد فلانا ভালোভাবে চিনল। نشده الله وبالله (ن،ض) তাকে আল্লাহর নামে শপথ করতে বলল। أنشد الضالة হারানো বস্তু সন্ধান করতে লাগল। হারানো বস্তু সম্পর্কে ঘোষণা করল। أنشد الشعر তাকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনাল। أنشد بالقوم লোকদের কুৎসা গাইল। নিন্দা করল।

نَبَطِيٌّ : একবচন। বহুবচনে أنبـــــاط ইরাক ও সিরিয়ার সীমান্তে বসবাসকারী। অনারব জাতি বিশেষ।

غسان : একটি কূপের নাম যেখানে আয়াদ গোত্রের লোকেরা পানি নেয়ার জন্য অবতরণ করেন। ফলে তাদেরকে ওই কূপের প্রতি নিসবত করা হয়। বনু জাপনাহ ঐ কওমের একটি শাখা। غسان القلب বলা হয়। অর্থ- হৃদয়ের গভীরতম অংশ।

فتيممت : অতঃপর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। تيـــمـــم সংকল্প করল। ইচ্ছা করল। তায়াম্মুম করল। ১ম ও ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

نواسك : আমরা তোমাকে সহযোগিতা করব। مواساة সহানুভূতি করা। যেমন বলা হয়, آسى مواساة الرجل فى ماله তার প্রতি আর্থিক সহানুভূতি করল। اسيته بنفسى তাকে নিজের সমকক্ষ মনে করলাম।

التنور : চুলা। তন্দুর। উনুন। ভূ-পৃষ্ঠ। ১ম ও ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

فسجرته بها: অতঃপর আমি তা চুলাতে প্রজ্জ্বলিত করলাম। سجر التنور(ن) চুলা প্রজ্জ্বলিত করল। গরম করল। سجر الماء النهر পানি নদী ভরে ফেলল। سجّر الماء পানি উৎসারিত করল।

أوفى : পাহাড়ের উপর থেকে উঁকি দিল। اوفى بالوعد প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করল। أوفى الكيل মাপ পূর্ণ করল। اوفى المكان স্থানটিতে আগমন করল। আসল। أوفى على المكان উপর থেকে উঁকি দিল। এই অর্থই উদ্দেশ্য।

ركض الى : আমার প্রতি দৌঁড়ে আসল। ركـــض ركـــضـــا (ن) পা দ্বারা আঘাত করল। ركض الفرس برجليه দৌড়াবার জন্য ঘোড়াকে পদাঘাত করল। ركض الطائر بجناحيه পাখী ডানা ঝাপটালো। এখানে দৌড়ে আসা উদ্দেশ্য।

يهرول : দ্রুত হেঁটে আসছে। هرول দ্রুত হাঁটল।

انخلع : আমি বের করব। انـــخـــلـــع الشيئ স্ব-স্থান থেকে সরে গেল। উপড়ে গেল।

مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال عمرو بن ميمون إني لقائم ما بيني وبينه - يعني عمر - إلا عبدالله بن عباس (رضي الله عنهما) غداة أصيب وكان إذا مرّ بين الصفين قال استووا، حتى إذا لم يرفيهن خللا تقدم فكبّر وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أونحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبّر فسمعته يقول :

قتلني أو أكلني الكلب.

حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لايمرّ على أحد يمينا ولاشمالاً إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة.

فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساً فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه.

وتناول عمر (رضي الله عنه) يدعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقدّمه (أي للإمامة) فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لايدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر، وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبدالرحمن بن عوف صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال عمر :

يا ابن عباس! انظر من قتلني؟

قال : فجال (ابن عباس) ساعة ثم جاء فقال :

غلام المغيرة.

قال الصنع ؟ قال نعم.

قال قاتله الله لقد أمرت به معروفاً.

الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدّعي الإسلام ، قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة.

وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال ابن عباس رضي الله عنهما ان شئت فعلت (أي إن شئت قتلنا).

قال : كذبت بعد ما تكلموا بلسانكم ، وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته رضي الله عنه فانطلقنا معه قال : وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول : لابأس.

وقائل يقول : أخاف عليه.

فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشرب فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت.

فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه ، وجاء رجل شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنين ! ببشرى الله ، لك من صحبة رسول الله ﷺ وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت ثم شهادة.

قال : وددت أن ذلك كان كفافاً لاعلى ولالى ، فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض فقال : رُدُّوا علىّ الغلام.

فقال يا ابن أخي! أرفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك واتقى لربك.

– ياعبدالله بن عمر! انظر ماعليّ من الدين؟

فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أونحوه قال إن وفى له مال آل عمر فأدّه من أموالهم، وإلا فسَلْ في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش، ولاتعدهم إلى غيرهم فأدّعني هذاالمال.

انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام ، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا، وقل: يستأذن عمربن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه.

قال: فسلم فاستأذن ثم دخل عليهافوجدها قاعدة تبكي فقال: – يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت : كنت أريده لنفسي ولأوثرت له اليوم على نفسي.

فلما أقبل قيل: هذا عبدالله بن عمر قد جاء.

فقال : ارفعوني فأسنده رجل إليه.

فقال: ما لديک ؟

قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين ، قدأذنت.

فقال : الحمد لله ، ماكان شيئ أهمّ إليّ من ذٰلک ، فإذا أنا قبضت فاحملوني ثم سلم فقل : يستأذن عمربن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابرالمسلمين وجاء ت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها والنساء تسيرمعها، فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاء ها من الداخل، فقالوا :

أوص يا أميرالمؤمنين ! استخلف.

قال ما أجد أحدا أحق بهذا الأمر من هٰولاء النفرأوالرهط الذين توفّي رسول الله ﷺ وهو عنهم راض.

فسمّى عليا وعثمان والزبيروطلحة وسعدا وعبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم وقال :

يشهدكم عبدالله بن عمر، وليس له من الأمر شيئ (كهيئة التعزية له) فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاک، والا فليستعن به أيكم ما أمّر، فإني لم أعزله من عجزولاخيانة.

وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصارخيراً ـ الذين تبوؤوا الداروالإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم وأن يعفي عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصارخيرا فإنهم رِدءُ الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لايؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشي أموالهم وترد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله ﷺ أن يوفي لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولايكلفوا إلاطاقتهم.

فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبدالله بن عمر.

قال : يستأذن عمربن الخطاب، قالت (أي عائشة) :

أدخلوه فأدخل، فوضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبدالرحمن :

اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم.

قال الزبير : قد جعلت أمري إلى عليّ.

وقال طلحة : قد جعلت أمري إلى عثمان.

وقال سعد : قد جعلت أمري إلى عبدالرحمن بن عوف.

فقال له عبدالرحمن : أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه.

فأسكت الشيخان، فقال عبدالرحمن : أفتجعلونه إليّ ؟ والله عليّ أن لا آلو عن أفضلكم.

قالا : نعم.

فأخذ بيد أحدهما فقال : لك قرابة من رسول الله ﷺ والقدم في الإسلام ماقد علمت فالله عليك لئن أمّرتك لتعدلن ولئن أمّرت عثمان لتسمعن ولتطيعن.

ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فلما أخذ الميثاق قال : ارفع يدك ياعثمان ! فبايعه فبايع له عليّ (رضى الله عنه) وولج أهل الدار فبايعوه.

হযরত ওমর বিন খাত্তাব র. এর নিহত হওয়ার ঘটনা

অনুবাদ : আমর বিন মায়মুন বলেন, ওমর যেদিন প্রত্যুষে শাহাদাত বরণ করলেন, সেদিন আমি মসজিদে তার এতো নিকটে দাঁড়ানো ছিলাম যে, আমার ও তার মাঝে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ছাড়া আর কেউ ছিলো না। ওমর র. এর নিয়ম ছিল, যখন তিনি নামাযে দুকাতারের মাঝ দিয়ে চলতেন, তখন বলতেন, কাতার সোজা করুন। যখন কাতারের মধ্যে কোন ধরনের এলোমেলো অবস্থা আর দেখতেন না, তখন সামনে এগিয়ে গিয়ে তাকবীরে (তাহরীমা) বলতেন। অধিকাংশ সময় তিনি (ফজরের) প্রথম রাকাআতে সূরা ইউসূফ কিংবা সূরায়ে নাহল অথবা অনুরূপ কোন দীর্ঘ সূরা পাঠ করতেন।

যাতে লোকেরা অধিকসংখ্যায় জামাতে শরীক হতে পারে। (একদিন) তাকবীর বলার পরপরই আমি তাকে বলতে শুনলাম:

একটি কুকুর আমাকে হত্যা করেছে কিংবা (বললেন) দংশন করেছে।

(হত্যাকারী) গোলামটি ছুরি হস্তে তড়িঘড়ি করে পালাবার পথে গেলে ডানে-বামে যাকে পেল তাকেই (ছুরি) দিয়ে আঘাত করল। এভাবে সে তেরো জন লোককে ছুরিকাঘাত করল। এদের মধ্যে সাত জনের তৎক্ষনাৎ মৃত্যু হল।

এটি দেখে একজন মুসলমান তার লম্বা আকৃতির টুপিটি গোলামটির প্রতি নিক্ষেপ করল। যখন গোলামটি বুঝতে পারল যে সে ধরা পড়ে গেছে, তখন সে আত্মহত্যা করল।

ওমর র. আব্দুর রহমান ইবনে আওফের হস্ত ধারণ করে তাকে সামনে ঠেলে দিলেন। ওমর র. এর নিকটবর্তী যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক কিছুই বুঝে উঠতে পারলো না যে, তারা ওমর র. এর কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছিলো না। তখন তারা বলতে লাগল, সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তাদেরকে নিয়ে তাড়াতাড়ি নামায সমাপ্ত করে দিলেন। যখন লোকজন নামায সমাধা করল, তখন ওমর র. বললেন:

হে আব্বাস! দেখ তো আমাকে কে ছুরিকাঘাত করল?

তিনি কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরেফিরে দেখলেন। তারপর প্রত্যাবর্তন করে বললেন,

মুগীরার গোলাম আপনাকে ছুরিকাঘাত করেছে।

ওমর র. বললেন, সে কারিগরটি? ইবনে আব্বাস র. বললেন হ্যাঁ।

ওমর র. বললেন, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করুন। আমি তো তাকে ভাল কথাই বলেছিলাম।

আল্লাহর অশেষ শুকরিয়া যে, তিনি ইসলামের দাবিদার কোন লোকের হস্তে আমার মৃত্যু ঘটাননি। (হে ইবনে আব্বাস!) তুমি এবং তোমার আব্বা (আব্বাস) মদীনায় গোলামের সংখ্যা অধিক হওয়া ভালো মনে করতে।

(এ কারণে) আব্বাসের নিকট গোলামের সংখ্যা সবচেয়ে বেশী ছিলো। তখন ইবনে আব্বাস র. বললেন, যদি আপনি চান তাহলে আমি করব, (অর্থাৎ, আপনি চাইলে আমরা তাদের হত্যা করে ফেলবো।)

ওমর র. বললেন, এটা করলে তুমি ভুল করবে। যখন তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলার দিকে মুখ করে নামায আদায় করে এবং তোমাদের মতো হজ্জ করে। তারপর ওমর র. বাড়ীতে প্রত্যাগমন করলেন।

আমরাও তার সাথে গেলাম। লোকদের অবস্থা এমন হলো যেন ইতোপূর্বে এতোবড়ো মুসীবত তাদের উপর আগমন করেনি। কেউ বললো, ভয়ের কোন কারণ নেই। (তিনি সেরে উঠবেন)।

কেউ বললো, তাঁর ব্যাপারে (বেঁচে থাকার ব্যাপারে) আমি সন্দিহান।

তারপর খেজুরের শরবত আনা হল। তিনি ঐ শরবত পান করার পর তা তাঁর পেট হতে বের হয়ে গেল। তারপর দুধ আনা হল, তিনি দুধ পান করলেন। কিন্তু ঐ দুধ তাঁর পেট হতে বের হয়ে গেল। অতঃপর লোকেরা বুঝতে পারল যে, তাঁর মৃত্যু আসন্ন।

তখন আমরা সকলে তাঁর নিকট গিয়ে হাজির হলাম। অন্যান্য লোকরাও আসতে শুরু করল। সকলে প্রশংসা বর্ণনা করতে লাগল। এমনসময় জনৈক যুবক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনিন! আপনার জন্য আল্লাহর তরফ হতে সুসংবাদ! কেননা আপনি রসূল স. এর সাহচর্য লাভ করেছেন এবং প্রথম দিকেই ইসলাম গ্রহণের গৌরব লাভ করেছেন, যা আপনার নিজেরই জানা আছে। তারপর আপনি খলিফা নির্বাচিত হয়েছেন এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছেন। অবশেষে আপনি শাহাদাতের মর্যাদাও লাভ করেছেন।

ওমর র. বললেন, আমি চাই এসব যেন আমার জন্য সমান হয়ে যায়। আমার আযাবও না হয় এবং ছওয়াবও না হয়। যুবকটি তখন ফিরে চলছে তখন তার পরিহিত লুঙ্গি মাটি কুড়িয়ে নিচ্ছিল। ওমর র. বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ফিরিয়ে আন।

ওমর র. বললেন, হে ভাতিজা! তোমার পরিধেয় বস্ত্র পায়ের গিরার উপর তোলো। কেননা এতে যেন তোমার কাপড় অধিক পরিচ্ছন্ন থাকবে আর (তেমনই) তোমার প্রভুর নিকটও এটি অধিকতর পছন্দনীয়।

হে আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর! (হিসেব করে) দেখ আমার উপর মানুষের কি পরিমাণ ঋণ আছে?

লোকেরা হিসেব করে দেখল ঋণের পরিমাণ ছিয়াশি হাজার দেরহাম অথবা এর কাছাকাছি। ওমর র. বললেন, ওমরের পরিবারের সম্পদ দিয়েই তা পরিশোধ করবে। নতুবা আদী ইবনে কা'বের বংশধরদের নিকট থেকে চেয়ে নিবে। যদি তাদের সম্পদ ঐ ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তবে কোরাইশদের নিকট চেয়ে নিবে। আমার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে এরা ছাড়া আর কারো নিকট হাত বাড়াবে না। (তারপর তিনি বললেন)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা র. এর নিকট যাও এবং বলো ওমর আপনার নিকট সালাম প্রেরণ করেছে। সেখানে গিয়ে আমিরুল মু'মিনীন বলো না। কেননা আজ আর আমি মু'মিনদের আমীর নই। তাকে বলবে খাত্তাবের পুত্র ওমর তার বন্ধুদ্বয় (নবী করীম স. ও আবু বকর র.) এর পাশে সমাহিত হওয়ার জন্য আপনার নিকট অনুমতি চাচ্ছে।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর আয়েশা র. এর নিকট গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তারপর অনুমতি পেয়ে তিনি তার নিকট গেলেন। গিয়ে দেখলেন যে তিনি বসে ক্রন্দন করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর বললেন, খাত্তাবের পুত্র ওমর আপনাকে সালাম প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর বন্ধুদ্বয়ের পাশে সমাহিত হওয়ার অনুমতি চাচ্ছেন।

আয়েশা র. বললেন, এই স্থানটি আমি নিজের জন্য চেয়ে রেখেছিলাম কিন্তু এখন আমি ওমরকে নিজের উপর অগ্রাধিকার দিলাম।

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর প্রত্যাবর্তন করলে বলা হল, "আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর আগমন করেছে"।

এ কথা শুনে ওমর র. বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে নিজের সাথে ঠেস লাগিয়ে বসালেন।

অতঃপর তিনি আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করলেন, কী জবাব নিয়ে এসেছো?

আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর বললেন, হে আমিরুল মু'মিনীন! যা আপনার কাম্য তাই। আয়েশা র. অনুমতি দিয়েছেন।

ওমর র. বললেন, আল্লাহর শুকরিয়া। আমার নিকট এটি হতে অধিক ভাবনার বিষয় আর কিছুই ছিলো না। তারপর বললেন, যখন আমার প্রাণবিয়োগ ঘটবে তখন আমাকে উঠিয়ে আয়েশা র. এর নিকট নিয়ে যাবে। তারপর তাকে সালাম জানাবে এবং বলবে, খাত্তাবের পুত্র ওমর অনুমতি চাচ্ছে। তিনি অনুমতি দিলে আমাকে সেখানে দাফন করবে। আর তিনি আমাকে ফিরিয়ে দিলে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে আমাকে নিয়ে যাবে। অতঃপর উম্মুল মু'মিনীন হাফছাহ্ র. ও তার সঙ্গে অন্যান্য মহিলারাও আসলেন। তাঁদেরকে দেখে আমরা উঠে গেলাম। তারা ওমর র. এর নিকট গমন করলেন এবং তাঁর নিকট বসে কিছুক্ষণ হায়হুতাস করলেন। এসময়ে কয়েকজন লোক (তার নিকট যাওয়ার) অনুমতি চাইলে মহিলাগণ পর্দার আড়ালে চলে গেলেন। আমরা ভেতর থেকে তাদের ক্রন্দনের শব্দ শুনতে পেলাম। লোকেরা বলল,

হে আমীরুল মু'মিনীন! কিছু অসিয়ত (শেষ উপদেশ) দান করুন। কাউকে খলীফা মনোনীত করুন।

তিনি বললেন, আমি খেলাফতের ব্যাপারে সে লোকদের চেয়ে অপর কাউকে অধিক যোগ্য মনে করি না যাদের প্রতি রসূলুল্লাহ স. মৃত্যুপর্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন।

এটি বলে তিনি আলী ,ওসমান, জোবাইর, তালহা, সা'দ ও আব্দুর রহমান বিন আওফের নাম উল্লেখ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন,

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর তোমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবে। দায়িত্ব নেয়ার তার অধিকার নেই। (তিনি এটা বলেছেন তার সান্তনাস্বরূপ।) যদি সা'দ (বিন আবি ওয়াক্কাছ) এর উপর খেলাফতের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তবে সে এ কাজের জন্য সম্পূর্ণ যোগ্য। নতুবা তোমাদের যে কেউ খলীফা নির্বাচিত হলে, সে যেন খেলাফতের কাজে তাঁর নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করে। আমি তাকে অযোগ্যতা বা বিশ্বাসঘাতকতার কারণে বরখাস্ত করিনি। (তার ভিন্ন কারণ ছিল)।

তিনি আরো বলেন, আমার পরবর্তী খলীফা যে হবে, তার প্রতি আমার উপদেশ, সে যেন মুহাজিরদের (যারা বায়আতে রিদওয়ানে উপস্থিত ছিল) অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে ও তাদের মান-সম্ভ্রম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। আমি তাকে (পরবর্তী খলীফাকে) ঐ সকল আনছারদের সাথেও সদাচরণ করার অছিয়ত করছি, যারা মুহাজিরদের (আগমনের) পূর্ব হতেই মদীনায় বসবাস করে আসছে এবং দ্বীনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে। খলীফার উচিত হবে সে যেন তাদের উত্তম লোকদের (উত্তম কাজকে) গ্রহণ ও তাদের মন্দ লোকদের (মন্দকে) ক্ষমা করে। আমি (আমার পরবর্তী) খলীফাদের শহরবাসী মুসলমানদের সাথেও সদাচারণ করার অছিয়ত করছি। কেননা তারাই ইসলামের পৃষ্ঠপোষক, গনীমতের মাল অর্জনকারী ও শত্রু নিধনকারী। তাদের নিকট হতে (রাষ্ট্রীয়ভাবে) যেন কেবল সে পরিমাণ টাকা আদায় করা হয় যা তাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত এবং তাও তাদের সন্তুষ্টি ও অনুমতি নিয়ে। আমি গ্রামবাসীদের সাথেও সদাচরণের অছিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের বুনিয়াদ ও ইসলামের মূল (শেকড়)। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাল নিয়ে তা যেন দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হয়। আমি (পরবর্তী) খলীফাকে আল্লাহ ও তার রসূলের আমানত সম্পর্কেও অছিয়ত করছি। তাদের প্রদত্ত ওয়াদা যেন পুরোপুরি পালন করা হয় এবং তাদের পক্ষাবলম্বন করে

যেন যুদ্ধ করা হয় । আর তাদের সামর্থের অতিরিক্ত (কর চাপিয়ে) যেন তাদেরকে উৎপীড়ন না করা হয়।

অতঃপর তিনি যখন ইন্তেকাল করলেন, তখন আমরা তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর র. গিয়ে আয়েশা র. কে সালাম দিয়ে বললেন,

ওমর ইবনে খাত্তাব আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। আয়েশা র. বললেন, তাঁকে ভেতরে নিয়ে যাও।

তখন তাঁকে ভেতরে নেয়া হল এবং সেখানে তাঁর বন্ধুদ্বয়ের সাথে তাঁকে সমাহিত করা হল। তার দাফন সম্পন্ন হলে উল্লিখিত ছাহাবাগণ (যারা ওমর র. এর দৃষ্টিতে খলীফা হওয়ার যোগ্য ছিলেন) একস্থানে সমবেত হলেন। আব্দুর রহমান ইবনে আওফ বললেন,

খেলাফতের ব্যাপারটি তোমরা তোমাদের মধ্য হতে শুধু তিনজনের উপর ছেড়ে দাও।

তখন জুবায়ের র. বললেন, আমি আমার হক আলী র. কে সমর্পণ করলাম।

তালহা র. বললেন, আমি আমার হক ওসমান র. কে সোপর্দ করলাম।

সা'দ র. বললেন, আমি আমার অধিকার আব্দুর রহমান ইবনে আওফকে প্রদান করলাম।

তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ র. ওসমান র. ও আলীর. কে লক্ষ্য করে বললেন, তোমাদের দু'জনের মধ্যে যে এই খেলাফতের ব্যাপারে অনাগ্রহ প্রকাশ করবে তাকেই আমরা এই দায়িত্ব সোপর্দ করব। অতঃপর আল্লাহ ও ইসলাম হবে তার রক্ষাকবচ। প্রত্যেকের মনে চিন্তা করা উচিত যে, তাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি খলিফা হওয়ার অধিকতর যোগ্য।

একথা শুনে ওসমান র. ও আলী র. উভয়ে নীরব রইলেন। তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ র. বললেন, তোমরা কি ব্যাপারটি আমার উপর ছেড়ে দিচ্ছ? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, তোমাদের মধ্য হতে যোগ্যতর ব্যক্তির ব্যাপারে আমি এতটুকু মাত্র ত্রুটি করবো না।

তারা উভয়ে বললেন, হ্যাঁ।

তখন আব্দুর রহমান ইবনে আওফ র. তাদের একজনের (অর্থাৎ হযরত আলীর) হাত ধরে বললেন, নবী করীম স. এর সাথে তোমার ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। ইসলাম গ্রহণের দিক হতে তুমিই অগ্রবর্তী, যা তোমার নিজেরই জানা

আছে। আল্লাহ তোমার হেফাজতকারী। যদি আমরা তোমাকে খলীফা নির্বাচিত করি তবে তুমি অবশ্যই ইনসাফ কায়েম করবে, আর যদি ওসমানকে খলীফা নির্বাচিত করি তুমি অবশ্যই তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে।

তারপর তিনি অপরজন অর্থাৎ ওসমানের সাথে মিলিত হলেন এবং তাঁকেও অনুরূপ বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ যখন শেষ হল, তখন তিনি বললেন, হে ওসমান! হাত উত্তোলন কর।

আব্দুর রহমান ইবনে আওফ তার বায়আত কবুল করলেন। তারপর আলী বায়আত করলেন। অতঃপর মদীনার সব লোক (একে একে) এসে ওসমানের নিকট বায়আত করতে লাগল।

শব্দবিশ্লেষণ :

العِلْجُ : অনারব শক্তিশালী। স্থূলকায় কাফের লোক। বহুবচন اعلاج علج. তার নাম أبو لؤلؤ فيروز সে অগ্নিপূজক ছিল। عِلْجًا(س) দৃঢ় ও মজবুত হল।

برنس : লম্বা টুপি যা ইসলামের সূচনালগ্নে পরিধান করা হতো। মাথা আবৃতকারী। মাথার সাথে সংলগ্ন কাপড়কে ও برنس বলা হয়। برنسه তাকে "বুরনস" পরাল। تَبَرْنَسَ বুরনুস পরল।

الصَّنَعُ : দক্ষ কারিগর। অভিজ্ঞ হস্তশিল্পী। যেমন বলা হয়, رجل صنع اليدين দক্ষ কারিগর। নিপুণ হস্তশিল্পী। বহুবচন الصُّنعَةُ صِنعُوْنَ কারিগরি। কারিগরের পেশা। هو صَنَعُ اللسان সে উৎকৃষ্টমানের কবি।

رقيقا : গোলাম। কোমল। মোলায়েম। পাতলা। এখানে ২য় অর্থ উদ্দেশ্য। বহুবচন رقيقة : أرقّاء বহুবচনে رقاق

كفافا : জরুরত পরিমাণ বেশ-কম ছাড়া। الكفاف فى الرزق প্রয়োজন পরিমাণ জীবিকা। قوته كفاف حاجته তার খোরাক তার প্রয়োজন পরিমাণ। كفاف الشيئ বস্তুটির সদৃশ ও সমপরিমাণ।

بنى عدى : হযরত ওমর বিন খাত্তাব র. এর গোত্র।

ولاتعدهم : এবং তাদেরকে ছাড়িয়ে অন্যদেরকে জিজ্ঞেস করবেন না। عدا عدا الأمر وعن الأمر দৌড়ল। ছুটল। عدوا، عدوانا বিষয়টিকে অতিক্রম করে গেল। ছাড়িয়ে গেল। عدا عدوا،

عدوانا عليه তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আক্রমণ করল।

فولجت : অতঃপর তিনি (আয়েশা র.) ভিতরে ঢুকে পড়লেন।
ولج البيت ولوجا ঘরে প্রবেশ করল।
تولج اتلج اليه وفيه তাতে প্রবেশ করল।
اولجه اتلجه اتلاجا তাতে প্রবেশ করাল। الوَلَجُ বালু ভূমির পথ। الوَلَجَةُ বহুবচনে ولجات ، ولج ، أولاج প্রবেশ করার স্থান। উপত্যকার মোড়। গুহা বিশেষ যেখানে পথচারীরা বৃষ্টি ইত্যাদি থেকে আশ্রয় নেয়।

داخلا : প্রবেশকারী। ভিতরের অংশ। অভ্যন্তর।

الرهط : জামাত। তিন থেকে দশ পর্যন্ত পুরুষ লোকের দল। জাতি। গোষ্ঠী। শত্রু। ارتهط القوم সমবেত হল। একত্রিত হল।

تبوأوا : আনছারীরা মুহাজিরদের আগে হিজরত স্থান তথা মদীনায় অবস্থান করেন। অনেকের আগে তারা ঈমান এনেছেন। تبوأ অবস্থান করল। بوّأ المكان وبه স্থানটিতে নামল। অবতরণ করল। بوّأه وله منزلا তার জন্যে গৃহ নির্মাণ করল। তাকে গৃহে অবস্থান করাল।

فانّهم رِدْءٌ : কেননা তারা ইসলামের সহযোগী। বহুবচনে- أرداء ঠেকনা। ভারী বোঝা।

جباة : উসুলকারীগণ। একবচন جابي খাজনা উত্তোলনকারী। جبا الخراج جَباية(ن،ض) উসুল করল। جبا الماء في الحوض হাউজে পানি জমা করল। مادّة একবচন। বহুবচনে موادّ আইনের দফা। বস্তুর মূল। এই অর্থ উদ্দেশ্য। উপাদান। আর্টিক্যাল। আইটেম। প্রবন্ধের বিষয়।

حواشي : বহুবচন। এক বচনে حاشية পাদটীকা। টীকা। ফুটনোট। নোট। পরিবার-পরিজন। পাড়। আচল। কিনারা। প্রান্ত।
الحشو والحاشية من الناس والابل শুধু ছোট ছোট শিশু কিংবা উটশাবকের দল। কাগড় বই ইত্যাদির পার্শ্ব।

أهل الدار : মদীনাবাসী।
কোরআনে করীমে উল্লেখ আছে- والذين تبوأوا الدار والايمان

أخلاق المؤمن

للحسن البصري

هيهات هيهات أهلك الناس الأماني قول بلا عمل، ومعرفة بغير صبر وإيمان بلايقين، مالي أرى رجالا ولا أرى عقولا، وأسمع حسيسا ولاأرى أنيسا، دخل القوم والله ثم خرجوا، وعوفوا ثم أنكروا وحرموا ثم استحلّوا، إنما دين أحدكم لعقة على لسانه إذا سئل أمؤمن أنت بيوم الحساب؟ قال نعم كذب ومالك يوم الدين، إن من أخلاق المؤمن قوة في الدين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وكيسا في رفق وتجمُّلا في فاقة وقصدا في غنى، وشفقة في نفقة، ورحمة لمجهود، وعطاء في الحقوق، وإنصافا في استقامة لايحيف على من يبغض، ولايأثم في مساعدة من يحب، ولايهمز، ولايغمز، ولايلمز، ولايلغو، ولايلهو، ولايلعب، ولايمشي بالنميمة، ولايتبع ماليس له، ولايجحد الحق الذي عليه ولايتجاوزفي العذر، ولايشمت بالفجيعة إن حلّت بغيره، ولايسربالمعصية إذا نزلت بسواه.

المؤمن في الصلاة خاشع، وإلى الركوع مسارع، قوله شفاء، وصبره تقى وسكوته فكرة، ونظره عبرة، يخالط العلماء ليعلم، ويسكت بينهم ليسلم، ويتكلم ليغنم، إن أحسن استبشر، وإن أساء استغفر، وإن عتب استعتب وإن سفه عليه حلم، وإن ظلم صبر، وإن جير عليه عدل، ولايتعوّذ بغيرالله ولايستعين إلاّ باللّه، وقورفي الملأ، شكور في الخلا، قانع بالرزق، حامد على الرخاء، صابرعلى البلاء، إن جلس مع الغافلين كتب من الذاكرين، وإن جلس مع الذاكرين كتب من المستغفرين.

هٰكذا كان أصحاب النبي ﷺ الأول فالأول حتى لحقوا ـ باللّه عزّوجلّ ـ وهٰكذاكان المسلمون من سلفكم الصالح، وإنماغيّربكم لماغيّرتم ثم تلا ﴿ إن الله لايغيرمابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم، وإذا أرادالله بقوم سوءً افلامرد له ومالهم من دونه من وال﴾.

মু'মিনের চরিত্র

হাসান বসরী

অনুবাদ : দূরবর্তী হলো দূরবর্তী হলো, মানুষকে তাদের জাগতিক আকাঙ্খাসমূহ ধ্বংস করেছে। বর্তমান মু'মিনের অবস্থা হলো, কথা আছে কাজ নেই। ধৈর্য্য ছাড়া আল্লাহর পরিচয়, ঈমানের দাবী আছে ইয়াকীন তথা দৃঢ়বিশ্বাস নেই। আমার কী হলো যে, আমি মানুষ দেখি, বুদ্ধিমান লোক দেখি না। ফিস্‌ফিস্ আওয়াজ শুনছি কোন পরিচিত লোক দেখছি না। আল্লাহর কসম! লোকেরা ইসলামে প্রবেশ করেছে। অতঃপর বের হয়ে গেছে। তারা আল্লাহর পরিচয় লাভ করেও আবার অস্বীকার করেছে। হারাম মনে করেও আবার হালাল মনে করেছে। তোমাদের প্রত্যেকের দ্বীনের অবস্থা হল তার জিহ্বায় যেন সামান্য খাবার। যখন তাকে প্রশ্ন করা হয়, তুমি কি 'হিসাব দিবসের' প্রতি বিশ্বাসী? তখন সে হ্যাঁ বলে। বিচারদিবসের মালিকের কসম! সে মিথ্যা বলেছে। অবশ্যই মু'মিনের চরিত্র হলো, দ্বীনের ক্ষেত্রে শক্তি থাকা, নম্রতার সাথে সাবধানতা, দৃঢ়বিশ্বাস, ধৈর্যপূর্ণ ইলম এবং ইলমের সাথে সহনশীলতা, কোমলতার সাথে বিচক্ষণতা, অভাবের সময় সুসজ্জা (ভদ্রতা) স্বচ্ছলতার সময় ভারসাম্য, ব্যয়ের ক্ষেত্রে বদান্যতা, পরিশ্রমী ব্যক্তির প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন, হক আদায়ে অতিরিক্ত দান করা। অবিচলতার সাথে ইনসাফ করা। মু'মিন এমন কোন ব্যক্তির উপর জুলুম করে না যে তাকে ঘৃণা করে। যাকে ভালবাসে তার সহযোগিতা করতে গিয়ে অন্যায়ের আশ্রয় নেয় না। কারো গীবত করে না। কাউকে তুচ্ছ মনে করে না। কারো পরনিন্দা করে না। অনর্থক কাজ ও কথায় লিপ্ত হয় না। খেল-তামাশা করে না। চোগলখুরী করে না। যে বিষয়ে তার অধিকার নেই তার পেছনে পড়ে না। নিজের উপর ওয়াজিব হক অস্বীকার করে না। ওযরের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে না। কারো বিপদ দেখে খুশি হয় না। অন্যের গুনাহ দেখে আনন্দিত হয় না।

মু'মিন নামাযে বিনয়ী হয় এবং রুকুর প্রতি অগ্রসর হয়। তার কথা হলো শেফা এবং তার ধৈর্য হলো তাক্ওয়া, তার নিরবতা হলো চিন্তা-ভাবনা, তার দৃষ্টি হলো উপদেশ গ্রহণ করা, বা শিক্ষার্জন। আলেমদের সান্নিধ্য গ্রহণ করে জ্ঞান অর্জনের জন্য। তাদের মাঝে নীরব থাকে নিরাপদ থাকার জন্য। কথা বলে গনীমত মনে করে। যদি সে ভাল কাজ করে সু-সংবাদপ্রাপ্ত হয়। আর যদি খারাপ কাজ করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়। ভর্ৎসনার শিকার হলে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। তার সাথে মুর্খতার আচরণ করলে সহনশীলতার পরিচয়

দেয়। আর যদি তার প্রতি অবিচার করা হয়, তখন ধৈর্য্য ধারণ করে। তার উপর জুলুম করলে ন্যায়পরায়ণ হয়। আল্লাহ ছাড়া কারো আশ্রয় চায় না। আল্লাহ ছাড়া কারো সাহায্য চায় না। মানবসমাজে বসলে স্থির ও গম্ভীর থাকে। নির্জনে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট হয়। স্বচ্ছলতার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে, মুসীবতের সময় ধৈর্য্যশীল থাকে। অলস লোকের সাথে বসলে যিকিরকারীগণের তালিকাভুক্ত হয়। আল্লাহর যিকিরকারীদের সাথে বসলে ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের মধ্যে গণ্য হয়।

এমনই ছিলেন রসূল স. এর শুরু-শেষ সকল সাহাবী। অবশেষে তারা আল্লাহর সাথে মিলিত হলেন। আর এমনই ছিলেন তোমাদের পূর্বসূরী সৎ মুসলমানগণ। তোমাদেরকে তখনই পরিবর্তন করা হয় যখন তোমরা পরিবর্তন কর। অতঃপর তিনি কুরআনের নিম্নোল্লিখিত আয়াত তেলাওয়াত করেন। আয়াতের অর্থ- আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান তখন তা প্রত্যাখান হওয়ার নয়। (সূরায়ে রা'দ-১২)

শব্দবিশ্লেষণ :

حسيس : মৃদু শব্দ। আলতো শব্দ। হালকা আওয়াজ। (تفعل) এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

لايحيف : অত্যাচার করে না। অবিচার করে না। (ض) প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। لايهمز গীবত করে না। নিন্দা করে না। খোঁচা মারে না। (ن،ض) এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

لايغمز : (ض) কটাক্ষ করে না। ইশারা করে না। غامز مغامزة একে অন্যকে দোষারোপ করা। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

لايلمز : দুর্নাম করে না। নিন্দা করে না। (ن،ض) لمزا দোষারোপ করা।

لايجحد : অস্বীকার করে না। অবিশ্বাস করে না। বিরোধিতা করে না। جحودا (ف) এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

لايشمت : অন্যের বিপদে খুশি হয় না। (س) شماتة بفلان অমুকের বিপদে খুশি হওয়া।

الفجيعة : বিপদ। দুর্দশা। দুর্যোগ। বহুবচন فجائع ।

استعتب : সন্তুষ্টি তলব করল। অসন্তুষ্টি দূর করল। (ض) عتب فلانا عليه তাকে ভর্ৎসনা করল। তিরস্কার করল। তার কোন কাজের নিন্দা বা সমালোচনা করল।

إخوان الصفا

لابن المقفع

فبينما الغراب في كلامه إذ أقبل نحوهم ظبي يسعى ، فذُعرت منه السلحفاة فغاصت في الماء وخرج الجرذ إلى جحره وطار الغراب فوقع على شجرة ، ثم إن الغراب حلّق في السماء لينظر هل للظبي طالب ؟ فنظر فلم ير شيئا، فنادى الجرذ والسلحفاة ، وخرجا، فقالت السلحفاة للظبي : حين رأته ينظر إلى الماء اشرب إن كان بك عطش، ولاتخف فإنه لاخوف عليك. فدنا الظبي فرحبت به السلحفاة وحيّته ، وقالت له من أين أقبلت؟ قال كنت أسنح بهذه الصحاري فلم تزل الأساورة تطردني من مكان إلى مكان حتى رأيت اليوم شبحا. فخفت أن يكون قانصا قالت : لاتخف فإنا لم نر ههنا قانصا قط، ونحن نبذل ودّنا ومكاننا والسماء والمرعى كثيران عندنا فارغب في صحبتنا. فأقام الظبي معهم وكان لهم عريش يجتمعون فيه، ويتذاكرون الأحاديث والأخبار.

فبينما الغراب والجرذ والسلحفاة ذات يوم في العريش، غاب الظبي فتوقعوه ساعة ، فلم يأت ، فلما أبطأ أشفقوا أن يكون قد أصابه عنت، فقال الجرذ والسلحفاة للغراب : انظر هل ترى مما يلينا شيئا. فحلّق الغراب في السماء ، فنظر فإذا الظبي في الحبائل مقتنصا فانقض مسرعا فأخبرهما بذلك فقالت السلحفاة والغراب للجرذ : هذا أمر لايرجى فيه غيرك فأغث أخاك ، فسعى الجرذ مسرعا فأتى الظبي، فقال له : كيف وقعت في هذه الورطة وأنت من الأكياس ؟ قال الظبي : هل يغني الكيس مع المقادير شيئا؟ فبينما هما في الحديث إذ وافقهما السلحفاة ، فقال لها الظبي: ما أصبت بمجيئك إلينا : فان القانص لوانتهى إلينا وقد قطع الجرذ الحبائل استبقته عدوّا، وللجرذ أحجار كثيرة ، والغراب يطير وأنت ثقيلة لاسعى لك ولاحركة وأخاف عليك القانص ، قالت لاعيش مع فراق الأحبة وإذا فارق الأليف أليفه فقد سلب فؤاده وحرم سروره وغشي بصره فلم ينته كلامها حتى وافى القانص ووافق ذلك فراغ الجرذ من قطع

الشرك فنجا الظبي بنفسه وطار الغراب محلقا ودخل الجرذ لبعض الأجحار ولم يبق غير السلحفاة ، ودنا الصياد فوجد حباله مقطعة، فنظر يمينا وشمالا فلم يجد غير السلحفاة تدب ، فأخذها وربطها فلم يلبث الغراب والجرذ والظبي أن اجتمعوا فنظروا القانص قد ربط السلحفاة فاشتد حزنهم وقال الجرذ ما أرانا نجاوزعقبة من البلاء إلاصرنا في أشد منهاولقد صدق الذى قال : لايزال الانسان مستمرا في اقباله مالم يعثر، فاذا عثرلج به العثارزان مشى في جدد الأرض وحذرى على السلحفاة خيرالأصدقاء التى خلتها ليست للمجازاة ولالالتماس مكافاة ، ولكنها خلة الكرم والشرف خلة هى أفضل من خلة الوالد لولده خلة لايزيلها الاالموت ، ويح لهذا الجسد الموكل به البلاء الذى لايزال في تصرف وتقلب ، ولايدوم له شيئ ، ولايلبث معه أمر كما لايدوم للطالع من النجوم طلوع ، ولاللآفل منها أفول لكن لايزال الطالع منها آفلا والآفل منها طالعا، وكما تكون آلام الكلوم وانتقاض الجراحات ، كذلك من قرحت كلومه بفقد إخوانه بعد اجتماعه بهم ، فقال الظبي والغراب للجرذ : ان حذرنا وحذرك وكلامك وإن كان بليغا كل منها لايغني عن السلحفاة شيئا، وانه كما يقال : إنما يختبر الناس عند البلاء ، وذوالأمانة عندالأخذ والعطاء ، والأهل والولد عندالفاقة كذلك يختبرالاخوان عندالنوائب ، قال الجرذ : أرى من الحيلة ن تذهب أيهاالظبي ! فتقع بمنظرمن القانص كأنك جريح ويقع الغراب حليك كأنه يأكل منك وأسعى أنا فأكون قريبا من القانص مراقبا له لعله أن يرمي مامعه من الآلة ويضع السلحفاة ويقصدك طامعافيك ، راجيا تحصيلك ، فإذا دنا منك ففرّعنه رويدا بحيث لاينقطع طمعه منك ومكّنه من أخذك مرة بعد مرة حتى يبعد عنا وانح منه هذا النحو مااستطعت : فإني أرجو ألّا ينصرف إلاوقد قطعت الحبائل عن السلحفاة وأنجوبها ، ففعل الغراب والظبي ما أمرهما به الجرذ، وتبعهما القانص فاستجرّه الظبي حتى أبعده عن الجرذ والسلحفاة والجرذ مقبل على قطع الحبائل حتي قطعها ونجا بالسلحفاة وعاد القانص مجهودا لاغبا فوجد حباله مقطعة ففكرفي أمره مع الظبي المتظلع ، فظن أنه خولط في عقله زفكر في أمر الظبي والغراب الذي كانه يأكل منه وقرض حبالته فاستوحش

من الأرض وقال : هذه أرض جن أو سحرة، فرجع موليا لايلتمس شيئا ولايلتفت إليه ، واجتمع الغراب والظبي والجرذ والسلحفاة إلى عريشهم سالمين آمنين كأحسن ما كانوا عليه .

فإذا كان هذا الخلق مع صغره وضعفه قد قدر على التخلص من مرابط الهلكة مرة بعد أخرى بمودته وخلوصها وثبات قلبه عليها واستمتاعه مع أصحابه بعضهم ببعض ، فالإنسان الذي قد أعطي العقل والفهم وألهم الخير والشر ومنح التمييز والمعرفة أولى وأحرى بالتواصل والتعاضد فهذا مثل إخوان الصفا وائتلافهم في الصحبة .

খাঁটি বন্ধু

ইবনুল মুকাফ্ফা

অনুবাদ : কাক যখন তার কথায় ব্যস্ত তখন তাদের প্রতি একটি হরিণ হঠাৎ দৌড়ে আসল। কচ্ছপ তাকে দেখে আতঙ্কিত হয়ে গেল। তারপর পানিতে ডুব দিল। ইঁদুর তার গর্তে চলে গেল এবং কাক উড়ে গেল। অতঃপর একটি গাছের ডালে বসল। এরপর কাকটি আকাশে চক্কর দিল হরিণের কোন শিকারী আছে কিনা দেখার জন্য। লক্ষ্য করল কিছুই দেখলো না। এরপর সে (কাক), ইঁদুর ও কচ্ছপকে ডাকলো। তারা স্ব-স্ব আশ্রয়স্থান থেকে বেরিয়ে আসল এবং কচ্ছপ হরিণকে বলল যখন তাকে পানির দিকে তাকাতে দেখল, তুমি পানি পান করো যদি তোমার পিপাসা লাগে এবং ভয় করো না। কেননা, তোমার কোনো ভয় নেই। অতঃপর হরিণ নিকটবর্তী হলো এবং কচ্ছপ তাকে মারহাবা বললো ও অভ্যর্থনা জানালো এবং বললো, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বলল, আমি এই মরুভূমিতে ঘুরাফেরা করতাম। শিকারীরা আমাকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে তাড়ায়। অবশেষে আজ আমি একটি ছায়া দেখতে পেলাম। আমার আশঙ্কা হলো ঐ ছায়া আসলে শিকারী কি না? কচ্ছপ বললো, তুমি ভয় করোনা। কেননা, আমরা এখানে কখনো কোন শিকারী দেখিনি। আমরা আমাদের আন্তরিকতা ও শক্তি খরচ করবো। আর ঠান্ডা পানি ও তৃণলতা আমাদের প্রচুর পরিমাণে রয়েছে। অতএব তুমি আমাদের সাহচর্যের প্রতি আগ্রহী হও। এরপর হরিণ তাদের সাথে অবস্থান করলো। আর তাদের একটি খোঁয়াড় আছে যেখানে তারা একত্রিত হয় এবং

সেখানে তারা বিভিন্ন বিষয় ও সংবাদ নিয়ে আলাপ আলোচনা করে।

একদা কাক, ইঁদুর, কচ্ছপ খোঁয়াড়ে সমবেত হল। তখন হরিণ অনুপস্থিত রয়েছে। তারা তার (হরিণের) জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো। কিন্তু সে উপস্থিত হলো না। যখন তারা ধীরে ধীরে আশঙ্কা করতে লাগলো যে, সে কোন বিপদে পতিত হলো কিনা? তখন ইঁদুর ও কচ্ছপ কাককে বললো, লক্ষ্য কর আমাদের সংলগ্ন কিছু দেখতে পাচ্ছ কিনা? অতঃপর কাক খোলা আকাশে চক্কর দিল। তখন দেখতে পেল হরিণ রশিতে আটকানো। সে দ্রুত নেমে পড়লো এবং তাদের (ইঁদুর, কচ্ছপ) কাছে হরিণের খবর পৌঁছাল। অতঃপর কচ্ছপ ও কাক ইঁদুরকে বললো, এটা এমন কাজ যা তুমি ছাড়া অন্য কারো কাছে আশা করা যায় না। তাই তোমার ভাইকে সাহায্য করো। ইঁদুর দ্রুত দৌড়ে হরিণের কাছে আসলো। তাকে বললো, তুমি এই গর্তে কীভাবে পতিত হলে? অথচ তুমি বুদ্ধিমান। হরিণ বলল, তাকদীরে মুসিবত লেখা থাকলে বুদ্ধি কোন উপকার করতে পারে না। এদিকে তারা পরস্পর আলাপ-আলোচনায় মগ্ন হঠাৎ তাদের কাছে কচ্ছপ আসল। হরিণ তাকে দেখতেই বলে উঠল, তুমি আমাদের এখানে আসা ঠিক হয়নি। কারণ শিকারী যদি আমাদের এখানে আসে আর ইঁদুর রশি কেটে দেয়, আমি তার আগে দৌড়ে চলে যাব। আর ইঁদুরের রয়েছে অনেক গর্ত, (সে কোন গর্তে ঢুকে যেতে পারবে) এবং কাক উড়ে যাবে। তুমি যেহেতু স্থুল গঠনের। না তুমি দৌড়ে যেতে পারবে, না নড়াচড়া করতে পারবে। তাই তোমাকে শিকারী ধরে ফেলার আশঙ্কা করছি। কচ্ছপ বলল, বন্ধুদের বিচ্ছেদে জীবনের কোন স্বাদ নেই। যখন বন্ধু বন্ধু হতে পৃথক হয় তখন তার হৃদয় নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে যায় এবং আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয়। তার চোখ আবৃত করা হয়। তার কথা শেষ হতে না হতে শিকারী এসে পড়ল। আর তখনই ইঁদুর রশি কাটা সম্পন্ন করল। ফলে হরিণ নিজে মুক্তি পেল। কাক চক্কর দিয়ে উড়ে গেল আর ইঁদুর কোন এক গর্তে ঢুকে পড়ল। এখন কচ্ছপ ছাড়া আর কেউ উপস্থিত নেই। এদিকে শিকারী কাছে এসে দেখল যে, হরিণের রশি কর্তিত। তখন সে ডানে বামে তাকাল। কচ্ছপ ছাড়া আর কাউকে দেখল না। কচ্ছপ হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটছে। শিকারী তাকে ধরে বেঁধে ফেলল। এরপর কাক, ইঁদুর ও হরিণ তাড়াতাড়ি একত্রিত হয়ে গেল। তারা শিকারীকে লক্ষ্য করল যে, সে কচ্ছপকে বেঁধে ফেলেছে। তাই কচ্ছপের জন্য তারা ভীষণ চিন্তিত হলো। ইঁদুর বললো, আমরা বিপদের এক দুর্গম

গিরিপথ অতিক্রম করতে না করতে এর চেয়ে আরো কঠিন বিপদের সম্মুখীন হয়েছি। ঐ ব্যক্তি সত্যিই বলেছে যে, "মানুষ সর্বদা অগ্রসর হতে থাকে যতক্ষণ না সে হোঁচট খায়। যখন হোঁচট খায় তখন সদা আছাড় খেতেই থাকে। যদিও সে শক্ত ও সমান জায়গায় পদচারণ করে। কচ্ছপের উপর আমার আশঙ্কা, তার কী যেন হয়! যিনি সর্বোৎকৃষ্ট বন্ধু, যার বন্ধুত্ব কারো উপকারের বিনিময় কিংবা কোন বিনিময় তলব করার জন্য নয়; বরং তা মর্যাদা ও বদান্যতার বন্ধুত্ব যা পিতা-পুত্রের আন্তরিকতার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। মৃত্যু ছাড়া কেউ তা বিলুপ্ত করতে পারে না। হায় আফসোস! এই বিপদগ্রস্থ শরীরে যে সর্বদা বিপদের পর বিপদে পতিত হচ্ছে। যার জন্য কিছুই স্থায়ী হচ্ছে না। তার সাথে কোন বস্তু অবস্থান করছে না। যেমনিভাবে উদিত নক্ষত্রের উদয়ন ও অস্তগামী তারকার অস্ত যাওয়া স্থায়ী নয়। কিন্তু সর্বদা উদিত নক্ষত্র অস্ত যায় এবং অস্তগামী নক্ষত্র উদিত হয়। যেমন, জখমের ব্যথা এবং শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত পুনরায় তাজা হয় তার অবস্থাও অনুরূপ। যার হৃদয় আহত হয়েছে স্বীয় বন্ধুদের সাথে একত্রিত হওয়ার পর আবার বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে। নিশ্চয় আমাদের ও তোমার সতর্কতা এবং তোমার কথা যদিও বাকপটু হয় কচ্ছপের কোন ফায়দা হবে না। কচ্ছপের ব্যাপারটা ঐ প্রবাদ বাক্যের ন্যায় হয়েছে যা বলা হয়, ''মানুষের পরীক্ষা করা হয় কেবল বিপদের সময়''। ''গ্রহণ ও দান করার সময় আমানতদারের পরীক্ষা করা হয়''। ''অভাবের সময় পরিবার ও সন্তানকে পরীক্ষা করা হয়''। অনুরূপ ''বিপদের সময় বন্ধুদের পরীক্ষা করা হয়''। ইঁদুর বলল, আমি মনে করি এই ব্যাপারে একটি কৌশল অবলম্বন করলে ভাল হয়। হরিণ! তুমি চলে যাবে শিকারীর সামনে এবং এমন জায়গায় অবস্থান করবে যাতে শিকারী তোমাকে দেখতে পায়, যেন তুমি আহত; আর কাক তোমার উপর বসবে যেন সে তোমাকে খাচ্ছে। এদিকে আমি দৌড়ে শিকারীর কাছে চলে যাব এবং তাকে পর্যবেক্ষণ করব। হয়তো সে আমাকে দেখে তার কোন হাতিয়ার আমার দিকে ছুড়ে মারবে। কচ্ছপকে রেখে দিবে এবং তোমার প্রতি লালায়িত হয়ে তোমাকে ধরার আশায় তোমার পেছনে পড়ে যাবে। যখন সে তোমার কাছে আসবে তুমি ধীরে ধীরে এমন করে পালাবে যেন তোমার ব্যাপারে তার প্রত্যাশা বিলুপ্ত না হয়। বার বার তাকে সুযোগ দিবে তোমাকে ধরার জন্যে, যাতে সে আমাদের থেকে দূরে সরে যায়। তুমি যথাসম্ভব তার থেকে এই সুযোগ গ্রহণ করো। কেননা, আমি আশা করি

সে কচ্ছপের কাছে প্রত্যাবর্তন করার পূর্বেই তার রশি কেটে দিতে সক্ষম হবো এবং তাকে মুক্ত করবো। ইঁদুরের নির্দেশ মোতাবেক কাক ও হরিণ পরিকল্পিত কাজটি করল। শিকারী তাদের (কাক ও হরিণের) পেছনে পড়ল। অতঃপর হরিণ তাকে নিজের দিকে টানল। অবশেষে ইঁদুর ও হরিণ তাকে দূরে সরাতে সক্ষম হলো। ইঁদুর রশি কর্তন করার প্রতি অগ্রসর হলো। পরিশেষে রশি কেটে দিল এবং কচ্ছপকে মুক্ত করে ছাড়ল। এরপর শিকারী ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে ফিরে এসে দেখল তার রশি কাটা। তখন কৃত্রিম খোঁড়া হরিণ নিয়ে ব্যস্ত থাকার ব্যাপারে চিন্তা করল। মনে করল তার মস্তিস্কে কোনো বিকৃতি ঘটেনি তো। আর ভাবতে লাগল হরিণ ও কাকের সে বিষয়টি নিয়ে যে, কাকটি হরিণের গোশত খাচ্ছিলো। আর রশি কাটার বিষয়টা বা কি? ফলে সে এই জায়গায় ভয় পেতে লাগল এবং বলতে লাগল এটা জীন বা যাদুকরের স্থান। ডানে-বামে না তাকিয়ে কোন জিনিস তালাশ না করে উল্টো ফিরে গেল। কাক, হরিণ, ইঁদুর ও কচ্ছপ তাদের আবাসস্থলে আগের চেয়ে সুন্দর অবস্থায় নিরাপদে একত্রিত হলো।

আমরা দেখি এই প্রাণীগুলো এত ক্ষুদ্র ও দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বারবার ধ্বংসের মুখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। একমাত্র হৃদ্যতা, নিষ্ঠা, অবিচলতা ও পরস্পর সহযোগিতার বিনিময়ে। সুতরাং যে মানুষ বিবেক-বুদ্ধির অধিকারী, ভাল-মন্দ জানে, ভালো-খারাপ পার্থক্য করতে পারে সে মানুষ সবচেয়ে বেশি পারস্পরিক আন্তরিকতা ও সহযোগিতার অধিকারী। এটাই হলো অকৃত্রিম বন্ধুদের পারস্পরিক সহযোগিতা ও মিলেমিশে থাকার নিদর্শন।

শব্দবিশ্লেষণ :

ذعرت : (س) ভীত হলো। আতংকিত হলো। ভয় পেলো।

الجرذ : এক প্রকার বড় ইঁদুর। جرذانٌ বহুবচন।

جحر : গর্ত। গুহা। সাপ, ইঁদুর প্রভৃতি প্রাণী বাস করার স্থান। বহুবচন أجحرة، جحرة، احجار এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

حلق : চক্কর দিলো। উপর দিয়ে উড়লো। গোলাকার করল। বাবে (تفعيل) এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

أسنح : سانح الظبي والطير থেকে নির্গত, বাম থেকে ডান দিকে

গেল। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য চরা, ঘাস খাওয়া। চরে বেড়ানো।

الاساورة : এটা(بالضم والكسر) أسوار এর বহুবচন। অর্থ- তীরন্দাজ ঘোড়ার পিঠে দৃঢ়ভাবে বসে। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

شبحا : ব্যক্তি। এর বহুবচন أشباح ، شبوح ।

قانص : শিকারী (ض) শিকার করা। শিকার ধরা।

عريش : ছায়া ঘর। তাবু। চালা ঘর, عرش و اعرش ছায়া ঘর বানালো। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

عنت : (س) কঠিন কোন বিষয়ে পতিত হওয়া। কষ্টে পড়া। অপরাধ করা। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

انقضّ : ভেঙ্গে পড়া। ভগ্ন প্রায় হওয়া। এখানে নিচের দিকে নেমে আসা উদ্দেশ্য। (انفعال)

ورطة : জটিলতা। অসুবিধা। জটিল সমস্যা। বহুবচন وراط ، ورطات - توريط : জটিলতায় ফেলা।

أكياس : كَيِّس এর বহুবচন। বুদ্ধিমান। চালাক। كيساً(ض) বুদ্ধিমান ও চৌকস হওয়া। (تكييساً) বুদ্ধিমান বানানো। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

الاليف : ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অন্তরঙ্গ সহচর। বহুবচন أُلاِّفٌ।

عقبة : ঘাঁটি। জটিলতা। বাধা। বহুবচনে عِقَابٌ ، عَقَبَاتٌ । عقبا (ض،ن) ঘোড়ালিতে আঘাত করা। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

لج : (س، ض) لجاجة ، لَجَجاً একগুয়েমি করা। في الأمر লেগে থাকা। به العثار : হোঁচট খেতে থাকা। আছাড় খেতে থাকা। শেষ অর্থ উদ্দেশ্য।

جُدَد : সমতল ভূমি। উন্মুক্ত পথ। বহুবচনে أجداد এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

خُلَّة : বন্ধুত্ব। সৌহার্দ। সম্প্রীতি। ভ্রাতৃত্ব। বহুবচনে خُلَلٌ ।

أفول : ডুবে যাওয়া। অদৃশ্য হওয়া। (س، ن،ض) গায়েব হয়ে যাওয়া।

خولط : (ض) মিশ্রিত করা হয়েছে। মিলানো হয়েছে।

في عقله : তার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটল। এটাই এখানে উদ্দেশ্য।

وصف الزاهد

لابن السماك

قال ابن السماك حين مات داؤد الطائي يا أيها الناس ! إن أهل الدنيا تعجلوا غموم القلب وهموم النفس وتعب الأبدان مع شدة الحساب فالرغبة متعبة لأهلها في الدنيا والآخرة والزهادة راحة لأهلها في الدنيا والآخرة وإن داؤد الطائي نظر بقلبه إلى مابين يديه فأغشى بصر قلبه بصر العيون فكأنه لم يبصر ما إليه تنظرون وكأنكم لاتبصرون ما إليه ينظر، فأنتم منه تعجبون وهو منكم يتعجب، فلما نظر إليكم راغبين مغرورين قد ذهبت على الدنيا عقولكم وماتت من حبها قلوبكم وعشقتها أنفسكم وامتدت إليها أبصاركم استوحش الزاهد منكم لأنه كان حيا وسط موتى ياداؤد ! ماأعجب شأنك! ألزمت نفسك الصمت حتى قوّمتها على العدل أهنتها وإنما تريد كرامتها ، وأذللتها وإنما تريد إعزازها ووضعتها وإنما تريد تشريفها وأتعبتها وإنما تريد راحتها ، وأجعتها وإنما تريد شبعها، وأظمأتها وإنما تريد ريّها ، وخشنت الملبس وإنما تريد لينه ، وجشبت المطعم وإنما تريدطيبه ، وأمت نفسك قبل أن تموت، وقبرتها قبل أن تقبر، وعذبتها قبل أن تعذب، وغيبتها عن الناس كي لا تذكر، وغبت بنفسك عن الدنيا إلى الآخرة فما أظنك إلاقد ظفرت بما طلبت، كان سيماك في عملك وسرّك، ولم يكن سيماك في وجهك فقهت في دينك ثم تركت الناس يفتون ، وسمعت الأحاديث ثم تركت الناس يحدثون ويروون، وخرست عن القول وتركت الناس ينطقون ، لا تحسد الأخيار، ولاتعيب الأشرار، ولاتقبل من السلطان عطية، ولامن الإخوان هدية، آنس ما تكون إذاكنت بالله خاليا وأوحش ماتكون إذاكنت مع الناس جالسا فأوحش ما تكون آنس مايكون الناس ، وآنس ماتكون أوحش

مايكون الناس ، جاوزت حد المسافرين في أسفارهم ، وجاوزت حد المسجونين في سجونهم فأما المسافرون فيحملون من الطعام والحلاوة ما يأكلون فأما أنت فإنما هي خبزتك أوخبزتان في شهرك ترمي بها في دنّ عندك فإذا أفطرت أخذت منه حاجتك فجعلته في مطهرتك ثم صببت عليه من الماء مايكفيك ثم اصطبغت به ملحا فهذا إدامك وحلواك فمن سمع بمثلك صبر صبرك أوعزم عزمك وما أظنك إلاقد لحقت بالماضين ، وما أظنك إلاقد فضلت الآخرين، ولاأحسبك إلاقد أتعبت العابدين ، وأما المسجون فيكون مع الناس محبوسا فيأنس بهم وأنت فسجنت نفسك في بيتك وحدك فلامحدث وجليس معك ولا أدري أي الأمور أشد عليك الخلوة في بيتك تمربك الشهور والسنون أم تركك المطاعم والمشارب لاستر على بابك ولافراش تحتك ولاقلة يبرد فيها ماؤك ولاقصعة يكون فيها غداؤك وعشاؤك ، مطهرتك قلتك وقصعتك تورك وكل أمرك ياداؤد ! عجب أما كنت تشتهي من الماء بارده ولامن الطعام طيبه ولامن اللباس لينه بلى ولكنك زهدت فيه لمابين يديك فما أصغر مابذلت وما أحقر ماتركت وما أيسر مافعلت في جنب ما أملت أما أنت فقد ظفرت بروح العاجل وسعدت والله في الآجل عزلت الشهرة عنك في حياتك لكي لايدخلك عجبها ، ولايلحقك فتنتها فلما مت شهرك ربك بموتك وألبسك رداء عملك فلورأيت اليوم كثرة تبعك عرفت أن ربك قد أكرمك .

দুনিয়াবিমুখের গুণাবলী

ইবনে সাম্মাক

অনুবাদ : প্রখ্যাত সাধক দাউদ তায়ী যখন মারা গেলেন তখন ইবনে ছাম্মাক বলেন, হে লোকেরা! দুনিয়ার প্রতি আসক্ত মানুষরা হৃদয়ের ব্যথা ও মনের দুঃখ দ্রুত গ্রহণ করেছে (অর্থাৎ দুনিয়ালোভীদের অর্জন হলো মনের বিষন্নতা ও হৃদয়ের অস্থিরতা) পরকালে কঠিন হিসাবের ভয় থাকা সত্ত্বেও।

পক্ষান্তরে দুনিয়া-আখিরাতে দুনিয়াদারের কষ্ট ও ক্লান্তির কারণ হলো, এর প্রতি আগ্রহ ও মুহব্বত। দুনিয়ার প্রতি অনাসক্তি দুনিয়াবিমুখদের জন্য উভয়জগতে শান্তি ও আরাম। নিশ্চয় দাউদ তায়ী পরকালকে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন। তাই তার অন্তর্দৃষ্টি তাঁর বাহ্যিক দৃষ্টিকে আবৃত করেছে। ফলে এমন হয়েছে যে, তিনি যা দেখেননি তোমরা তা দেখেছো। আর তোমরা যা দেখনি তিনি তা দেখেছেন। তোমরা তার অবস্থা দেখে আশ্চর্য করছো, আর তিনি তোমাদের অবস্থা দেখে অভিভূত হচ্ছেন। যখন তিনি তোমাদেরকে দেখলেন, যে অবস্থায় তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ও প্রতারিত, দুনিয়ার মোহে তোমাদের বিবেক বিলুপ্ত হয়ে গেছে। এর মুহব্বতে তোমাদের হৃদয় মরে গেছে এবং তোমাদের অন্তর দুনিয়াকে আপন ভেবেছে ও তোমাদের দৃষ্টি এর প্রতি অব্যাহতভাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে তখন দুনিয়াবিমুখ তোমাদের থেকে নিঃসঙ্গতাবোধ করছে। কেননা, তিনি মৃতদের মাঝে জীবিত। হে দাউদ! তোমার শান কতই বিস্ময়কর। নীরবতাকে নিজের জন্য বাধ্যতামূলক করেছো। এমনকি স্বীয় নফসকে ইনসাফের উপর কায়েম রেখেছো। নফসকে অপমাণিত করেছো, অথচ এর সম্মানের প্রতিজ্ঞা করছো। নফসকে লাঞ্ছিত করেছো তাকে ইজ্জত করার উদ্দেশ্যে। নফসকে নীচে রেখেছো মর্যাদাশীল করার নিয়তে। নফসকে কষ্ট দিয়েছো অথচ তার শান্তির ইচ্ছা করেছো। তাকে ক্ষুধার্ত রেখেছো যে অবস্থায় ইচ্ছা করেছো তার পরিতৃপ্তি হওয়ার। তাকে পিপাসার্থ রেখেছো তার পিপাসা নিবৃত হওয়ার উদ্দেশ্যে। তুমি কোমল ও নরম পোশাক পরিধান করার আকাঙ্খায় মোটা পোশাক পরিধান করেছো। তুমি ভালো খাবারের কামনায় শক্ত খাবার খেয়েছো। নিজের মৃত্যুর পূর্বে নফসের মৃত্যু ঘটিয়েছো। তোমাকে কবর দেয়ার আগে নফসকে কবর দিয়েছো। নিজের শাস্তির পূর্বে নফসকে শাস্তি দিয়েছো। তুমি নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রেখেছো যাতে মানুষের মাঝে তোমার আলোচনা না হয়। তুমি জগতবাসী থেকে আত্মগোপন করে পরকালের প্রতি আত্মনিয়োগ করেছো। অতএব, আমি মনে করি তুমি যা চেয়েছো তাতে সফলতা অর্জন করেছো। তোমার সৌন্দর্য ছিল প্রকাশ্যে ও আমল গোপনীয়, অথচ তোমার চেহারায় সৌন্দর্য নেই। তুমি ইল্‌মে ফিক্‌হ হাসিল করেছো, অতঃপর মানুষকে ফতোয়া দেয়ার জন্য ছেড়ে দিয়েছো। তুমি হাদীস শ্রবণ করেছো, অতঃপর হাদীস বর্ণনার কাজ মানুষের হাতে সোপর্দ করেছো। তুমি কথা না বলে নির্বাক হয়ে গেছো, আর মানুষকে কথা বলতে

সুযোগ দিয়েছো। তুমি ভালো লোকের সাথে হিংসা পোষণ করো না এবং খারাপ লোকের দোষচর্চা করো না। বাদশাহর দান গ্রহণ করো না এবং বন্ধুদের হাদিয়া কবুল করো না। তুমি যখন নির্জনে আল্লাহর জিকর-ফিকর ও ইবাদতে মগ্ন থাকো তখন সর্বাধিক অন্তরঙ্গতাবোধ করো। আর যখন মানুষের মজলিসে বসো তখন সবচেয়ে বেশি নিঃসঙ্গতা বোধ করো। যে অবস্থায় তুমি অন্তরঙ্গতা বোধ করো তাতে মানুষ নিঃসঙ্গতা বোধ করে। যে অবস্থায় তুমি নিঃসঙ্গতা বোধ করো তাতে মানুষ অন্তরঙ্গতা বোধ করে। তুমি মুসাফিরগণ ও কারাবন্দীদের দুর্দশাগ্রস্থ জীবন অতিক্রম করেছো। কেননা, মুসাফিরগণ সফরে যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার ও মিষ্টান্ন সাথে বহন করে। কিন্তু তোমার খাবার ও মিষ্টান্ন হলো কেবল মাসিক একটা বা দুইটা রুটি যা তোমার সাথে থাকা মটকায় রাখো। যখন তুমি ইফতার করার ইচ্ছা করো তখন মটকা থেকে প্রয়োজন মাফিক রুটি নিয়ে তোমার অজুর পাত্রে রাখো। অতঃপর তাতে পানি ঢালো- যা তোমার যথেষ্ট হয়। অতঃপর রুটির সাথে লবণ মিশ্রিত করো- এটাই তোমার তরকারী ও হালুয়া। যে তোমার মতো আদর্শ পুরুষের ঘটনা শুনে সে তোমার মতো ধৈর্য্য ধারণ করে অথবা তোমার মতো দৃঢ়প্রত্যয় গ্রহণ করে। আমি মনে করি তুমি মর্যাদার ক্ষেত্রে পূর্বমনীষীদের সাথে যুক্ত হয়েছো। তুমি শ্রেষ্ঠত্বে অন্যান্যদের ছাড়িয়ে গেছো। আমি ধারণা করি, তুমি সকল সাধককে ক্লান্ত করেছো। আর কারাবন্দী সে মানুষের সাথে বন্দী থাকে। অতঃপর সেখানে সে মানুষের সাথে অন্তরঙ্গ বোধ করে। আর তুমি নিজেকে আপন ঘরে একাকী আটক রেখেছো। তোমার সাথে না কথা বলার কোন লোক আছে; না কোন সঙ্গী আছে। আমি জানি না দুইটা কাজ হতে কোনটা তোমার জন্য কঠিন। অর্থাৎ, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে তুমি স্বীয় গৃহে নির্জনে অবস্থান করা কঠিন, না পানাহার প্রত্যাহার করা কঠিন? তোমার দরজায় কোন পর্দা নেই। তোমার নিচে কোনো বিছানা নেই। তোমার কোনো মশক নেই যাতে পানি ঠান্ডা থাকে। এমন কোনো খাবারের পাত্র নেই যেখানে তোমার দুপুর ও রাত্রের খাবার রাখা যায়। তোমার অজুর পাত্র হলো তোমার মটকা। তোমার থালা হলো তোমার ছোটো পাত্র। হে দাউদ! তোমার প্রতিটি কাজ বিস্ময়কর। ঠান্ডা পানি সুস্বাদু খাবার ও নরম পোশাক কি তোমার চাহিদা নয়? নিশ্চয় তাতে তোমার চাহিদা রয়েছে। কিন্তু তুমি ভবিষ্যত (পরকালে) সুখের উদ্দেশ্যে তা থেকে বিমুখ রয়েছো। তোমার কাঙ্খিত বস্তুর তুলনায় যা

খরচ করেছো তা কতই যে ছোটো, যা ত্যাগ করেছো তা কতই যে তুচ্ছ এবং যা করেছো তা কতই নগণ্য। আল্লাহর কসম! তুমি ইহজগতে সফল হয়েছো এবং পরজগতে সৌভাগ্যবান হয়েছো। তোমার জীবনে খ্যাতি পরিহার করেছো তোমার ভেতরে যেনো এই অহঙ্কার সৃষ্টি না হয়। এর ফিতনায় না পড়ো। যখন তুমি ইহকাল ত্যাগ করলে তোমার প্রতিপালক মৃত্যু দ্বারা তোমার খ্যাতি ছড়িয়ে দিলেন। তোমাকে সৎ আমলের পোশাক পরিয়ে দিলেন। তুমি যদি আজ তোমার অধিক অনুসারী দেখতে, তখন বুঝতে পারতে যে, তোমার প্রভু তোমাকে সম্মানিত করেছেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

متعبة : একবচন। বহুবচনে متاعب ক্লান্তি। ক্লান্তির স্থান। ক্লান্তির কারণ।

استوحش : استيحاشا নির্জন হওয়া। নির্জনতা অনুভব করা। অভাব অনুভব করা। অপছন্দ করা। ভীত হওয়া।

قلتك : তোমার স্বল্পতা। কমতি। ঘাটতি। অভাব। বহু বচনে قلل। আর যদি بضم القاف হয় তখন অর্থ হবে- বৃহৎ কলসী। মটকা।

روح : একবচন। বহু বচনে - ارواح প্রাণ। জান। জীবন। আত্মা।

العاجل : ক্ষিপ্র। দ্রুত। ত্বরিত। শীঘ্র। بروح العاجل - ক্ষিপ্র আত্মার সাথে। দ্রুত আত্মার সাথে।

جشبت : (ف،س،ن) جشبا، جشابة - বিস্বাদ হওয়া। جشابة الطعام - মোটা ও বিস্বাদ হওয়া।

سيماك : سيما শব্দটি كاف খেতাবের দিকে اضافت হয়েছে। অর্থ- চিহ্ন। নিদর্শন। বৈশিষ্ট্য। ভাবভঙ্গি। سيمة ، سيماء، سيماء سيمى সব ধরণের ব্যবহার রয়েছে। এখানে অর্থ হচ্ছে- আনন্দ। খুশি। প্রফুল্লতা। সৌন্দর্য। উজ্জ্বল্য।

دَنٌّ : বড় পেয়ালা। বড় পাত্র। একবচন। বহুবচনে دِنَانٌ ।

قَصْعَةٌ : খাওয়ার পাত্র। থালা। বাটি ইত্যাদি। বহুবচনে قِصَعٌ، قِصَاعٌ

تَوْرٌ : ছোট পাত্র। تار الماء تورا (ن) - পানি প্রবাহিত হল। اتار اتارة বার বার ফিরাল।

بين السيدة زبيدة والمأمون

من السيدة زبيدة:

كل ذنب يا أمير المؤمنين ! وإن عظم صغير في جنب عفوك، وكل زلل وإن جل حقير عند صفحك، وذلك الذي عوّدك الله فأطال مدتك وتمّم نعمتك وأدام بك الخير ، ورفع بك الشرّ.

هذه رقعة الواله التي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر، وفي الممات لجميل الذكر ، فإن رأيت أن ترحم ضعفي واستكانتي وقلة حيلتي وأن تصل رحمي وتحتسب فيما جعلك الله له طالبا وفيه راغبا فافعل ، وتذكر من لو كان حيا لكان شفيعي إليك .

من المأمون :

وصلت رقعتك ياأماه ! أحاطك الله وتولاك بالرعاية ووقفت عليها وساءني - شهدالله - جميع ما أوضحت فيها لكن الأقدار نافذة، والأحكام جارية ، والأمور منصرفة والمخلوقون في قبضتها لايقدرون على دفاعها والدنيا كلها إلى شتات وكل حيّ إلى ممات، والغدر والبغي حتف الإنسان ، والمكر راجع إلى صاحبه ، وقد أمرت بردّ جميع ما أخذ لك، ولم تفقدي ممن مضى إلى رحمة الله إلاوجهه وأنا بعدذلك لك على أكثر مما تختارين والسلام.

মহিয়সী জুবাইদা ও খলীফা মামুনুর রশিদের মাঝে পত্র বিনিময়

অনুবাদ : মহিয়সী জুবাইদার পক্ষ থেকে-

হে আমীরুল মু'মিনীন! প্রত্যেক অপরাধ যতই বড় হোক না কেন আপনার ক্ষমা অপেক্ষা অনেক ছোট। আর প্রত্যেক ত্রুটি-বিচ্যুতি যতই বিশাল হোক না কেন আপনার ক্ষমার তুলনায় খুবই নগণ্য। আল্লাহ তা'আলা আপনাকে অপরাধীদের ক্ষমা করার অভ্যাসে অভ্যস্ত করেছেন। আল্লাহ আপনার শাসনকাল দীর্ঘ করুক। আপনার নেয়ামতকে পূর্ণ করুক। আপনার

দ্বারা কল্যাণ স্থায়ী করুক এবং মন্দকাজ দূরীভূত করুক। এটা ভারাক্রান্ত হৃদয়ওয়ালা ঐ নারীর চিঠি যিনি আপনার নিকট প্রত্যাশা করেন জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার এবং মৃত্যুর পর প্রশংসা ও সুনাম অর্জনের।

যদি আপনি ভালো মনে করেন, আমার দুর্বলতা, অক্ষমতা ও অদূরদর্শিতার প্রতি অনুগ্রহ করার এবং আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখার ও আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে সম্মান ও মর্যাদার সন্ধানী ও আগ্রহী বানিয়েছেন তাতে সওয়াব ও প্রতিদানের আশা করার, তাহলে তা আপনি করুন। আপনি স্মরণ করুন সে ব্যক্তিকে যে জীবিত থাকলে আপনার দরবারে আমার সুপারিশকারী হতেন।

খলীফা মামুনের পক্ষ হতে চিঠির উত্তর :

হে আম্মাজান! আপনার চিঠি পেয়েছি। আল্লাহ আপনাকে সকল বিপদ ও সঙ্কট থেকে রক্ষা করুক। আল্লাহ আপনার হেফাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করুক। আমি আপনার চিঠির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবগত হয়েছি। আপনি তাতে যা বিবরণ দিয়েছেন তা সবই আমাকে মর্মাহত করেছে। (এ ব্যাপারে আল্লাহ সাক্ষী) কিন্তু তাকদীর তথা ভাগ্যলিপি বাস্তবায়ন হবেই এবং বিধি-বিধান চালু থাকবে। সকল কাজ পরিবর্তনশীল। সকল মাখলুক তার ইখতিয়ারাধীন বা তার কব্জায়। তা কেউ হটাতে পারবে না। দুনিয়ার সবকিছু বিক্ষিপ্ত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রত্যেক জীবিত প্রাণী একদিন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবেই। বিশ্বাসঘাতকতা ও বিদ্রোহ মানুষকে ধ্বংস করে। ষড়যন্ত্রের পরিণতি ষড়যন্ত্রকারীকেই ভোগ করতে হয়।

আমি আপনার সকল সম্পদ ফিরিয়ে দেয়ার নির্দেশ জারি করেছি। যিনি আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেছেন আপনি কেবল তার দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। আর আমি আপনাকে আপনি যা চান তা থেকে অধিক দেয়ার জন্যে প্রস্তুত আছি। আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

শব্দবিশ্লেষণ :

نوائب : نوائب বহুবচন। একবচনে نائبة - বিপদ। দুর্যোগ। দুর্ঘটনা। দুর্বিপাক।

الدهر : একবচন। বহুবচনে أدهر، دهور যুগ। কাল। জামানা। সময়। মহাকাল। لنوائب الدهر কালের দুর্বিপাকের কারণে। কালের দুর্যোগের কারণে।

بين قاض وقور، وذباب جسور

للجاحظ

كان لنا بالبصرة قاض يقال له عبدالله بن سوار، لم ير الناس حاكما زميتا ركينا ولاوقورا حليما ـ ضبط من نفسه وملك من حركته مثل الذي ضبط وملك كان يصلي الغداة في منزله وهو قريب الدار من مسجده، فيأتي مجلسه فيحتبي ولايتكئ فلا يزال منتصبا لايتحرك له عضو، ولايلتفت ولايحل حبوته، ولايحمل رجلا على أخرى ـ ولايعتمد على أحد شقيه، حتى كأنه بناء مبني، أوصخرة منصوبة، فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة الظهر ثم يعود إلى مجلسه فلا يزال كذلك حتى يقوم إلى صلاة العصر، ثم يرجع لمجلسه فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة المغرب، ثم ربما عاد إلى مجلسه، بل كثيرا ماكان يكون ذلك إذابقي عليه شيئ من قراءة العهود والشروط والوثائق، ثم يصلي العشاء الأخرة وينصرف فالحق يقال لم يقم في طول تلك المدة والولاية مرة واحدة إلى الوضوء، ولااحتاج إليه ولاشرب ماء ولاغيره من الشراب.

كذلك كان شأنه في طوال الأيام وفي قصارها وفي صيفها وفي شتائها وكان مع ذلك لايحرك يدا ولاعضوا ولايشيربرأسه، وليس إلا أن يتكلم ثم يوجز ويبلغ باليسيرمن الكلام إلى المعاني الكبيرة.

فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه وفي السماطين بين يديه، سقط على أنفه ذباب فأطال المكث، ثم تحول إلى موق عينيه، فرام الصبرعلى سقوطه على الموق، وصبرعلى عُضته ونفاذخرطومه، كما رام الصبرعلى سقوطه على أنفه من غيرأن يحرك أرنبته أويغضن وجهه، أويذب بأصبعه، فلما طال ذلك عليه من الذباب وشغله

وأوجعه وأحرقه ، وقصد إلى مكان لايحتمل التغافل، أطبق جفنه الأعلى على جفنه الأسفل فلم ينهض، فدعاه ذلك إلى أن يوالي بين الإطباق والفتح، فتنحى ريثما سكن جفنه ثم عاد إلى موقه بأشدّ من مرته الأولى، ففمس خرطومه في مكان كان قد آذاه فيه قبل ذلك، فكان احتماله أقل، وعجزه عن الصبرعليه في الثانية أقوى، فحرّك أجفانه ، وزاد في شدة الحركة وألحّ في فتح العين، وفي تتابع الفتح والإطباق ، فتنحى عنه بقدرماسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، فمازال يلحّ عليه حتى استفرغ صبره وبلغ مجهوده، فلم يجد بدا من أن يذب عن عينه بيده ففعل، وعيون القوم ترمقه، وكأنهم لايرونه فتنحى عنه بقدرماردیده وسكنت حركته، ثم عاد إلى موضعه، ثم الجأه إلى أن ذب عن وجهه، بطرف كمه ثم ألجأه إلى أن تابع ذلك، وعلم أن فعله كله بعين من حضره من أمنائه وجلسائه، فلمانظروا إليه قال : أشهد أن الذباب ألج من الخنفساء وأزهى من الغراب، قال : وأستغفرالله فما أكثرمن أعجبته نفسه فأراد الله عزوجل أن يعرفه من ضعفه ماكان عنه مستورا، وقد علمتم أني عند نفسي وعندالناس من أرزن الناس، فقد غلبني وفضحني أضعف خلقه، ثم تلا قوله تعالى ﴿وإن يسلبهم الذباب شيئا لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾.

وكان بيّن اللسان، قليل فضول الكلام، وكان مهيبا في أصحابه، وكان أحد من لم يطعن عليه في نفسه، ولافي تعريض أصحابه للمنالة.

একজন বড় গম্ভীর বিচারক ও দুঃসাহসিক মাছি

আল্লামা জাহিয

অনুবাদ : তিনি বলেন, বসরা নগরীতে আমাদের একজন কাজী ছিল, যাকে আবদুল্লাহ বিন সওয়ার বলা হতো। লোকেরা তার চেয়ে বেশী গম্ভীর ও সহনশীল কোন হাকেম দেখেনি। যে নিজেকে ও নিজের নড়াচড়াকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। মসজিদ তার ঘরের নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তিনি স্বীয় গৃহে নামায পড়তেন। তিনি ফজরের পর আদালতের এজলাসে বসতেন। অতঃপর

পা ও পিঠ একত্র করে কাপড় দিয়ে বেঁধে ঠেস দিয়ে বসতেন এবং কোথাও হেলান দিতেন না। সর্বদা দাঁড়িয়ে থাকতেন। তার কোন অঙ্গ নড়াচড়া করতেন না। কোনোদিকে তাকাতেন না এবং তার পা ও পিঠ খুলতেন না। এক পা অপর পায়ের উপর চড়াতেন না। কোন এক পার্শ্বের উপর ঠেস দিতেন না। মোট কথা, তিনি এমনভাবে বসতেন যেন সে নির্মিত ভবন বা কোন উঁচুপাথর। বাদে ফজর থেকে জোহরের নামায পর্যন্ত এভাবে বসে থাকতেন। অতঃপর মজলিসে প্রত্যাবর্তন করতেন। এভাবেই আসর নামায পর্যন্ত বসে থাকতেন। নামাযের পর আবার স্বীয় আসনে সমাসীন হতেন এবং মাগরিব পর্যন্ত একই নিয়মে বসে থাকতেন। মাগরিবের নামাযের পর মাঝেমধ্যে মজলিসে ফিরে আসতেন যদি প্রতিশ্রুতিনামা, শর্তনামা ও অঙ্গীকারনামা পাঠ করা বাকী থাকত। এরপর এশার নামায আদায় করে ঘরে ফিরতেন। তার ব্যাপারে এভাবে বলা সঠিক হবে যে, তিনি ঐ দীর্ঘ প্রশাসনিক কার্যক্রম চলাকালীন একবারও বসা থেকে উঠেননি। অজু করার প্রয়োজন হয়নি। পানি বা কোন পানীয় পান করতে হয়নি।

দিন বড় কি ছোট, শীত ও গ্রীষ্মকালে সদা তার অবস্থা ছিল একই নিয়মের। তা সত্ত্বেও তিনি হাত ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়তেন না এবং স্বীয় মাথা দিয়েও ইঙ্গিত করতেন না। বিনা প্রয়োজনে কথা বলতেন না। কথা বলার প্রয়োজন হলে অধিক অর্থবোধক সংক্ষেপ কথা বলতেন। তিনি এভাবেই দিন কাটাতেন।

একদিন তার নাকে একটি মাছি বসল যে অবস্থায় তার আশেপাশে ও সামনের দু'সারিতে তার সহচরগণ বসা ছিল। মাছি সেখানে দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করল। অতঃপর তার চোখদ্বয়ের কোণায় গিয়ে বসল। অতএব, তিনি ধৈর্য্য ধারণের ইচ্ছা করলেন চোখের কোণায় বসা সত্ত্বেও এবং তার দংশন ও শূলবিদ্ধ করার উপর সবর করলেন। যেমনিভাবে তিনি স্বীয় নাক না নেড়ে কিংবা চেহারা কুঞ্চিত না করে বা আঙ্গুল দ্বারা না তাড়িয়ে নাকের ডগায় বসা সত্ত্বেও সবর করলেন। মাছি যখন নাকের ডগায় দীর্ঘক্ষণ অবস্থান করল এবং তাকে অস্থির করে তুলল, মনে ব্যথা দিল, তার ভেতরে জ্বালা সৃষ্টি করল এবং মাছি এমন স্থানে বসল যা এড়ানোর অবকাশ রাখে না তখন তিনি চোখের উপরের পাতাকে নিচের পাতার উপর বন্ধ করল (চোখ বন্ধ করলেন) তবে দাড়াল না। মাছির এ দীর্ঘ অবস্থান তাকে লাগাতার চোখ খোলা-বন্ধ করতে বাধ্য করল। এরপর মাছি সরে গেল যতক্ষণ চোখের পাতা স্থির ছিল।

অতঃপর মাছি প্রথমবারের চেয়ে বেশি কঠোর হয়ে তার চোখের কোণায় বসে গেল। তাকে শূলবিদ্ধ করল এমনস্থানে যেখানে ইতোপূর্বে তাকে আঘাত করেছে। ফলে তার সহনক্ষমতা পূর্বের চেয়ে কমে গেল এবং ধৈর্য্যের ক্ষেত্রে তার অপারগতা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। (ধৈর্য্যের মাত্রা কমে গেল)। চোখের পাতাসমূহ তীব্রবেগে নাড়া দিল এবং বারবার চোখ খোলা-বন্ধ করতে লাগলো। অবশেষে মাছিটি সরে গেল যতক্ষণ নাড়া-চড়া বন্ধ ছিল। অতঃপর আবার তার স্থানে ফিরে আসল। তিনি সদা চোখ খোলা বন্ধ করছেন। অবশেষে তিনি অসহনশীল হয়ে গেলেন এবং তার কষ্টের শেষ সীমায় পৌঁছে গেলেন। ফলে স্বীয় হস্ত দ্বারা তিনি চোখ থেকে মাছি তাড়ানো ছাড়া কোন উপায় দেখলেন না। অতঃপর তাই করলেন। আর কওমের নেতাগণ (সহচরগণ) তার এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন। কিন্তু তারা না দেখার ভান করছেন। মাছি আবার সরে গেল। হাতের তাড়ানো ও নাড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পর আবার ঐ স্থানে প্রত্যাবর্তন করল। এরপর তাকে বাধ্য করল চেহারা ও জামার কোণা দ্বারা তাড়ানোর উপর। এভাবে তাকে বারবার তাড়াতে লাগল। পরিশেষে তিনি অবগত হলেন যে, মাছি তাড়ানোর ব্যাপারে এতক্ষণ তার সব আচরণ তার সচিব ও সহচরগণের চোখের সামনে হয়েছে। (তারা তাঁর সব আচরণ প্রত্যক্ষ করলেন) যখন তাঁর দিকে তারা লক্ষ্য করলেন, তখন বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় মাছি গুবরে পোকার চেয়ে বেশি হঠকারী এবং কাকের চেয়েও বেশী অহংকারী। তিনি আরো বললেন, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পৃথিবীতে আত্মতুষ্ট ব্যক্তির সংখ্যা কত বেশী! তাই আল্লাহ তাআলা তাকে তার সে দুর্বলতা সম্পর্কে অবহিত করার ইচ্ছা করলেন যা তার অজানা ছিল। তোমরা অবশ্যই জান যে, আমি নিজের ও মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি গম্ভীর। কিন্তু তার (আল্লাহর) সবচেয়ে ছোট ও দুর্বল মাখলুক আমাকে লজ্জিত করল ও কাবু করল। অতঃপর আল্লাহ তাআলার এই বাণী তিলাওয়াত করলেনঃ আর মাছি যদি তাদের কাছ থেকে কোনো কিছু ছিনিয়ে নেয় তবে তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থনাকারী ও যার কাছে প্রার্থনা করা হয় উভয়েই শক্তিহীন। (সূরাঃ আল-হজ্ব; ৭৩)

তিনি ছিলেন স্পষ্টভাষী ও স্বল্পভাষী। তার সহচরগণের কাছে সম্মানিত। তিনি নিজের ব্যাপারে ও সঙ্গীদের কটাক্ষ করার ক্ষেত্রে যারা সমালোচিত নয় তাদের অন্যতম। (অর্থাৎ, তিনি সমালোচনার উর্ধ্বে)

শব্দবিশ্লেষণ :

زميتا : বড় মর্যাদাবান। বড় সহনশীল।

ركينا : স্থির। অবিচল। ভাবগম্ভীর। ركين من الجبال উঁচু পাহাড়।

يحتبى : احتباء بالثوب পা ও পিঠ একত্র করে কাপড় দিয়ে বেঁধে ঠেস দিয়ে বসা।

العهود : বহুবচন। একবচনে عهد প্রতিশ্রুতি। ওয়াদা। চুক্তি।

الوثائق : বহুবচন। একবচনে وثيقة দলিল। নথি। চুক্তিপত্র। সনদ।

السماطين : দুই সারি। লাইন । দল। শ্রেণী। এখানে ১ম দুই অর্থ উদ্দেশ্য। سموط الرجل سموطا (ن، ض، س) চুপ করল। سموط الشيئ ঝুলিয়ে দিল।

خوّلك : تخويلا - দান করা। প্রদান করা। দেওয়া। অর্পণ করা। ন্যস্ত করা। خوله الشئ তাকে বস্তুটি দান করল। পুরস্কারস্বরূপ দিল। মালিক বানাল।

جوارحك : বহুবচন। একবচনে جارحة মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। মানব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশেষতঃ হাত। চাকু। শিকারী পশু-পাখি বা কুকুর। جوارح النهار বিপদাপদ। الجوارح من الطير শিকারী পাখি।

اجترحته : اجتراحا লাভ করা। অর্জন করা। কামাই করা। اجترح الشيئ অর্জন করল। اجترح الاثم পাপ সংঘটিত করল।

اعلاما : বহুবচন। একবচনে علم পতাকা। ঝাণ্ডা। নিশান। বিশিষ্ট ব্যক্তি। কওমের সর্দার। এই অর্থ উদ্দেশ্য।

يفزعون : فزعا (س) ভয় পাওয়া। ভীত হওয়া। ঘাবড়ে যাওয়া। فزع اليه তার সাহায্য প্রার্থনা করল। তার আশ্রয় গ্রহণ করল। فزع الرجل তাকে মদদ করল। সাহায্য করল। فزع من نومه ঘুম থেকে জাগ্রত হল। فزعا لمجئ فلان কারো আগমন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করা। فزع منه فزعا (ن) তা থেকে ভয় বোধ করল। ভয় পেল।

يسدّدوك : تسديدا - ঠিক করা। মিটিয়ে দেওয়া। তাক করা। سدّد الرمح - বর্শা সোজা (তাক) করল। سدده - তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করল।

أقمع : أقمعه তাকে পর্যুদস্ত করল। হীন করল। ফিরিয়ে দিল। أقمعته সে আমার কাছে আসল এবং আমি তাকে ফিরিয়ে দিলাম।

موق : নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী। ধুলা। পাখা বিশিষ্ট পিপড়া। অশ্রু প্রবাহের পথ। এই অর্থ উদ্দেশ্য। বহুবচন أمواق (ن) ماق مؤوقا مواقة، موقا বোকা ও নির্বোধ হওয়া। ماق الرجل বোকা ও নির্বোধ হল। ধ্বংস হল। تماوق تماوقا নির্বুদ্ধিতা বা বোকামীর ভান ধরল। ماق الطعام অচল হল।

أرنبة : স্ত্রী-খরগোশ। শশকী। নাকের পার্শ্ব। বহুবচন أرانب

يُغضن : غضّنت غضّن الشيئ বাকাল। কোঁকড়াল। ভাজ করল। غضّنت الناقة উটনী অসম্পূর্ণ শাবক জন্ম দিল। السماء আসমান অবিরাম বর্ষণ করল। تغضّن ভাজ পড়ল। কুঞ্চিত হল। কুঁকড়ে গেল। বলি চিহ্ন হল।

غمس : غمس الشيئ في الماء (ض) পানিতে ডুবাল। নিমজ্জিত করল। غمس السنان في صدره তার বুকে ঢুকিয়ে দিল। غمّسه تغميساً সজোরে ডুবাল। غموسا النجم তারকা অস্ত গেল।

خُرطوم : শুঁড়। নাক। পানি দেবার নল। বহুবচন خراطيم

الح : الحاحاً - জিদ ধরা। পীড়াপিড়ি করা। মিনতি করা। এখানে ১ম ও ২য় অর্থ উদ্দেশ্য। الح في السوال নাছোড়বান্দা হয়ে চাইল। الحّ السحابُ بالمطر অবিরাম বর্ষণ করল।

ألجّ : বেয়াড়া। لجّج وألجّ القوم লোকেরা গভীর পানিতে নৌযানে আরোহণ করল। لجّ السفينة পানির গভীরে চলল। الجت الابل - শব্দ (গরগর) করে ফেনা উঠাল।

الخنفساء : শুবরে পোকা। বহুবচন خنافس

أزهى : দাম্ভিক। زهى زهوا فلانا وأزهى ازهاء অমুককে তুচ্ছ জ্ঞান করল। তার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করল।

مهيبا : ভয়ঙ্কর। ভীতিপ্রদ। هابه يهابه هيباً مهابة هيبة তাকে ভয় করে এড়িয়ে চলল। তাকে সমীহ করল। هاب الرجل فلانا লোকটি অমুককে শ্রদ্ধা করল।

القميص الأحمر

لابن عبد ربه

بينما المنصور في الطواف بالبيت ليلا إذ سمع قائلا يقول : اللهم إني أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض، ومايحول بين الحق وأهله من الطمع، فجزع المنصور فجلس بناحية من المسجد وأرسل إلى الرجل فصلى ركعتين واستلم الركن، وأقبل مع الرسول فسلم عليه بالخلافة، فقال المنصور : ما الذي سمعتك تذكر من ظهور الفساد والبغي في الأرض؟ وماالذي يحول بين الحق وأهله من الطمع؟ فوالله لقد حشوت مسامعي ما أمرضني فقال : إن أمنتني يا أمير المؤمنين! أعلمتك بالأمورمن أصولها وإلا احتجزت منك واقتصرت على نفسي فلي فيها شاغل، قال : فأنت آمن على نفسك فقل، فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الذي دخله الطمع وحال بينه وبين ماظهر في الأرض من الفساد والبغي لأنت، فقال : فكيف ذلك ؟ ويحك يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء في قبضتي والحلو والحامض عندي ؟

قال : وهل دخل أحداً من الطمع مادخلك، إن الله استرعاك أمر عباده وأموالهم فأغفلت أمورهم، واهتممت بجمع أموالهم، وجعلت بينك وبينهم حجابا من الجصّ والآجرّ وأبوابا من الحديد، وحُرّاسا معهم السلاح ، ثم سحنت نفسك عنهم فيها، وبعثت عمّالك في جبابات الأموال وجمعها، وأمرت أن لايدخل عليك أحد من الرجال إلا فلان وفلان نفر أسمّيتهم، ولم تأمر بإيصال المظلوم ولاالملهوف ولا الجائع العاري إليك، ولاأحد إلاوله في هذاالمال حق.

فلما رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك، وآثرتهم على رعيّتك، وأمرت أن لايحجبوا دونك تجبى الأموال وتجمعها،

قالوا هذا قد خان الله فمالنا لانخونه، فاتمروا أن لايصل إليک من علم أخبار الناس شيئ إلاما أرادوا ولايخرج لک عامل إلاخونوه عندک ونفوه حتى تسقط منزلته عندک .

فلما انتشر ذلک عنک وعنهم أعظمهم الناس، وهابوهم وصانعوهم فكان أول من صانعهم عمالک بالهدايا والأموال ليقووا بها على ظلم رعيتک، ثم فعل ذلک ذوالمقدرة والثروة من رعيتک لينالوا ظلم من دونهم فامتلأت بلاد الله بالطمع ظلما وبغيا وفسادا. وصار هؤلاء القوم شركائک في سلطانک وأنت غافل فان جاء متظلم حيل بينک وبينه فإن أراد رفع قصته إليک عندظهورک وجدک قد نهيت عن ذلک وأوقفت للناس رجلا ينظرفي مظالمهم .

فإن جاء ذلک المتظلم فبلغ بطانتک خبره، سألوا صاحب المظالم أن لا يرفع مظلمته إليک فلا يزال المظلوم يختلف إليه ويلوذ به ويشكو ويستغيث وهو يدفعه فإذا أجهد وأخرج ثم ظهرت صرخ بين يديک فيضرب ضربا مبرحا يكون نكالا لغيره وأنت تنظر فماتنكر، فمابقاء الإسلام ؟

وقد كنت يا أمير المؤمنين! أسافر إلى الصين فقدمتها مرة وقد أصيب ملكهم بسمعه فبكى يوما بكاءً شديدا فحثه جلساؤه على الصبر فقال : أما إني لست أبكي للبلية النازلة ولكني أبكي لمظلوم يصرخ بالباب فلا أسمع صوته، ثم قال : أما إذا قد ذهب سمعي فإن بصري لم يذهب نادوا في الناس أن لايلبس ثوبا أحمر الامتظلم، ثم كان يركب الفيل طرفي النهار وينظر هل يرى مظلوما.

فهذا يا أمير المؤمنين! مشرک بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ وأنت مؤمن بالله من أهل بيت نبيه لاتغلبک رأفتک بالمسلمين على شح نفسک، فإن كنت إنما تجمع المال لولدک فقد أراک الله عبرا في الطفل يسقط من بطن أمه ماله على الأرض مال، ومامن مال إلا ودونه يد شحيحة تحويه فمايزال الله يلطف بذلک الطفل حتى تعظم رغبة الناس له ولست الذي تعطي بل الله تعالى يعطي من يشاء فمايشاء.

فإن قلت : إنما تجمع المال لشد يد السلطان فقد أراك الله عبرا في بني أمية ما أغني عنهم جمعهم من الذهب وماأعدّوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله بهم ما أراد .

وإن قلت : إنما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها فوالله مافوق ما أنت فيه إلامنزلة لاتدرك إلابخلاف ما أنت عليه، يا أمير المؤمنين! هل يعاقب من عصاك بأشد من القتل؟ فقال المنصور: لا، فقال : فكيف تصنع بالملك الذي خوّلك ملك الدنيا وهو لايعاقب من عصاه بالقتل ولكن بالخلود في العذاب الأليم، قد رأى ماعقد عليه قلبك، وعملته جوارحك، ونظرإليه بصرك، واجترحته يداك، ومشت إليه رجلاك، هل يغني عنك ماشححت عليه من ملك الدنيا إذا انتزعه من يدك، ودعاك إلى الحساب ؟

قال : فبكى المنصور ثم قال : ليتني لم أخلق ويحك كيف أحتال لنفسي ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ! إن للناس أعلاما يفزعون إليهم في دينهم ويرضون بهم في دنياهم فاجعلهم بطانتك يرشدوك، وشاورهم في أمرك يسدّدوك، قال : قد بعثت إليهم فهربوا مني، قال : خافوك أن تحملهم على طريقتك ولكن افتح بابك، وسهل حجابك، وانصر المظلوم، واقمع الظالم وخذ الفيئ والصدقات على حلها واقسمها بالحق والعدل على أهلها وأنا ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الأمة وجاء المؤذنون فآذنوه بالصلاة فصلى وعاد إلى مجلسه وطلب الرجل فلم يوجد.

রক্তিম জামা

ইবনু আবদি রাব্বী

অনুবাদ : একদা খলীফা মনসূর রাত্রে বায়তুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ করছিলেন। হঠাৎ তখন এক ব্যক্তি দোয়া করতে শুনলেন, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে অভিযোগ করছি, দেশে জুলুম-নিপীড়ন ও ফিতনা-ফ্যাসাদ

প্রকাশ পাওয়ার এবং হক ও হকদারের মধ্যে লোভ-লালসা প্রতিবন্ধক হওয়ার। (খলীফা মনসূর) তখন তিনি চিন্তান্বিত হয়ে গেলেন। অতঃপর মসজিদের এক কোণায় বসে ঐ লোকটাকে ডেকে পাঠালেন। লোকটি খলীফা মনসূরের আহবান জেনে দু'রাকাত সালাতুল হাজ্বত পড়লেন এবং রুকনে ইয়ামানিকে চুমু দিলেন। খলীফার প্রেরিত দূতের সাথে আগমন করলেন। অতঃপর আমীরুল মু'মিনীন সম্বোধন করে সালাম দিলেন। খলীফা বললেন, তোমার মুখ থেকে যা শুনলাম তথা দেশে জুলুম-নির্যাতন ও সন্ত্রাস দেখা দেয়া এটা কি এবং হক ও হকদারের মাঝে লোভ-লালসা বাঁধা হয়ে দাড়ানোর অর্থ কি? আল্লাহর কসম! তুমি আমাকে এমন কথা শুনালে যদ্বারা আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছি। অতঃপর লোকটি বলল, আমীরুল মু'মিনীন! আপনি যদি আমার নিরাপত্তা দেন তবে মূলবিষয় সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করবো। নচেৎ আপনার কাছ থেকে সরে দাঁড়াবো এবং তা নিজের উপর সীমাবদ্ধ রাখবো। কারণ আমার ব্যস্ততা আছে। আমি তাতে মশগুল থাকবো। খলীফা বললেন, তুমি বিষয়টা খুলে বল, তোমার নিরাপত্তা দিচ্ছি। এরপর লোকটি বলল, আমীরুল মু'মিনীন! যার ভেতরে লোভ-লালসা ঢুকেছে এবং যারা ফিতনা-ফ্যাসাদ এবং জুলুম-নিপীড়নের মধ্যে বাঁধা সৃষ্টি হয়েছে তিনি হলেন আপনি। খলীফা বললেন, তা কীভাবে? তোমার দুর্ভোগ আমার ভেতরে কী লোভ লালসা প্রবেশ করবে অথচ স্বর্ণ-রূপা ও টক-মিষ্টি সবই তো আমার মুঠোয় ও আমার ইচ্ছাধীন?

লোকটি বলল, আপনার ভেতরে যে-রূপ লোভ-লালসা ঢুকেছে তা কি কারো ভেতর ঢুকবে? নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আপনাকে জনগণের জান-মালের জিম্মাদার করেছেন। আপনি তাদের কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে বে-খবর। অথচ আপনি তাদের সম্পদ কুড়ানোর গুরুত্ব দিয়েছেন। আপনার ও তাদের মাঝে চুনা ও ইটের পর্দা (দেয়াল) ও লোহার দরজা দিয়েছেন এবং স্বশস্ত্রবাহিনী নিয়োগ দিয়েছেন। এরপর তাতে নিজেকে বন্দী রেখেছেন। আপনি জনগণ থেকে ট্যাক্স ও মাল উশুল করার জন্য কর্মচারী প্রেরণ করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন অমুক অমুক যাদের আপনি নাম উল্লেখ করেছেন তারা ব্যতীত কেউ যেন আপনার দরবারে না ঢুকে। মজলুম, দুর্দশাগ্রস্ত লোক, ক্ষুধার্ত, বস্ত্রহীন এবং অধিকার বঞ্চিত লোকদেরকে আপনার কাছে পৌঁছানোর জন্যে আপনি কোন আদেশ জারি করেননি।

যখন এই লোকেরা প্রত্যক্ষ করল যে, যাদেরকে আপনি নিজের আপন বলে মনে করেছেন ও অন্যান্য প্রজাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার ব্যাপারে যাদের কোন বাঁধা না দেয়ার আদেশ করেছেন। আপনি সম্পদের খাজনা উশুল করে তা জমা রাখেন, তখন তারা বলল, এই খলীফা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমাদের কী হলো যে, আমরা তাঁর সাথে খেয়ানত করবো না। তাই তারা পরস্পর পরামর্শ করল, আপনার কাছে জনগণের সে সব খবরাখবর পৌঁছানোর যা তারা ইচ্ছা করে (তাদের ইচ্ছার খেলাফ যেন আপনার কাছে জনগণের অবস্থা ও দেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন খবর না পৌঁছে) আপনার এমন কোন কর্মচারী বাকী নেই যাকে তারা আপনার নিকট বিশ্বাসঘাতকরূপে পেশ করেনি এবং আপনার দরবার থেকে তাড়ায়নি। যেন আপনার কাছে তার মর্যাদা ক্ষুন্ন হয়।

আপনার এবং তাদের সম্পর্কে যখন এ খবর প্রচার হলো, তখন জনগণ তাদেরকে বড় মনে করতে লাগল এবং তাদেরকে উপহারের নামে ঘুষ প্রদান করতে লাগল। সর্বপ্রথম উপঢৌকন ও অর্থ দিয়ে তাদেরকে ঘুষ দিয়েছিলেন আপনার কর্মচারীগণ যেন আপনার প্রজাদেরকে জুলুম করার জন্যে শক্তি অর্জন করে। আপনার প্রজাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ও বিত্তশালী তারা ঘুষ প্রথা চালু করেছে যেন তারা দুর্বলদের উপর জুলুম করতে পারে। ফলে আল্লাহর জমীন (আপনার শাসনাধীন মুসলিম রাষ্ট্র) লোভ-লালসা, জুলুম-নির্যাতন, বিদ্রোহ ও সন্ত্রাসের দ্বারা ভরপুর হয়ে গেল। আপনার ক্ষমতায় এই প্রভাবশালী শ্রেণী অংশীদার হয়ে গেল। অথচ আপনি সে সম্পর্কে বে-খবর। জুলুমের অভিযোগ নিয়ে নিম্নের কোন মানুষ আপনার কাছে আসলে আপনি ও তার মাঝে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করা হয়। আপনি মজলিসে আসার সময় আপনার নিকট সে জুলুমের অভিযোগ তুলে ধরতে চাইলে তখন আপনি তাকে বাঁধা দেন। অথচ আপনি মানুষের অভিযোগ ও জুলুম-নির্যাতনের খবরাখবর নেয়ার জন্যে একজন লোক নিযুক্ত করেছেন।

যদি সে অভিযোগকারী মজলুম আসে এবং আপনার বিশেষ ব্যক্তিদের কাছে তার সংবাদ পৌঁছায় তখন তারা আপনার কাছে সদা আগমন করে, আশ্রয় চায়, জুলুমের অভিযোগ পেশ করে এবং সাহায্য প্রার্থনা করে অথচ সে তাকে তাড়ায়। যখন তাকে জোরপূর্বক বের করে দেয়া হয়। এরপর আপনি উপস্থিত হলে সে আপনার কাছে চিৎকার করে অভিযোগ পেশ করতে চায়

তখন তাকে বেদম প্রহার করা হয়, যা অন্যদের জন্য শিক্ষনীয় ঘটনায় পরিণত হয়। আর আপনি এ অবস্থা দেখলেও তা থেকে বাঁধা দেন না। তাই ইসলামের অস্থিত্ব কোথায় রইল।

হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ছিলেন এই স্বভাবের, কিন্তু আমি চীন দেশে সফর করতাম। একদা সেখানে আগমন করার পর খবর পেলাম, তাদের রাজা (রাষ্ট্রপ্রধান) বধির হয়ে গেছে। তাই তিনি একদিন ভীষণ কাঁদলেন। তার সহচরগণ তাকে সবর করার জন্যে উৎসাহিত করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, আমি পতিত বিপদ (তথা কান বধির হওয়া) এর জন্যে কাঁদছি না; বরং আমি কাঁদছি এ জন্য যে, আমার দরজায় মজলুম এসে চিৎকার করবে তার জুলুমের অভিযোগ পেশ করবে, কিন্তু আমি তা শুনতে পারবো না। এরপর বললেন, যদিও আমার কান বধির হয়ে গেছে কিন্তু আমার চোখ তো অন্ধ হয়নি। তোমরা মানুষের মাঝে এ'লান করো আজ থেকে মজলুম ছাড়া কেউ যেন লাল জামা পরিধান না করে। এরপর তিনি মজলুমের সন্ধানে সকাল-সন্ধ্যা হাতির উপর আরোহণ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল সফর করতেন এবং কোন মজলুম আছে কিনা দেখতেন।

হে আমিরুল মু'মিনীন! এই মুশরিক বাদশা মুশরিকদের প্রতি তার দয়া-মায়ার পরিমাণ এ পর্যন্ত পৌঁছেছে। (তার মায়া-মমতা এত বেশী) অথচ আপনি মু'মিন, নবীর বংশধর, মুসলমানদের প্রতি আপনার দয়া-মায়া আপনার কৃপণতাকে পরাভূত করতে পারে না। যদি আপনি নিজের ছেলেদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন, তবে আল্লাহ তা'আলা আপনার শিক্ষামূলক বিষয় দেখিয়েছেন শিশুর মধ্যে যে অবস্থায় শিশু তার মায়ের পেট থেকে ভুমিষ্ট হয়। যমীনে যার কোন সম্পদ নেই। তবে যদি তার সম্পদ থাকে তাহলে কৃপণ হাত তা গ্রাস করার জন্য সক্রিয় থাকে। আল্লাহ তাআলা সর্বদা তার শিশুর প্রতি দয়া করতে থাকেন। অতঃপর তার প্রতি মানুষের আগ্রহ বেড়ে যায়। বস্তুতঃ আপনি তাকে অর্থ দেন না; বরং আল্লাহই তাকে যা ইচ্ছা দিয়ে থাকেন। (শিশুর মালের অধিকার হওয়ার ব্যাপারে আপনার কোন অবদান নেই)

যদি আপনি বলেন যে, আপনি সম্পদ যোগাড় করছেন কেবল ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য, তাহলে আল্লাহ তা'আলা আপনাকে নিশ্চয় দেখিয়েছেন বনু উমাইয়ার পতনে শিক্ষার বিষয়সমূহ। তাদের সংগৃহীত স্বর্ণ, সৈন্যবাহিনী, অস্ত্রশস্ত্র ও বাহনসামগ্রী (গাধা, ঘোড়া, খচ্চর) তাদের কোনো

কাজে আসেনি। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের সাথে প্রতিজ্ঞা করেছেন যা প্রতিজ্ঞা করার। অর্থাৎ (তাদের পতন ঠেকাতে পারেনি)।

আর যদি আপনি বলেন, কেবল সম্পদ জমা করেছেন এমন লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের সন্ধানে যা আপনার বর্তমান অবস্থান ও পদমর্যাদা হতে বড়। তবে এ ব্যাপারে আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনার বর্তমান পদের চেয়ে বড় সম্মানিত কোন পদ নেই। কিন্তু এমন এক মাকাম আছে যা আপনার অবস্থা সংশোধন ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়।

হে আমিরুল মু'মিনীন! যে আপনার অবাধ্য হয় তাকে হত্যা করার চেয়ে বড় আর কোন শাস্তি আছে কি? খলীফা মনসূর বললেন, নেই। অতঃপর লোকটি বললেন, আপনি ঐ বাদশাহের সাথে কী আচরণ করেন, যে আপনাকে দুনিয়ার শাসন ক্ষমতা দান করেছেন। অথচ তিনি হত্যার মত কঠিন শাস্তি দেন না ঐ ব্যক্তিকে যে তার কথা অমান্য করে। তবে চিরস্থায়ী কঠিন আজাবের ফয়সালা করেন। তিনি (আল্লাহ) আপনার হৃদয়ের সংকল্প অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কর্ম, আপনার চোখের দৃষ্টি, হস্তদ্বয়ের আমল, পায়ে হেঁটে যে কাজে গিয়েছেন তা সবই দেখেছেন। তিনি যদি শাসনক্ষমতা আপনার থেকে ছিনিয়ে নেন এবং হিসাব নেয়ার প্রতি আপনাকে আহবান করেন, তখন এই রাজত্ব আপনার কোন কাজে আসবে কি?

বর্ণনাকারী বলেন, খলীফা তাঁর এ দীর্ঘ নসীহত শ্রবণ করে কাঁদলেন। অতঃপর বললেন, হায় আফসোস! আমাকে যদি সৃষ্টি করা না হতো। হায় আফসোস! আমি নিজেকে কীভাবে রক্ষা করবো? লোকটি বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! সমাজের এমন কতিপয় নেতা আছেন দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়ে লোকেরা তাদের কাছে ছুটে যায় এবং তাদের জাগতিক ব্যাপারে তাদের ফয়সালার উপর সন্তুষ্ট থাকেন। অতএব, আপনি তাদেরকে আপন হিসেবে নিয়োগ দিন। তারা আপনাকে সঠিক পথ দেখাবেন। তাদের সাথে পরামর্শ করুন তারা আপনাকে সঠিক পরামর্শ দিবেন। খলীফা মনসূর বললেন, আমি তাদের নিকট এ ব্যাপারে দূত প্রেরণ করেছি। তবে তারা আমার থেকে পালিয়ে গেল। লোকটি বলল, আপনি তাদেরকে আপনার নীতির উপর চলার জন্যে বাধ্য করবেন এমন ভয়ে তারা পালিয়ে গেছেন। কিন্তু আপনার দরজা খোলা রাখুন। আপনার কাছে যাওয়ার পথ সহজ করুন। মজলুমের সাহায্য করুন। জালেমের মুলোৎপাটন করুন। গণীমত ও যাকাতের মাল হালাল পন্থায় গ্রহণ

করুন এবং তা ন্যায় ও ইনসাফের সাথে উপযুক্তদের মাঝে বন্টন করুন। তারা আপনার কাছে আগমন করার এবং উম্মতের কাজে সহযোগিতা করার জন্যে আমি দায়ী। এই কথোপকথন শেষ হতে না হতেই মুয়াজ্জিনগণ আসল। অতঃপর নামাযের আজান দিলেন। তিনি নামায পড়লেন। এরপর তার মজলিসে ফিরে আসলেন। অতঃপর ঐ ব্যক্তিকে খোঁজে পাওয়া যায়নি।

শব্দবিশ্লেষণ :

استلم : استلاما স্পর্শ করা। চুমু খাওয়া। استلم الحجر পাথর স্পর্শ করল। চুমু খেল। استلمت يده আমি তার হাত ছুঁয়ে দিলাম এবং চুমু খেলাম।

حشوت : حشا حشوا(ن) حشا حشوالوسادة بالقطن বালিশে তুলা ভরল।

احتجزت : احتجز الشيئ একত্রিত হল। احتجز به তাতে/তার আশ্রয় নিল। احتجز بالازار কোমরে লুঙ্গী বাঁধল। احتجز الشيئ বস্তুটি কোলে নিল। احتجزالرجل হিজাজে আগমন করল।

الصفراء : এটা أصفر এর مؤنث। পিত্ত। স্বর্ণ। হলুদ। এখানে প্রথম দুইটি অর্থ উদ্দেশ্য।

استرعاك : তোমাকে তার বান্দা ও তাদের সম্পদ হেফাজতের দায়িত্ব দিয়েছেন। استرعاه الشيئ তাকে বস্তুটি সংরক্ষণ করতে বলল।

الحامض : টক। অম্ল। অম্লস্বাদ। চুকা। চুকো। তার حامضة-مؤنث

سحنت : سحنا চূর্ণ করা। গুড়োঁ করা। ঘষে মসৃণ করা। سحن الحجر পাথর ভাংল। سحن الخشبة কাঠ ঘষে নরম ও চকচকে করল। سحن شيئا চূর্ণ করল। গুড়োঁ করল।

جبايات : কর। শুল্ক। ট্যাক্স। আদায়। সংগ্রহ। বহুবচন। একবচন جباية

الملهوف : চিন্তাশীল ব্যক্তি যার সম্পদ নষ্ট হয়ে গেছে। অথবা কোন নিকটবর্তী আত্মীয় মারা গেছে। ফরিয়াদকারী। মজলুম। رجل ملهوف القلب অন্তরপুড়া ব্যক্তি।

فاتمروا : ائتمر الأمر وبه নির্দেশ পালন করল। ائتمروا وتامروا তারা পরস্পর পরামর্শ করল। ائتمروا بفلان অমুককে হত্যার ষড়যন্ত্র করল। ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

صانعهم : صانعه مصانعة তার সাথে কোমল আচরণ করল। তাকে

তোষামোদ করল। তাকে উৎকোচ বা ঘুষ প্রদান করল। এই অর্থ উদ্দেশ্য। من صانع بالمال لم يحتشم من طلب الحاجة যে উৎকোচ দেয় সে প্রয়োজনে চাইতে দ্বিধা করে না। صانع صانع الرجل عن الشيئ বস্তুটি সম্পর্কে তাকে ধোঁকা দিল। লোকটির সঙ্গী বা বন্ধু হল।

متظلم : জুলুমের ব্যাপারে অভিযোগকারী। যেমন বলা হয় تفعل থেকে تظلم فلان الى الحاكم من فلان فظلمه তার অবিচারের/অত্যাচারের অভিযোগ করল। تظلم حقه তার প্রাপ্য হরণ করল। তার প্রাপ্য হ্রাস করল। تظلم الرجل জুলুম সহ্য করল।

بطانتك : بطانة শব্দটি كاف এর দিকে اضافت হয়েছে। অর্থ-ভিতর। ভিতরের অংশ। ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ। অন্তরঙ্গ লোকজন। গোপন রহস্য। একান্ত জন। সঙ্গী-সাথী। কম্বল। বহুবচন بطائن بطانة الثوب - কাপড়ের আস্তর। আবরণ। بطانة الرجل পরিবার-পরিজন। একান্ত আপনজন।

يلوذ : لاذ بالجبل ليلاذا، لواذا، لوذا পাহাড়ে আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করল। لاذ بالقدم লোকদের আশ্রয় গ্রহণ করল। لاذ الطريق بالدار রাস্তা বাড়ি সংলগ্ন হল।

مبرحا : তীব্র। প্রচন্ড। কঠিন। শক্ত। অধিক। জোরদার। برح بَرَحاً بَرَاحاً(س) সরে যাওয়া। পরিত্যাগ করা। ক্ষান্ত হওয়া। برح المكان منه স্থান ত্যাগ করল। পৃথক হল। দূর হল।

نكالا : শাস্তি। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। দন্ড। শিক্ষা। দৃষ্টান্ত। نكل عن كذا نكلا (س)- (ض،ن) نكولا - তা থেকে ভয়ে পিছু হটল। نكل عن العدو، عن اليمين، عن الجواب (ن) ونكلت بفلان - অমুককে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিল।

الكراع : الكراع من البقر والغنم গোড়ালির উপরস্থ পায়ের গিঁঠ এর নিম্নাংশ পায়ের গোছার সরু অংশ। হাঁটুর নিম্নস্থ গোছার অগ্রভাগ। الكراع ঘোড়া। খচ্চর। গাধা। যে কোন বস্তুর একাংশ। كراع الأرض জমিনের কোণা।

كيف كان معاوية رضي الله عنه يقضي يومه

للمسعودي

كان من أخلاق معاوية أنه كان يأذن في اليوم والليلة خمس مرات، كان إذا صلى الفجر جلس للقاص حتى يفرغ من قصصه، ثم يدخل فيؤتي بمصحفه فيقرأ جزأه، ثم يدخل إلى منزله فيأمر وينهى ثم يصلي أربع ركعات ثم يخرج إلى مجلسه فيأذن لخاصة الخاصة فيحدثهم ويحدثونه، ويدخل عليه وزراؤه فيكلمونه فيما يريدون من يومهم إلى العشي، ثم يؤتى بالغداء الأصغر وهو فضلة عشائه من جدي بارد أو فرخ ومايشبهه ثم يتحدث طويلا. ثم يدخل منزله لمأراد ثم يخرج فيقول : ياغلام ! أخرج الكرسي فيخرج إلى المسجد فيوضع فيسند ظهره إلى المقصورة ويجلس على الكرسي يقوم الأحداث فيتقدم إليه الضعيف والأعرابي والصبي والمرأة ومن لا أحد له فيقول : أعزوه ويقول : عدي عليّ فيقول : ابعثوا معه ويقول : صنع بي فيقول : انظروا في أمره ، حتى إذا لم يبق أحد دخل فجلس على السرير ، ثم يقول : ائذنوا للناس على قدر منازلهم ولايشغلني أحد عن رد السلام فيقال : كيف أصبح أمير المؤمنين أطال الله بقاءه ؟ فيقول : بنعمة من الله فإذا استووا جلوساً قال : يا هؤلاء إنما سميتم أشرافا لأنكم شرفتم من دونكم بهذا المجلس، ارفعوا إلينا حوائج من لايصل إلينا، فيقوم الرجل فيقول : استشهد فلان فيقول : افرضوا لولده ، ويقول آخر : غاب فلان عن أهله ، فيقول : تعاهدوهم ، أعطوهم ، اقضوا حوائجهم ، اخدموهم.

ثم يؤتى بالغداء ويحضر الكاتب فيقوم عند رأسه ويقدم الرجل فيقول له اجلس على المائدة، فيجلس فيمد يده فيأكل لقمتين أوثلاثا والكاتب يقرأ كتابه فيأمر فيه بأمر فيقال : ياعبدالله أعقب فيقوم ويتقدم آخر حتى يأتي على أصحاب الحوائج كلهم، وربما قدم عليه من أصحاب الحوائج أربعون أونحوهم على قدر الغداء ثم يرفع الغداء ويقال للناس: أجيزوا فينصرفون فيدخل منزله فلايطمع فيه طامع، حتى ينادى

بالظهر فيخرج فيصلي ثم يدخل فيصلي أربع ركعات ثم يجلس فيأذن لخاصة الخاصة فإن كان الوقت وقت شتاء أتاهم بزاد الحاج من الأخبصة اليابسة والخشكنانج والأقراص المعجونة باللبن والسكر من دقيق السميد والكعك المنضد والفواكه اليابسة، وإن كان وقت صيف أتاهم بالفواكه الرطبة، ويدخل إليه وزراؤه فيؤامرونه فيما احتاجوا إليه بقية يومهم ويجلس إلى العصر ثم يخرج فيصلي العصر ثم يدخل منزله فلايطمع فيه طامع، حتى إذا كان في آخر أوقات العصر خرج فجلس على سريره ويؤذن للناس على منازلهم فيؤتى بالعشاء فيفرغ منه مقدار ماينادى بالمغرب ولاينادى له بأصحاب الحوائج ثم يرفع العشاء فينادى بالمغرب فيخرج فيصليها، ثم يصلي بعدها أربع ركعات ويقرأ في كل ركعة خمسين آية، يجهر تارة ويخافت أخرى، ثم يدخل منزله فلايطمع فيه طامع حتى ينادي بالعشاء الآخرة ، فيخرج فيصلي ثم يؤذن للخاصة وخاصة الخاصة والوزراء والحاشية فيؤامره الوزراء فيما أراد وأصدر من ليلتهم ويستمر إلى ثلث الليل في أخبار العرب وأيامها والعجم وملوكها وسياستها لرعيتها وسائر ملوك الأمم وحروبها ومكائدها وسياستها لرعيتها وغير ذلك من أخبار الأمم السالفة ثم تأتيه الطرف الغريبة من عند نسائه من الحلوى وغيرها من المآكل اللطيفة ثم يدخل فينام ثلث الليل ثم يقوم فيقعد فيحضر الدفاتر فيها سير الملوك وأخبارها والحروب والمكائد، فيقرأ ذلك عليه غلمان له مرتبون، وقد وكلوا بحفظها وقراءتها فتمر بسمعه كل ليلة جمل من الأخبار والسير والآثار وأنواع السياسات، ثم يخرج فيصلي الصبح ثم يعود فيفعل ماوصفنا في كل يوم .

আমীরে মুয়াবিয়া র. তাঁর দৈনন্দিন জীবন কিভাবে কাটাতেন?

আবুল হাসান আল মসউদী

অনুবাদ : আমীরে মুয়াবিয়া র.'র অভ্যাস ছিল, রাত-দিন দৈনিক পাঁচ বার তার সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন। তিনি ফজরের নামায পড়ার পর গল্পকারের বা কাহিনীকারের সামনে বসতেন এবং তার কাহিনী শেষ পর্যন্ত

শুনতেন। অতঃপর নিজের বিশেষ রুমে প্রবেশ করতেন। কোরআন শরীফ হাজির করা হতো। তখন তিনি কোরআনের নির্ধারিত অংশ তেলাওয়াত করতেন। অতঃপর তার ঘরে প্রবেশ করতেন এবং পরিবার পরিজনকে আদেশ-নিষেধ করতেন। এরপর চার রাকাত নামায পড়তেন। আবার মজলিসে ফিরে যেতেন। বিশেষ ব্যক্তিবর্গের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি দান করতেন। তাদের সাথে কথা বলতেন ও তারা তার সাথে আলোচনা করতেন। এরপর তার মন্ত্রীবর্গ প্রবেশ করে তার সাথে সেদিনের সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের পরিকল্পিত কাজ নিয়ে আলোচনা করতেন। অতঃপর সকালের নাস্তা হাজির করা হতো। আর সকালের নাস্তা হলো বিকালের অবশিষ্ট ছাগলছানা কিংবা পাখিরছানা ও অনুরূপ ভুনা গোশ্ত। এরপর দীর্ঘসময় আলাপ করতেন। অতঃপর ইচ্ছে হলে স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতেন। আবার বের হয়ে খাদেমকে সম্বোধন করে বলতেন, হে বৎস! চেয়ার বের কর। চেয়ার বের করে তার পেছনের অংশ মেহরাবের সাথে ঠেস দিয়ে রাখা হতো। এরপর তিনি চেয়ারে বসতেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পেশ করতেন। তখন তার কাছে দুর্বল, বেদুঈন, শিশু, মহিলা এবং নিঃস্ব লোক আসত। তিনি কর্মচারীদেরকে বলতেন, তোমরা এদেরকে দয়া কর। আর যদি কেউ বলে আমি মজলুম, তখন তিনি কর্মচারীদেরকে বলতেন, তোমরা তার সাথে কাউকে পাঠাও যেন ঘটনা তদন্ত করে আসে। আর যদি বলে আমার সাথে মন্দ আচরণ করা হয়েছে, তখন বলতেন তোমরা তার ব্যাপারে চিন্তা কর। অবশেষে আগত লোকদের মধ্যে কেউ বাকী না থাকলে তিনি খাটে বসে বলতেন, তোমরা লোকদেরকে তাদের পদমর্যাদা অনুসারে সাক্ষাতের অনুমতি দাও এবং আমাকে সালামের উত্তর থেকে কেউ যেন বিমুখ না রাখে। তখন বলা হতো আমিরুল মু'মিনীন সকাল কীভাবে অতিবাহিত করেছেন? "আল্লাহ তাকে দীর্ঘ হায়াত দান করুক।" তিনি বলতেন, আল্লাহর নেয়ামত ভোগ করার মাধ্যমে সকাল অতিবাহিত করেছি। যখন আগত জনসাধারণ সারিবদ্ধভাবে বসতেন, তখন বলতেন, হে লোকেরা! তোমাদেরকে আশরাফ তথা সম্মানিত ছিফত দিয়ে আহবান করা হয়েছে। কেননা, তোমরা সম্মানিত হয়েছো এই মজলিসের কারণে। অন্যরা এ সম্মান পায়নি। আমাদের কাছে তাদের সমস্যার কথা তুলে ধর, যারা আমাদের কাছে আসতে পারে না। তখন এক লোক দাঁড়িয়ে বলতেন, অমুক শহীদ হয়েছে। অতঃপর তিনি বলতেন, সরকারী রেজিস্টারী খাতায় তার ছেলের নাম লিপিবদ্ধ কর, তার মাসিক খোরাকী নির্ধারণ কর। আর একজন দাঁড়িয়ে বলতেন, অমুক তার পরিবার ছেড়ে কোথাও উধাও হয়ে

গেছে। তখন বলতেন, তোমরা তার পরিবার-পরিজনকে সাহায্য-সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দাও। তাদের খাবারের ব্যবস্থা কর। তাদের প্রয়োজন পূরণ কর। তাদের খেদমত কর।

অতঃপর দুপুরের খাবার হাজির করা হতো এবং লেখক (কেরানী) উপস্থিত হয়ে তার মাথার পাশে দাঁড়াতেন। আর তখন এক লোক আসত এবং তাকে বলতেন, খাবার খেতে বস। অতঃপর তিনি বসতেন এবং হাত টেনে দুই বা তিন লোকমা খাবার খেতেন। তখন লেখক (কেরানী) তার দফতর থেকে লিখিত লেখাগুলো পড়তেন। তা শুনে তিনি প্রয়োজনীয় সংশোধনপূর্বক নির্দেশ দিতেন। এরপর বলা হতো, হে আল্লাহর বান্দা! অন্যজনকে আসতে দাও। অতঃপর সে (১ম ব্যক্তি) চলে যেত এবং অন্য একজন আগমন করতো। এভাবে ক্রমান্বয়ে সকল অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি দস্তরখানায় বসে আহার করতেন। অনেকসময় আগত অভাবীদের সংখ্যা চল্লিশ বা এর অধিক হয়ে যেত। এরপর খাবারের প্রোগ্রাম সমাপ্ত করা হতো। উপস্থিত লোকদেরকে বলা হতো, তোমরা ঘরে চলে যাও। অতঃপর তারা ঘরে ফিরে যেত। তিনি স্বীয় হুজরায় ঢুকে পড়তেন। তখন আর কেউ সাক্ষাত করার আকাঙ্খা করতো না। অবশেষে যোহরের আযান হতো। তিনি ফরজ নামাযের জন্যে হুজরা থেকে বের হতেন এবং জামাত পড়ে কামরায় আবার ঢুকে যেতেন। অতঃপর চার রাকাত নামায পড়তেন। অতঃপর মজলিসে বসতেন এবং (ভি,আই,পি) বিশেষ ব্যক্তিবর্গদেরকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন। শীতকাল হলে তাদের সামনে زاد الحاج নামক শুকনা হালুয়া, শুকনা রুটি, দুধ ও চিনি মিশ্রিত ময়দার রুটি, দামী কেক এবং শুকনা ফল পেশ করতেন। আর গ্রীষ্মকাল হলে ভিজা ফল পেশ করতেন। তার কাছে মন্ত্রীগণ প্রবেশ করতেন এবং তার সাথে জরুরী বিষয়ে পরামর্শ করতেন দিনের অবশিষ্ট অংশ সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত। তিনি আছর পর্যন্ত খেলাফতের কার্যালয়ে উপবেশন করতেন। আযানের পর বের হতেন এবং আছর নামায আদায় করার পর স্বীয় কক্ষে প্রবেশ করতেন। তখন আর কেউ সাক্ষাতের প্রতীক্ষা করতো না। আছরের শেষ পর্যায়ে তিনি রুম থেকে বের হতেন। অতঃপর স্বীয় খাটে (আমীরের আসনে) বসতেন এবং মানুষদেরকে তাদের মর্যাদা ও অবস্থান অনুসারে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন। এরপর রাতের খাবার আনা হতো। মাগরিবের আযানের পূর্বে আহার সমাপ্ত করতেন। বিকেলের খাবারে অভাবীদেরকে আহ্বান করা হতো না। এরপর বিকালের খাবার উঠিয়ে নেয়া হতো। অতঃপর মাগরিবের আযান দেয়া হতো।

তখন তিনি বক্ষ থেকে বের হয়ে নামায আদায় করতেন। অতঃপর চার রাকাত নামায পড়তেন এবং প্রত্যেক নামাযে ৫০টি আয়াত তিলাওয়াত করতেন। কখনো বড় আওয়াযে পড়তেন, আবার কখনো ছোট আওয়াযে পড়তেন। অতঃপর স্বীয় গৃহে প্রবেশ করতেন। তখন আর কেউ সাক্ষাতের ইচ্ছা করতো না। রুমে অবস্থান করতেন এশার আযান দেয়া পর্যন্ত। আযানের পর বের হতেন এবং নামায পড়তেন। এরপর বিশেষ ব্যক্তিবর্গ, মন্ত্রী ও পরিবার-পরিজনকে সাক্ষাতের অনুমতি দিতেন। মন্ত্রীরা তার সাথে সে রাত্রে তাঁর পরিকল্পিত কার্যক্রম ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে পরামর্শ করতেন। মজলিস রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত অব্যাহত থাকত। তিনি তখন আরব অধিবাসীদের খবরাখবর, তাদের ইসলাম পূর্ব যুদ্ধ-বিগ্রহের ইতিহাস, অনারবদের খবরাখবর, তাদের রাজা-বাদশাদের রাজনৈতিক, কুটনৈতিক ইতিহাস এবং দুনিয়ার অন্যান্য শাসকদের যুদ্ধ বিগ্রহের ইতিহাস ও প্রজাদের সাথে তাদের রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক আচরণ ও পূর্ববর্তী জাতিসমূহের যাবতীয় ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে আলোচনা করতেন। এরপর তার স্ত্রীদের পক্ষ থেকে বিরল হাদিয়া তথা মিষ্টান্ন ও অন্যান্য তরল খাবার আনা হতো। অতঃপর স্বীয় হুজরায় প্রবেশ করে রাতের এক তৃতীয়াংশ ঘুমাতেন। ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে মজলিসে বসতেন। তখন বিভিন্ন ফাইলসমূহ পর্যবেক্ষণ করতেন। যেখানে শাসকদের জীবনচরিত, তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ রাজনৈতিক ও কুটনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য লিপিবদ্ধ ছিল। অতঃপর তাঁর সুবিন্যস্ত অনুচরগণ তা পড়ে শুনাতেন এবং তাদেরকে তা সংরক্ষণ ও পরিবেশন করার দায়িত্ব অর্পণ করা হতো। প্রতি রাত তা হতে কিছু ইতিহাস, জীবন বৃত্তান্ত, প্রাচীন ইতিহাস ও বিভিন্ন প্রকারের রাজনীতি সম্বলিত কয়েকটি বাক্য তার কানে পড়ত। এরপর ফজরের নামাযের জন্যে বের হতেন। নামাযের পর কার্যালয়ে ফিরে আসতেন এবং পূর্বের সিডিউল অনুযায়ী কাজ করতেন।

শব্দবিশ্লেষণ :

فضلة : অবশিষ্টাংশ। অতিরিক্ত অংশ। উদ্বৃত্ত বস্তু। বহুবচন فضلات

جَدْى : ج এবং د এর উপর যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে- দান। উপহার। বৃষ্টি, আর যদি الجَدْى হয় এর অর্থ হবে - মকররাশি। রাশিচক্রের দশম রাশি। ছাগলছানা। ছাগল শিশু। বহুবচন جِدْيَانٌ، اَجْدِى، جداء

المقصورة : ক্ষুদ্র কক্ষ। খাস কামরা। প্রাসাদ। বহুবচন مقاصير

اعِزّوه : باب افعال থেকে اعزاز সম্মানিত করা। মর্যাদা দেওয়া। শক্তিশালী করা। পছন্দ করা। এখানে ১ম দু'টি অর্থ উদ্দেশ্য।

أعقب : افعال - اعقابا থেকে। পিছনে রেখে যাওয়া। উত্তরাধিকারী করা। পরে আসা। অনুসরণ করা। اعقبه তার স্থলাভিষিক্ত হল। তাকে উত্তম বিনিময় দিল। তারপরে এল বা উদ্ভূত হল। اعقبه فى الراحلة পালাক্রমে তার সাথে বাহনে সওয়ার হল। اعقب الرجل উত্তরসূরী রেখে মারা গেল। اعقب فلان কু-পথ থেকে সু-পথে ফিরল। اعقب الأمر বিষয়টির পরিণাম উত্তম হল।

أجيزوا : أجاز الموضع স্থানটি অতিক্রম করল। أجاز القاضى البيع বিক্রয় চুক্তি কার্যকর করল। أجازه العقبة তাকে পার করাল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। أجاز بالف درهم তাকে সহস্র দেরহাম পুরস্কার দিল। أجاز الشيئ বৈধ করল। أجاز الرأى কার্যকর করল। أجاز الرجل অনুমতি দিল।

زاد : পাথেয়। খাদ্যসম্ভার। সঞ্চয়। সরবরাহ। বহুবচন أزواد، أزْوِدَةٌ

الأخْبِصَةُ : বহুবচন। একবচনে خبيص হালুয়া। মিষ্টি খাবার।

الأقراص : একবচন। বহুবচনে قُرْصٌ সাদা আটা বা ময়দা। চাপাতি।

المعجونة : মাখানো ময়দা। পেস্ট।

السَّمِيْدُ : সাদা আটা।

الكَعْكُ : কেক।

المنضد : বিন্যস্ত। সারিবদ্ধ। একটির উপর একটি সাজানো। اسم فاعل এর অর্থ - বিন্যাসকারী। সারিবদ্ধকারী। অক্ষর বিন্যাসক।

فيفرغ : فرغ فراغا، فروغا(س،ن) খালি হওয়া। শূন্য হওয়া। মুক্ত হওয়া। সমাপ্ত করা। فرغ عن العمل কাজ থেকে অবসর হল। فرغ له واليه তাঁর অভিমুখী হল। এখানে শেষ অর্থ উদ্দেশ্য।

الحاشية : প্রান্ত। পার্শ্ব। পাড়। মার্জিন। হাশিয়া। অনুচরবর্গ। বহুবচন حواشى এখানে শেষ অর্থ উদ্দেশ্য।

الطرف الغريبة: বিরল সুস্বাদু খাবার।

استقامة الإمام أحمد بن حنبل وكرمه

لابن حبان البستي

حكى ابن حبان البستي عن إسحاق بن أحمد القطان البغدادي بتستر، قال : كان لنا جار ببغداد كنا نسميه طبيب القراء كان يتفقد الصالحين ويتعاهدهم ، فقال لي : دخلت يوما على أحمد بن حنبل فإذا هو مغموم مكروب فقلت : مالك يا أباعبدالله ؟ قال : خير! قلت : ومع الخير ؟ قال : امتحنت بتلك المحنة حتى ضربت ثم عالجوني وبرأت. إلا أنه بقي في صلبي موضع يوجعني، هو أشد عليّ من ذلك الضرب، قال : قلت اكشف لي عن صلبك، فكشف لي فلم أر فيه إلا أثر الضرب فقط، فقلت : ليس لي بذي معرفة، ولكن سأستخبر عن هذا، قال : فخرجت من عنده حتى أتيت صاحب الحبس، وكان بيني وبينه فضل معرفة، فقلت له : أدخل الحبس في حاجة قال : أدخل ، فدخلت وجمعت فتيانهم، وكان معي دريهمات فرقتها عليهم وجعلت أحدثهم حتى أنسوا بي، ثم قلت : من منكم ضرب أكثر؟ قال : فأخذوا يتفاخرون حتى اتفقوا على واحد منهم أنه أكثرهم ضربا، وأشد هم صبرا، قال : فقلت له : أسألك عن شيئ، قال : هات ، فقلت : شيخ ضعيف ليس صناعته كصناعتكم، وضرب على الجوع للقتل سياطا يسيرة، إلا أنه لم يمت، وعالجوه وبرأ، إلا أن موضعا في صلبه يوجعه وجعا ليس له عليه صبر، قال : فضحك، فقلت : مالك؟ قال : الذي عالجه كان حائكا، قلت : أيش الخبر؟ قال : ترك في صلبه قطعة لحم ميتة لم يقلعها، قلت : فما الحيلة ؟ قال : يُبَطّ صلبه وتؤخذ تلك القطعة ويرمى بها، وإن تركت بلغت إلى فؤاده فقتلته قال : فخرجت من الحبس فدخلت على أحمد بن حنبل فوجدته على حالته، فقصصت عليه القصة، قال : ومن

يبطه ؟ قلت أنا، قال : أو تفعل ؟ قلت : نعم، قال فقام ودخل البيت ثم خرج وبيده مخدتان وعلى كتفه فوطة، فوضع إحداهما لي والأخرى له، ثم قعد عليها وقال : استخر الله فكشفت الفوطة عن صلبه وقلت : أرني موضع الوجع، قال : ضع إصبعك عليه، فإني أخبرك به، فوضعت إصبعي وقلت : ههنا موضع الوجع ؟ قال : ههنا أحمد الله على العافية، فقلت ههنا قال: ههنا أحمدالله على العافية، فقلت ههنا؟ قال : ههنا أسأل الله العافية، قال : فعلمت أنه موضع الوجع قال : فوضعت المبضع عليه، فلما أحس بحرارة المبضع وضع يده على رأسه وجعل يقول : اللهم اغفر للمعتصم، حتى بطبطته، فأخذت القطعة الميتة ورميت بها وشددت العصابة عليه، وهو لايزيد على قوله : اللهم اغفر للمعتصم، قال : ثم هدأ وسكن ثم قال : كأني كنت معلقا فأحدرت قلت : يا أبا عبد الله إن الناس إذا امتحنوا محنة دعوا على من ظلمهم ورأيتك تدعو للمعتصم، قال : إني فكرت فيما تقول : وهو ابن عم رسول الله ﷺ فكرهت أن آتي يوم القيامة وبيني وبين أحد من قرابته خصومة، وهو مني في حل.

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল র. এর অবিচলতা ও তার বদান্যতা

ইবনু হাব্বান আল্‌বসতী

অনুবাদ : ইবনে হাব্বান আল্ বসতী ইসহাক বিন আহমদ আল্ কাত্তান, আল্ বাগদাদী থেকে 'তাসাত্তোর' স্থানে বর্ণনা করেন, ইসহাক বিন আহমদ বলেন, বাগদাদে আমাদের এক প্রতিবেশী ছিল যাকে আমরা তাবীবুল কুররা (ক্বারীদের ডাক্তার) নামে ডাকতাম। সে সৎ লোকদের খোঁজ নিতেন। তাদের সেবা-যত্ন করতেন।

সে আমাকে বলল, আমি একদা আহমদ বিন হাম্বল এর কাছে গেলাম। দেখলাম তিনি চিন্তিত ও বিষন্ন। আমি বললাম, হে আবদুল্লাহর পিতা! আপনার কী হলো? আপনি কেমন আছেন? তিনি বললেন, ভালো আছি। আমি

বললাম, মঙ্গলের সাথে আরো কী আছে? তখন তিনি বললেন, আমি ঐ বিপদ দ্বারা পরীক্ষার সম্মুখীন হলাম। এমনকি আমাকে বেদম প্রহার করা হলো। এরপর তারা (সরকারের পক্ষ থেকে) আমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ফলে আমি সুস্থ হয়েছি। তবে আমার মেরুদন্ডের এক স্থানে ব্যথা রয়ে গেছে। ঐ ব্যথা আমার জন্য সেই বেদম প্রহারের চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। তাবীবুল কুররা বলেন, আমি বললাম, আপনার মেরুদন্ড আমাকে খুলে দেখান। তিনি আমার সামনে মেরুদন্ড খুললেন। আমি তাতে কেবল প্রহারের চিহ্ন দেখলাম। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতা নেই। কিন্তু এ রোগ সম্পর্কে আমি যাচাই করবো। আমি তার কাছ থেকে বের হয়ে কারাগার কর্তৃপক্ষের কাছে এলাম। তার সাথে আমার ভালো পরিচয় ছিলো। তাকে আমি বললাম, আমাকে কোন প্রয়োজনে কারাগারের ভেতরে ঢুকতে হবে। তিনি বললেন, প্রবেশ করুন। তখন আমি ভেতরে প্রবেশ করলাম। তাদের তরুণদের কারাগারে একত্রিত করলাম। আমার কাছে কিছু ছোট দিরহাম ছিলো। আমি তাদের মাঝে তা বন্টন করে দিলাম এবং তাদের সাথে কথা বলতে লাগলাম। একপর্যায়ে তারা আমাকে স্বীয় আপনজন থেকে ভুলিয়ে দিল (তারা আমার অন্তরঙ্গ হয়ে গেল) এরপর বললাম, তোমাদের মধ্যে কাকে বেশী প্রহার করা হয়েছে? তাবীবুল কুররা বললেন, তারা পরস্পর অহংকার করতে লাগল। একপর্যায়ে তাদের একজনের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করল যে, সেই সবচেয়ে বেশী প্রহারকৃত হয়েছে এবং বেশী সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে।

বর্ণনাকারী বলেন, আমি ঐ প্রহারকৃত ব্যক্তিকে বললাম, তোমাকে এক ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই। তিনি বললেন, বলুন। অতঃপর বললাম, এখানে একজন দুর্বল, বৃদ্ধ (আহমদ বিন হাম্বল) লোক আছে যার পেশা তোমাদের পেশার মতো নয় এবং তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ক্ষুধার্তাবস্থায় বৃক্ষের ছোটো ছোটো শাখা দ্বারা প্রহার করা হয়েছে। তবে তিনি মারা যাননি। তারা তাকে চিকিৎসা করেছে অতঃপর তিনি সুস্থ হয়েছেন। কিন্তু তার মেরুদন্ডের একটি স্থানে এমন ব্যথা অনুভব হয় যাতে তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারেন না। বর্ণনাকারী বলেন, তখন ঐ লোকটা হেঁসে দিলেন। আমি বললাম, তুমি হাঁসলে কেন? সে বলল, যে ব্যক্তি তার চিকিৎসা করেছে সে একজন তাঁতী। আমি

বললাম, খবরটা খুলে বলুন, তিনি তার মেরুদন্ডের হাড়ে গোশত এক টুকরা রেখে দিয়েছে, যা উপড়ে ফেলেনি। আমি বললাম, এখন এটা সরানোর কী উপায়? তিনি বললেন, মেরুদন্ডে অপারেশন করে ঐ মৃত টুকরাটি বের করে নিক্ষেপ করতে হবে। যদি ঐটা ঐ স্থানে রেখে দেয়া হয়। তবে তা হৃদপিন্ডে পৌঁছে তার মৃত্যু ঘটাবে। বর্ণনাকারী বললেন, এরপর আমি কারাগার থেকে বের হলাম। আহমদ ইবনে হাম্বলের কাছে প্রবেশ করে দেখলাম তিনি পূর্বের অবস্থায় রয়েছেন। আমি তাকে এ ব্যাপারে (মৃত গোশতের টুকরা সংক্রান্ত) বিস্তারিত বললাম। তিনি বললেন, কে অপারেশন করবে? আমি উত্তর দিলাম আমি নিজেই অপারেশন করবো। তখন তিনি বললেন, আপনি কি অপারেশন করতে পারবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি উঠে ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর ঘর থেকে বের হন। তখন তার হাতে ছিল দুটি ছোট বালিশ ও স্কন্ধে একটি লুঙ্গি বা তোয়ালে। একটা বালিশ আমাকে দিলেন এবং অপরটা তার জন্যে রাখলেন। অতঃপর তাতে উপবেশন করে বললেন, আল্লাহর কাছে ইস্তিখারা করুন। অতঃপর লুঙ্গিটি তার কাঁধ থেকে সরিয়ে বললাম, আমাকে ব্যথার স্থানটা দেখান। তিনি বললেন, আপনার আঙ্গুল ঐ স্থানে রাখুন। অতঃপর আমি আপনাকে ব্যথার স্থান সম্পর্কে অবহিত করবো। তখন আমি আঙ্গুল রেখে জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কি ব্যথার স্থান? তিনি বললেন, না। (এখানে ব্যথা নেই।) আল্লাহর প্রশংসা করি ওই স্থান সুস্থ থাকার জন্যে। আমি অন্যস্থানে হাত দিয়ে পুনঃ বললাম, এখানে কি ব্যথা? তিনি বললেন, না, এখানে সুস্থ থাকার দরুণ আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি অন্য এক জায়গায় হাত রেখে আবারো বললাম, এখানে কি ব্যথা? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এখানে ব্যথা। আল্লাহর কাছে এর সুস্থতার দোয়া করছি। তিনি বললেন, (বর্ণনাকারী) তখন জানতে পারলাম যে, সেটিই ব্যথার স্থান। তিনি বললেন, আমি তাতে (ব্যথা স্থানে) ছুরি রাখলাম। তিনি তখন ছুরির উষ্ণতা অনুভব করলেন। তখন তার হাত মাথায় রেখে বলতে লাগলেন হে আল্লাহ! তুমি খলীফা মু'তাছিম বিল্লাহকে ক্ষমা কর। পরিশেষে অপারেশন কাজ সম্পন্ন করলাম। মৃত টুকরাটি বের করে তা ডাস্টবিনে নিক্ষেপ করলাম। সেখানে ব্যান্ডিজ করে দিলাম। আর তিনি কেবল আল্লাহুম্মাগফিরলী বিল মু'তাছিম (অর্থাৎ হে আল্লাহ! মু'তাছিমকে ক্ষমা কর) বলতে লাগলেন। বর্ণনাকারী

বলেন, এরপর তিনি শান্ত ও স্থির হলেন। অতঃপর তিনি বলেন, আমি যেন এতক্ষণ পর্যন্ত ঝুলন্ত অবস্থায় ছিলাম। যেখান থেকে আমাকে নামানো হয়েছে। আমি বললাম, হে আবু আবদুল্লাহ! মানুষ জুলুমের শিকার হলে জালেমদের জন্য বদ দোয়া করে। অথচ আপনাকে দেখলাম, মু'তাছিম বিল্লাহর জন্যে নেক দোয়া করতে? তিনি বললেন, নিশ্চয় আমি চিন্তা করেছি তোমার কথা। তিনি যেহেতু রসূল স. এর চাচাতো ভাই। আমি পছন্দ করলাম না যে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহর সামনে আমি হাজির হবো আমার ও রসূলের কোন আত্মীয়ের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ অবস্থায়। তিনি আমার পক্ষ থেকে অভিযোগমুক্ত। (তার বিপক্ষে আল্লাহর কাছে আমার কোন অভিযোগ নেই)

শব্দবিশ্লেষণ :

يتعاهدهم : تعاهد الشيئ - সংরক্ষণ করল। দেখা শোনা করল। যত্ন ও পরিচর্যা করল।

سِيَاطٌ : বৃক্ষের শাখা। বহুবচন। এক বচনে سوط

أيش : হরফে استفهام অর্থ- কি? কেমন? ايش الخبر খবর কি? খবর কেমন?

يُبَط : بطأ الجرح (ن) ক্ষতস্থান চিবল। ফাটল। البط - হাঁস; পাতিহাঁস। বহুবচন بطوط، بطاط

مِخَدَّتان : দু'টি বালিশ। কোল বালিশ। গদি। তাকিয়া। একবচনে مخدة বহুবচনে مخادٌّ

فُوطَةٌ : তোয়ালে। গামছা । রুমাল। লুঙ্গি।

المِبْضَعُ : একবচন। বহুবচনে مباضع ফোঁড়া ইত্যাদি বিদারণের উপকরণ।

العصابة : একবচন। বহুবচনে عصائب - পুরুষ লোকের দল। ঘোড়ার পাল বা পাখির ঝাঁক। পাগড়ী। পট্টি।

فأحدرت : حدارة، حدورا، حدرا (س،ن) الرجل - স্থূল হল ও মোটা হল। حدر الجلد - চামড়া ফুলে গেল। حدروا حوله وبه - তারা তাকে বেষ্টন করল। ফিরে দেখল।

أشعب والبخيل

لأبي الفرج الأصبهاني

حدث أشعب قال : ولي المدينة رجل من ولد عامر بن لؤي وكان أبخل الناس وأنكدهم وأغراه الله بي يطلبني في ليله ونهاره، فإن هربت منه هجم على منزلي بالشرط، وإن كنت في موضع بعث إلى من أكون معه أوعنده يطلبني منه، فيطالبني بأن أحدثه وأضحكه. ثم لا أسكت ولا أنام، ولا يطعمني ولا يعطيني شيئا، فلقيت منه جهدا عظيما وبلاءً شديداً. وحضر الحج فقال لي : يا أشعب كن معي فقلت بأبي أنت وأمي أنا عليل وليست لي نية في الحج. فقال : عليه وعليه : وقال إن الكعبة بيت النار لئن لم تخرج معي لاودعنك الحبس حتى أقدم، فخرجت معه مكرها، فلما نزلنا منزلاً أظهر أنه صائم ونام حتى تشاغلت، ثم أكل مافي سفرته وأمر غلامه أن يطعمني رغيفين بملح. فجئت وعندي أنه صائم ولم أزل أنتظر المغرب أتوقع إفطاره، فلما صليت المغرب قلت لغلامه : ماينتظر بالأكل؟ قال : قد أكل منذ زمان، قلت : أولم يكن صائما؟ قال : لا، قلت : أفأطوي أنا؟ قال قد أعد لك ماتأكله فكل، وأخرج إليّ الرغيفين والملح، فأكلتهما وبت ميتا جوعا وأصبحت فسرنا حتى نزلنا المنزل فقال لغلامه : ابتع لنا لحماً بدرهم، فابتاعه فقال: كبب لي قطعاً، ففعل، فأكله ونصب القدر، فلما نضرت قال : اغرف لي منها قطعاً، ففعل فأكلها ثم قال : اطرح فيها دقة وأطعمني منها، ففعل، ثم قال : الق توابلها وأطعمني منها، ففعل وأنا جالس أنظر إليه لايدعوني، فلما استوفى اللحم كله قال : ياغلام أطعم أشعب، ورمى إليّ

برغيفين فجئت إلى القدر وإذا ليس فيها إلا مرق وعظام، فأكلت
رغيفين، وأخرج له جرابا فيه فاكهة يابسة فأخذ منها حفنة فأكلها وبقي
في كفه كف لوز بقشره ولم يكن له فيه حيلة. فرمى به إليّ وقال : كل
هذا يا أشعب، فذهبت أكسر واحدة منها فإذا بضرسي قد انكسرت منه
قطعة فسقطت بين يديّ، وتباعدت أطلب حجراً أكسربه فوجدته
فضربت به لوزة فطفرت يعلم الله مقداررمية حجر، وعدوت في طلبها
فبينا أنا في ذلك إذ أقبل بنومصعب (يعني ابن ثابت و إخوته) يلبون
بتلك الحلوق الجهورية فصحت بهم، الغوث الغوث، العوذ بالله وبكم
ياآل الزبير الحقوني ادركوني، فركضوا إلى فلما رأوني قالوا : أشعب
مالك ويلك ؟ قلت : خذوني معكم تخلصوني من الموت ، فحملوني
معهم فجعلت أرفرف بيديّ كما يفعل الفرخ إذا طلب الزق من أبويه.
فقالوا : مالك ويلك ؟ قلت : ليس هذا وقت الحديث زقوني
ممامعكم قد مت ضراً وجوعاً منذ ثلاث. (قال) فأطعموني حتى تراجعت
نفسي وحملوني معهم في محمل ثم قالوا : أخبرنا بقصتك ، فحدثتهم
وأريتهم ضرسي المكسورة فجعلوا يضحكون ويُصَفِّقُوْنَ وقالوا :
ويلك من أين وقعت على هذا؟ هذا من أبخل خلق الله وأدنئهم نفسا،
فحلفت بالطلاق أني لا أدخل المدينة مادام له بها سلطان فلم أدخلها
حتى عزل .

আশআব ও জনৈক কৃপণ ব্যক্তি

আবুল ফরজ আল-আছবাহানী

অনুবাদ : আশআব বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমের বিন লুয়ায়ের বংশের জনৈক ব্যক্তি নগর প্রশাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বড় কৃপণ ও কঠিন ব্যক্তি। আল্লাহ তাআলা তাকে আমার ব্যাপারে প্রলুব্ধ করেছেন, সে আমাকে রাত-দিন খোঁজে। আমি তার কাছ থেকে পালিয়ে গেলে সে আমার

ঘরে পুলিশবাহিনী দ্বারা হামলা করে। আমি কোথাও গেলে আমাকে নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠায়। সে আশা করে, আমি যেন তার সাথে আলাপ করি অথবা তাকে হাসাই। আমি যেন নীরব না থাকি এবং না ঘুমাই। অথচ সে আমাকে কোন খাবার আহার করায় না ও কিছু দেয় না। তাই আমি তার পক্ষ থেকে বড় কষ্ট ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েছি। হজ্বের মৌসুম আসলে তিনি আমাকে বললেন, হে আশআব! আমার সাথে হজ্বে যেতে হবে। আমি বললাম, আপনার জন্যে আমার মাতা-পিতা বিসর্জন হোক। আমি অসুস্থ। আমার হজ্বে যাওয়ার নিয়ত নেই। তখন তিনি বললেন, তোমার অবশ্যই যেতে হবে। তিনি আরো বললেন, নিশ্চয় কা'বা আগুনের ঘর। আল্লাহর কসম! যদি তুমি আমার সাথে হজ্বের উদ্দেশ্যে বের না হও তবে আমি তোমাকে নিশ্চয় কারাগারে রাখবো হজ্ব থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত। অবশেষে বাধ্য হয়ে তার সাথে বের হলাম। যখন আমরা কোন স্থানে অবতরণ করলাম, তখন তিনি নিজেকে রোজাদার দেখালেন এবং ঘুমালেন। এমনকি আমি স্বীয় কাজে লেগে গেলাম। এরপর (ঘুম থেকে উঠার পর) তার সফরের ব্যাগে যা সংরক্ষিত খাবার ছিল তা সব আহার করলেন। আর তার খাদেমকে আদেশ করলেন, আমাকে লবণযুক্ত দু'টি রুটি খাওয়ানোর জন্য। তারপর আমি কাজ শেষ করে তার কাছে আসলাম তখন আমার ধারণা ছিল সে রোজাদার। আমি সদা মাগরিবের অপেক্ষা করছি এবং তার ইফতারের প্রতিক্ষায় আছি। মাগরিবের নামায শেষ করে তার খাদেমকে বললাম, আহার করার জন্যে আর কতক্ষণ অপেক্ষা করা হবে? সে বলল, তিনি তো অনেক আগেই খেয়ে ফেলেছেন। আমি বললাম, তিনি কি রোজাদার ছিলেন না? সে বলল, না। আমি বললাম, আমি কি ক্ষুধার্ত থাকবো, কিছু আহার করবো না? সে বলল, আপনার জন্য খাবার প্রস্তুত করেছি। এই তো খাবার আহার করুন। এটা বলে আমার সামনে দু'টি রুটি ও লবণ বের করলেন। অতঃপর আমি তা (রুটিদ্বয়) আহার করলাম এবং ক্ষুধার তাড়নায় মৃতের ন্যায় রাত যাপন করলাম। আমি সকালে ঘুম থেকে উঠলাম। অতঃপর সফর আরম্ভ করলাম। এক স্থানে গিয়ে যাত্রা বিরতি করলাম। তিনি খাদেমকে বললেন, আমাদের জন্যে এক দেরহামের বিনিময়ে গোশ্ত ক্রয় কর। সে গোশ্ত ক্রয় করল। অতঃপর তিনি (আশআব) বললেন, আমার জন্যে কয়েক টুকরা কাবাব তৈরী করো। সে তৈরী করল।

অতঃপর তিনি তা খেলেন। এরপর পাতিল চুলায় চড়ানো হলো। যখন ডেগ টগবগ করে উঠল তখন তিনি বললেন, তা থেকে আমার জন্যে কয়েক টুকরা ছিড়ে দাও। সে তা করল। অতঃপর তিনি তা খেলেন। এরপর বললেন, তাতে অল্প লবণ ঢেলে দাও এবং তা থেকে আমাকে আহার করাও। খাদেম তাই করল। এরপর বললেন, তাতে মসলা ফেলে দাও এবং আমাকে তা থেকে আহার করাও। সে তাই করল। আর আমি বসে তার এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করছিলাম। তারা আমাকে আহারের জন্যে ডাকছে না। যখন সব গোশ্ত শেষ হয়ে গেল তখন খাদেমকে বললেন, আশআবকে আহার করাও। সে (খাদেম) আমাকে দু'টি রুটি দিলেন। অতঃপর ডেগের নিকট আসলাম, দেখলাম তাতে ঝোল ও কিছু হাড্ডি ছাড়া আর কিছুই নেই। অতঃপর রুটি দু'টি খেলাম। এরপর খাদেম তার সামনে একটি থলে বের করল, যাতে রয়েছে শুষ্ক ফল। তিনি তা থেকে এক মুঠি ফল নিয়ে খেলেন। তার হাতে ছালসহ একহাত পূর্ণ বাদাম অবশিষ্ট ছিল। তা আমাকে না দেয়ার সুযোগ না থাকায় আমার দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, হে আশআব! এটা খাও। অতঃপর আমি তা থেকে একটা বাদাম দাঁত দ্বারা ভাঙ্গতে লাগলাম। হঠাৎ আমার মাড়ির দাঁতের এক টুকরা ভেঙ্গে আমার সামনে পড়ে গেল। আমি দূরে চলে গেলাম একটি পাথর খুঁজে যা দ্বারা বাদাম ভাঙ্গাতে পারি। পাথর পেলাম। অতঃপর তা দ্বারা একটি বাদামে আঘাত করলাম। ফলে বাদামটি লাফ দিয়ে এমন দূরে চলে গেল যা পাথর নিক্ষেপের দূরত্ব পরিমাণ। সে সম্পর্কে আল্লাহই ভাল জানেন। আর তা তালাশ করার জন্যে আমি দৌড়ে গেলাম। অতঃপর তা খুঁজতে আমি ব্যস্ত। ইত্যবসরে বনু মসআব তথা ইবনে ছাবেত ও তার ভাইরা তালবিয়া পড়তে পড়তে সেই উপত্যকা দিয়ে আমার প্রতি অগ্রসর হচ্ছিলেন। তাদেরকে দেখে আমি চিৎকার করে প্রথমে আল্ গাউছ! আল্ গাউছ!! (আমাকে সাহায্য করুন) আল্ ইয়াজু বিল্লাহি বিকুম (আমি আল্লাহর ওয়াস্তে তোমাদের কাছে আশ্রয় চাই)।

হে যোবায়র গোত্রের লোকেরা! তোমরা আমার সাথে যুক্ত হও, আমার সাথে মিলিত হও। অতঃপর তারা আমার দিকে দৌড়ে দৌড়ে আসল। তারা যখন আমাকে দেখলেন বলে উঠলেন, তোমার কী হয়েছে? হে হতভাগা! অর্থাৎ, তুমি এখানে চিৎকার করছো কেন? আমি বললাম, তোমাদের সাথে

আমাকে নিয়ে যাও, আমাকে মৃত্যু হতে বাচাঁও। অতঃপর তারা আমাকে তাদের সাথে গাড়ীতে তুলে নিলেন। তখন আমি দু'হাত নাড়াচ্ছিলাম। যেমনিভাবে পাখির ছানা তার মা-বাবার কাছে খাদ্য চাওয়ার সময় ডানা নাড়ে। তখন তারা বললেন, তোমার কী হলো? হে দুর্ভাগা! আমি বললাম, এখন কথা বলার সময় নয়। তোমাদের কাছে যা আছে আমাকে তা আহার করাও। কষ্ট ও ক্ষুধার তাড়নায় আমি তিন দিন ধরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছি। সে (আশআব) বলল, তারা আমাকে আহার করালেন। তখন আমার প্রাণ আমি ফিরে পেলাম। এরপর তারা আমাকে তাদের বাহনে তুলে নিলেন। অতঃপর তারা বললেন, এখন আমাদেরকে তোমার ঘটনা বল, তখন আমি তাদের কাছে ঘটনা বর্ণনা করলাম এবং তাদেরকে আমার ভেঙ্গে যাওয়া মাড়ির দাঁত দেখালাম, ফলে তারা হাসতে ও হাততালি দিতে লাগলেন। আর বললেন, হে দুর্ভাগা! তুমি কোথা থেকে? কীভাবে এর খপ্পরে পড়লে? সে তো আল্লাহ তাআলার সৃষ্টির সবচে বড় কৃপণ ও নিকৃষ্ট। তখন আমি আল্লাহ তাআলার শপথ করে বললাম, যতদিন মদীনায় তার ক্ষমতা অব্যাহত থাকে ততদিন আমি মদীনায় প্রবেশ করব না। ফলে সে পদ থেকে বরখাস্ত হওয়া পর্যন্ত আমি মদীনায় প্রবেশ করিনি।

رسالة عتاب

لأبي بكر الخوارزمي

كتابي وقد خرجت من البلاء خروج السيف من الجلاء، وبروز البدر من الظلماء، وقد فارقتني المحنة وهي مفارق لايشتاق إليه، وودعتني وهي مودع لايبكي عليه، والحمد لله تعالى على محنة يجليها ونعمة ينيلها ويوليها.

كنت أتوقع أمس كتاب سيدي بالتسلية، واليوم بالتهنئة، فلم يكاتبني في أيام البرحاء بأنها غمته، ولافي أيام الرخاء بأنها سرّته وقد اعتذرت عنه إلى نفسي وجادلت عنه قلبي فقلت : أما إخلاله بالأولى فلأنه شغله الاهتمام بها عن الكلام فيها، وأما تغافله عن الأخرى فلأنه أحب أن يوقّر على مرتبة السابق إلى الابتداء، ويقتصر بنفسه على محل الاقتداء لتكون نعم اللّه تعالى موقوفة من كل جهة عليّ ومحفوفة من كل رتبة بي .

فإن كنت أحسنت الاعتذار عن سيدى فليعرف لي حق الإحسان، وليكتب بي بالإستحسان، وإن كنت أسأت فليخبرني بعذره فإنه أعرف مني بسرّه وليرض مني بأني حاربت عنه قلبي واعتذرت عن ذنبه حتى كأنه ذنبي وقلت : يانفس ! اعذري أخاك وخذي منه ماأعطاك فمع اليوم غد والعود أحمد.

ভৎর্সনার চিঠি

আবু বকর খাওয়ারযিমী

অনুবাদ : এটা আমার চিঠি (যা প্রেরণ করছি)। যখন আমি বিপদ থেকে এমনভাবে বের হয়েছি যেমনিভাবে তরবারী খাপ থেকে বের হয় এবং অন্ধকার থেকে চাঁদ যেভাবে বের হয়ে উদিত হয়। কষ্ট-ক্লেশ আমার কাছ থেকে তেমনিভাবে পৃথক হয়েছে। আর তা এমনভাবে পৃথক হয়েছে যার

আগ্রহ করা হয় না। আর আমাকে তা (কষ্ট-ক্লেশ) এমনভাবে বিদায় দিয়েছে যার জন্যে ক্রন্দন করা হয় না। আর সকল প্রশংসা আল্লাহরই আমার বিপদ দূর করার ও আমাকে নেয়ামত দান করার জন্যে।

আমি বিগত কালে আশা করেছিলাম, আমার সর্দার-এর পক্ষ থেকে সান্তনামূলক চিঠি পাওয়ার। তবে আজকে আনন্দমূলক পত্র পেলাম। তিনি আমার কাছে বিপদের সময় পত্র লেখেননি যাতে প্রমাণিত হতো আমার দুঃখ তাকে দুঃখিত করেছে। অনুরূপ আনন্দের সময়ও লেখতে পারেননি, যা আমার আনন্দে প্রফুল্লতার প্রমাণ বহন করতো। আমি স্বীয় আত্মার কাছে তার ওযর গ্রহণ করার অনুরোধ করলাম এবং তার ব্যাপারে হৃদয়ের সাথে ঝগড়া করলাম। অতঃপর বললাম, তিনি প্রথমটা (বিপদের সময় পত্র না লেখা) ত্যাগ করেছেন, কেননা তার গুরুত্ব অর্থাৎ তিনি আমার দঃখে এমনভাবে মর্মাহত হয়েছেন যদ্বারা তিনি পত্র লিখতে অক্ষম হয়ে গেছেন যা তাকে বিপদের সময় সম্পর্কে আলোচনা করা থেকে বিরত রেখেছে। আর দ্বিতীয়টা (আনন্দের সময়ে পত্র না লেখা) উপেক্ষা করেছেন। কারণ তিনি ভালো মনে করলেন আমার খুশির সময়কে অধিক দীর্ঘায়িত করতে এবং নিজেকে আমার আনুগত্যের উপর সীমাবদ্ধ রাখতে (অর্থাৎ, তার ইচ্ছা ছিল আমি সদা খুশিতে থাকা) চিঠি না লিখে আমার মতো খুশিতে থাকা) যেন আল্লাহর নেয়ামতরাজি সর্বক্ষেত্রে আমার উপর পূর্ণ থাকে এবং প্রত্যেক পদমর্যাদা আমার সাথে আবদ্ধ থাকে।

আমি যদি আমার সর্দারের ওযরকে সুন্দররূপে গ্রহণ করি তবে তার উচিত আমার উপকার সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং যেন আমার জন্যে কল্যাণের পত্র লিখেন। আর যদি তার সাথে খারাপ আচরণ করি তখন তিনি যেন তার ওযর সম্পর্কে আমাকে অবহিত করেন। যেহেতু তিনি তার মনের খবর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী জ্ঞাত। আর আমার প্রতি যেন সন্তুষ্ট হন। কেননা, আমি তার ব্যাপারে আমার হৃদয়ের সাথে যুদ্ধ করেছি। তার অপরাধ সম্পর্কে ওযর গ্রহণ করেছি। এমনকি আমি তার অপরাধকে নিজের অপরাধ মনে করেছি। আর আমি বললাম, হে নফস! তোমার ভাইয়ের ওযর গ্রহণ কর। তার কাছ থেকে তা গ্রহণ কর যা তোমাকে দান করেছেন।

সুতরাং আজকের সাথে ভবিষ্যৎ সম্পৃক্ত (তথা যে কোন বর্তমান অবস্থার পর ভবিষ্যৎ অবস্থা) এবং ভবিষ্যৎ অবস্থা বর্তমান অবস্থার চেয়ে অধিক উন্নত ও সংশোধনের প্রশংসা করছি।

حديث الناس

لأبي حيان التوحيدي

حدثني شيخ من الصوفية في هذه الأيام قال : كنت بنيسابور سنة سبعين وثلاثمائة ، وقد اشتعلت خراسان بالفتنة وتبلبلت دولة آل ساسان بالجور وطول المدة، فلجأ محمد بن إبراهيم صاحب الجيش إلى قايين وهي حصنه ومعقله، وورد أبو العباس صاحب جيش آل ساسان نيسابور بعدة عظيمة وعدة عميمة وزينة فاخرة وهيئة باهرة وغلا السعر وأخيفت السبل وكثر الأرجاف وساءت الظنون وضجت العامة والتبس الرأي وانقطع الأمل ونبح كل كلب من كل زاوية وزأر كل أسد من كل أجمة وضبح كل ثعلب من كل تلعة.

قال : وكنا جماعة غرباء نأوي إلى دويرة الصوفية لا نبرحها فتارة نقرأ وتارة نصلي وتارة ننام وتارة نهدي والجوع يعمل عمله ونخوض في حديث آل ساسان والوارد من جهتهم إلى هذاالمكان ولاقدرة لنا على السياحة لانسداد الطرق وتخطف الناس للناس وشمول الخوف وغلبة الرعب وكان البلد يتقد ناراً بالسؤال والتعرف والأرجاف بالصدق والكذب ومايقال بالهوى والعصبية، فضاقت صدورنا وخبثت سرائرنا واستولى علينا الوسواس، وقلنا ليلة ما ترون ياصحابنا مادفعنا إليه من هذه الأحوال الكريهة، كأنا والله أصحاب نعم وأرباب ضياع نخاف عليها الغارة والنهب وماعلينا من ولاية زيد وعزل عمرو وهلاك بكرونجلة بشر نحن قوم رضينا في هذه الدنيا العسيرة وهذه الحياة القصيرة بكسرة يابسة وخرقة بالية وزاوية من المسجد مع العافية من بلايا طلاب الدنياء فماهذاالذي يعترينا من هذه الأحاديث التي ليس لنا فيها ناقة ولاجمل ولاحظ ولا أمل قوموا بنا غدا حتى نزور أبازكريا

الزاهد ونظل نهارنا عنده لاهين عمانحن فيه ساكنين معه مقتدين به فاتفق رأينا على ذلك، فغدونا وصرنا إلى أبي زكريا الزاهد فلما دخلنا رحب بنا وفرح بزيارتنا وقال : ما أشوقني إليكم ما ألهفني عليكم! الحمد لله الذي جمعني وإياكم في مقام واحد حدثوني ما الذي سمعتم وماذا بلغكم من حديث الناس وأمر هؤلاء السلاطين؟ فرجوا عني وقولوا لي ماعندكم فلاتكتموني شيئا فما لي والله مرعى في هذه الأيام إلا مااتصل بحديثهم واقترن بخبرهم، فلما ورد علينا من هذاالزاهد العابد ماورد دهشنا واستوحشنا وقلنا في أنفسنا انظروا من أى شيئ هربنا، وبأى شيئ علقنا وبايى داهية دهينا قال : فخففنا الحديث وانسللنا فلما خرجنا قلنا : أرأيتم مابلينا به وماوقعنا عليه؟ ﴿إن هذا لهو البلاء المبين﴾ ميلوا بنا إلى أبي عمرو الزاهد فله فضل وعبادة وعلم وتفرد في صومعته حتى نقيم عنده إلى آخر النهار فقد نبا بنا المكان الأول، وبطل قصدنا فيماعزمنا عليه من العمل فمشينا إلى أبي عمرو الزاهد واستأذنا فأذن لنا ووصلنا إليه فسر بحضورنا، وهش لرؤيتنا وابتهج بقصدنا وأعظم زيارتنا، ثم قال : ياأصحابنا ماعندكم من حديث الناس؟ فقد والله طال عطشي إلى شيئ أسمعه ولم يدخل على اليوم أحد فأستخبره وإن أذني لدى الباب لأسمع قرعة أوأعرف حادثة فهاتوا ماعندكم ومامعكم وقصوا على القصة بفصها ونصها ودعواالتورية والكناية واذكروا الغث والسمين فإن الحديث هكذا يطيب ولولاالعظم ماطاب اللحم ولولا النوى ماحلا التمرولولا القشر لم يوجد اللب، فعجبنا من هذا الزاهد الثاني أكثر من عجبنا بالزاهد الأول وخاطفنا ه الحديث وودعناه وخرجنا، وأقبل بعضنا على بعض يقول : أرأيتم أظرف من أمرنا وأغرب من شأننا؟ انظروا من أي شيئ كان تعريجنا ﴿إن هذا لشيئ عجيب﴾ وتلددنا وتبلدنا وقلنا ياأصحابنا : انطلقوا إلى أبي الحسن الضرير وإن كان مضربه بعيدا فإنا لانجد سكوننا إلامعه ولانظفربضالتنا إلاعنده لزهده وعبادته وتوحده وشغله بنفسه مع زمانته في بصره وورعه وقلة

فكره في الدنيا وأهلها وطوينا الأرض إليه ودخلنا عليه وجلسنا حواليه في مسجده ولما سمع بنا أقبل على كل واحد منا يلمسه بيده ويرحب به ويدعو له ويقرب فلما انتهى أقبل علينا وقال : أمن السماء نزلتم علي؟ واللّه لكأني وجدت بكم مأمولي وأحرزت غاية سؤلي قولوا لي غير محتشمين : ماعندكم من أحاديث الناس؟ وماعزم عليه هذاالوارد؟ ومايقال في أمر ذلك الهارب إلى قايين ومالشائع من الأخبار؟ ومالذي يتهامس به ناس دون ناس؟ ومايقع في هواجسكم ويستبق إلى نفوسكم؟ فإنكم بُرُد الآفاق وجوالة الأرض ولقاطة الكلام ويتساقط إليكم من الأقطار مايتعذر على عظماء الملوك وكبراء الناس : فورد علينا من هذا الإنسان ما أنسى الأول والثاني، ومما زاد في عجبنا أنا كنا نعده في طبقة فوق طبقات جميع الناس فخففنا الحديث معه وودعناه وحنسنا من عنده وطفقنا نتلاوم على زيارتنا هؤلاء القوم لما رأينا منهم وظهر لنا من حالهم وازدرياناهم وانقلبنا متوجهين إلى دويرتنا التي غدونا منها مستطرقين كالين فلقينا في الطريق شيخا من الحكماء يقال له أبو الحسن العامري وله كتاب في التصوف قد شحنه بعلمنا وإشارتنا وكان من الجوالين الذين نقبوا في البلاد واطلعوا على أسرار اللّه في العباد فقال لنا : من أين درجتم ومن قصدتم؟ فأجلسناه في مسجد وعصبنا حوله وقصصنا عليه قصتنا من أولها إلى آخرها ولم نحذف منها حرفا فقال لنا في طيّ هذه الحال الطارئة غيب لاتقفون عليه وسر لاتهتدون إليه وإنما غركم ظنكم بالزهاد وقلتم لاينبغي أن يكون الخبر عنهم كالخبر عن العامة، لأنهم الخاصة ومن الخاصة خاصة الخاصة لأنهم باللّه يلوذون وإياه يعبدون وعليه يتوكلون وإليه يرجعون ومن أجله يتهالكون وبه يتمالكون قلنا له: فان رأيت يامعلم الخير أن يكشف عنا هذا الغطاء وترفع هذا الستر وتعرفنا منه ماوهب اللّه لك من هذاالغيب لنكون شاكرين وتكون من المشكورين، فقال : نعم أما العامة، فانها تلهج بحديث كبرائها وساستها لما ترجو من رخاء العيش وطيب الحياة وسعة المال ودرور المنافع

واتصال الجلب ونفاق السوق وتضاعف الربح، فأما هذه الطائفة العارفة باللّه العاملة للّه فإنها مولعة أيضا بحديث الأمراء والجبابرة العظماء لتقف على تصاريف قدرة اللّه فيهم وجريان أحكامه عليهم ونفوذ مشيئته في محابهم ومكارههم في حال النعمة عليهم والانتقام منهم ألا ترونه قال جل ثناؤه ﴿حتى اذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون). وبهذا الاعتبار يستنبطون خوافي حكمته ويطلعون على تتابع نعمته وغرائب نقمته وهٰهنا يعلمون أن كل ملك سوى ملك اللّه زائل وكل نعيم غير نعيم الجنة حائل ويصير هذا كله سببا قويا لهم في الضرع إلى اللّه واللياذ باللّه والخشوع للّه والتوكل على اللّه وينبعثون به من حران الإباء إلى انقياد الإجابة وينتبهون من رقدة الغفلة ويكتحلون باليقظة من سنة السهو والبطالة ويجدون في أخذ العتاد واكتساب الزاد إلى المعاد ويعملون في الخلاص من هذا المكان الحرج بالمكاره المحفوف بالرزايا الذي لم يفلح فيه أحد إلا بعد أن هدمه وثلمه وهرب منه ورحل عنه إلى محل لا داء فيه ولا غائلة، ساكنه خالد ومقيمه مطمئن والفائز به منعم والواصل إليه مكرم وبين الخاصة والعامة في هذه الحال وفي غيرها فرق يضح لمن رفع الله طرفه اليه وفتح باب السر فيه عليه وقد يتشابه الرجلان في فعل، وأحدهما مذموم والآخر محمود وقد رأينا مصليا إلى القبلة وقلبه في طرما في كم الآخر فلا تنظروا من كل شيء إلى ظاهره إلا بعد أن تصلوا بنظركم إلى باطنه فإن الباطن إذا واطأ الظاهر كان توحدا وإذا خالفه إلى الحق كان وحدة وإذا خالفه إلى الباطل كان ضلالة وهذه المقامات مرتبة لأصحابها وموقوفة على أربابها ليس لغير أهلها فيها نفس ولا لغير مستحقها منها قبس .

قال الشيخ الصوفي : فو الله مازال ذلك الحكيم يحشو آذاننا بهذه وما أشبهها ويملأ صدورنا بما عنده حتى سررنا وانصرفنا إلى متعشانا وقد استفدنا على يأس منا فائدة عظيمة لو تمنينا بالعزم الثقيل والسعي الطويل لكان الربح معنا والزيادة في أيدينا.

মানুষের আলোচনা

আবূ হায়্যান আত্-তাওহীদী

অনুবাদ : এ সময়ে (সমকালীন সময়ে) আমাকে এক বৃদ্ধ সূফী বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, ৩৭০ সালে আমি নীশাপুরে অবস্থান করছিলাম। তখন পুরা খোরাসান প্রদেশ ফিৎনা-ফ্যাসাদ, অরাজকতা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামায় উত্তাল হয়ে উঠে। আলে-সাসান রাষ্ট্র দীর্ঘমেয়াদী জুলুমের কারণে এলোমেলো হয়ে গেল। অতঃপর সেনাপ্রধান মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম কা'য়ীনে আশ্রয় গ্রহণ করেন যা তার কিল্লা ও আশ্রয়স্থল ছিল। আলে-সাসানের সেনাপ্রধান আবুল আব্বাস বিশাল ও পূর্ণ অস্ত্র-শস্ত্র জাঁক-জমকপূর্ণ সাজ-সজ্জা ও চমৎকার দৃশ্যসহকারে অবতরণ করলেন নীশাপুরে। পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেছে। জনপদসমূহ আশাঙ্কাযুক্ত হয়েছে। সর্বস্থানে আতঙ্ক বিরাজ করেছে। মানুষের ধারণাসমূহ খারাপ হয়ে গেছে। জনগণ হৈ-চৈ করে উঠল। জনমত অস্পষ্ট রয়ে গেল। আশা-ভরসার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। চতুর্দিক থেকে সব কুকুর ঘেউ ঘেউ শুরু করল। ঝোপ-ঝাড় থেকে সিংহ গুলো গর্জে উঠল। প্রত্যেক টিলা থেকে শৃগালরা চিৎকার করল।

শায়খ সূফী বললেন, আমরা মুসাফির জামাত সূফী-সাধকের ছোট কুঠরিতে আশ্রয় নিলাম। সেখানে সদা অবস্থান করছিলাম। কখনো কোরআন তিলাওয়াত করতাম, কখনো নামায আদায় করতাম, কখনো ঘুমাতাম। আবার আমরা সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে প্রলাপ বকতাম। আলে-সাসান ও নীশাপুরে তাদের আগত লোকদের সম্পর্কে আমরা আলোচনায় মগ্ন থাকতাম। বাইরে ঘোরা-ফেরা বা ভ্রমণের কোন সুযোগ ছিল না। যেহেতু মানুষের চলাচল ও যাতায়াতপথ সব রুদ্ধ। অপহরণ, ছিনতাই ও সর্বস্থানে ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়েছে। একে অপরকে পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা ও অবগত হওয়া, সত্য-মিথ্যামিশ্রিত গুজব রটানো এবং সাম্প্রদায়িকতার আগুনে পুরো শহর জ্বলে উঠে। ফলে আমাদের হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে গেল। আমাদের মন জড়তাগ্রস্ত হলো। শয়তান আমাদের উপর প্রভাব বিস্তার করল। আমরা এক রাত আলোচনা করলাম, হে সঙ্গীরা! আমাদের এ অপছন্দনীয় অবস্থার কিভাবে অবসান ঘটাবো, এ ব্যাপারে আপনাদের কী মতামত? আল্লাহর কসম! আমরা যেন সম্পদশালী ও সমৃদ্ধশালী। আমাদের প্রাণের নিরাপত্তাহীনতা,

ধন-সম্পদের ছিনতাই ও ডাকাতির আশঙ্কা করছি। আমাদের এতটুকু শক্তি ও প্রভাব নেই যে, যায়েদের উপর কর্তৃত্ব করবো, আমরকে বরখাস্ত করবো, বকরকে ধ্বংস করবো এবং বিশিরকে মুক্তি দেবো। আমরা এমন জাতি যে, আমরা এই কষ্টপূর্ণ স্বল্পমেয়াদী জাগতিক জীবনে এক টুকরা শুকনা রুটি ও পুরাতন বস্ত্রখন্ড এবং দুনিয়াপ্রেমিকদের সুযোগ থেকে দূরে থেকে মসজিদের কোণায় বসে ইবাদত করতে সন্তুষ্ট। আমরা যে আলোচনার সম্মুখীন হয়েছি তা হলো, এখন ভ্রমণের জন্য আমাদের না উটনী আছে না উট, না সফরের কোন সহায়-সম্বল। যাতে আরোহণ করে আগামীকাল (যাহেদ আবু যাকারিয়া) (দুনিয়াবিমুখ আবূ যাকারিয়া) যাদের দরবারে হাজির হয়ে বর্তমান নাজুক পরিস্থিতি হতে বে-খবর অবস্থায় তার পদাঙ্ক অনুসরণ করে তার কাছে কাল অতিক্রম করবো। সকলে একমত হলেন, বর্তমান অবস্থা থেকে বিমুখ হয়ে আবু যাকারিয়ার দরবারে স্থির ও শান্ত হয়ে দিন কাটাবো। অতঃপর আমরা সকলে যাহেদের নিকট রওয়ানা দিলাম। আমরা তার দরবারে হাজির হলে তিনি আমাদেরকে স্বাগত জানালেন এবং আমাদের আগমনে তিনি খুশি হলেন। অতঃপর বললেন, আমি তোমাদের কাছে কতই না আকৃষ্ট ও অতি লোভনীয় ব্যক্তি! সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্যে, যিনি আমাকে এবং তোমাদেরকে একস্থানে একত্রিত করেছেন, আমার কাছে বলুন মানুষের এবং এই বাদশাদের ব্যাপারে কী আলোচনা তোমরা শুনেছ, অথবা তোমাদের কাছে পৌঁছেছে? আমার দুশ্চিন্তা দূর কর এবং আমার কাছে সে সব সংবাদ বর্ণনা কর যা তোমাদের জানা আছে আমার কাছে কোন খবর গোপন কর না। আল্লাহর কসম! এই কয় দিনে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার জন্যে কোন খবরাখবর আমার জানা নেই। কিন্তু মানুষের আলোচনা ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট কোন খবরাখবর সম্পর্কে জ্ঞাত হলে তা নিয়ে পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করবো। (অর্থাৎ, এ কয়েকদিনে আমার হৃদয়-মন আগ্রহী ছিল মানুষ ও বাদশাদের খবরাখবর সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে। তবে কোন খবরাখবর পাইনি। আমাকে কেউ এ সম্পর্কে কোন সংবাদ বলেনি) যখন এই দুনিয়াবিমুখ আবেদের কাছে এমন কথা পৌঁছল যা পৌঁছে গেল। (অর্থাৎ এ দুনিয়াবিমুখ বুযুর্গ যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সুব্যস্ত) তখন আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম এবং নিঃসঙ্গতা উপলব্ধি করলাম। আমরা মনে মনে বললাম, দেখ কোন জিনিস (কোন অবস্থা হতে) আমরা এখানে পালিয়ে

আসলাম ও কোন বস্তুর সাথে আমরা জড়িত হলাম এবং কোন বিপদে বিপদগ্রস্থ হলাম? বর্ণনাকারী বলেন, আমরা কথা সংক্ষেপ করে দরবেশের দরবার থেকে বের হয়ে গেলাম। এরপর বললাম, তোমরা দেখেছো আমরা কী পরীক্ষায় পড়েছি এবং কোন বিপদে পতিত হয়েছি? (নিশ্চয় এটাই সুস্পষ্ট বিপদ) এরপর পরিস্কার বললাম, আবু আমর যাহেদের কাছে আমাদেরকে নিয়ে যাও। কেননা, তিনি যোগ্যতা, ইলম-আমল ও ইবাদতখানায় একাগ্রচিত্তে ইবাদত করার ক্ষেত্রে একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। আমরা তার কাছে দিনের বাকি অংশ অতিবাহিত করবো। প্রথমস্থান (আবু যাকারিয়ার দরবার) আমাদের উপযোগী হলো না। আমরা যে তার দরবারে একাগ্রচিত্তে আমল করার ইচ্ছা করেছিলাম তা বাতিল হলো। অতঃপর আমরা আবু আমর যাহেদের দিকে পদচারণ করলাম এবং তার দরবারে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলাম। তিনি অনুমতি দিলে আমরা তার কাছে প্রবেশ করলাম । আমাদের আগমনে তিনি আনন্দিত হলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি মৃদু হাসলেন। আমাদের অভিপ্রায়ে আনন্দিত হলেন এবং আমাদের সাক্ষাতের মর্যাদা দিলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আমার সাথীরা! তোমাদের কাছে জনগণের কী খবরাখবর আছে? আল্লাহর শপথ! আমি অনেকদিন ধরে তৃষ্ণার্থ জনগণের সংবাদ শোনার জন্যে। আমার কাছে আজ এমন কেউ প্রবেশ করেনি যার কাছে জনগণের খবরা খবর জিজ্ঞেস করবো। অথচ আমার কর্ণদ্বয় দরজার প্রতি অপেক্ষামান, যেন দরজার করাঘাত অথবা কোন দুর্ঘটনার সংবাদ শ্রবণ করবো। তাই তোমাদের যা জানা আছে তা আমার কাছে বর্ণনা কর। ইশারা-ইঙ্গিত ছাড়া মূলঘটনা বিস্তারিত বল। নিকৃষ্ট ও সারগর্ভ সব কথা উল্লেখ কর। কেননা, এভাবে আলোচনা স্বাদ হয়। প্রবাদ আছে-হাড্ডি না থাকলে গোশ্ত স্বাদ হয় না। খেজুরের আঁটি বা বিচি না থাকলে খেজুর মিষ্টি হয় না। ছাল না থাকলে শাঁশ বা সারাংশ পাওয়া যায় না। ফলে এই দ্বিতীয় যাহেদের ব্যাপারে প্রথম যাহেদের তুলনায় বেশী অবাক হলাম। তার কাছ থেকে আলোচনা ছোঁ মেরে নিয়ে নিলাম তথা তার সাথে কোন কথা বললাম না এবং তার থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের একে অপরকে লক্ষ্য করে বলেন, তোমরা কী চিন্তা করেছো? আমাদের সর্বাধিক রসজ্ঞ বিষয়ে আমাদের বড় ও বিরল শান সম্পর্কে চিন্তা করো আমরা কোন জিনিস থেকে অন্যদিকে ঝুঁকছি এবং কোথায় অবস্থান করছি? (নিশ্চয় এটা বিস্ময়কর ব্যাপার) আমরা হতভম্ব হয়ে

গেলাম ও আহমকী প্রকাশ করলাম। এরপর সঙ্গীদের লক্ষ্য করে বললাম, তোমরা আবুল হাসান আদ-দারীর নিকট চলো। যদিও তার ঘর দূরে। কেননা, তার কাছেই আমরা শান্তি ও স্থিরতা লাভ করতে পারবো। আমাদের হারানো নেয়ামত (যার আমরা সন্ধান করছি) পেয়ে সফলকাম হবো কেবল তার কাছেই। কেননা, তিনি দুনিয়াবিমুখ, ইবাদতগুজার, নির্জনতাপ্রিয় এবং চোখের প্রতিবন্ধী হওয়া সত্ত্বেও আত্মচিন্তায় মগ্ন, খোদাভীরু ও দুনিয়া ও দুনিয়াপ্রেমিকদের সম্পর্কে স্বল্পচিন্তাশীল। তার অভিমুখে সফর করলাম এবং তার কাছে প্রবেশ করে তার চতুর্পার্শ্বে উপবেশন করলাম। তিনি আমাদের আগমনের খবর শুনে প্রত্যেকের প্রতি অগ্রসর হয়ে হাতে চুমু দিলেন এবং প্রত্যেককে স্বাগত জানালেন, দোয়া করলেন এবং নিকটবর্তী হলেন। এরপর তিনি আমাদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা কি আসমান থেকে আমার কাছে অবতরণ করেছো? আল্লাহর শপথ নিশ্চয় তোমাদের মাধ্যমে আমার আশা পূরণ হলো ও আমার উদ্দেশ্য অর্জন করলাম। নিঃসংকোচ আমাকে বল, মানুষের কী আলোচনা বা খবরাখবর ও এখানে আগমনকারীর ব্যাপারে কী সংবাদ তোমাদের জানা আছে? কায়ীন শহরে পলায়নকারী ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে কী ধরণের খবর প্রকাশ পেয়েছে? আর ঐ খবর বল যা মানুষ পরস্পর কানে কানে ফিস-ফিস করে বলছে। ঐ খবর বল যা তোমাদের হৃদয়-মনে সৃষ্টি হয় ও দ্রুত কানে পড়ে। কেননা, তোমরা দিগন্তের ডোরা-কাটা পোষাক, দেশ ভ্রমণকারী ও খবর সংগ্রহকারী। তোমাদের কাছে এমন সংবাদ পৌঁছে যা বড় বড় রাজা-বাদশা ও মহান ব্যক্তিবর্গ জানতে কষ্ট করতে হয় অথবা জানতে পারে না। এই তৃতীয় ব্যক্তি (আবুল হাসান আদ-দারীর)-র কাছ থেকে আমাদের কাছে এমন কথা এসেছে যা প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যক্তির কথা ভুলিয়ে দিল। (অর্থাৎ এই তৃতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে আমরা দুই ব্যক্তির তথা আবু যাকারিয়া ও আবু আমর-এর কথা ভুলে গিয়েছি) আমরা আরো বেশী অবাক হলাম যে, আমরা তাকে সবচেয়ে উঁচু স্তরের যাহেদ ও বুযুর্গ মনে করতাম। এরপর আমরা তার সাথে আলোচনা হালকা করলাম। তবে তার কাছ থেকে বিদায় নিতে বিলম্ব হয়ে গেল। এই কওমের (উল্লেখিত যাহেদগণ) সাক্ষাতে আমরা পরস্পর ভর্ৎসনা করতে লাগলাম তাদের অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া ও আমাদের সামনে তা প্রকাশ পাওয়ার কারণে। তাদেরকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান করলাম। আমরা আমাদের সে কুঠুরিতে ফিরে গেলাম

ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে যেখান থেকে আমরা সকালে আসলাম। রাস্তায় এক বৃদ্ধ হাকীমের সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হলো- যাকে আবুল হাসান আল-আমেরী বলা হয়। ইলমে তাছাউফে তার প্রণীত একটা কিতাব আছে যা আমাদের ইলম ও ইঙ্গিত বহন করে। তিনি পর্যটকদের অন্যতম যারা দেশ ভ্রমণ করে এবং বান্দাদের ভেতর সুপ্ত আল্লাহ তাআলার রহস্যসমূহ অবহিত হতেন। তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা কোথা থেকে আসলে এবং কোথায় যাবে? আমরা তাকে এক মসজিদে বসালাম এবং তার পার্শ্বে সমবেত হয়ে আমরা উপবেশন করলাম। তার কাছে আমাদের কাহিনী আদ্যোপান্ত বর্ণনা করলাম। তা হতে এক শব্দও উহ্য করলাম না। (বাদ দিলাম না) তিনি এ হঠাৎ সৃষ্ট অবস্থার ভাঁজে আমাদেরকে বললেন, এখানে অদৃশ্যের একটা ব্যাপার আছে যাতে তোমরা অবগত নও এবং এমন একটা রহস্য লুকায়িত যার সন্ধান পাও না। তাদেরকে দুনিয়াবিমুখ ধারণা করাই তোমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছে। আর তোমরা বলেছ, তাদের ব্যাপার সাধারণ মানুষের ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত নয়। কেননা, তারা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বিশিষ্ট জনদের অন্তরঙ্গ ও আপনজন। যেহেতু তারা আল্লাহর কাছে আশ্রয় গ্রহণ করে, আল্লাহরই ইবাদত করে; তারই উপর ভরসা করে এবং তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন করে। তার কারণেই তারা ধ্বংস হয় এবং তারই কারণে সম্পদের মালিক হয় (মানুষকে সম্পদের মালিক বানায় এবং ধ্বংস করে কেবল আল্লাহই) আমরা তাকে বললাম, হে উত্তম জ্ঞানের শিক্ষাদাতা! যদি আপনি ভালো মনে করেন তাহলে আমাদের থেকে অদৃশ্যের জ্ঞানের এই আবরণ উন্মোচন করুন, এই পর্দা তুলে নিন এবং এই অদৃশ্যের ইলম যা আল্লাহ তাআলা আপনাকে দান করেছেন তা থেকে আমাদেরকে অবহিত করুন। তখন আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ হবো এবং আপনি মশকূর তথা ধন্য ও গর্বিত হবেন। অতঃপর তিনি বললেন, জি-হ্যাঁ। সাধারণ মানুষ মূলত তাদের উচ্চপদস্থ ব্যক্তি ও শাসকদের কাহিনী ও শাসন পরিচালনার বিষয়ে জ্ঞাত হওয়ার জন্য বেশ আকৃষ্ট ও আগ্রহী হয়। কেননা, তারা আশা করে বিলাসবহুল ও সুন্দর জীবন যাপন করার আর্থিক স্বচ্ছলতা, অতিরিক্ত মুনাফা আমদানী সংযুক্ত ও বাজারে রফতানী করতঃ দ্বিগুণ লভ্যাংশ অর্জন করার। আর আরিফবিল্লাহ ও ইবাদতগুজার বান্দাদের এই জামাত শাসকবর্গ ও প্রতাপশালী রাজা-বাদশাদের খবরাখবর জানার প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার কারণ হলো- তারা যেন অবগত হন তাদের (রাজা-বাদশাহ) ভেতরে

আল্লাহর কুদরতের রূপান্তর এবং আল্লাহর বিধি-বিধান জারি হওয়ার বিপদ-আপদ ও দুরাবস্থায় আল্লাহর নেয়ামত এবং শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে তার ইচ্ছার সম্পর্ক। তোমরা কি তাকে দেখছ? তিনি কালামে পাকে কি বলেছেন, "তারা যখন প্রাপ্ত নেয়ামতে খুশি হয় তখন হঠাৎ তাদেরকে পাকড়াও করি, ফলে তারা রহমত থেকে হতাশ হয়ে যায়।" এই হিসেবে তারা আল্লাহর গোপন রহস্য উদঘাটন করে এবং পর্যায়ক্রমে তার নেয়ামত ও বিরল আযাব অবতরণে অবগত হয়। আর এখানে তারা অবগত হন এই সম্পর্কে যে, আল্লাহর রাজত্ব ছাড়া যে কোন রাজত্ব বিলুপ্ত হয় এবং জান্নাতের নেয়ামত ছাড়া যে কোন নেয়ামত পরিবর্তনশীল। আর এসব কিছুই আল্লাহর দরবারে তাদের রোনাজারী আশ্রয় গ্রহণ, বিনয়, নম্রতা প্রদর্শন ও আল্লাহর উপর ভরসা ইত্যাদির শক্ত কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এর দ্বারা অবাধ্যতার মনমানসিকতা পরিহার করে আনুগত্যের প্রতি ফিরে যাওয়ার জন্যে অনুপ্রাণিত হয়। অলসতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হয়। ভুল ও কর্মহীনতার তন্দ্রা থেকে জাগ্রতার সুরমা চোখে লাগাতে পারে। পরকালের পাথেয় অর্জন ও যোগাড় করতে থাকে। তারা সংকীর্ণ বিপদসংকুল স্থান (জাগতিক জীবন) থেকে মুক্তির জন্যে সৎ আমল করে যেই সংকটময় স্থানে কেউ সফলকাম হতে পারেনি তা ভেঙ্গে ফেলা, ছিদ্র করা, তা থেকে পালিয়ে এমন স্থানে চলে যাওয়া ব্যতীত যাতে কোন রোগ ও ধ্বংসাত্মক কোন উপদান নেই। যার অবস্থানকারী স্থায়ী ও শান্তিময় এবং এতে সফলতা অর্জনকারী নেয়ামত লাভে ধন্য ও সম্মানিত । এই পরিস্থিতিতে বিশিষ্টজন ও সাধারণ লোক এবং অন্যান্যদের মাঝে তফাৎ রয়েছে যা বুঝতে পারে তারাই যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সুক্ষ্মদৃষ্টি দান করেছেন এবং যার জন্যে রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কখনো কখনো দুই ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করা হয়, তন্মধ্যে একজনের কৃতকর্ম নিন্দনীয় এবং অপরজনের কৃতকর্ম প্রশংসনীয়। আমরা দেখতে পাই, একই কেবলার দিকের মুসল্লী কিন্তু একজনের মন থাকে মানুষের পকেটে, আখিরাতের দিকে নয়। তাই তোমরা কোন বস্তুর বাহ্যিক রূপ দেখে মন্তব্য করো না; বরং তার আভ্যন্তরীণ বিষয়ে দৃষ্টি দেয়ার পর মন্তব্য করো। কেননা, আভ্যন্তরীণ অবস্থা যখন বাহ্যিক অবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন তা ঐক্যবদ্ধে পরিণত হয়। আর যখন তা সত্যের প্রতি ধাবিত হয় তখন তা একতায় পরিণত হয় আর যখন বাতিলের প্রতি ধাবিত হয় তখন তা ভ্রষ্টতায় পরিণত হয়। এই

মাকামগুলো ঐ পথের পথিকদের জন্যে বিন্যস্ত এবং তাদের উপর নির্ভরশীল। তারা ব্যতীত অন্য কারো জন্যে তাতে কোন প্রভাব ও আলো নেই। (অর্থাৎ, তারাই এই মর্ম ও বাস্তবতা অনুধাবন করতে পারে।)

বৃদ্ধ সূফী বললেন, ঐ হাকীম তার মূল্যবান বাণী দ্বারা আমাদের কান ভারী করতে লাগলেন। আমাদের অন্তরকে তার রত্নভাণ্ডারে পরিপূর্ণ করতে লাগলেন। এমনকি আমরা আনন্দিত হলাম এবং আমাদের গৃহে ফিরে গেলাম। আমরা হতাশ হওয়া সত্ত্বেও তার কাছ থেকে অনেক ফায়দা হাসিল করেছি। যদি আমরা দৃঢ়প্রত্যয় ও দীর্ঘসফরের আশা করতাম তখন অতিরিক্ত ফায়দা লাভ করা আমাদের এখতেয়ারে থাকত। (তার কাছে আরো দীর্ঘ সময় দিলে আমাদের আরো বেশী উপকার হতো।)

শব্দবিশ্লেষণ :

الارجاف : রটনা। গুজব। বানানো তথ্য।

نبح : نبح نبحا ونباحاً ، نبوحاً ونباحا وتنباحاً (ف،ض)-(কুকুর) ডাকা। ঘেউ ঘেউ করা।
نبح الكلب কুকুর ডাকল। ঘেউ ঘেউ করল।
نبح الشاعر কবি তার কাব্য দ্বারা কারো নিন্দা করল। কুৎসা গাইল।
نبح الهدهد বয়স্ক হওয়ায় ভারী/মোটা/কর্কশ স্বরওয়ালা হল।

أجمة : ঝোপ। জঙ্গল। সিংহের আস্তানা। বহুবচন أَجَمَاتٌ.أُجُمٌ

تبلبلت : বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত হল। তালগোল পাকিয়ে গেল।
تبلبل বাঁধা দেওয়া। বাঁধ দেওয়া। বন্ধ করা। উত্তেজিত হওয়া। উত্থিত হওয়া।

ضبح : ضباحا الارنب والثعلب والقوس (ف) শব্দ করল।
ضبحت الخيل في عدوها দৌড়ানোর সময় ঘোড়া বিশেষ ধরণের শব্দ করল।

تلعة : উঁচুভূমি। নিম্নভূমি। বহুবচন تلعات/تلاع/تِلَعٌ

تخطف : خَطْفاً (س،ض) ছিনিয়ে নেওয়া-কেড়ে নেওয়া। অপহরণ করা। خطف الشيئ ছোঁ মেরে নিল।

خطف السمع লুকিয়ে শুনল। خطف البرق البصر দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিল।

العصبية : স্বজনপ্রীতি। স্বদল প্রীতি। পক্ষপাতিত্ব। স্নায়ুবিকতা। (এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য)

خبثت : (ک) خبثا.خباثة . خباثية নোংরা, অপবিত্র হল। ঘৃণ্য হল। خبثت نفسه তার মন উদ্যমহীন ও জড়তাগ্রস্ত হল। গা গুলিয়ে গেল।

خبث، خبثا (ن) নিকৃষ্ট ও ধূর্ত হল। প্রতারক হল। (প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য) خبث بالمرأة - তার সাথে ব্যভিচার করল।

يعترينا : اعتراء। আপতিত হওয়া। সংঘটিত হওয়া। আঘাত দেওয়া।
اعترى فلان দানপ্রার্থী হয়ে অমুকের কাছে গেল।
اعتراه أمر। বিষয়টি তাকে স্পর্শ করল।

ألهفنى : الهف অতি লোভী হল।

فرّجوا : تفريجا ফাঁক করা। বিদীর্ণ করা। লাঘব করা। আরাম দেওয়া। এই অর্থ উদ্দেশ্য। فرّج الشيئ উন্মুক্ত করল। فرّج الله الغم عنه - আল্লাহ তার দুশ্চিন্তা দূর করলেন।

ورد : আগমন করল। (ض) ورد الماء ورودا (জলাশয়ে) পানি আসল। ورد الماء وغيره - পানি ইত্যাদি অভিমুখী হল। নিকটবর্তী হল ও পৌঁছে গেল। ورد الرجل - উপস্থিত হলো। ورد علىّ كتاب - আমার কাছে একটি পত্র এসেছে। এই অর্থ উদ্দেশ্য।

دهشنا : (س) دهش دهشا - হতবুদ্ধি হওয়া।

استوحشن : استيحاشا - নির্জন হওয়া। নির্জনতা অনুভব করা। ভীত হওয়া। অপছন্দ করা। ১ম ও ২য় অর্থ উদ্দেশ্য।

علقنا :(س) علقا - লেগে থাকা। ঝুলে থাকা। تعليقا - ঝুলানো। লটকানো। ঝুলিয়ে রাখা।

داهية : দুর্যোগ। বিপদ। দুর্ঘটনা। বহুবচন دواهى، دواهٍ

صومعته : আশ্রয়। গির্জা। গুদাম। বহুবচন صوامع

قد نبا : نبأ الشيئ نبأً نبوءً(ن) - লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া। খাপ না খাওয়া। نبا على القوم -উঁচু হল। দূরবর্তী হল। দূরে সরে গেল। نبا من ارض الى (অকস্মাৎ) তাদের সামনে হাযির হলো। ارض - একভূমি থেকে অন্য ভূমিতে গেল।

بطل : (ن) بطلا، بطولا، بطلانا - নষ্ট হওয়া। অকেজো হওয়া। অকার্যকর হওয়া। بطل بطالة فى كلامه - কৌতুক পরিহাস করল। بطل العامل من العمل - বেকার ও কর্মহীন হল। প্রথম ও দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। (ك) بطل بطالة، بطولة - নির্ভীক হল। সাহসী হল।

هش : (ن) هشا - দুর্বল হওয়া। (গাছের পাতা) পাড়া। هش ورق الشجرة - ঝরার জন্য লাটি ইত্যাদি দিয়ে আঘাত করল। هشّ الرجل - (ض، ن) هشوشة الخبز -রুটি নরম হল। هش هشاشة وهشاشاً (ض،س) - অলস ও দুর্বল হল। মৃদু হাসল ও কল্যাণকর কাজে (দানে) তৎপর হল। স্বস্তি ও উদ্যম লাভ করল। এই অর্থগুলো উদ্দেশ্য।

فص : আংটির পাথর । চোখের মনি। রসুনের রোয়া। কোন বিস্ময়ের উৎস ও তাৎপর্য। শেষ অর্থ উদ্দেশ্য। বহুবচনে أفص، فصوص، فصاص

التورية : লুকানো। গোপন করা। পরোক্ষ উল্লেখ।

الكناية : ইঙ্গিত। কেনায়া। পরোক্ষ উল্লেখ। বহুবচন كنايات

السمين : মোটা। স্থূল। মাংসল। বহুবচন سمان

النوى : খেজুরের আঁটি। বিচি। দূরত্ব।

اللّبّ : মজ্জা। সারাংশ। শ্রেষ্ঠাংশ। নির্ভেজাল। আকল-বুদ্ধি। হৃদপিণ্ড। বহুবচন ألبب.ألب، ألباب

أظرف : অতি সুন্দর। (ك) ظرف ظرفا.ظرافة - সুধাম। সুন্দর ও চতুর হল। মেধাবী ও চৌকস হল।

تعريجنا : খোঁড়া বানানো। অবস্থান করা। অপেক্ষা করা।

تلدد : ডানে-বামে তাকানো। হতবুদ্ধি হওয়া।

تبلد : স্থূলবুদ্ধির অধিকারী হওয়া। স্থূলবুদ্ধির প্রকাশ ঘটাল। আফসোস করল।

مضرب : তাঁবু। শিবির। স্থান। জায়গা। বহুবচন مضارب

زمانة : দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ থাকা। দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হওয়া।

محتشمين : احتشاماً - লাজুকতা। লজ্জাশীলতা। শালীনতা বা লজ্জা বোধ করা। লাজুক হওয়া। শালীন হওয়া।

هواجسكم : মনে যা উদিত হয়। আশঙ্কা। ধারণা। চিন্তা। সন্দেহ। ভয়।

لقاطة : মূল্যহীন পরিত্যক্ত বস্তু। ক্ষেতে পড়ে থাকা। বহুবচন ألقاط

حنسنا : (س) حنسا - বীরত্বের সাথে রণাঙ্গনে অটল থাকা। দেরী করা। (শেষ অর্থ উদ্দেশ্য)

ازدريناهم : ازدراء - ঘৃণা করা। অবজ্ঞা করা। হেয় জ্ঞান করা।

مستطرقين : পথ অতিক্রম করে। استطرق الشيء - রাস্তা বানাল। استطرق بين الصفوف : সারিসমূহের মাঝ দিয়ে চলল। استطرقه - তাকে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে বলল।

كالين : ক্লান্ত। পরিশ্রান্ত। (ض) كلا، كلة، كلالا، كلولا، كلالة - ক্লান্ত ও অবসন্ন হল।

شحن : (ف) شحنا - (মাল) বোঝাই করা। ভরা। (ব্যাটারী) চার্জ করা। شحن السفينة : নৌকা বোঝাই করল। شحن المدينة بالخيل - অশ্ব দ্বারা পূর্ণ করল। شحن الرجل - তাকে তাড়িয়ে দিল।

درجتم : (ن،ض) درج الشيخ او الصبي درجانا ودروجا - হাঁটল. درج الرجل : সিঁড়ির উপর উঠল। درج القوم - বিলুপ্ত হয়ে গেল। মারা গেল। (প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য)

عصبنا : (ض) عصبا الشيء - বাঁধল। বাঁকাল। পেঁচাল। عصب القطن - তুলা থেকে সুতা বুনল। এই অর্থ উদ্দেশ্য। عصب الناقة -

দুধ টপকাবার জন্য উটনীর উরু বাঁধল। عصب القوم به - লোকেরা সমবেত হয়ে তাকে বেষ্টন করল।

طِيّ : ভাঁজ। বাঁক। মোড়। বহুবচন أطواء

تلهج : (س) لهجا بالشيئ - বস্তুটির প্রতি আসক্ত হয়ে তাতে লেগে থাকল।

سياستها : سياسة শাসন করা। পরিচালনা করা।

درود : প্রবাহ। নিঃসরণ। প্রমেহ। আধিক্য। বৃদ্ধি। প্রাচুর্য।

مولعة : গভীরভাবে আকৃষ্ট। আসক্ত। অনুরক্ত।

محابهم : পক্ষপাতী। পক্ষাবলম্বনকারী। বহুবচন محابون

مكارههم : অপছন্দনীয় বস্তু। খারাপ জিনিস। একবচনে مكرهة ، مكرهة

مبلسون : নিরাশ। হতাশ। বিষণ্ন। হতভম্ব। একবচনে مبلس

خوافي : বহুবচন। একবচনে خافية - গোপন বস্তু।

حائل : বাঁধা। প্রতিবন্ধকতা। বেড়া।

حران : حرونا.حرانا(ف،ك) - অবাধ্য হওয়া। যেমন বলা হয়- حرن البغل - খচ্চর অবাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

ثلمه : তা ছিদ্র করল। ثلم الاناء (ف) - কিনারা ভাঙ্গল। ثلم (س) - ছিদ্র হল।

طرّ : ফাটল। চিড়। খণ্ড। কর্তন। ছিন্নকরণ। এখানে উদ্দেশ্য হলো - চুরি করা। অপহরণ করা।

في سبيل السعادة واليقين

للإمام الغزالي رحمة الله عليه

وكان قد ظهر عندي أنه لامطمع لي في سعادة ا لآخرة إلابالتقوى وكف النفس عن الهوى، وأن رأس ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدنيا بالتجافي عن دارالغرور، والإنابة إلى دارالخلود والإقبال بكنه الهمة على اللّه تعالى، وإن ذلك لا يتم إلا بالإعراض عن الجاه والمال، والهرب عن الشواغل والعلائق .

ثم لاحظت أحوالي فإذا أنا منغمس في العلائق وقد أحدقت بي من الجوانب، ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعليم، فإذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة، ولا نافعة في طريق الآخرة، ثم تفكرت في نيّتي في التدريس فإذا هي غير خالصة لوجه اللّه تعالى بل باعثها ومحرّكها طلب الجاه وانتشار الصيت فتيقّنت أني على شفا جُرُف هار و أني قد أشفيت على النار إن لم أشتغل بتلافي الأحوال، فلم أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعد على مقام الاختيار أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك الأحوال يوما وأحل العزم يوما وأقدم فيه رجلا و أؤخر عنه أخرى لاتصفو لي رغبة في طلب الآخرة بكرة إلا ويحمل عليه جند الشهوة حملة فيفترها عشية، فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسلاسلها إلى المقام ومنادي الإيمان ينادي الرحيل الرحيل، فلم يبق من العمر إلا قليل وبين يديك السفر الطويل. وجميع ما أنت فيه من العمل والعلم رياء وتخييل، فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى تستعد، وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع ؟ فبعد ذلك تنبعث الداعية وينجزم العزم على الهرب والفرار ثم يعود الشيطان ويقول هذه حالة عارضة وإياك أن تطاوعها فإنها سريعة الزوال، وإن أذعنت لها وتركت هذا الجاه

العريض والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيص والأمر المسلم الصافي عن منازعة الخصوم ربما التفتت إليه نفسك ولا يتيسر لك المعاودة فلم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قريبا من ستة أشهر أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمائة، وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرار إذ أقفل الله على لساني حتى اعتقل عن التدريس فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوما واحدا تطييبا لقلوب مختلفة، وكان لاينطق لساني بكلمة واحدة ولاأستطيعها البتة، ثم أورثت هذه العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعام والشرابي، فكان لاينساغ لي شربة ولاتنهضم لي لقمة وتعدى إلى ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم عن العلاج وقالوا هذا أمر نزل بالقلب ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا بأن يتروح السر عن الهم الملم.

ثم لما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله تعالى التجاء المضطر الذي لاحيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب ، وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أوري في نفسي سفر الشام حذرا من أن يطّلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشام، فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد على عزم أن لا أعاودها أبدا، واستهدفت لائمة أهل العراق كافة إذ لم يكن فيهم من يجوّز أن يكون الإعراض عما كنت فيه سببا دينيا إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب الأعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم من العلم .

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة الولاة وأما من قرب من الولاة فكان يشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب عليّ وإعراضي عنهم وعن الالتفات إلى قولهم فيقولون هذا أمر سماوي وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام وزمرة العلم.

ففارقت بغداد وفرّقت ما كان معي من المال ولم أدخر إلا قدر الكفاف وقوت الأطفال ترخصا بأن مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على المسلمين، فلم أر في العالم مالاً يأخذه العالم لعياله أصلح منه، ثم دخلت الشام و أقمت به قريبا من سنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى كما كنت حصلته من علم الصوفية.

فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق أصعد منارة المسجد طول النهار و أغلق بابها على نفسي ثم رحلت منها إلى بيت المقدس أدخل كل يوم الصخرة و أغلق بابها على نفسي ثم تحركت في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة وزيارة رسول الله تعالى عليه السلام بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه فسرت إلى الحجاز.

ثم جذبتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطن فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع إليه، و آثرت العزلة به أيضا حرصاً على الخلوة وتصفية القلب للذكر وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش تغير في وجه المراد، وتشوش صفوة الخلوة، وكان لا يصفو لي الحال إلا في أوقات متفرقة لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منها فتنفعني عنها العوائق وأعود إليها.

ودمت على ذلك مقدار عشر سنين، وانكشفت لي في أثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها، والقدر الذي أذكره لينتفع به أني علمت يقينا أن الصوفية هم السالكون لطريق الله تعالى خاصة، وأن سيرتهم أحسن السير وطريقهم أصوب الطرق، و أخلاقهم أزكى الأخلاق، بل لو جمع عقل العقلاء، وحكمة الحكماء وعلم الواقفين على أسرار الشرع من العلماء ليغيروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه لم يجدوا إليه سبيلاً، فإن جميع حركاتهم وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس وراء نورالنبوة على وجه الأرض نور يستضاء به.

সৌভাগ্য ও ইয়াকীনের পথে

ইমাম গাযালী রহ.

অনুবাদ : আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে, কোন কিছুর মাধ্যমে পরকালের সৌভাগ্যার্জনের আশা করতে পারবো না কিন্তু তাকওয়া ও প্রবৃত্তি থেকে নফসকে বিরত রাখার মাধ্যমে, আর এ সব কিছুর মূলে আছে দুনিয়া থেকে সম্পর্ক ছিন্ন, প্রতারণার জগত থেকে দূরে থেকে এবং চিরস্থায়ী জগতের প্রতি প্রত্যাবর্তন ও পূর্ণহিম্মত সহকারে আল্লাহর প্রতি অগ্রসর হওয়ার মাধ্যমে। আর এটা কেবল জাগতিক পদ-মর্যাদা ও ধন-সম্পদ থেকে বিমুখতা, সকল ব্যস্ততা ও সাজ-সজ্জা থেকে পলায়নের মাধ্যমেই হাসিল হওয়া সম্ভব।

আমি স্বীয় অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে হঠাৎ জানতে পারলাম, আমি দুনিয়ার বিভিন্ন ঝামেলায় মগ্ন এবং সর্বদিক থেকে আমি বেষ্টিত। এরপর আমি স্বীয় আমল পর্যবেক্ষণ করলাম। (আর সবচেয়ে সুন্দর আমল হলো শিক্ষকতা ও পাঠ দান) তখন হঠাৎ অবগত হলাম যে, আমি অপ্রয়োজনীয় ইলম অর্জনের প্রতি অগ্রসরমান এবং আখিরাতে যে ইলমর কোন ফায়দা নেই। অতঃপর শিক্ষকতা পেশায় আমার নিয়ত সম্পর্কে চিন্তা করলাম, হঠাৎ প্রতীয়মান হলো, আমার নিয়ত নিষ্ঠাপূর্ণ নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হলো, পদের লোভ ও সুনাম ছড়ানো। তাই আমার দৃঢ় ইয়াকীন হলো যে, ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম এমন নদীর তীরে আমি অবস্থিত। অচিরেই আমি আগুনে পতিত হওয়ার নিকটবর্তী হয়ে যাবো যদি আমি আমার দুরাবস্থার সংশোধন না করি। অতঃপর এ ব্যাপারে একসময়কাল যাবত সদা চিন্তা করলাম। এরপর আমি কোন এক পদক্ষেপ বেচে নেয়ার স্থানে পৌঁছলাম (অর্থাৎ, কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ইচ্ছা করলাম) আমি একদিন বাগদাদ ত্যাগ করার এবং সে অবস্থাসমূহ পরিহার করার দৃঢ়সংকল্প করি। আর একদিন সংকল্প খোলার প্রতিজ্ঞা করি। বাগদাদ ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এক পা আগে বাড়াই এবং আর এক পা পেছনে নিয়ে যাই। পরকালের সফলতা সন্ধানে সকালে আমার আগ্রহ স্বচ্ছ ছিলো না। তার

উপর মনোবৃত্তির সৈন্য এমন আক্রমণ করে যা আগ্রহকে বিকেলে খতম করে দেয়। (সকালে নিয়ত পরিষ্কার থাকলেও সন্ধ্যায় তা পরিবর্তন হয়ে যায় প্রবৃত্তির তাড়নায়) দুনিয়ার মোহ ও কামনা-বাসনা আমাকে তার শিকল দ্বারা টেনে নিচ্ছে পূর্বের স্থানে তথা বাগদাদে। আর ঈমানের প্রতি আহ্বানকারী আহ্বান করছে ''আর্ রহীল আর্ রহীল করে" (অর্থাৎ, সফর কর সফর কর।) হায়াতের অল্পসময় বাকী আছে। অথচ তোমার সামনে দীর্ঘ সফর। তোমার আমল ও ইলম সব লোকদেখানো এবং কাল্পনিক। তুমি এখন আখিরাতের জন্য প্রস্তুতি না নিলে কখন প্রস্তুতি নিবে? তুমি এখন যদি দুনিয়ার ভালোবাসার সম্পর্ক ছিন্ন না করো তবে কখন ছিন্ন করবে? এরপর সফরের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকারী কারণ জাগ্রত হয় এবং বাগদাদ থেকে পলায়ন করার প্রতিজ্ঞা ও সংকল্প দৃঢ় হয়। অতঃপর শয়তান আমার কাছে প্রত্যাবর্তনপূর্বক বলে, এটা তোমার অস্থায়ী অবস্থা। এর অনুসরণ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখো এবং ওটাকে তোমার থেকে দূরে রাখ। কেননা, দ্রুত এ অবস্থার অবসান হবে। আর যদি তুমি ঐ অবস্থার অনুগত হও এবং এই বিশাল মর্যাদা সুশৃঙ্খল স্বচ্ছঅবস্থা ও বিবাদমুক্ত সর্বস্বীকৃত কার্যক্রম পরিত্যাগ করো তখন অনেকসময় ঐ চলমান পরিস্থিতির প্রতি তোমার হৃদয় ধাবিত হলে তখন তা অর্জন করা সহজ হবে না। অতঃপর আমি দুনিয়ার মায়া-মমতার আকর্ষণ ও পরকালের প্রতি আকর্ষণকারী বস্তুর মাঝে প্রায় ছয় মাস যাবৎ সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগতে লাগলাম। যা আরম্ভ হয়েছে রজব মাস ৪৮৮ হি. থেকে। আর এ মাসে বিষয়টা আমার ইচ্ছার বাইরে চলে গেল (আমার মনকে আঁকড়ে ধরে রাখতে ব্যর্থ হলাম) যখন আল্লাহ তাআলা আমার মুখে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন। এক পর্যায়ে আমি পাঠ দান থেকে আটকে গেলাম (তখন মাদ্‌রাসার অধ্যাপনা ও মানুষের সাথে আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল) তাই আমি স্বীয় নফসের সাথে জিহাদ করছিলাম যে কোন একদিন পাঠ দান করার জন্যে যাতে স্বীয় বন্ধু-বান্ধবদের মন রক্ষা করা যায়। আমার জিহ্বা এক শব্দও উচ্চারণ করতে পারছে না এবং আমি মোটেও উচ্চারণ করতে সক্ষম হচ্ছি না। জিহবার এ জড়তা নিশ্চয় অন্তরে টেনশন ও চিন্তা সৃষ্টি করল। এমনকি এর কারণে হজম শক্তি ও পানাহারের স্বাদ হ্রাস পেয়ে গেল। আমার কাছে পানি পান সুপেয় হচ্ছে না। খাবারের লোকমা হজম হচ্ছে না। আর এটা সংক্রমিত হয়ে

শারীরিক দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এমন কি ডাক্তারগণ আমার চিকিৎসার আশা ছেড়ে দিল। তারা বলল, এটা চিন্তার রোগ যা হৃদয়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা থেকে মেযাজে সংক্রমিত হয়েছে। সুতরাং ঐ রোগের কোন চিকিৎসা নেই। হ্যাঁ, মন টেনশনমুক্ত হলে তা দূর হয়ে যাবে।

যখন আমার অক্ষমতা অনুভব করলাম এবং আমার এখতিয়ার পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেলো, তখন আল্লাহ তাআলার কাছে সম্পূর্ণ নিরুপায় ব্যক্তির মতো আশ্রয় নিলাম। তখন আমার প্রার্থনা কবুল করলেন সে পবিত্র সত্ত্বা যিনি অসহায় ও নিরুপায় ব্যক্তি দোয়া করলে তার দোয়া কবুল করেন। পদ-মর্যাদা, সম্পদ ছেলে-সন্তান ও সঙ্গীদের থেকে বিমুখ থাকা আমার জন্য সহজ হয়ে গেল। আমি মক্কা অভিমুখে সফর করার সংকল্প ব্যক্ত করলাম। আর মনে মনে সিরিয়া সফরের তাওরিয়া করলাম। (ইচ্ছা গোপন রাখলাম।) তৎকালীন খলীফা ও সকল বন্ধু-বান্ধব সিরিয়ায় আমার অবস্থানের সংকল্পে অবহিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় আমি বাগদাদ ত্যাগ করার ব্যাপারে সুক্ষ্ম কৌশলাদী দ্বারা কোমল আচরণ করলাম (সুক্ষ্ম কৌশল অবলম্বন করলাম) বাগদাদে আর কোন দিন ফিরে না আসার সংকল্প করলাম। আর আমি পুরা ইরাকের ইমামদের সমালোচনার টার্গেট হয়ে গেলাম। যেহেতু আমার বিরাজমান অবস্থা থেকে (শিক্ষকতা ও পাঠ দান) বিমুখ থাকা তাদের কেউ দ্বীনি কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করছে না। কারণ তারা মনে করে সেটাই (দ্বীনি শিক্ষা-দীক্ষা) দ্বীনের সর্বোচ্চ পদ। আর তা তাদের জ্ঞানের চূড়ান্ত ফলাফল।

অতঃপর লোকেরা আমার সফরের কারণ উদঘাটন করতে গিয়ে হতবুদ্ধি হয়ে পড়লেন। যারা ইরাক থেকে দূরে অবস্থান করে তাদের ধারণা হলো আমার এ সফর গভর্নরদের পক্ষ থেকে ব্যতিক্রম কোন কিছু উপলব্ধি করার কারণে (প্রশাসনের অশুভ আচরণের ভয়ে) আবার যারা গভর্নরদের নিকটবর্তী লোক তারা প্রত্যক্ষ করতেন আমার সাথে প্রাদেশিক সরকারগণের সম্পর্ক স্থাপনে তাদের পীড়াপীড়ি ও আমার প্রতি তাদের ঝোঁক প্রবণতা এবং তাদেরকে এড়িয়ে চলা ও তাদের কথায় আমি ভ্রুক্ষেপ না করা। ফলে তারা বলতে লাগলো, এটা আসমানী বিষয় তথা এলহামী ব্যাপার। মুসলমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিরা যার শিকার হয়।

অতএব, আমি সফরের স্বল্প পাথেয় (মাল-সামানা) নিয়ে বাগদাদ ত্যাগ

করলাম এবং আমার সাথে থাকা বাকি সম্পদ রেখে দিলাম। কেবল প্রয়োজন মাফিক ছোট ছেলেদের খাবার পরিমাণ কিছু সামান সাথে নিলাম। কারণ ইরাকে আমার আয়ত্তে যা সম্পদ আছে তা ইরাকের জনগণের। ইরাকের মুসলমানদের ওয়াকফকৃত সম্পদ। তাই আমি পৃথিবীতে এমন কোন মাল-সামান দেখিনি যা আলেমরা পরিবারের জন্য গ্রহণ করেছে আমার মালের চেয়ে বেশী উপযোগী। এরপর আমি সিরিয়ায় প্রবেশ করলাম। সেখানে প্রায় দু'বছর অবস্থান করলাম। তখন আমার ব্যস্ততা ছিল কেবল দুনিয়াবিমুখতা, নির্জনতা ও আত্মশুদ্ধির উদ্দেশ্যে রিয়াজত-মুজাহাদা, চরিত্র সংশোধন এবং আল্লাহর যিকিরের জন্যে আত্মার পরিচ্ছন্নকরণ ও তাসাউফের কিতাবাদি গবেষণা করে ইলম অর্জন করা। আমি দেমেশকের মসজিদে কিছুদিন যাবৎ ই'তিকাফে বসেছিলাম। উমাইয়্যা মসজিদের পশ্চিমদিকস্থ মিনারে আরোহণ করে তার দরজা বন্ধ করে দিতাম এবং সারা দিন মুরাকাবা ও আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতাম। অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে রওয়ানা দিলাম। প্রতিদিন বায়তুল মুকাদ্দাসের মসজিদে ছাখরাতে প্রবেশ করতঃ দরজা বন্ধ করে দিতাম।

এরপর ইব্রাহীম আ. এর কবর যিয়ারতের পর হজ্ব আদায়, মক্কা-মদীনার বরকত হাসিল এবং রসূল স. এর রাওজায়ে আকদাস যিয়ারতের প্রেরণা সৃষ্টি হল। অতঃপর হিজাযে রওয়ানা দিলাম। কিছুদিন পর দৃঢ়সংকল্প ও ছেলেদের চিৎকার আমাকে মাতৃভূমির প্রতি আকর্ষণ করল। দেশে ফিরে আসার ব্যাপারে আমি অনেক দূরে থাকা সত্ত্বেও মাতৃভূমিতে আবার প্রত্যাবর্তন করলাম। আমি মাতৃভূমিবিমুখতাকে প্রাধান্য দিলাম নির্জনতা ও আত্মার নির্মলকরণের লোভে যার উদ্দেশ্য হল- আল্লাহর যিক্‌র। কালের দুর্যোগ দুর্বিপাকসমূহ পরিবারের দায়িত্বসমূহ ও জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনীয়তা আমার ভেতরে মকছদের চেহারা পরিবর্তন করে দিল। (আমার উদ্দেশ্য পরিবর্তন হয়ে গেল) নির্জনতার স্বচ্ছতায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করে দিল। বিচ্ছিন্ন কিছু সময়ব্যতীত কখনো আমার অবস্থা নির্মল ছিল না। তবে এতদসত্ত্বেও আমি আশাহত হই না। প্রতিবন্ধকতা নির্জনতা থেকে আমাকে তাড়ায়। আমি আবার তাতে ফিরে যাই।

আমি এ অবস্থায় দীর্ঘ দশ বছর ছিলাম। এ দীর্ঘসময়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে

আমার কাছে এমন কতক বিষয়ের মুখোশ উন্মোচিত হয়ে যায়। যার গণনা ও চিহ্নিতকরণ অসম্ভব। তা থেকে আংশিক এখানে উল্লেখ করছি, যা মানুষের উপকারে আসে। সূফী তাদেরকেই বলা হয় যারা আল্লাহর পথের বিশেষ পথিক। নিশ্চয় তাদের চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। তাদের পথ অধিক সঠিক। তাদের আখলাক পুতঃপবিত্র; বরং যদি বিবেকবান লোকদের জ্ঞান-বুদ্ধি, হাকীমদের হেকমত ও শরীয়তবিশেষজ্ঞ আলিমদের ইলম একত্রিত করে তাদের (সূফীগণ) কোন আদর্শ বা নীতি পরিবর্তনপূর্বক এর চেয়ে উত্তম কোন নীতি পেশ করতে চাইলে তাতে তারা সক্ষম হবে না। কেননা, তাদের সকল আচার-আচরণ বাহ্যিক-আভ্যন্তরীণ কার্যক্রম নবুওয়তের প্রদীপের আলো থেকে চয়নকৃত। যমীনে নবুয়তের নূর ব্যতীত এমন কোন নূর নেই যা থেকে আলো গ্রহণ করা যায়।

শব্দবিশ্লেষণ :

بالتجافي : প্রতারণার জগত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। যেমন বলা হয়- تجافى جنبه عن الفراش - তার পার্শ্ব বিছানা থেকে দূরে থাকল। تجافى تجافيا - পৃথক হল تجافى السَّرْج عن ظهر الفرس - ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন সরে গেল।

الإبانة : প্রকাশ করা। প্রকাশন। প্রত্যাখ্যান। অস্বীকৃতি।

اللائق : কোন বস্তুর সাথে সেটে থাকা জিনিস। উপযুক্ত। ফিট। এখানে মর্ম হল- দুনিয়ার সংস্পর্শ। لاق ليقا، لياقة (ض) بفلان - অমুকের আশ্রয় নিল এবং তার সাথে সেঁটে থাকল। لاق به الثوب- কাপড় তার মাপ মত হল। গায়ে লাগল।

احدقت : احدق به - বিপদ কাউকে ঘিরে ফেলল। احدق اليه - ফিরে তাকাল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখল। এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য।

جرف : جَرْفاً (ن) - নিশ্চিহ্ন করা। ঘষে তুলে ফেলা। পরিষ্কার করা। কোনো জিনিস পানিতে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। جرف النهر - নদী বা পুকুরের পাড়।

هارٍ : নিপতিত। رجل هار - কালাঘাতে নিপতিত দুর্বল ব্যক্তি। هاريهورهورا، هورانابالامر -অমুককে বিষয়টির অপবাদ দিল। هارالبناء - ভবন ধসিয়ে দিল। هارالبناء - ধসে গেল।

العلائق : বহুবচন। এক বচনে - العلاقة - বন্ধুত্ব। বন্ধন। ভালবাসা। কলহ-বিবাদ। মৃত্যু। মানুষের সাথে সংশ্লিষ্ট অর্থ-সম্পদ। স্ত্রী-সন্তান প্রভৃতি। দ্বিতীয় অর্থ উদ্দেশ্য। যেমন বলা হয়- لى فى هذا الامر علاقة - এ বিষয়ের সাথে আমার সম্পর্ক রয়েছে।

التنغيص : যন্ত্রণাময় করা। স্বাচ্ছন্দপূর্ণ না হওয়া। যেমন বলা হয়- نغص عيشه : আল্লাহ তার জীবনকে দুর্বিসহ করে দিলেন।

لاينساغ لى : আমার কাছে পানি পান সুপেয় হচ্ছে না। ساغ واساغ الطعام أو الشراب - খাদ্য বা পানীয় সুপেয় করল। استساغ الشراب - সুপেয় রূপে পেল। السيغ من الشراب - সুপেয় পানীয়।

ارتبک الناس : লোকেরা দুশ্চিন্তায় পড়ল বা জটিলতায় মগ্ন হল।

عوائق : বহুবচন। একবচনে عائقة - বাঁধা। প্রতিবন্ধক। অন্তরায়। اعتاقه اعتياقاعن كذا وأعاقه وعوّقه ، عاقه يعوقه عوقا - তাকে তা থেকে বাঁধা দিল। বিরত রাখল। সরিয়ে দিল।

استقصاء ها : তা অনুসন্ধান করা। استقصاء - রিসার্চ । গবেষণা। استقصاء الراى : মত যাচাই। ভোট গ্রহণ। মতামত গ্রহণ। استقصاء الامر - চূড়ান্ত যাচাই। الاستقصاء عن - তথ্য অর্জন করা।

وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي

لقاضي بهاء الدين المعروف بابن شداد

ولما كانت ليلة السبت وجد كسلا عظيما فما انتصف الليل حتى غشيته حمّى صفراوية كانت في باطنه أكثر من ظاهره، وأصبح في يوم السبت سادس عشر صفر سنة تسع وثمانين متكسلا عليه أثر الحمّى، ولم يظهر ذلك للناس لكن حضرت أنا والقاضي الفاضل ودخل ولده الملك الأفضل وطال جلوسنا عنده وأخذ يشكو من قلقة في الليل، وطاب له الحديث إلى قريب الظهر، ثم انصرفنا والقلوب عنده، فتقدم إلينا بالحضور على الطعام في خدمة الملك الأفضل، ولم يكن القاضي عادته ذلك، فانصرف ودخلت أنا إلى الإيوان وقد مدّ الطعام والملك الأفضل قد جلس في موضعه فانصرفت وما كان لي قوة على الجلوس استيحاشا وبكى جماعة تفاؤلاً بجلوس ولده في موضعه، ثم أخذ المرض في تزايد من حينئذ ونحن نلازم التردد طرفي النهار وندخل إليه أنا والقاضي الفاضل في النهار مراراً ويعطي الطريق في بعض الأيام التي يجد فيها خفة وكان مرضه في رأسه، وكان من أمارات انتهاء العمر إذ كان قد ألف مزاجه سفرا وحضرا ورأى الأطباء فصده ففصدوه في الرابع فاشتد مرضه وقلّت رطوبات بدنه، وكان يغلب عليه اليبس غلبة عظيمة، ولم يزل المرض يتزايد حتى انتهى إلى غاية الضعف.

ولقد جلسنا في سادس مرضه واسندنا ظهره إلى مخدّة وأحضر ماء فاتر ليشربه عقيب شرب دواء لتليين الطبيعة فشربه فوجده شديد الحرارة فشكا من شدة حرارته، وعرض عليه ماء ثان فشكا من برده ولم يغضب ولم يصخب ولم يقل سوى هذه الكلمات، سبحان الله! ألا يمكن أحدا تعديل الماء، فخرجت أنا والقاضي الفاضل من عنده وقد اشتدّ بنا البكاء والقاضي الفاضل يقول لي أبصر هذه الأخلاق التي قد أشرف المسلمون على مفارقتها، والله لو أن هذا بعض الناس لضرب

بالقدح رأس من أحضره، واشتدّ مرضه في السادس والسابع والثامن ولم يزل يتزايد ويغيب ذهنه.

ولما كان التاسع حدثت عليه غشية وامتنع من تناول المشروب فاشتد الخوف في البلد وخاف الناس ونقلوا الأقمشة من الأسواق وغشي الناس من الكآبة والحزن ما لا يمكن حكايته، ولقد كنت أنا والقاضي الفاضل نقعد في كل ليلة إلى أن يمضي من الليل ثلثه أوقريب منه ثم نحضر في باب الدار فإن وجدنا طريقا دخلنا وشاهدناه وانصرفنا وإلا عرفونا أحواله وكنا نجد الناس يترقبون خروجنا إلى أن يلاقونا حتى يعرفوا أحواله من صفحات وجوهنا.

ولما كان العاشر من مرضه حقن دفعتين وحصل من الحقن راحة وحصل بعض خفة وتناول من ماء الشعير مقدارا صالحاً، وفرح الناس فرحاً شديدا فأقمنا على العادة إلى أن مضى من الليل هزيع ثم أتينا إلى الدارفوجدنا جمال الدولة إقبالا فالتمسنا منه تعريف الحال المستجد فدخل وأنفذ إلينا مع الملك المعظم توران شاه جبره اللّه تعالى أن العرق قد أخذ في ساقيه فشكرنا اللّه تعالى على ذلك والتمسنا منه أن يمس بقية قدمه ويخبرنا بحاله في العرق فتفقده ثم خرج إلينا وذكر أن العرق سابغ ، وانصرفنا طيبة قلوبنا، ثم أصبحنا في الحادي عشر من مرضه وهو السادس والعشرون من صفر فحضرنا بالباب وسألنا عن الأحوال فأخبرنا بأن العرق أفرط حتى نفذ في الفراش ثم في الحصروتأثرت به الأرض وأن اليبس قد تزايد تزايدا عظيما وحارت في القوة الأطباء .

ولما كانت ليلة الأربعاء السابع والعشرين من صفر وهي الثانية عشرة من مرضه اشتدّ مرضه وضعفت قوته ووقع من الأمر في أوله وحال بيننا وبينه النساء، واستحضرت أنا والقاضي الفاضل تلك الليلة وابن الزكي ولم يكن عادته الحضور في ذلك الوقت وحضر بيننا الملك الأفضل وأمر أن نبيت عنده فلم ير القاضي الفاضل ذلك رأيا، فإن الناس كانوا ينتظرون نزولنا من القلعة فخاف إن لم ننزل أن يقع الصوت في البلد وربما نهب الناس بعضهم بعضا، فرأى المصلحة في

نزولنا واستحضار الشيخ أبي جعفر إمام الكلاسة وهو رجل صالح ليبيت بالقلعة حتى إذا احتضر رحمه الله بالليل حضر عنده وحال بينه وبين النساء وذكره الشهادة وذكره اللّه تعالى ففعل ذٰلك ونزلنا وكل منا يود فداءه بنفسه، وبات في تلك الليلة على حال المنتقلين إلى اللّه تعالى، والشيخ أبوجعفر يقرأ عنده القرآن ويذكره اللّه تعالى، وكان ذهنه غائبا من ليلة التاسع لايكاد يفيق إلا في أحيان، وذكر الشيخ أبوجعفر أنه لما انتهى إلى قوله تعالى ﴿ هو اللّه الذي لا إلٰه الاهو عالم الغيب والشهادة﴾ سمعه وهو يقول رحمة الله عليه، صحيح، وهذه يقظة في وقت الحاجة وعناية من اللّه تعالى به فللّه الحمد علىٰ ذٰلك .

وكانت وفاته بعد صلاة الصبح من يوم الأربعاء السابع والعشرين من صفر سنة تسع وثمانين وخمسمائة، وبادر القاضي الفاضل بعد طلوع الصبح في وقت وفاته ووصلت وقد مات وانتقل إلى رضوان الله ومحل كرمه وجزيل ثوابه، ولقد حكي لي أنه لما بلغ الشيخ أبوجعفر إلى قوله تعالى ﴿ لاالٰه الاهو عليه توكلت ﴾ تبسم وتهلّل وجهه وسلمها إلى ربه، وكان يوما لم يصب الإسلام والمسلمون بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدين وغشي القلعة والبلد والدنيا من الوحشة ما لايعلمه إلا الله تعالى، وباللّه لقد كنت أسمع من بعض الناس أنهم يتمنون فداءه بنفوسهم وماسمعت هذا الحديث إلا على ضرب من التجوز والترخص إلا في ذٰلك اليوم فإني علمت من نفسي ومن غيري أنه لو قبل الفداء لفدي بالنفس.

ثم جلس ولده الملك الأفضل للعزاء في الإيوان الشمالي وحفظ باب القلعة إلا عن الخواص من الأمراء والمعممين، وكان يوما عظيما وقد شغل كل إنسان ماعنده من الحزن والأسف والبكاء والاستغاثة من أن ينظر إلى غيره وحفظ المجلس عن أن ينشد فيه شاعر أو يتكلم فيه فاضل وواعظ، وكان أولاده يخرجون مستغيثين إلى الناس فتكاد النفوس تزهق هول منظرهم ودام الحال على هذا إلى مابعد صلاة الظهر ثم اشتغل بتغسيله وتكفينه فما أمكننا أن ندخل في تجهيزه ماقيمته حبة واحدة إلابالقرض حتى في ثمن التبن الذي بلت به الطين،

وغسله الدولعي الفقيه ، ونهضت إلى الوقوف على غسله فلم تكن لي قوة تحمل ذلك المنظر وأخرج بعد صلاة الظهر في تابوت مسجى بثوب فوط وكان ذلك وجميع ما احتاج إليه من الثياب في تكفينه قد أحضره القاضي الفاضل من وجه حِلّ عرفه، وارتفعت الأصوات عند مشاهدته وعظم من الضجيج والعويل ماشغلهم عن الصلاة، فصلى عليه الناس أرسالاً وكان أول من أمّ بالناس القاضي محى الدين بن الزكي، ثم أعيد إلى الدار التي في البستان وكان متمرضابها، ودفن في الصفة الغربية منها، وكان نزوله في حفرته قدس اللّه روحه ونورضريحه قريبا من صلاة العصر ثم نزل في أثناء النهارولده الملك الظافروعزى الناس فيه وسكن قلوب الناس، وكان قد شغلهم البكاء عن الاشتغال بالنهب والفساد فما وجد قلب إلا حزين ولاعين إلا باكية إلامن شاء اللّه، ثم رجع الناس إلى بيوتهم أقبح رجوع ولم يعد أحد منهم في تلك الليلة إلا نحن حضرنا وقرأنا وجددنا حالا من الحزن.

واشتغل في ذلك اليوم الملك الأفضل بكتابة الكتب إلى عمه وإخوته يخبرهم بهذاالحادث، وفي اليوم الثاني جلس للعزاء جلوسا عاما واطلق باب القلعة للفقهاء والعلماء وتكلم المتكلمون ولم ينشد شاعر ثم انفض المجلس في ظهر ذلك اليوم واستمر الحال في حضورالناس بكرة وعشية وقراءة القرآن والدعاء له رحمة الله عليه واشتغل الملك الأفضل بتدبير أمره ومراسلة إخوته وعمه.

ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام .

সুলতান সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর মৃত্যু

কাজী বাহাউদ্দীন (ইবনে শাদ্দাদ)

অনুবাদ : শনিবার দিবাগত রাত। তিনি বেশ অলসতা অনুভব করলেন। রাতের অর্ধেকসময় অতিবাহিত হতে না হতেই তাকে কালোজ্বর ঘিরে ফেলল (জ্বরে আক্রান্ত হল)। শরীরের বাইরের তুলনায় ভেতরে জ্বর বেশী ছিল। ৮৯ হিজরীর ১৬ সফর রোজ শনিবার খুব দুর্বল হয়ে পড়েন।

জ্বরের তাপ তাঁর শরীরে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। তিনি তা (জ্বরের কথা) মানুষের কাছে প্রকাশ করেননি। কিন্তু আমি ও কাজী ফাযেল (আবু আলী আবদুর রহীম আল্-বাইছানী আস্-কালানী) তার কাছে হাজির হলাম। তখন তার পুত্র মালিক আফযাল (তার জ্যেষ্ঠ পুত্র নুরুদ্দীন) প্রবেশ করলেন। আমরা তার পাশে দীর্ঘক্ষণ বসলাম। তিনি আমাদের কাছে গেল রাত্রে তার অস্থিরতার অভিযোগ জানাতে লাগলেন। প্রায় যোহরের সময় পর্যন্ত আমাদের সাথে তিনি ভালোভাবেই কথা বললেন। এরপর আমরা ফিরে গেলাম যে অবস্থায় আমাদের অন্তর তার সাথেই সম্পৃক্ত। (আমাদের মন ছিল তার প্রতি তাকানো) তিনি (সুলতান সালাহ উদ্দীন) আমাদেরকে মালিক আফযালের নিকট আহার করার জন্যে দাওয়াত করলেন। তবে কাজী ফাযেল এ রকম দাওয়াত কবুল করায় অভ্যস্ত নয় বিধায় তিনি ফিরে গেলেন। আমি রাজভবনে প্রবেশ করলাম। তখন খাবার উপস্থিত করা হলো এবং মালিক আফযাল সুলতানের আসনে বসে গেলেন। আহার করে আমি ফিরে গেলাম। আতঙ্কের কারণে সেখানে আমি আর বসতে পারলাম না। একদল মানুষ সুলতানের আসনে তার পুত্র বসে যাওয়ার ব্যাপারটা কু-লক্ষণ মনে করে কাঁদলেন। তখন থেকেই তার রোগ বাড়তে লাগলো। আমরা সকাল-বিকাল তার কাছে বার বার আসা যাওয়া করতাম। আমি এবং কাজী ফাযেল প্রতিদিন একাধিকবার তার কাছে প্রবেশ করতাম। যেদিন তিনি সুস্থতা অনুভব করতেন সেদিন আমাদেরকে তিনি ভেতরে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। তার রোগ ছিল মাথায় আর তা জীবনের শেষমুহূর্তের লক্ষণ ছিল। কেননা, সফরে ও মুকীমাবস্থায় তিনি সদা এ রোগে আক্রান্ত ছিলেন। ডাক্তারগণ তার সিঙ্গা লাগানো তথা দূষিত রক্ত বের করা ভালো মনে করলে চতুর্থ দিন তারা সিঙ্গা লাগালেন। এতে রোগ আরো বেড়ে গেল। তার দেহের তারল্য হ্রাস পেল। তার ভেতরে শুষ্কতা ভীষণ আকারে প্রভাব বিস্তার করছে। ক্রমাগত রোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে তিনি অবশেষে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়লেন। তার অসুস্থতার ষষ্ঠ দিন আমরা তার নিকট বসলাম এবং তার পিঠ একটি বালিশের সাথে হেলান দেয়ালাম। গরম পানি হাযির করা হলো ঔষুধ সেবন করার পর তা পান করার জন্যে। যেন তার মেযাজ কোমল হয়। ঐ পানি (ফুটন্ত পানি) পান করার সাথে সাথেই তিনি গরমের তীব্রতা অনুভব করলেন এবং এর উষ্ণতার অভিযোগ করলেন। তার কাছে আবার পানি হাযির করা হলো। এবার তিনি পানি ঠাণ্ডা হওয়ার অভিযোগ করলেন। তবে রাগ দেখাননি ও চিৎকার করেননি। তিনি সুবহানাল্লাহ শব্দ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ উচ্চারণ করেননি।

তিনি বললেন, কি আশ্চর্য! কেউ কি পানি পরিবর্তন করতে পারবে? অতঃপর আমি ও কাজী ফাযেল তার কাছ থেকে কেঁদে কেঁদে বের হলাম। কাজী ফাযেল আমাকে বললেন, তার ঐ চরিত্র লক্ষ্য করুন যা থেকে মুসলমান আজ বঞ্চিত হওয়ার উপক্রম হয়েছে। আল্লাহর শপথ! তার স্থলে যদি অন্য কোন ব্যক্তি হতো তাহলে সে পানি হাযিরকারীর মাথায় পেয়ালা নিক্ষেপ করত। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম দিন তার রোগ আরো বেড়ে গেল এবং বাড়তেই আছে। আর স্মৃতিশক্তি লোপ পেতে থাকে।

নবম দিন তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। পানাহার বন্ধ হয়ে গেল। ফলে দেশের সর্বত্র ভয়-ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। ব্যবসায়ীগণ তার ইন্তিকালের আশঙ্কা করল এবং বাজার থেকে মাল-সামানা সরিয়ে আনল। মানুষ এমন দুঃখ-বেদনায় আচ্ছাদিত হয়ে গেল যা বর্ণনা করা অসম্ভব। আমি এবং কাজী ফাযেল প্রতিরাত প্রায় এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত জাগ্রত থাকতাম। এরপর তার গৃহের দরজায় উপস্থিত হতাম। সুযোগ পেলে ভেতরে গিয়ে তাকে দেখে আসতাম। নচেৎ অন্যদের কাছ থেকে তাঁর অবস্থা জেনে নিতাম। বাইরে এসে দেখতাম মানুষ আমাদের বের হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে এবং আমাদের চেহারা দেখে তারা তার অবস্থা বুঝে নিত। যখন তার রোগের দশম দিন হলো তখন তাকে দু'বার ইনজেকশন দেয়া হলো। ইনজেকশনের দ্বারা তিনি একটু আরাম ও সুস্থতা অনুভব করলেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি পান করলেন। এটা দেখে লোকেরা খুবই খুশি হলেন। স্বভাবত আমরা রাতের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশ জাগ্রত ছিলাম। অতঃপর ঘরের দরজা পর্যন্ত আসলাম। সেখানে জামালুল্লাহকে বের হতে দেখলাম। তাই তার কাছে তার সাম্প্রতিক অবস্থা জানতে চাইলাম। তিনি ভেতরে প্রবেশ করলেন এবং সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর ভাই তাউরান শাহের মাধ্যমে আমাদের কাছে খবর পাঠালেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে সচ্ছল করুক। তার উভয়পায়ের গোছায় ঘাম প্রবাহিত হয়েছে। ফলে আমরা আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলাম। আমরা তার কাছে আবেদন করলাম, তিনি যেন তার পায়ের গোছার বাকী অংশের খোঁজ নিয়ে আমাদের অবহিত করেন। তিনি খবর নিয়ে আমাদেরকে বললেন, প্রচুর পরিমাণ ঘাম প্রবাহিত হচ্ছে। তখন আমরা আনন্দচিত্তে সেখান থেকে ফিরে আসলাম। তার অসুস্থতার ১১ তম দিন তথা ২৬ সফর আমরা তার ঘরের দরজায় সেখানে হাযির হলাম এবং তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ভেতর থেকে আমাদেরকে অবহিত করা হলো, প্রচুর পরিমাণ ঘাম প্রবাহিত হচ্ছে। এমনকি বিছানা থেকে চাটাই অতিক্রম করে যমীন পর্যন্ত

প্রবাহিত হয়েছে। তার শরীরের শুষ্কতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। একপর্যায়ে ডাক্তারগণ তাঁর শক্তি ফিরে আসার ব্যাপারে অস্থির হয়ে পড়েছেন। মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২৭ সফর তথা তাঁর অসুস্থতার দ্বাদশ দিন তাঁর রোগ বেশী বেড়ে গেল। তাঁর শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ল। তাঁর অবস্থা পূর্বের মত হয়ে গেল। আমাদের ও তার মাঝে মহিলাগণ প্রতিবন্ধক হয়ে গেল (মহিলাদের কারণে আমরা তাঁর কাছে যেতে পারিনি) সেই রাত্রে আমি কাজি ফাযেল ও ইবনে যকীকে তলব করা হলো। আর ঐ সময় হাযির হওয়া তাঁর অভ্যাস ছিল না। মালিক আফযাল আমাদের কাছে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর কাছে (সালাহ উদ্দীন আইয়ূবী) রাত যাপন করার জন্যে আমাদের নির্দেশ দিলেন। তবে কাজী ফাযেল তা ভালো মনে করেননি। কেননা, মানুষ দুর্গ থেকে আমাদের অপেক্ষায় রয়েছে। তাই তিনি আশঙ্কা করলেন যে, আমরা যদি দুর্গ থেকে অবতরণ করতে দেরী করি তাহলে শহরে হৈ-চৈ পড়ে যাবে এবং লোকেরা একে অপরের সম্পদ লুটপাট করবে। তাই তিনি আমাদের অবতরণ ও কালাসার ইমাম আবু জাফরকে হাযির করা উপযোগী ও যুক্তিসংগত মনে করলেন। যেহেতু তিনি সৎ লোক। তিনি কিল্লায় রাতযাপন করবেন। অবশেষে রাত্রে যদি তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে তাহলে তিনি মহিলাদের সরিয়ে দিয়ে তাঁর নিকট বসবেন। তাকে কালেমায়ে শাহাদাত ও কালেমায়ে তাইয়্যেবা তালকীন করাবেন। তিনি তাই করলেন। আমরা সেখান থেকে চলে আসলাম- যে অবস্থায় আমাদের সকলেই তাঁর জন্যে জীবনোৎসর্গ করার আকাঙ্ক্ষা করছে। তিনি সে রাত্রে আল্লাহর নিকট প্রস্থানকারীদের অবস্থার মত রাতযাপন করলেন (সে রাত মুমূর্ষাবস্থায় কাটালেন)। শায়খ আবু জাফর তার নিকট কোরআন তিলাওয়াত করছিলেন এবং তাকে আল্লাহর নাম স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। নবম রাত থেকে তিনি অজ্ঞান ছিলেন, মোটেও তার জ্ঞান ফিরে আসতো না। তবে মাঝে-মধ্যে তাঁর হুশ ফিরে আসত। শায়খ আবু জাফর উল্লেখ করেছেন যে, তিনি (আবু জাফর) যখন পড়তে পড়তে কোরআনের আয়াত هو الله الذى لااله الاهو عالم الغيب والشهادة পর্যন্ত পৌঁছলেন তখন তাকে বলতে শুনেছেন সঠিক বলেছ। প্রয়োজনের সময় এটা সচেতনতা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর উপর সাহায্য করা। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্যে। ৫৮৯ হিজরীর সফর মাসের ২৭ তারিখ বুধবার ফজরের নামাযের পর তিনি ইন্তেকাল করেন। কাজী ফাযেল বলেন, ফজর উদ্ভাসিত হওয়ার পর তার ইন্তেকালের সময় দ্রুত উপস্থিত হলেন। আমি সেখানে পৌঁছার আগেই তিনি ইন্তেকাল করেন এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি, তাঁর

অনুগ্রহ ও অসীম সওয়াবের স্থানে গমন করলেন। আমার কাছে জনৈক ব্যক্তি বর্ণনা করলেন, শায়খ আবু জাফর যখন পড়তে পড়তে এই বাক্য لا إله إلا هو عليه توكلت পর্যন্ত পৌঁছান তখন তিনি মৃদু হাসলেন এবং তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এরপর নিজেকে তার প্রভুর কাছে সোপর্দ করলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের ওফাতের পর থেকে এ পর্যন্ত ইসলাম ও মুসলমান এমন বিপদের শিকার হননি। এক অজানা আতঙ্ক দুর্গ, শহর ও গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছে যে আতঙ্ক সম্পর্কে কেবল আল্লাহই ভালো জানেন। আল্লাহর শপথ! আমি জনৈক ব্যক্তির কাছে শুনেছিলাম জনগণ তার জন্যে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করার জন্যে আগ্রহী ছিল। এ ধরণের কথা আগে শুনতাম রূপক ও দৃঢ়হীনতার সাথে কিন্তু সেদিন (তার ইন্তেকালের দিন) নিশ্চয় তা দৃঢ়তার সাথে শুনেছি। আমার নিজের ব্যাপারে ও অন্যান্যদের ব্যাপারেও আমি এ অনুভূতি প্রত্যক্ষ করেছি। প্রাণ উৎসর্গ করা যদি গ্রহণযোগ্য হতো তাহলে সকলেই নির্দ্বিধায় প্রাণ উৎসর্গ করতো।

এরপর তার ছেলে মালিক আফযাল শোক প্রকাশের জন্যে রাজভবনের উত্তর কোণায় বসলেন এবং আমীর-উমারা ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ ব্যতীত অন্যান্য জনসাধারণের জন্যে কিল্লার দরজা বন্ধ করে দিলেন। আর সেদিনটি ছিল দেশবাসীর জন্যে বড় দিন (অত্যন্ত হৃদয়বিদারক)। প্রত্যেকেই দুঃখ-বেদনা, রুনাজারী ও আহাজারীতে ব্যস্ত ছিল। প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বীয় দুঃখ, বেদনা-রুনাজারী ও সাহায্য প্রার্থনা অন্যের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করা থেকে ব্যস্ত করে রাখল। সে মজলিসকে কবির কবিতা আবৃতি বা কোন জ্ঞানী ও বক্তার বক্তৃতা থেকে হেফাজত করা হলো। (শোকসভায় কবিতা ও বক্তৃতা প্রদান নিষেধ করা হলো) তার সন্তানগণ সাহায্যের আবেদন জানিয়ে মানুষের কাছে ছুটে যান। তাদের সেই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে মানুষের প্রাণ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এই অবস্থা যোহরের নামাযের পর পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এরপর তার গোসল ও দাফনের কাজ শুরু হয়েছে। আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি তার কাফন-দাফনে কর্জব্যতীত একটি দানা পরিমাণ কোন কিছু খরচ করার। এমনকি তাঁর কবরের কাদা মাটি দ্বারা আদ্রিত শস্যের খোসার মূল্যের ব্যাপারেও কর্জ করতে হয়েছে। তাঁকে গোসল করালেন ফকীহ দুলাযী। আমি তার গোসলের সময় সেখানে উপস্থিত হওয়ার জন্যে দাঁড়ালাম। কিন্তু গোসলের সে দৃশ্য দেখার জন্যে আমার শক্তি ছিল না। যোহরের নামাযের পর কাপড় দ্বারা আবৃত একটি বাক্সে তাকে রাখা হলো। কাজী ফাযেল হালাল

উপায়ে এটা (বাক্স আবৃতকারী কাপড়) ও তাঁর কাফনের যাবতীয় জরুরী কাপড়সমূহ সংগ্রহ করেছিলেন। তাকে দেখার সাথে সাথেই মানুষের আওয়াজ বুলন্দ হয়ে গেল। চিৎকার ও রুনাজারীর আওয়াজ বড় হয়ে গেল। ফলে নামায থেকে বিরত রইল। অতঃপর দলে দলে মানুষ জানাযার নামায আদায় করলেন। সর্বপ্রথম যিনি নামাযে জানাযার ইমামতি করেছেন তিনি হলেন- কাজী মুহি উদ্দীন ইবনে যকী অতঃপর তাঁর লাশ প্রত্যাবর্তন করা হলো বাগানে অবস্থিত তার বাড়ীতে (বাগান বাড়ী) আর তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়েছিলেন। তাকে সুফ্ফায়ে গরীবাহ নামক কবরস্থানে সমাহিত করা করা হলো। আসর এর কাছাকাছি সময়ে তাকে দাফন করা হলো। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে পবিত্র করুন এবং তাঁর কবরকে আলোকিত করুন। এরপর দিনের মধ্যভাগে তাঁর ছেলে মালিক জাফর কেল্লা থেকে নামলেন এবং মানুষকে সান্তনা দিলেন ও তাদের হৃদয়ে প্রশান্তি দান করলেন। রুনাজারী মানুষকে লুটপাট ও নৈরাজ্য সৃষ্টি থেকে বিরত রাখল। প্রত্যেকেই দুঃখিত ও চিন্তিত ছিল। কোন চোখ দেখা যায়নি যা কাঁদেনি। কিন্তু আল্লাহ যার ব্যাপারে না কাঁদার ইচ্ছা পোষণ করলেন সে কাঁদেনি।

অতঃপর লোকেরা ঘরে ফিরে গেল যা তাদের জন্যে অধিক মন্দ প্রত্যাবর্তন । ঐ রাতে তাদের কেউ কেল্লায় প্রত্যাবর্তন করেনি আমরা ব্যতীত। আমরা তথায় উপস্থিত হয়েছি এবং কোরআন তিলাওয়াত করেছি ও নতুনভাবে ব্যথিত হয়েছি।

সেদিন মালিক আফযাল তার চাচা ও ভ্রাতাদের বরাবর পত্র লিখেছেন। তাদের কাছে এ ঘটনার সংবাদ পাঠিয়েছেন। দ্বিতীয় দিন শোক প্রকাশের জন্যে সাধারণ সভার আয়োজন করেছেন। কেল্লার দরজা খুলে দেয়া হয়েছে। (ফকীহ ও আলেমদের দাওয়াত করা হয়েছে) বক্তা ও আলোচকবৃন্দ আলোচনা করেছেন। তবে কোন কবি কবিতা পড়েননি। এরপর যোহরের সময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে। সকাল-সন্ধ্যা মানুষের উপস্থিতি কোরআন তিলাওয়াত ও তার জন্য দোয়ায়ে মাগফিরাত অব্যাহত ছিল। আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন।

মালিক আফযাল তার জরুরী কাজ গোছানো এবং চাচা ও ভাইদের সাথে পত্র যোগাযোগে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। অতঃপর এভাবে কাল পরিক্রমায় সেদিনগুলো ও লোকগুলো খতম হয়ে গেল। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে যেন ঐদিন ও লোকগুলো সবই স্বপ্নে ছিল।

শব্দবিশ্লেষণ :

حمّى صفراوية : কালো জ্বর। حُمّى - জ্বরের প্রকোপ। বহুবচন حُمَّيَاتٌ - حمى الضنك - ডেঙ্গু জ্বর। الحمى التيفية - টাইপয়েড জ্বর। الحمى الرثيية - বাত জ্বর।

استيحاشا : আতঙ্কের কারণে। وحش، يحش، وحشا، وحّش بثوبه أوسلاحه - ধরা পড়ার ভয়ে পোশাক বা অস্ত্র ফেলে দিল। أوحش، ايحاشا المكان - জনশূন্য হল। বিরান ও নির্জন হল। এখানে ভয় ও আতঙ্ক উদ্দেশ্য।

تفاؤلا : অশুভ মনে করে। تفاؤل - শুভাশুভ জ্ঞান করা। শুভ মনে করা। শুভ আশা পোষণ করা। تفاؤل بكذا - বিশ্বাস স্থাপন করা। আশান্বিত হওয়া।

هزيع : রাতের এক অংশ। এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশ। বহুবচন هُزُع এখানে প্রথম অর্থ উদ্দেশ্য। هزع هزعا هزوعا (ف) - ঝাঁকি খেল বা নড়ে উঠল। তাড়াতাড়ি করল।

تزهق : প্রাণ বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে। زهق زهوقا النفس - দেহ থেকে প্রাণবায়ু বের হল। زهق الباطل (ف) زهقا و زهوقا - অস্থিত্বহীন হয়েছে। বিলুপ্ত হয়েছে।

العويل : কান্নাকাটি। পরমুখাপেক্ষী। অপরের সহায়তায় জীবন যাপনকারী। ১ম অর্থ উদ্দেশ্য। عول على أمر - কোন কিছুর উপর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। عول على نفسه - নিজের উপর ভরসা করল।

الضجيج : হৈ-চৈ। গন্ডগোল। গোলমাল। ضجّا (ن) হৈ-চৈ করা। ضج المكان بكذا - গর্জন করা।

أنفض : মজলিস শেষ হল। انفض القوم - লোকদের পাথেয় নিঃশেষ হল বা অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হল। أنفض القوم زادهم - লোকেরা তাদের পাথেয় নিঃশেষ করল। نفض (ن) نفضا - ঝাড়ু দিল। نفض الثوب - কাপড় ঝাড়ল। نفض الشجرة - ফল পাড়ার জন্যে গাছ নাড়া দিল।

সমাপ্ত